প্রকাশক :
ফার্মা কে, এল, মুখোপাধ্যায়
২৫৭ বি, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০১২

প্রথম প্রকাশ-১৯৪৪

মুদ্রাকর :
শ্রীঅরুণচন্দ্র মজুমদার
আভা প্রেস
৬বি, শুড়িপাড়া রোড,
কলিকাতা-১৫

সূচীপত্র

কমল সদাইগরের পালা

ভূমিকা

এই সম্পাদনায় 'কমল সদাইগর পালা'র ছত্র সংখ্যা ১০৮৪, ইহার মধ্যে ৮৬৪ ছত্র মাননীয় দীনেশ চন্দ্র সেন ডি, লিট্ মহাশয় তাঁহার সম্পাদিত 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা' তৃতীয় খণ্ডে প্রকাশ করিয়াছেন। সেন মহাশয়ের সম্পাদনার সঙ্গে এই সম্পাদনার ১০২টি ছত্রে বা ছত্রাংশে তাৎপর্যে পার্থক্য ঘটায় তাঁহার পাঠ তৎতৎ স্থলে পাদটীকায় দেওয়া হইল, শব্দের অগ্রপশ্চাৎ'ও ছত্রের স্থান বিপর্যয় ঘটিত পাঠান্তর এবং বানান ঘঠিত পাঠান্তর উল্লেখ করা হইল না। যে ২২০টি ছত্র সেন মহাশয়ের সম্পাদনায় নাই, তাহা বুঝাইতে ঐ ছত্রগুলির শেষে '+' চিহ্ন দেওয়া হইয়াছে।

কমল সদাইগর পালার রচয়িতা কবির নাম-পরিচয় বোধহয় বহুকাল বিস্মৃতির গর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে, অতএব উহার অনুসন্ধান বৃথা। এই পালা সম্পর্কে মাননীয় দীনেশ চন্দ্র সেন মহাশয় তাঁহার সম্পাদিত পালার ভূমিকায় লিখিয়াছেন,—'যদিও এই পালার সংগ্রাহক আশুতোষ চৌধুরী মনে করেন যে, ইহার কোনোও না কোনোও ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে, কিন্তু আমি বিশ্বাস করি তদ্রূপ অনুমান সর্ব্বৈব অমূলক। বিমাতার চক্রান্তে শিশুদের দুর্দশার কাহিনী রূপকথা সাহিত্যের এতটা যায়গা জুড়িয়া আছে যে ইহা সহজেই মনে হয় যে এই পালাটি সেই সব পালার অন্যতম। মোটামুটি বলিতে গেলে 'শীত-বসন্ত' নামক যে পালাটি আমরা শৈশবে শুনিয়াছি এবং অর্দ্ধশতাব্দী পূর্বে যে কাহিনী বঙ্গের পিতামহীগণের দুর্দান্ত শিশুগণের ভুলাইবার অমোঘ

অস্ত্রস্বরূপ ছিল কমল সদাগর সেই শীত বসন্তেরই রূপান্তর। এই শীত বসন্ত নামক রূপকথাটিই কাঙ্গাল হরিনাথ 'বিজয়-বসন্ত' নাম দিয়া অর্দ্ধশতাব্দী পূর্বে প্রকাশিত করিয়াছিলেন। এই আখ্যায়িকার বহু সংস্করণ হইয়া গিয়াছে, তাহাতেই প্রমাণিত হয় যে পালাটি বঙ্গ দেশের কত প্রিয় ও আদরের জিনিষ। * * 'শীত বসন্ত' নামে মুদ্রিত পুস্তকও আমরা দুই একখানা দেখিয়াছি। সকলেরই বর্ণনীয় বিষয় এই প্রাচীন রূপকথার প্রতিপাদ্য কাহিনী। * * আশুতোষ বাবু মনে করেন, চট্টগ্রামের দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরের যে সব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপপুঞ্জের উল্লেখ ১১৬৫ খ্রীষ্টাব্দের দামোদর দেবের তাম্রসাশনে পাওয়া যায়, এই গীতিকাবর্ণিত বসন্তপুর তাহাদেরই অন্যতম। পালা রচকেরা তাঁহাদের নিজেদের বাসস্থানের পক্ষপাতী হইয়া কাহিনীগুলির ঘটনাস্থল নিজেদের পল্লী হইতে অনতি দূরবর্তী কল্পনা করিয়া থাকেন। তাই বলিয়া আমরা এই ভৌগলিক তত্ত্বকে কোনও ঐতিহাসিক ইঙ্গিত বলিয়া মনে করিতে পারি না। * * *।''

এই পালার কবির নাম কেহ জানেন না। পালার বন্দনা গানটি কোনও গায়েনের রচিত। পালা অনুসন্ধানকালে এই পালার বিভিন্ন বন্দনা গান আমি দেখিয়াছি। পালা রচনার ভাষা দৃষ্টে মনে হয় কবির বাসস্থান চট্টগ্রাম জেলায় কর্ণফুলি নদীর দক্ষিণ তীরবর্তী অঞ্চলে ছিল, তবে সমগ্র পালা—যাহা এখন আমরা পাইতেছি, তাহা মূল কবির রচনার ভাষা নহে। লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে এই ভাষায় খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দী হইতে আরম্ভ করিয়া উনবিংশ শতাব্দীর আঞ্চলিক 'কন্‌ফুলী' উচ্চারণ ও কথ্য ভাষার মিশ্রণ আছে। ইহার কারণ, কাহিনীটির জনপ্রিয়তা।

এই কাহিনীর মূলে কোনো সত্য ঘটনা আছে কি না তাহা নির্ণয় করা আমার পক্ষে সম্ভব হয় নাই। দেওয়ান 'আলাল-দুলালের' পালার ঐতিহাসিক তথ্য নির্ণয়ের জন্য মাননীয় সেন মহাশয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বসিয়া যেরূপ চেষ্টা করিয়াছিলেন কমল সদাগরের পালা সম্পর্কে সেরূপ কিছু না করিয়া সম্ভবত পালাটি পড়িয়াই রূপকথা শ্রেণীতে ফেলিয়া দিয়াছেন।

পূর্ব বঙ্গের পল্লী অঞ্চলে যে সমস্ত প্রাচীন রূপকথা পাওয়া যায়—যাহার কয়েকটি মাত্র মাননীয় সেন মহাশয় ও দক্ষিণা রঞ্জন মিত্র মজুমদার (ঠাকুরমার ঝুলি, ঠাকুরদাদার ঝুলি, ঠান্‌দিদির থলে প্রভৃতি গ্রন্থে) প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার বর্ণনা ভঙ্গী ও কমল সদাগরের পালার বর্ণনাভঙ্গী এক নহে। বরং কমল সদাগরের পালার সঙ্গে অপরাপর সত্যঘটনামূলক পালার বর্ণনা ভঙ্গীর হুবহু মিল আছে। পূর্ববঙ্গের ঐতিহ্য অনুযায়ী কোনো গায়েন কোনো আসরে রূপকথা গান করেন না, রূপ কথা সান্ধ্য বিনোদনের উপকরণ। পক্ষান্তরে কমল সদাগরের পালা অজ্ঞাত সুদূর কাল হইতে গায়েনেরা গৃহস্থগৃহে, বারোয়ারিতলায় দলবল লইয়া গান করিয়া আসিতেছেন। ইহা ছাড়া আর একটি লক্ষ্য করিবার বিষয়,—এই শ্রেণীর রূপকথার নামভূমিকায় দেখা যায় বিমাতার দ্বারা অত্যাচারিত বালক বালিকার নাম; যেমন—'শীত বসন্ত, 'বিজয়-বসন্ত', 'লালু-'ভুলু,' 'লালু-নীলু,' 'সাতভাই-চম্পা,' 'আলাল-দুলাল' 'মণি-মাণিক' প্রভৃতি। কিন্তু এ পালায় 'চান্দমণি-সূর্যমণি' নাম না দিয়া 'কমল সদাইগর' নামকরণ করা হইয়াছে। ইহাতে মনে হয় এই শ্রেণীর কাহিনীর মধ্যে এই কমল সদাইগর পালাটিই সর্বাপেক্ষা প্রাচীন, এবং এই পালার

জনপ্রিয়তা দেখিয়া পরবর্তীকালে অপরগুলি রূপকথা আকারে রচিত ও প্রচলিত হইয়াছে।

পূর্ববঙ্গে প্রচলিত সত্যঘটনামূলক প্রাচীন গাথা ও রূপকথার মধ্যে প্রধান ও অতি স্থূল পার্থক্য,—একমাত্র মুসলমান কবি ছাড়া অমুসলমান কবিগণ তাঁহাদের রচনার মধ্যে কোনো অলৌকিক ঘটনা সন্নিবেশ করেন নাই, বা কোনো সাধুসন্ন্যাসী-দেবদেবীর মহিমা প্রচারের চেষ্টাও দেখা যায় না। রূপকথায় কিন্তু অলৌকিক ঘটনারই প্রাধান্য দেখা যায়। কমল সদাগরের পালায় যে 'ধলা হাত্তির' কথা আছে, উহা কাল্পনিক নহে। দক্ষিণ ভারতের ও এশিয়া মাইনরের ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে দেখা যাইবে, প্রাচীনকালে ঐ সব অঞ্চলের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাষ্ট্রে শ্বেত হস্তী বা 'রাজ হস্তী' প্রতিপালিত হইত। কোনো রাজা বা রাষ্ট্রপতির দেহাবসানের পর সিংহাসনের অধিকার লইয়া সঙ্কট দেখা দিলে প্রজাসাধারণ ঐ হস্তীর দ্বারা রাজা বা রাষ্ট্রপতি নির্বাচন করিতেন। ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাস হইতে ১৯২৫-এর মার্চ মাস পর্যন্ত আমি যখন অবরুদ্ধ ছিলাম উত্তর বঙ্গে বক্সা বিপ্লবীবন্দী শিবিরে, তখন কুচবেহারের মহারাণীর নিকটে আবেদন করিয়া অনেকগুলি ইতিহাসের বই রাজপ্রসাদের গ্রন্থাগার হইতে আনাইয়া পড়িয়াছিলাম। সেই বইগুলির কয়েক খানার মধ্যে শ্বেত হস্তীর দ্বারা রাজা ও রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের কাহিনী পড়িয়াছি। কোন কোন বইতে পড়িয়াছি তাহা এখন আমার মনে নাই। এই বয়সে ও এই প্রকার ভগ্নস্বাস্থ্যে আমার পক্ষে নূতন করিয়া ঐ সব গ্রন্থের সন্ধান করা সম্ভব নহে। গত ২৮শে ফেব্রুয়ারী রাত্রে পশ্চিম বঙ্গের মুখ্য নির্বাচনী কমিশনার শ্রীভেঙ্কট রাঘবন বেতার বক্তৃতায় এই শ্বেতহস্তী দ্বারা রাজা বা রাষ্ট্রপতি নির্বাচন

পদ্ধতি ঐতিহাসিক ঘটনা বলিয়া সমর্থন করায় সাহস পাইয়া এই ভূমিকার মধ্যে ব্যাপারটা সন্নিবেশ করিলাম। আমার জীবদ্দশায় যদি কোনো ঐতিহাসিক ঐ সব ইতিহাসের সন্ধান পান তবে জানাইলে বিশেষ অনুগৃহীত হইব এবং যদি এই গ্রন্থ পুণর্মুদ্রণ সম্ভব হয়, তবে তাহা ছাপাইবার ব্যবস্থা হইবে।—সম্পাদক কমল সদাইগর পালায় এই শ্বেতহস্তীর কথা ছাড়া বর্তমান যুগের দৃষ্টিতে আর কোনো আলৌকিক ঘটনা নাই।

ভারতে মুস্লিম শাসন কালে বহু প্রসিদ্ধ স্থানের প্রাচীন নাম পরিবর্তন করা হইয়াছে, এবং কালক্রমে সেই প্রাচীন নামগুলি জনচিত্ত ও ইতিহাস-ভূগোলের পৃষ্ঠা হইতে মুছিয়া গিয়াছে। 'রাজাদরিয়ার ঘাট' ও 'বাসন্তীনগর' নাম দুইটিও সম্ভবত ঐ কারণেই অবলুপ্ত হইয়াছে। ঘটনা বর্ণনায় যাহা বুঝা যায় তাহাতে দামোদরদেবের তাম্রশাসনে উল্লিখিত চট্টগ্রামের দক্ষিণে দ্বীপপুঞ্জে বাসন্তীনগরের অবস্থিতি সম্ভব হয় না। কারণ, তাহা হইলে সেই সমুদ্রবেষ্টিত দ্বীপ হইতে দুইটি বালক লইয়া পলায়ন মইফুলার পক্ষে সম্ভব হইত না। বর্ণনায় বুঝা যায় বাসন্তী নগর হইতে পলাইয়া মইফুলা দুই তিন দিনের মধ্যেই পার্বত্য বনে প্রবেশ করিয়াছিল এবং সেখানে বেশ বড়ো ও গভীর পার্বত্য নদী ছিল। ইহা ছাড়া বর্ণনায় আরও দেখা যায় রাজদরিয়ার ঘাট হইতে বাসন্তী নগর যাইতে কমল সদাগরের ডিঙ্গা 'কালাপানিতে' পড়িয়াছিল। এইসব বর্ণানুযায়ী বাসন্তীনগর ছিল চট্টগ্রাম জেলার কর্ণফুলী নদীর তীরে, এবং রাজদরিয়ার ঘাট চট্টগ্রামের দক্ষিণে কোনো সমুদ্রগামী পার্বত্যনদীর মোহনায়।

এই পালায় বর্ণিত ঘটনার কাল সম্পর্কে কবির ভাষা বিচার করা নিরর্থক। কারণ, ইহার কবিলিখিত কোনো পাণ্ডুলিপি

পাওয়া যায় নাই। পালার ঘটনায় দেখা যাইতেছে কমল সদাগর তাঁহার বানিজ্যপোত লইয়া সমুদ্র পথে বাণিজ্যে গিয়া বারো বৎসর সুদূর বিদেশে ছিলেন, এবং 'ধলা হাত্তি' বাঙ্গালী বালক চাঁদমণিকে অবাঙ্গালী পাহাড়ী রাজ্যের রাজসিংহাসনে বসাইলে রাজ্যের পাহাড়ী প্রজারা তাহা মানিয়া লইয়াছিল। খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে গৌড়ের সুলতান সামসুদ্দিন ইলিয়াস ও তাঁহার সুযোগ্য পুত্র সুলতান সিকান্দার শাহের শাসনকালে বাঙ্গালী বণিক সদাগরদের সমুদ্র পারের বৈদেশিক বাণিজ্য সম্পূর্ণ রূপে লুপ্ত হয়, ইহার পর মুস্‌লিম শাসনকালের মধ্যে বাঙ্গালী বণিকের ঐ সমুদ্রপারের বৈদেশিক বানিজ্য পুনরুজ্জীবিত হয় নাই। খ্রীষ্টীয় এয়োদশ শতাব্দীতে দক্ষিণ পূর্ববঙ্গে অনেকগুলি অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন মুসলমান পীর, আউলীয়া, দরবেশ ও ফকিরের আবির্ভাব ঘটে। তাঁহারা তাঁহাদের অলৌকিক শক্তিমহিমায় মুগ্ধ করিয়া ঐ অঞ্চলের বহু অমুসলমানকে মুসলমান করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারা ঐ অঞ্চলের ও আসামের পার্বত্য জাতিগুলির মধ্যে বড় বেশী প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হন নাই; কারণ, অলৌকিক ক্ষমতাদ্বন্দের প্রতিক্রিয়ার পার্বত্য জাতিগুলির মনে সমতলবাসীদের প্রতি একটি ঘৃণা বিদ্বেষ ও অবিশ্বাস জন্মায়, যাহা এপর্যন্তও দূরীভূত হয় নাই। এরূপ ক্ষেত্রে কমল সদাগরের সমুদ্রপথে বৈদেশিক বাণিজ্য ও চাঁদমণির পার্বত্য রাজ্যের রাজসিংহাসন লাভ অন্তত খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীর পূর্ববর্তী ঘটনা বলিয়া অনুমান করিলে বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না।

এই পালার শেষ ছত্র—"কমল সদাইগরের পালা করিলাম আদাই।।"—এই 'আদাই' শব্দটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলিয়া মনে হয়। বিশেষ চেষ্টা করিয়া হস্তগত করাকে পূর্ববঙ্গে

'আদাই' বলে। ইহাতে বুঝা যায় কব যখন এই পালা রচনা করেন, তখন ইহার কাহিনী পল্লী সমাজে প্রচলিত ছিল। যদি এই কাহিনী সত্য ঘটনা মূলক না হইয়া রূপকথা হইত, তবে বোধ হয় মাননীয় সেন মহাশয়ের ভূমিকায় লিখিত—'এই পালায় কোনোরূপ বিশিষ্ট কবিত্বের পরিচয় নাই।'—আক্ষেপ কবি মিটা-ইতে পারিতেন। সে ক্ষমতা যে কবির ছিল, তাহা তাঁহার রচনা পড়িলেই বুঝা যায়। কিন্তু পূর্ববঙ্গের প্রাচীন পল্লীকবিগণের শ্রোতা ও সমজদার ছিলেন পল্লীর সরল মানুষের দল। এই শ্রোতা ও সমঝদারেরা সমসাময়িক পশ্চিমবঙ্গে রাজাজমিদারদের অনুগ্রহপুষ্ট কবিগণের কবিত্বপূর্ণ রচনা 'মঙ্গলকাব্য' অপেক্ষা এইসব পল্লীগাথার মধ্যে নিজেদের দৈনন্দিন জীবন যাত্রার সুখ দুঃখের প্রতিচ্ছবি দেখিয়া মুগ্ধ হইতেন বলিয়া পল্লীকবিগণ তাঁহাদেরই চাহিদা পূরণ করিয়া গিয়াছেন।

আগমেশ্বরীপাড়া রোড
নবদ্বীপ
১৯৪৪

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক

বন্দনা :—

আসই গো মাও সরস্বতী, তুমি রইলা কতদূর।
তোমার জাগা[1] মনি মাতা নইছ্যা শান্তিপুর ॥
শান্তিপুরের আসন মাও গো দিবারে ছাড়িয়া।
মুই অধমরে কর দয়া এইখানে আসিয়া ॥
ধবল আসন ধবল বসন ধবল সিঙ্গাসন।
দুধ কলা দিয়া মাতা তোমারে করিব পূজন ॥
আইস মাও গো সরস্বতী মোরে দেও বর।
এই অধমের কণ্ঠে দেও মা,
নবীন কোইলার[2] স্বর ॥
আইস্ মাতা সরস্বতী, আমি পূজি তোমার পাও।
আমার জিব্বার আগায় নের্ত্য কর সরস্বতী মাও ॥

পালা আরম্ভ :—

(১)

কাঁইচ্যা[3] নদীর পাড়ে জাইন্স ভাইরে, বাসন্তী নগর।
সেই জাগাতে বসত কইরত কমল সদাইগর ॥
চক্‌মিলাইল্যা বাড়ী যে তার দোতালা দালান।
চাইর দিগে বাগবাগিচা ছাম্‌নে ফুল বাগান ॥
সিঙ্গের দুয়ারে[4] তাহার কত রকম ঠাট[5]।

১। জাগা=স্থান। ২। কোইলার=কোকিলের।
৩। কাঁইচ্যা=কর্ণফুলি নদীর স্থানীয় নাম। ৪। সিঙ্গের দুয়ারে=সিংহদ্বার। ৫। ঠাট=সজ্জা।

ঘাঁটার আগত১ মস্ত দীঘি শাণ বান্ধান ঘাট ॥
পাহির২ ভরা মাছ তাহার গোলা ভরা ধান।
জাহাজ স্লুপ৩ বড়ো নুকা৪ আর আছে সাম্পান ॥
গোয়াইল ভরা কত তার আছে বিয়ান৫ * গাই।
ছাগল মইষ ভেরা গরু লেখা জোখা নাই ॥
আড়ি৬ মাপি ট্যাক গণে কমল সদাইগর।
লক্ষ্মী মাতা আসি তার জুড়ি আছে ঘর ॥
ঘরে আছে লক্ষ্মী বউ সোনার পরতিমা৭।
সুরঙ্গিনী নাম তার রূপের নাই সীমা ॥
তাহার গুণের কথা বলিব আর কত।
খাওয়ানে দেওয়ানে৮ নারী অন্নপূর্ণার মত ॥
পাড়াপশ্শীর মা-জননী সুরঙ্গিনী নারী।
গরীব দুইখ্যা কত খায় সদাইগরের বাড়ী ॥
অতিথ আর বরাহ্মণ আইসে পরম যত্তনে।
পঞ্চ নেয়ামতে ৯ করায় তারারে ভোজনে ॥
শুদ্ধমতি সুরঙ্গিনী পূজা কত করে।
তাহার গুণেতে লক্ষ্মী বান্ধা আছে ঘরে ॥
বৈশাখ মাসে তুলসী বিরিক্ষে বান্ধি দেয় ঝরা। *

১। ঘাঁটার আগত=পথের সম্মুখে। ২। পাহির=পুকুর। ৩। স্লুপ= জাহাজ অপেক্ষা ছোট সমুদ্রগামী পোত। ৪। নুকা=নৌকা। ৫। বিয়ান=সবৎসা। ৬। আড়ি=বেতের ছোট ঝুরি। ৭। পরতিমা=প্রতিমা। ৮। দেওয়ানে=দানে। ৯। পঞ্চ নেয়ামতে=বসিবার আসন, চরণ ধুইবার জল, স্নানের ব্যবস্থা, আহার্য ও বিশ্রামের স্থান—এই পাঁচটি পঞ্চ নেয়ামত।

পাঠান্তর :— * '—ধিয়ান—'।
পাঠান্তর :—* বৈশাখ মাসে তুলসীরে দিয়া থাকে ঝাড়া

জষ্টি মাসে ষষ্টি পূজা আর পূজে তারা।
আষাঢ় মাসে পূজা করে মাতা বসুমতী।
শাওনে মনসা পূজে আর পড়ে পুঁথি॥
ভাদ্দর মাসে ভদ্দর কালীর কইরা থাকে পূজা।
আশ্বিন মাসেতে পূজে দেবী দশভূজা॥
কার্ত্তিক মাসে আশ্বিনের পানি ভাত খায়। (ক)
অমাবস্যার রাইতে কত পর্‌দীম জ্বালায়॥ +
শ্যামা পূজা কার্ত্তিক পূজা, বর্‌ত উপাসে[১০]। +
আকাশ পরদীপ, দেয় কত্ত মনের হরষে॥ +
আঘন মাসে নয়া ধানে নবান্ন করিয়া। +
দেশের লোকরে ভোজন করায় পরাণ ভরিয়া॥
আঘন মাস পুর্ণ্যি মাস সর্বশাস্তর কয়। +
এই মাসে থাকে নারী সন্ন্যাসী সেবায়॥
পৌষ মাসে পূজা করে চন্দ্র হেন দেবা।
মাঘ মাসে সূর্য্য পূজা দিয়া রক্ত জবা॥

১০। বর্‌ত উপাসে—ব্রত উপবাসে।

(ক)—চট্টগ্রাম, ত্রিপুরা প্রভৃতি কয়েকটী জেঁলায় যাহাদের বাড়ীতে দুর্গোৎসব হইত তাঁহারা বিজয়ার দিন জলে ভিজানো বাসিভাত (পান্তভাত) দেবতার ভোগ দিয়া সেই প্রসাদ নিয়মিত রক্ষা করিয়া কার্ত্তিক সংক্রান্তি পর্যন্ত প্রত্যেকে প্রতিদিন কিছু কিছু খাইতেন। ইহার ফলে কাহারও অকাল-মৃত্যু হয়না বলিয়া লোকের বিশ্বাস।—ইতি—সম্পাদক।

ফাল্গুন মাসে গোবিন্দরে দোলায় যে দোলে।
চৈত্তর মাসে শিব পূজে আর সন্ন্যাস গাছ[11] তোলে।

এই মতে সদাইগর পূজি বারো মাস।
দুই পুত্র পাইয়াছে পুরিয়াছে আশ॥
চান্দমণি সূর্যমণি দুই ত কুমার।
ঘরের দুলাল তারা পরাণ বাপ-মা'র॥
সাত বছরের চান্দমণি সোন্দর বদন।
বাপ মায়ের আদরের পুত্র কলিজার ধন॥
কপালেতে ভাগ্য রেখা চমকে বিজুলি।
কুষ্ঠির মাঝে লেখা আছে রাজা হইব বলি॥
পাঁচ বছরের সূর্যমণি সোনার পোতলা[12]।
রাম আর লক্ষ্মণ যেমন সদাইগরের পোলা[13]॥
দাসী বান্দী আছে কত কি বলিব আর।
সুরঙ্গিনীর গুণে হইছে সোনার সংসার॥
মইফুলা নামে আছিল দাসী একজন।
চান্‌মণি সূর্যমণি তার জীবনের জীবন॥+
কুলে কান্ধে[14] কইরা মানুষ করে সেই দাসী।+
চানমণি সূর্যমণি ডাকে তারে মাসী॥
হাপুতা আটকুড়া সেই অল্প বসের রাঁড়ী।
নতুন যইবনের ডাকে তেল কাজলা[15] নারী॥
সুরঙ্গিনী দেখে তারে ভইনের সোমান।+

১১। সন্ন্যাস গাছ=চড়ক গাছ। ১২। পোতলা=পুতুল। ১৩। পোলা=পুত্র। ১৪। কুলে কান্ধে=কোলে কাঁখে। ১৫। হাপুতা=সন্তান আকাঙ্খিনী। তেল কাজলা=পূর্ণ অঙ্গ সৌষ্ঠব সম্পন্না।

বাড়ীত্ দাস-দাসীর মধ্যে মইফুলা পরধান ॥+
বাহির মণ্ডলে[১৬] কাম করে কামিলা[১৭] কত শত।+
ক্ষেত খলা বাণিজ্যির ডিঙা আছে তার যত ॥+
হাইল্যা[১৮] চাষা গাবুর[১৯] * কত কে করে গণন।
ডেহেরিতে[২০] কাম করে চাকরিয়া গণ
ছুয়ানী[২১] টেণ্ডল[২২] আর খালাসী যে কত।
মাসে মাসে মাহিনা নেয় টাক্যা শত শত ॥
জাহাজের কামাই[২৩] আইসে বচ্ছর বচ্ছর।
ধনে জনে পূন্ন তার দোমাহালা ঘর ॥
চান্‌কপাইল্যা[২৪] সদাইগর কনো অভাব নাই।
সুখে রইছে সোনার থালত্[২৫] দুধে ভাতে খাই
মুহুরী যে ছিল তার গোবর্ধন নাম।
সদাইগর দেখে তাতে সোদ্দরের[২৬] সমান ॥
লেখাতে পড়াতে সেইনা অতি বড়ো কাইত্[২৭]।
তিরিশ ট্যাকা মাইনা মাসে আরও খায় ভাত ॥

(২)

আষাঢ় মাসে বান হইল গঙ্গার মাঝে চল[১]!
পহির[২] বিল ভাসি গেল্‌গৈ[৩] হইল জলস্থল ॥

১৬। মণ্ডলে = মহলে। ১৭। কামিলা = দিনমজুর। ১৮। হাইল্যা = লাঙ্গল বাহক। ১৯। গাবুর = পাহাড়ীয়া শ্রমিক। ২০। ডেহেরি = কাছারিতে। ২১। ছুয়ানী = জাহাজের কর্ণধার। ২২। টেণ্ডল = জাহাজের কর্মচারী। ২৩। কামাই = উপার্জন। ২৪। চান কপাইল্যা = ভাগ্যবান। ২৫। থালত্ = থালায়। ২৬। সোদ্দরের = সহোদরের। ২৭। কাইত = কায়স্থের মত দক্ষ। ১। চল = জলবৃদ্ধি। ২। পহির = পুকুর। ৩। গেলগৈ = গিয়াছিল।

পাঠান্তর :—*'—গাফুর—'।

চুলছিঁড়া হোঁত্[৪] পড়িল কাঁইচা ঘাসের পরে।
আহাশ[৫] কালা করি আরে অঝরে বিষ্টি ঝরে ॥*
আষাইঢ়্যা সইন্ধ্যায় সেই সুরঙ্গিনী নারী।
সোয়ামীরে নিকটে ডাকি† কইছে তড়াতড়ি ॥
"কালুকা[৬] রাতুয়ার[৭] কালে আমার গায় আইল জ্বর।
বুগর[৮] মাঝে কি যে আমার করে গো ধড়ফড় ॥
মাথাত্ কামড়ি উট্টে[৯] থির রইতে নাই সে পারি।
আমারে লইতে আইছে যাইব যমের বাড়ী ॥
দোন্ যাদু[১০] রইল আমার দেখিবা তারারে।
বুগর[১১] কলিজা খসাই আমি দিলাম ‡ তোমারে ॥
সদাইগর উডি[১২] বলে,—'বকিও না আর।
তুমি ন[১৩] থাকিলে আমার সংসার আঁধার ॥
ভালা হইয়া যাইবা তুমি ভাব অকারণ।
আভাবনা[১৪] ন ভাবিও ভালা কর মন ॥
আরে, কিবা ছোড়[১৫] কিবা বড়ো
যমে কি আর মানে।
আয়ু শেষ হইলে ভাই রে
তারে রশি[১৬] ধইরা টানে ॥

৪। হোঁত=স্রোত। ৫। আহাশ=আকাশ। ৬। কালুকা=গতকল্য। ৭। রাতুয়া=রাত্রি। ৮। বুগর=বুকের। ৯। মাথাত্ কামড়ি উট্টে=মাথার কামড় উঠিয়া। ১০। দোনো যাদু=দুইটি আদরের বালক। ১১। বুগর=বুকের। ১২। উডি=উঠিয়া। ১৩। ন=না। ১৪। আভাবনা=দুর্ভাবনা। ১৫। ছোড=ছোটো। ১৬। রশি=দড়ি।

* '—যাইয়া —' ॥

* '—দিগেলুম—' ॥

পাঠান্তর :— * আঁয়াশ কানা করিয়ারে অঝোরে ঝড় ঝরে।

পিঞ্জিরায় শুয়া[১৭] পঙ্খী ঘুরে
মায়ার কল-কারখানা।
একদিন ফুরাই যাইব
এ ইনা ভবের আনাযানা ॥
তিন দিনকার জ্বরে রে ভাই
কি বলিব আর।
সুরঙ্গিনী মারি গেলগৈ*
উডিল হাহাকার ॥

মরিবার আগে নারী কি কাম করিল।
মইফুলার হাতত্[১৮] ধরি কইতে লাগিল ॥
"দোনো যাদু রইল আমার দেখিবা তারারে ॥[১৯]
মা বলিতে ন রইল কন[২০] তারার এ সংসারে ॥
ক্ষুধার কালে ভাত দিবি তিরিষাতে পানি।
দুঃখের কালে মাওর মতন বুগত্ লইবি টানি ॥"
তারপরে ত সদাইগরের মুখর মিক্যা[২১] চাই[২২]।
কষ্টে ছিষ্টে কইল নারী,—'এখন আমি যাই ॥'
সদাইগর বলে,—'তুমি কেনে এমন হইলা'।
সুরঙ্গিনী শুনি চোগর জল ছাড়ি দিলা ॥
চোগর[২৩] জল ছাড়ি নারী হইল আমাত[২৪]।
কমল সদাইগর তহন মাথাত্ দিল হাত ॥

১৭। শুয়া=শুক। ১৮। হাত্ত=হাতে ১৯। তারারে=তাহাদের। ২০। কন=কোনজন। ২১। মিক্যা=দিকে ২২। চাই=চাহিয়া। ২৩। চোগর=চোখের। ২৪। আমাতন=নির্বাক।

পাঠান্তর :— * '—যারগৈ-

পরাণ মন্থুরা[২৫] (ক) উড়ি গেল্‌গৈ পড়ি রইল কায়া ।*
ভোজের বাজি এ সংসার কেবল মিছা মায়া ॥
সুখর কালে দুঃখ আসি করি দেয় নৈরাশ ।
রঙের বাত্তি নিপাই[২৬] দিল আসি কাল বাতাস ॥
সুরঙ্গিনীর লাগি কান্দে কমল সদাইগর ।
চান্দমণি সূর্যমণি কান্দিল বিস্তর ॥
কান্দিয়া যে সদাইগর কইতে লাগিল ।
"চান্দ সূরুয দোনো যাদু তুমি কার হাতত্‌ দিলা ॥
তুমি ছাড়া কনে[২৭] লইব কোলে মায়া করি ।
মিছা আমার ধন দৌলত মিছা সদাইগরী ॥
মিছা আমার দোমাহালা এইনা বাড়ী ঘর ।'
মাথা কুড়ি[২৮] কুড়ি কান্দে কমল সদাইগর ॥
"শূন্য রইল ফুল বিছানা শূন্য হইল পুরী ।
লেব তোষক খাট পালং রইল শূন্য পড়ি ॥
কেবা আমার করি দিব ফুলের বিছান ।
আর কেবা আনি দিব বাট্টা ভরা পান ॥"

মইফুলা দাসী কান্দে হইয়া বেয়াকুল ।
ধুলায় পড়ি রইল নারী ন বান্ধিল চুল ॥

২৫ । মন্থুরা = ময়না পাখী । ২৬ । নিপাই = নিভাইয়া ।
২৭ । কনে = কোনজনে । ২৮ । কুড়ি = কুটিয়া ।

(ক) সেন মহাশয় 'মন্থুরা' শব্দের অর্থ করিয়াছেন—"মন্থুরা = প্রাণ ; কোন স্থলে 'মন্থুরায়' প্রয়োগ দৃষ্ট হয়, অর্থ মানব—এখানে আত্মা ।"

পাঠান্তর :— * মন্থুরা উড়িয়া গেল পড়ি রৈল কায়া ।

চান্দমণি সূর্যমণি মাওরে হারাইয়া ।+
মইফুলা দাসীরে ধরে মাসীমাও বলিয়া ॥+
চৌক্ষের জল মুছি মাসী দোনো ভাইরে করে কোলে ।+
দোনো ভাইয়ের চৌক্ষের জল মুছায় আইঞ্চলে ॥+
খিদায় ডাকিয়া খাবায়[২৯] তিয়াসে দেয় পানি ।+
দোনো পোলা লই থাকে দিবস রজনী ॥+
সতীনারীর মরণ কথা যখন রাষ্ট্র হইল ।
হু হু শব্দে পাড়াপশ্শি কান্দি উডিল ॥
গরিব দুইখ্যা লোকে কান্দে সুরঙ্গিনীর লাগি ।+
খিদায় অন্ন পাইত তারা মাও বলি ডাকি ॥
খাইল্যা[৩০] বুগে সদাইগর রইল খাইল্যা ঘরে ।
তাহার কান্দনে ভাইরে গাছের পাতা ঝরে ॥
নিবিল চিতার আগুন নিবিল রে হায় ।
তুষের আগুন শোক পরান দহি যায় ॥

সুরঙ্গিনী নারীর হইল চন্দ্রধেনু কর্ম[৩১] ।
আলোকরথে স্বর্গে গেল ধন্য নারী জন্ম ॥
বহুত পণ্ডিত আইল বাসন্তী নগরে ।
রূপার কলসী পাইল দক্ষিণা মোহরে ॥
বরাহ্মণ সজ্জন খাইল গরিব দুইখ্যা কত ।
দেশে লোক খাইল আর রাউয়া[৩২] শত শত ॥

২৯। খাবায়=খাওয়ায়। ৩০। খাইল্যা=খালি, শূন্য। ৩১। কর্ম=শ্রাদ্ধ কাজ। ৩২। রাউয়া=রবাহুত।

(৩)

তারপর হইল কিবা শুন সভাজন।
বচ্ছরের মধ্যে হইল বহুত অঘটন ॥
আরে ভাইরে,—
কপাল যহন[১] ভাঙ্গে তহন
ডাঙ্গায় কুমইরে[২] খায়। +
ভরা গাঙ্গে চর পইড়া
সাধুর[৩] নাও তলায় ॥ +
কালা পাইন্যায়[৪] মারা পইড়ল
সদাইগরর জাহাজ একখান।
সদাইগরী কারবারে ত
পড়ি গেল্ লোক্‌সান ॥
ট্যাকা পইসা জাইন্য রে ভাই
শীতর জুয়াইরা[৫] জল।
খেনে আইসে খেনে যায়
মানুষের ভাইগ্য একটা ছল * ॥
সুখর সময় সগলেই
সুখর সাঙ্গাৎ[৬] হয়। +
দুঃখর সময় জাইন্য[৭] ভাই রে
কেউ কারও নয় ॥ +

১। যহন = যখন। ২। কুমইরে = কুমিরে। ৩। সাধুর = সদাগরের।
৪। কালাপান্যায় = কালো জলে অর্থাৎ গভীর সমুদ্রে, বঙ্গোপসাগরের এক অংশ 'কালাপানি' নামে খ্যাত। ৫। শীতর জুয়াইরা = শীত কালে জোয়ারের।
৬। সুখর সাঙ্গাৎ = সুখের বন্ধু। ৭। জাইন্য = জানিও।

পাঠান্তর :—*'—কল ॥

কমল সদাইগরের আছিল
কামলা চাকরিয়া যত।
বোচকা সিদ্ধি[৮] কইরল তারা
যে যাহার মত ॥
ঘরে বসি কান্দে কমল
চৌক্ষে দেখে নিশা। +
কি কইরলে কি হইব
নাই সে পায় দিশা ॥ +

একদিন মনে মনে চিন্তি গোবর্ধন।
সদাইগরের ছামনে আসি দিল দরশন ॥
গোবর্ধন যায়্যা বলে সদাইগরর কাছে।
"বিয়া ন করিলে বড়ো দুঃখ হইব পাছে ॥"
সদাইগর বলে "তুমি কও কিবান্ কথা।
চান্দমনি সূর্যমণির কে বুঝিব বেথা ॥
জাহাজ ডুপিল[৯] আমার হইলাম লক্ষ্মীছাড়া।
ওরে—ভাঙ্গা বুগ আর অমার ন লাগি জোড়া ॥

গোবর্ধন বলে,—"আমি কি বলিব আর।
ছারখার হই গেল সোনারই সংসার ॥
লাখর[১০] সদাইগরী যায় সাইগরে ভাসিয়া।
আমরা হগ্‌লে[১১] বলি করন[১২] আর এক বিয়া ॥

৮। বোচকাসিদ্ধি=গোপনে অর্থ অপহরণ করিয়া নিজের তহবিল।
৯। ডুপিল=ডুবিল। ১০। লাখর=লক্ষ লক্ষ টাকা লাভের।
১১। হগ্‌লে—সকলে। ১২। করন=করুন।

ঘরর লক্ষ্মী আনি আবার থির করন মন।
আজ্ঞা দেওন[১৩] বিয়ার লাগি করি আয়োজন ॥

এইরূপে পাড়াপশী বুঝাইতে লাগিল।
বিয়ার কথায় সদাইগর ভাবিত হইল ॥
মানুযের মনরে জাইন্য কচুপাতায় জল।
লড়াচড়া খাইলে ভাই রে, করে টলমল ॥
তারপরে ত সদাইগর ভাবিয়া চিন্তিয়া।
মনের ভাব জানাইল করিব রে বিয়া ॥
কমল সদাইগর যহন বিয়ায় রাজি হইল।
চাইর দিগে বিয়ার খবর হইতে লাগিল ॥

ধরমপুর গেরামে আছিল বাণিয়া এক ঘর।+
গাঁওয়াল করি[১৪] জুটাইত ভাত আর কাপড় ॥+
একদিন গাওয়াল ন করিলে থাকিত উবাসে[১৫] ।+
বিষ্টি লামি ঘরর মাইঝা উচ্ছিলা জলে[১৬] ভাসে ॥+
যুবাবতী[১৭] কইন্যা ঘরে কেম্‌নে দিব বিয়া।+
খাওনের ভাত নাই সে জুটে পিঁধনে[১৮] কাপড় দিয়া ॥+
গোবর্ধন ধরমপুর গেরামে ত গিয়া।
বিয়ার ঠিক করি আইল ধর্মমণির মাইয়া ॥
মাইয়ার নাম সোনাই কইন্যা রূপে চমৎকার ॥
বিয়া সাদী হই গেলগৈ কি কইব আর ॥
কি কইব আর ভাই রে, বিধির লিখন।
কমল সদাইগর ন পাইল সোনাই কইন্যার মন ॥

১৩। দেওন=দিন। ১৪। গাঁওয়াল করি=গ্রামে গ্রামে পণ্য ফেরি করিয়া। ১৫। উবাসে=উপবাসে। ১৬। উচ্ছিলা জলে=ভাঙ্গা খড়ের চালার জলে। ১৭। যুবাবতী=যৌবনপ্রাপ্তা। ১৮। পিধনে=পরণের।

শোকে কাতর সদাইগর তার নাই রঙ্গ রস।
উড়ন্ত বসের[১৯] সোনাই তার পরাণ অবশ ॥
চৌখের দিষ্টি ঝিলিমিলি মুখে রসের হাসি। } *
রসের সাইগরে সোনাই যাইতে চাহে ভাসি ॥
যইবন জোয়ারে মন বহি যায় উজান। } *
রঙ্গ রস লাগি সোনাইর নাচে রে পরাণ ॥ *
এইরূপে কয় মাস গত হইয়া গেল।
কমল সদাইগর অতি দুঃখে ত পড়িল ॥
ট্যাকা পইসা সব তার হইল রে ছারখার।
লক্ষ্মী দেবী ছাড়ি গেল্‌গৈ দেখি অনাচার ॥
দশখানি সুলুপ তার ধানর বোঝাই লইয়া।
বার্ষ্যার তুফানে পড়ি গেল যে ডুপিয়া ॥
ধন গেল জন গেল ইজ্জৎ আবরু।
শীতলায় মরি গেল গোয়াইলের গরু ॥
গোলার ধান চোরে নিল ক্ষেতের ধান বানে।
কমল সদাইগর হায় রে পড়ি গেল ভাটার টানে ॥

(৪)

তারপর কি হইল কহিয়া জানাই।
সোনাই উতলা হইল গোবর্ধনের লাই[১] ॥

১৯। উড়ন্ত বসের = কামনায় বাসনায় উড়িয়া বেড়াইবার মত চঞ্চল বয়সের।
১। লাই = লাগিয়া।

পাঠান্তর :- * { চৌখে তার ঝিলিমিলি মুখে প্রেম হাসি।
প্রেম দরিয়ার মাঝে চলিযাছে ভাসি ॥
* { প্রেমের কাণ্ডারী তার বহিছে উজান।
* যৌবন জোয়ারে সোনাইর নাচিছে পরাণ ॥

দেখিতে সোন্দর যুবা মাঝিলা[২] বয়েস।
হাসি খুশী ভাব তার মুখে আছে রস ॥*
নতুন যইবনের জ্বালা বিচার ন করে। *
যারে দেখি মজে রে মন তারে সোঁপি দে'রে[৩] ॥ *
একদিন সোনাই বউ কি কাম করিল।
গোবর্ধনরে নিরালায় ডাকি ত আনিল ॥
বলিল সোনাই বউ গোবর্ধনের কাছে।
"তোমার নিকটে আমার কথা এক আছে ॥
বাপের বাড়িতে আমি আছিলাম বড় সুখে।
এখানে আনিয়া তুমি ফালাইলা দুখে ॥
কেঁড়ার[৪] উপরে কেঁড়া আমি কেমনে বা সই।
মনর আগুন মাঝে আমি দিন রাইত রই ॥**
আগুনর কুণ্ডে তুমি ফালাইলা আমারে।
আমার যাতনা তুমি দেইখ্যা দেখ নারে ॥
একেত ফাল্‌গুন মাস বুগে আগুন জ্বলে।+
ঘরে রইছে বির্দ্ধ সোয়ামী কথা নাই সে বলে ॥+
আমার বলিতে কেহ এই দেশেত x নাই।
কেমন করি বল আমি বুগর আগুন নিবাই ॥"*

কথা না বলিতে সোনাইর দুই চৌখ লড়ে[৫]।
চৌখের ঠমকে হায় রে পরাণ কাড়ি নে'রে[৬] ॥

২। মাঝিলা = মাঝারি, মধ্যম। ৩। দে'র = দেয় রে।
৪। কেঁড়া = কাঁটা। ৫। লড়ে = নড়ে। ৬। নে'রে = নেয় রে।

পাঠান্তর :— * হাসিখুসি মুখ তার গায়ে আছে রস ॥
* নতুন প্রেমের জ্বালা বিচার না করে।
* যার সনে মজেরে মন তারে সপি দেরে ॥
** মনের আগুনে আমি দিন রাইত দহি।

সোনাইর ভাব দেখি গোবর্ধন হইল অবাক।
বুঝিতে পারিল সেই সোনাই কন্যার ভাব।।
বুঝিতে পারিল সেই সোনাই কন্যার মন।
কিছু ন বলি তখন চলি গেল গোবর্ধন।।
তারপরে কন্ কাম করিল সোনাই।
গোবর্ধনর কাছে পত্র দিল রে পাঠাই।।
পরথমে লিখিছে পত্র প্রাণ নাথ বুলি।
তারপর মনর কথা লিখিয়াছে খুলি।।
লিখিছে সোনাই কন্যা,—'আরে শুন গোবর্ধন।* +
তোমার লাগিরে আমার মন উচাটন।।
দয়া করি তুমি একবার চাইবা আমার পানে।
তোমারে বান্ধিয়া নিব আমার পরাণে।।
সদাইগর শুকা-কাঠ মাদারের লাকড়ি[৭]।
রসের অভাবে * * আমি শুকাইয়া মরি।।
আমার যা আছে সগ্‌গল তোমারে কইর্‌লাম দান।
তুমি আমার ধরম করম তুমি আমার পরাণ।।
দিন রাইত জ্বইলা মরি থিব নয় রে মন।
জল দিয়া কর তুমি মনর অগ্নি নির্বাপণ।।
চাতক ফুকারে যেমুন নবীন মেঘ বিনে।
তোমার লাগি তেমুন কান্দি আমি রাইত দিনে।।

৭। মাদার=অসার শিমুল।

পাঠান্তর :—* লিখিছে সোনাই কৈন্ত—"শুন দিয়া মন ;
* * রসের আনটনে—'।

জল বিনে মচ্ছ যেমুন ছট্‌ফট্‌ করে।
তেমুন করিবে আমি ঘরে তোমার তরে।। *
কোইলা[৮] পক্ষীর মত সদাই কুহরি।
তোমার কাছে উর্কা[৯] দিতে ছট্‌ফড্‌ করি।।"
নিরালায় বাসি পত্র পড়িল গোবর্ধন।
অধীর হইল তার পাগল হইল মন।।
তেতুল লাড়িলে কেহ মুখর কাছে আনি।
কেম্‌নে সম্বরি হায় রে রাখি জিব্বার পানি।।
গোবর্ধন ভুলি গেল্‌গৈ নিমকের গুণ।
ভিতরে গুজরি[১০] তার উড়িল আগুন।।
ভাল-মন্দ ধর্ম-অধর্ম বিচারনে কইরে।
গোবর্ধন ডুপিল[১১] যাই সোনাই সাইগরে।*

(৫)

গোবর্ধনের সঙ্গে সোনাই আছিল ভালায় ভালা।+
সদাইগব হইল সোনাইর আর এক জ্বালা।।+
ভাবি চিন্তি সোনাই বউ থির কইর্‌ল মন।+
সদাইগরর দিব পাঠাই বাণিজ্যি কারণ।।+
একদিন না সইন্ধ্যাকালে সদাইগরর ডাকি।
কাঁদি কাঁদি কইল সোনাই ছলছল আঁখি।।
"কি আর কইব আমি শুন পরাণ পতি।+
কইতে সেই কথা মোর ফাডে[১২] বুগর ছাতি।+

৮। কোইলা=কোকিল। ৯। উর্কা=উড়িতে। ১০। গুজরি=গর্জন করিয়া। ১১। ডুপিল=ডুবিল। ১২। ফাডে=ফাটে।

* তেমনি পড়িয়া থাকি আমি তোমার তরে।।

লাঁখর[১৩] সদাইগরী যায় সাইগরে ভাসিয়া।
দিন রাইত ভাবনা করি ঘরত বসিয়া ॥
গোবর্ধন আসি জানায় সগ.গল সমাচার।+
সোনার বাণিজ্যি আমার হইল ছারখার ॥+
ট্যাকা পইসা লুডি[১৪]খায় চাকুরিয়া গণ।
দোনো যাদু কি খাইব ভাবি সব্বক্ষণ ॥
ধন মান বিত্তি বেসাত কিছুন রইলে।
কেমনে খাইব মোরা চলিব শেষ কালে ॥
তোমারে বৈদেশে দিতে বুগ ফাডি যায়।+
দুই কুল কেমনে রাখি ন দেখি উপায় ॥+
আহা রে পরাণের পতি কি কইব আর।
তুমি পতি বৈদেশে গেলে আমার দুনিয়া আইন্ধকার ॥+
কি আর করিব বল বাইন্যার[১৫] কইন্যা আমি।+
সইতে হইব বিরয়ের[১৬] জ্বালা বাণিজ্যে গেলে তুমি ॥+
সোনাই বউয়ের কথা শুনি কমল সদাইগর।
মাথাত্ হাত দি[১৭] বসি হায় রে ভাবিল বিস্তর ॥+
মনত্[১৮] বুঝিল কমল বউ চাহে বৈদেশের কামাই[১৯]।+
দেশের বাণিজ্য লাভে মন ভরে নাই ॥+
ভাবি চিন্তি সদাইগর বাইরে আইল।
গোবর্ধনরে ডাকি আরে কইতে লাগিল ॥

১৩। লাখর=লক্ষ টাকা লাভের। ১৪। লুডি=লুঠ্ করিয়া। ১৫। বাইন্যার=বণিকের। ১৬। বিরয়ের=বিরহের। ১৭। দি=দিয়া। ১৮। মনত্=মনেতে। ১৯। বৈদেশের কামাই=বিদেশের উপার্জন।

"শুন শুন গোবর্ধন, বলি যে তোমারে।
বৈদেশে যাইয়ম রে আমি বাণিজ্যি কামাইবারে ॥*
ডিঙ্গা সাজাইতে কালুকা[২০] কর আয়োজন।
ছুয়ানি টেণ্ডল মালুম ডাক সর্বজন ॥"

যাইবার কালে কান্দি আরে বলে সদাইগর।
"বাড়ীঘর দিলাম ভাই রে তোমার উপর ॥"
দোনো যাদু রইল আমার দেইখ্য তারারে।
মাও নাই আজি বাপ ছাড়া হইল সংসারে ॥"

তারপর সদাইগর কি কাম করিল।
মইফুলা দাসীরে ছামনে ডাকি যে আনিল ॥
মইফুলা দাসী আইসা হইল হাজির।
সদাইগর বলে,—'হইলাম ঘরের বাইর ॥
আমি ত চলি যাই বাণিজ্যি কামাইবারে।
দোনো যাদু রইল আমার দেখিবা তারারে ॥

পাড়াপশ্শ যত আছে মাঙ্গিয়া বিদায়।
কমল সদাইগর যাই উডিল * ডিঙ্গায় ॥

২০। কালুকা = আগামীকাল।

পাঠান্তর :—*কালুকা হকালে যাইয়ম বাণিজ্য কামাইবারে
* '—সোয়ার হইল—' ॥

মালুম মাঝি যত আছে ছুয়ানি টেণ্ডল। *
বদর[২১] সুমরি[২২] তুলে জাহাজের লঙ্গর॥
বাও বাও বলি যখন নাগেরায় দিল বাড়ি।
ছুয়ানিয়ে ধইরল ছুয়ান[২৩] বাইছা[২৪] দিল ছাড়ি॥* *
এক বাঁক দুই বাঁক তিন বাঁক বাইল।
চারি বাঁকর মাথাত্ *** ডিঙ্গা কালা পান্যাত্ পইড়ল

(৬)

সদাইগর চলি গৈল্‌গৈ বাণিজ্যি কামাইবারে।
গোবর্ধন ডুপি গেলগৈ সোনাই সাইগরে॥+
শুন শুন সভাজন পরে কি কাম হইল।
চান্দমনি সূর্যমনির বহুত দুঃখ হইল॥
কেমুন করি কইব ভাই রে, সে কথা জানাই।
বড়ো দুঃখ ছিল তারারে[১] দারুনী সতাই॥
কি কইয়ম্[২] রে দুখের কথা সতাইয়ের জ্বালা।

২১। বদর=পীরবদর, পূর্ববঙ্গে পীরবদরকে মুসলমান ও হিন্দু মাঝিমাল্লা জলের দেবতা বলিয়া মানে এবং জাহাজ নৌকা ছাড়িবার সময় তাঁহার নামে ধ্বনি দিয়া থাকে। ২২। সুমরি=স্মরণ করিয়া ২৩। ছুয়ান=হাইল। ২৪। বাইছা=ডিঙ্গার কধ্যক্ষ। ১। তারারে=তাহাদিগকে। ২। কইয়ম্=কহিব।

পাঠান্তর :—* পাইক মাঝি যত আছে ছুয়ানী বলাবল।
* * কাণ্ডারীয়ে ধেল্ল কাণ্ডার বাইশা দিল ছাড়ি।
*** চারি বাঁকর মধ্যে—'।
+ গোবর্দ্ধন পাড়ি দিল সোনাইর প্রেম সাগরে॥

মা বলি ডাকিলে সতাই মুখখান করে কালা ।।
খিধার কালে ভাত চাইলে কি বলিব ভাই ।
চৌখ মুখ ঘুরাই বকে দারুণী সতাই
দোনো যাদুর দুঃখ ওরে কি করি বর্ণন ।
পোড়া ভাত বাসি বেন্নুন করায় ভোজন ।।
শুকাই গেল দোনো যাদুর সোনা মুখ খানি ।
তারার কান্দনে পাষাণ গইলা হয় পানি ।। *
কোথায় তারার মা-জননী কোথায় বাপধন ।
দিন রাইত যায় রে যাদুর করিয়া রোদন ।। **
মাছে চিনে গভীন[৩] পানি, নাইয়া *** চিনে ধার ।
মায়ে জানে পুতের বেদন জন্ম গর্ভে যার **** ।।
কাষ্ঠ বন্ন হইল যাদু অন্ন ন পাইয়া ।
দেখো ভাই কান্দে সদাই খিদায় জ্বলিয়া ।
চান্দমণি কয় একদিন, "সুর্যমণি ভাই ।
খিদার জ্বালা সহ্য ন যায় মরি যাইতাম্[৪] চাই ।।"

সুর্যমণি বলে, "ভাই রে, জানিও নিচ্চয় ।
তুমি আগে মরি যাইলে আমি বাঁইচতাম নয়[৫] ।। *****

৩। গভীন = যে স্থানে মাছে ডিম ছাড়ে সেই স্থানকে গভীন' বলে।
৪। মরি যাইতাম = মরিয়া যাইতে। ৫। বাঁইচতাম নয় = বাঁচিব না।

পাঠান্তর :—* তারার কাঁদনে পাষান হৈয়া যায় পানি ।।
** দিন রাইত দোন যাদু করয়ে রোদন ।
—পানিয়ে—'। *—যার গর্ভে সার ।।
***** তুমি আগে মরি গেলে মনে বুইঝত নয় ।

চান্দমণি বলে, "শুন সূর্যমণি ভাই।
পশারীর দোকানে যাইয়া হরিণা বিষ খাই॥
কেহর লাগি কেহ আর ন করিব রোদন।
একসাথে দোনো ভাইয়র হইলে মরণ॥"

দোনো ভাইয়র দুঃখু দেখি কান্দে মইফুলা।+
কি করিব উপায় ন পায় দারুনী সতাইর জ্বালা॥+
দোনো ভাই কান্দে যখন মাও মাও করি।+
টানি লয় মইফুল মাসী বুগর ভিতারি॥+
আঁইচলে মুছায় হায় রে খিদায় চৌখের জল।+
খাওয়ানের কি দিব মাসী নাই রে সম্বল॥+

(৭)

একদিন হইল কিবা শুন সভাজন।
কাজলকোটার ঘরে সোনাই করিছে শয়ন॥
রাইতর নিশাকালে সোনাই স্বপন দেখিল।
স্বপন দেখি উডি সোনাই ভাবিত হইল॥
স্বপন দেখিল সোনাই বড়ো ভয়াঙ্কার।*
রাজা হই গেছে সতীনর দুইডা কুমার॥
গোবধর্নর গলাত্ দেখে লাগি গেল ফাঁসি।
ছাড়াই দিল গলার দড়ি সুরঙ্গিনী আসি॥
সাইগরে পড়ি সোনাই হাপুডুপু খায়।+
নুনা জলে পেড ফুলি দম ন বাইরায়॥+

পাঠান্তর :—* স্বপন দেখিল সোনাই বড় চমৎকার।

এইনা স্বপন দেখি সোনাই ভয়ে কাঁপি উঠিল ।+ *
গোবধর্নরে ডাকি আরে কইতে লাগিল ।।
'শুন শুন পরাণর বঁধু, কই যে তোমারে ।
পরাণে মারিতে হইব দুইডা কুমারে ।।
চাঁদমণি সূর্যমণি যুদি পরাণে বাইচ্যা রয় ।
সুখ ন হইব আমার জানিবা নিচ্য় ।।
এই ছুরি লই তুমি দুশ্‌মনের ঘরে যাও ।+
দুশ্‌মনরে কাড়ি[১] আসি আমারে বাঁচাও ।।"+
এইনা কথা শুনি গোবর্ধন চমকি উঠিল ।+
সোনাইর হাতর ছুরি তখন লইতে ন পারিল ।।+
মনত পড়িল হায় রে সদাইগরের কথা ।+
আর ত মনত্‌ পইড়ল সুরঙ্গিনী মাতা । +
সোনাই আর গোবর্ধন কি করিল হায় ।
দোনো যাদুর পরাণ লইতে চিন্তিল উপায় ।।
পরভাতে উডি আরে মইফুলারে ডাকি । } *
সোনাই কইল কথা জল্‌জলা[২] করি আঁখি ।। } *
পেড পাখালি[৩] সব কথা মাইফুলারে বলি
গলার হার মইফুলার হাতত্‌ দিল তুলি ।।
অগ্নিপাটের শাড়ী দিল দেখিতে সোন্দর ।
শাড়ীর গিরায় বান্ধি দিল দুইডা মোহর ।।
তারপরে কইল সোনাই,—'শুন্‌ লো মইফুলা ।

কাড়ি=কাটিয়া । ২ । জল জলা=ছল ছল ।
পেড পাখালি=পেট ধুইয়া অন্তরে যা কিছু ছিল ।

পাঠান্তর :—*স্বপন দেখিয়া সোনাই কি কাম করিল ।
* { উপায় চিন্তিয়া সোনাই মইফুলারে ডাকি ।
* { কহিল মনের কথা জল জলা আঁখি ।।

আজি হইতে তুমি আমার সখী ত হইল ॥
দাসী বান্দী পাইবা তুমি হইবা ঠাকুরাণী *
ফরমাইস যুগাইব তোমার মনমত আমি ॥

তারপরে ত মইকুলার গালত্[৪] হাত দিয়া।
আদর করি কইল সোনাই,—
"দিয়ম[৫] তর[৬] আর এক বিয়া ॥ **
নতুন যইবন তর যেমন মধু ভরা ফুল।
খাইতে ফুলর মধু হইব ভমরা[৭] আকুল ॥
কেঁড়া[৮] দূর করি সুখী করিবা আমারে।
তোমার ঘর বান্ধি দিয়ম
আমি দীঘির দহিন[৯] পাড়ে ॥
মনের মতন নাগর তোমার
জোটাই দিয়ম লো আমি।
দাসীপনা ছাড়ি এখন হইবা রাজার রাণী ॥
চান্দমণি সূর্যমণি দুইডা কুমার।
সতিনর পুত্তুর শত্তুর আমার ॥
বাঁচিয়া থাকিলে শত্তুর আমার সুখ নাই।"
এহা বলি কত ক্ষেদ করিল সোনাই ॥

৪। গালত্ = গণ্ডে। ৫। দিয়ম = দিব। ৬। তর = তোর।
৭। ভমরা = ভ্রমর। ৮। কেঁড়া = কাঁটা। ৯। দহিণ = দক্ষিণ।

পাঠান্তর :— * দাসী বান্দী রৈল তোমার তুমি ঠাকুরাণী ॥
* '—আনি।
** সোনাই বলে "দিয়ম আমি তোমার আর এক বিয়া

তারপরে ত মইফুলার কানে কানে কয়।
কেঁড়া দূর তুমি আমার করিবা নিচ্চয় ॥

সোনাই বউয়ের শেষ কথা যখন শুনিল।
চোখর জল মইফুলা আইঞ্চলে মুছিল ॥
দেখিয়া ত সোনাই বউ করিল কেমন।
বুঝিয়া ত লইল সোনাই মইফুলার মন ॥*
মইফুলার মন বুঝি ভয় পাই গেল।+
যে কথা কইয়াছিল ঘুরাই লইল ॥+
"শুন শুন মইফুলা, বলি যে তোমারে।
বড়ো ভালেবাসি আমি দুইডা কুমারে।
সদাইগর দিয়া গেল তোমার উপর ভার।+
পরখ করি দেখিলাম যোগ্যতা তোমার ॥+
আমার পেডত্ ন হইলও আমার পুত্তুর তারা।
সংসারে মোর কন[১০] আছে দোনো যাদু ছাড়া ॥
তারা যুদি বাঁচি থাকে পাইব হাতর পানি[১১]।
তোমার মন পরখাই[১২] করি দেখিলাম লো আমি ॥
ভালা করি চাইবা[১৩] তুমি দোনো যাদুর পানে।
দুখুঃ যেন ন পায় তারা খাওনে পিন্ধনে ** ॥

১০। কন = কেবা। ১১। হাতর পানি = শ্রাদ্ধে হাতের জল ও পিণ্ড।
১২। পরখাই = পরীক্ষা। ১৩। চাইবা = চাহিবে, দেখাশুনা করিবে।

পাঠান্তর :- * পরখ করিয়া দেখে মইফুলার মন।
**'—খায়নে পিয়নে ॥

সংসারের যত বালাই[১৪] আমার মাথাত্ দিয়া।
সদাইগর বৈদেশে বাণিজ্যি গেল্‌গৈ চলিয়া ॥ *
অপ‌্সর[১৫] ন আছে আমার দেখিতে যাদুরে।
দোনো যাদু মনে মনে কি ভাবে আমারে ॥
থিল্ দুই পরে[১৬] বসি যখন ভাতের গরাস[১৭] খাই।
মনে ভাবি দোনো যাদুর মা-জননী নাই ॥
নীচের মিক্যা[১৮] ন যায় গরাস পরাণ কেমুন করে।
দোনো যাদুর চান্দ মুখ তখন আমার মনে পড়ে ॥"

এইরূপ নানা কথা বলি সোনাই দিতে চাইল ফাঁকি।
মইফুলা ত বুঝি লইল সোনাইয়ের চালাকি ॥
কিছু ন বলিল দাসী হাসি চলি যায়।+
সোনাই বউ ভাবে বসি কি হইব উপায় ॥

(৮)

মানিক নামে ত এক লুচ্চার সদ্দার।
সেহি ত গেরামে আছিল বড়ো দুরাচার ॥
বেঁকা টেড়ি কাডিয়ারে ঘুরিত সদাই।
শুন শুন সভাজন তার কথা জানাই ॥
বড়্‌শি বাহিত বেটা দিনের দুইপত্তরে।
পহিরে[১] পহিরে বেটা বেড়ায় ত ঘুরে ॥

১৪। বালাই = ঝঞ্ঝাট। ১৫। অপ্‌সর = অবসর। ১৬। থিল্ দুই পরে ঠিক দুপুরে। ১৭। গরাস = গ্রাস। ১৮। মিক্যা = দিকে।
১। পহিরে = পুকুরে।

* সদাগর বিদেশে যাঝে গেইয়ে যে চলিয়া ॥

জল ভরিতে আইসে যখন কুলর[২] বধূগণ।
মানিক লুচ্চা শিস্ দিয়া বুঝি লইত মন ॥
মাছর খোঁড়ে[৩] কানা দাইরস্যা চুনাপুডি সার।
কত পরাণ নষ্ট হয় রে আসল খোঁড়ে তার ॥

একদিন গোবর্ধন কি কাম করিল।
মানিকরে ডাকি সদাইগরর বাড়ীত আনিল ॥
ভালামতে সোনাইর সাথে যুক্তি পরামিশ[৪] করি।
মানিক লুচ্চারে দিল দারোয়ানের চাকুরি ॥
তুই সিন্ধ্যা[৫] খাইব বেটা সদাইগরর বাড়ী।
সাপের মত বশ তারে কইরল সোনাই নারী ॥
কাছে বসি খাওয়ায় তারে রোউ মাছর[৬] মুড়া। +
তুই বেলা খাওয়ায় ঘন দুগ্ধ কলা চিড়া ॥ +
মাথাত্ দেয় ফুলর তৈল্[৭] গায়ে আতর মাখে। +
সোনাই বউয়র ফাইফরমাস্ তড়াতাড়ি রাখে ॥ +
মইফুলার ঘরর কাছে বাসা দিল তার।
আকাশের চান্দ হাতত্ পইড়্ল মানিক লুচ্চার ॥
তেলকাজ্লা[৮] মইকুলা যইবনে ভরপুর।
তারে দেখি মানিকর মন ন মানে সবুর[৯] ॥

এক নিশাকালে মানিক কি কাম করিল।
দরজা ভাঙ্গি মইফুলার ঘরত্ ঢুকিল ॥

২। কুলর = কুলের, গৃহস্থের। ৩। মাছর খোঁড়ে = মাছ ধরিবার ছিপের টানে। ৪। পরামিশ = পরামর্শ। ৫। সিন্ধ্যা = সন্ধ্যা, বেলা। ৬। রোউ = রুই। ৭। ফুলর তৈল = সুগন্ধি তৈল। ৮। তেলকাজলা = উজ্জ্বল। ৯। সবুর = ধৈর্য্য।

চান্দমণি সূর্যমণি দুইডা কুমাররে।
বুগে করি মইকুলা ঘুমায় অঘোরে ॥
ঘরে ত ঢুকিয়া মাণিক বাত্তি জ্বালাইল।
তড়াতড়ি মইফুলা উডিয়া বসিল ॥
কাঁচা ঘুম ভাঙ্গি গেইয়ে আন্চান্ মন।
মানিক যাই তার হাত ধরিল তখন ॥
সাপের লেজেতে যদি কেউ হোড়া[১০] মারে।
ফোঁস করি ফণা ধরি যায় ডংশিবারে ॥
তেমন করি মইফুলা গর্জিয়া উঠিল।
ভয় পাই মাণিক তার হাত ছাড়ি দিল ॥*
আগুন লাগিলে যেমুন জ্বলি উডে তুলা।
তেমন করি জ্বলি উডিল দাসী মইফুলা ॥
তারপরে ত মাণিকলুচ্চা করিল কেমন।
মইফুলার পায়ত্ পড়ি করিল রোদন ॥
চোগর মাঝে পানি লুচ্চার মণর মাঝে বিষ।**
তারে দেখি মইফুলার গায়ত্ উডিল রিশ্[১১] ॥
গর্জি কইল মইফুলা,—'অরে শুন লুচ্চা বদ্মাস। +
আমারে দেখি তর মনে হইছে বড়ো আশ ॥ +
ঝাঁড়ার বাড়ি মারি তর আতর মাথা মুখে। +
তুই মোর হাত ধর্লি মরি যাই দুখে ॥
একাদশী পালি আমি এক সিন্ধা খাই।
মাথার চুল ফালাইছি আমি গঙ্গার সিনানে যাই ॥+***

১০। হোড়া = পদাঘাত। ১১। রিশ = রোষ, ক্রোধ।

পাঠান্তর :—* মানিক বেটা যাইয়া তাহার পায়েতে পড়িল ॥
** চোগর মাঝে পানি তাহার মুখের মাঝে বিষ।
*** মাথার চুল ফালাইয়াছি গঙ্গার সিয়ানে যাই ॥

শোর[১২] করি আমি এখন ভাঙ্গি আনিব পাড়া।
মা ভৈন[১৩] কি নাই তর অরে লক্ষ্মীছাড়া ॥"

বলিতে বলিতে দাসী কাঁপে থরথর।
মানিক বলিল কথা সাহসে করি ভর ॥*
"তোমার যে সগল কথা আমি ভালা জানি
ঠাট রাখি দেও রে তুমি সতী ঠাকুরাণী ॥
তোমার মনিব আর তুমি এক দিল। +
রসের সাইগরে হই রইছু দাখিল ॥" +

মানিকের কথা শুনি মইফুলা তখন।
"দূর হই যা নিমক হারাম"—বলি করিল গর্জন ॥
জাগিত উডিল লোক পোষাইল রজনী।
লাল হইয়ে পূগর[১৪] আকাশ জাগে চাঁদমণি ॥

(৯)

এইরূপে কতবার মাণিক দুর্জন।
বাগাইতে[১] চাইল আরে মইফুলার মন ॥
এক দিন মইফুলা সোনাইর কাছে গিয়া।
মাণিকর লুচ্চামির কথা দিল ত বলিয়া ॥
গুয়ামারি[২] হাসিয়ারে সোনাই আড় চোগে চায়।
ঝাঁড়ার বাড়ি পইড়লে যেমুন মইফুলার গায় ॥

১২। শোর=চিৎকার। ১৩। ভৈন=ভগ্নী। ১৪। পূগর=পূর্বের।
১। বাগাইতে=বশীভূত করিতে। ২। গুয়ামারি=দুষ্টামীর।

পাঠান্তর :—* মানিক বলিল কথা মনে নাহি ডর ॥ * মুচকি—'।

মইফুল্লা বলে তখন, "বিদায় দেও মোরে।
আর ন থাকিব আমি এমুন্‌তর ঘরে ॥*
বাড়া-বানি[৩] খাইব আমি পানিপান্তা পালুনি[৪]।
আইজ তোমার হাতে রাখি যাই চান্দ সূর্য্যমণি ॥"
এইনা কথা বলি দাসী বাইর হইল পথে।
চান্দমণি সূর্যমণি হায় রে লাগিল কান্দিতে ॥

পথে আসি ভাবে দাসী—"আবার ফিরি যাই।
ধড়ফড় করে রে পরাণ দোনো যাদুর লাই[৫] ॥
মরিবার আগে তারার মা-জননী মোরে।
হাতত্‌ তুলি দিয়াছিল দুইডা কুমারে ॥
আইজ কেম্‌নে চলি যাই রে আমি হইয়া পাষাণী।
খিদার কালে কে তারারে দিব ভাত পানি।
ছুই-দানা[৬] ভাঙ্গি আরে কনে খাওয়াইব।—(ক)
ঘুমের থুন্‌[৭] উডি তায়া কার মিক্যা চাইব ॥"
এই রূপ নানা কথা ভাবিয়া ভাবিয়া।
কাঁদিতে কাঁদিতে দাসী গেল যে চলিয়া ॥

৩। বাড়াবানি=গৃহস্থের বাড়ীতে ধান ভানিয়া ৪। পালুনি=পান্ত ভাতের জল, ভাতের ফেন। ৫। লাই=লাগিয়া। ৬। ছুই দানা=মটর ছোলা প্রভৃতির শুঁটির দানা। ৭। থুন=হইতে।

(ক)—সেন মহাশয় ছুই দানার অর্থ করিয়াছেন—'শিমের বীচি'। পূর্ব্ববঙ্গে 'ছুই' বলিতে শুঁটি জাতীয় ফল বুঝায়। বরবটি, মটর, খেঁসারি, ছোলা, সীম প্রভৃতির ফলকে 'ছুই' বলে। এই ছত্রটির তাৎপর্যার্থ—বিমাতার দুর্ব্যবহারে বালক দুইটি ক্ষুধায় কাতর হইয়া যখন কাঁদিত, তখন নিরুপায় মইফুল্লা মাঠ হইতে 'ছুই' তুলিয়া আনিয়া তাহার দানা খাওয়াইত। মধ্যবঙ্গে ছুইকে 'ছেঁই' ও পশ্চিম বঙ্গে 'শুঁটি' বলা হয়।—ইতি সম্পাদক।

পাঠান্তর :—*—এরকম—' ॥ *বাড়াবাঁধি খাইব আমি পানি আর পালনী ॥

(১০)

সেইদিন রাইতের কালে কি কাম হইল।
মানিকরে সোনাই বউ গোপনে ডাকিল ॥
"শুন শুন মানিক অরে, তুমি আমার ধর্মভাই।
আমি সোন্দর মাইয়া যোগাড় করি
তোমার বিয়ার লাই ॥
ভাইয়ে ভইনে এক বাড়ীতে থাকিয়ম্ সুখে।"
এইনা বলি পানর খিখি দিল ভাইয়র মুখে ॥
গায়ে পিডে হাত বুলাই বলিল সোনাই।
"আমার একডা কাজ আজি কর তুমি ভাই ॥"

দুশ্‌মন মানিক তখন কত কি ভাবিল।
হাত জোড় করি আরে কহিতে লাগিল ॥
"আমার অসাধ্য এমুন কন কাম নাই।
হুকুম পাইলে এখন কবিব আদাই[৮] ॥"

সোনাই কইল, "ভাই, শুন মন দিয়া।
আমার কাম হইলে তোমার কাইল হইব বিয়া ॥
চান্দমণি সূর্যমণি দুইডা কুমার।
সতীনর পুত্তুর তারা শত্তুর আমার ॥
বাঁচি থাকিলে তারা আমার সুখ নাই।
দুই কেঁড়া আমার তুমি দূর কর ভাই ॥"

এই না কথা বলি সোনাই কি কাম করিল।
মাণিকর হাতে একখান তলোয়ার আনি দিল ॥

৮। আদাই = সিদ্ধ, সম্পূর্ণ।

"ন থিয়াইও[৯] ভাই আমার, ন কইও কথা।
চট্‌করি কাড়ি আন দোনো যাদুর মাথা ॥"

সোনাইর হুকুম পাই মানিক ছুড়িল তখন।
যেই ঘরে দোনো যাদু ঘুমে অচেতন * ॥
সেই ঘরে ধীরে ধীরে পরবেশী[১০] মানিক।
তলোয়ার খানা হাতত্ লই ভাবিল খানিক ॥
মানুষ কাড়া কাম আর লোচ্চামি এক কাম।+
দোনো কাম ন হইব একই সোমান ॥+
দোনো যাদু বিছানায় ঘোমে অচেতন।
পালঙ্কর কাছে দাণ্ডাইল মানিক দুশমন ॥
একবার দোনো যাদুর মুখর দিরি[১১] চায়।+
আরবার দরজার দিরি দিষ্টি ঘুরায় ॥+
ভাবি চিন্তি শেষ কাড়ালে[১২] মাণিক দুশ্‌মন।+
মাথা কাড়ি লইব বলি থির কইর্‌ল মন ॥

অকরস্মাৎ কি বলিব বিজলীর মত।
মইফুলা আসি ধইরল মাণিকর হাত ॥
বুগত কাপড় নাই মাথাত্ কেশ আউলা ঝালা।
অঝ্‌ঝরে নয়ান ঝরে চোগ জ্বলজ্বলা[১৩] ॥
মাণিক দুশ্‌মন তখন জ্বালাইল বাতি।
তলোয়ারের মুখত্ নারী রইল বুগ পাতি ॥

৯। ন থিয়াইও = বিস্মিত হইয়া ভাবিও না। ১০। পরবেশী = প্রবেশ করিয়া
১১। দিরি = দিকে। ১২। কাড়ালে = কাঁদে। ১৩। জ্বলজ্বলা = তীব্র দৃষ্টি।

পাঠান্তর :—* :—করিছে শয়ন ॥

মাণিক লুচ্চা তখন কি কাম করিল।
ধীরে ধীরে মইফুলারে কইতে লাগিল।
"তুমি কেনে এই কামে বাধা দিলা মোরে।"*
মইফুলা বলে,—"আগে মারহ আমারে॥
আমারে পাইতে তোমার বড়ো ছিল আশা।
বুগর রক্ত দিয়া আমি দিব ভালোবাসা॥
বুগ কাড়ি লও রে তুমি কলিজা আমার।
আইজ বাপ হইয়া রইক্ষা কর তুইডা কুমার॥"
এইনা কথা বলি দাসী কি কাম করিল।
মাণিকর পায়ে মাথা কুড়িতে[১৪] লাগিল॥

চান্দমণি সূর্যমণি উডিল জাগিয়া।
মাণিক লুচ্চার মন গেল রে ফিরিয়া॥
মাণিক বলিল,—"অরে শুন মইফুলা।
কাইল বিয়ানে[১৫] সোনাই বউ কাডিব মোর গলা॥
তুমি ত ন জানো তারে আমি ভালা চিনি।+
আমারে শিখাই দিছে এই করিতে তুশ্‌মণি॥+
দয়া মায়া ন আছে তার ন শুনিব কথা।+
কাইল দিনে কাডা যাইব আমার কাঁচা মাথা॥"+
দোনো জনে তারপরে যুক্তি করি সার।
ভালামতে করিল এক উপায় তাহার॥
মইফুলা আনিল এক শন সূতার রশি[১৬]।
মাণিকর হাত-পাও চাইরখান বাঁধিল যে কষি॥

১৪। কুড়িতে=কুটিতে। ১৫। বিয়ানে=প্রভাতে। ১৬। রশি=দড়ি।

পাঠান্তর:—* তুমি কেন এইখানে বাধা দেও মোরে।

চিৎ করি মাণিকরে ভূমিত্ শুয়াইল।
আঢ়াই-মণি পাত্থর একখান বুগত তুলি দিল ॥

(১১)

তারপরে মইফুলা বাইর হইল পথে।
চান্দমণি সূর্যমণি চলিল তার সাথে ॥
খাল বিল নালা নদী কত পার হই গেল।
রাইত দিন হাঁড়ি, হাঁড়ি পায়ত্ বেথা হইল ॥
রাইত পোষায়[১] একদিন ডাকে পাইথ্ পহলে[২]।
মুড়ার গুড়িত্[৩] তিনজন গেল হেন কালে ॥
আকাশ ছুইয়াছে সেই পূগের[৪] পাহাড়।
দেখিয়ারে দোনো যাদু করে হাহাকার ॥
চান্দমণি সূর্যমণির হাতত্ হাত ধইরে।
জঙ্গলার মাঝে নারী পশিলরে ধীরে ॥

ছনর গেজ্জে[৫] কাডা গেল দোনো যাদুর পা।
চৌখ বুজি আইল তারার অবশ হইল গা ॥
চলিতে ন পারে তারা দাসী করে হায় হায়।
চৌখের জলে মইফুলার বুগ ভাসি যায় ॥
তারপরে ত দোনো যাদু করিল কেমন।
গর্জন গাছের তলাত্ যাই করিল শয়ন ॥

১। পোষায়=পোহায়। ২। পাইথ্ পহলে=পক্ষীকুল। ৩। মুড়ার গুড়িত=পাহাড়ের গোড়ায়। ৪। পূগের=পুবের। ৫। ছনর গেঁজে= খড়ো গোঁজায়।

মাথাত্ উড়ে মাথাকঁয়ড়ি[৬] গায়ত্ উড়ে জ্বর।
গাছর তলাত্ পড়ি তারা করে রে ধড়ফড় ॥
কে দিব ওষুদ্ আর কোথায় ভাত পানি।
পিন্ধনে আছিল কেবল ছিড়া দুইখান কানি ॥

মইফুলা দাসী ভাবি থির কইরাছে মনে।
ভিক্ষা মাগি খাওয়াইব দোনো যাদু ধনে ॥
এতেক ভাবিয়া দাসী কি কাম করিল।
দোনো যাদুর কাছে যাই হাজির হইল ॥
জ্বরর জ্বালায় দোনো যাদু বেহোঁস হইয়া। +
গাছর তলাত্ রইছে শয়ান করিয়া ॥ +
ডাকিলে ন কথা কয় নাহি মেলে আঁখি। +
দেখিয়ারে মইফুলা হইল বড়ো দুখী ॥ +

মইফুলা তখন তারার মাথাত্ হাত দিয়া।
জ্বরের তাপ দেখি দেখি আরে উড়িল চমকিয়া ॥
ভাবিতে লাগিল নারী,—কইর্লাম কিবা কাম।
অঘোর জঙ্গলায় আনি দোনো যাদুরে হারাইলাম ॥
আমি যদি ন আনিতাম তারারে এখানে।
এত দুঃখ ন পাইত হায় রে বাঁচিত পরাণে ॥
কোথায় তারার মা-জননী কোথায় বাপধন।
দেখি যাও তোমার যাদু আইজ হারায় যে জীবন ॥*
হায় রে ঘরের দুলাল তারা এক দিন ছিল।

৬। মাথা কঁায়ড়ি—মাথাব্যথা।

পাঠান্তর ঃ—* দেখে যাও দোন যাদু করেরে রোদন।

মা মরণে দোনো যাদুর এত দুঃখ হইল ॥
মরিবার আগে তারার মা-জননী মোরে।
হাতে হাতে দিয়াছিল * বড়ো আশা কইরে ॥
সতাইর অধিক আইজ শত্তুর হইলাম মুই।
আমার দোষে মারা পইড়ল সোনার পোত্‌লা[৭] দুই ॥
সদাইগর আসি যখন শুনিব সব কথা।
সগলের আগে সেই ভাঙ্গিব রে মাথা ॥
জঙ্গলার বাঘ ভাল্লুক আমি ন ডরাই।**
দোনো যাদু বাঁচি থাউক এই আমি চাই ॥"***

এইরূপে মইফুলা কাঁদিয়া কাডিয়া।
ভাবিতে লাগিল চৌখ আইঞ্চলে মুছিয়া ॥
"অঘোর জঙ্গলায় কত বাঘ ভাল্লুক আছে।
বেয়রাম্যা দোনো যাদু রাখি কার কাছে ॥
খিদায় কাতর যাদু ভাত জল চায়।+
সঙ্কটে পড়িলাম রে আমি কি করি উপায় ॥
কেমনে যাইব রে আমি ভিক্ষা মাগিবার লাগি।
কার কাছে রাখি যাইব দোনো যাদু রুগী ॥"+

এইরূপ ভাবি নারী কি কাম করিল।
চোগর জলে দোনো যাদুর বুগ ভাসাইল ॥

৭। পোত্‌লা = পুতুল।
* আমার হাতে দিয়াছিল—'।
** মরণেরে আমি নাহি ডরাই কখন।
*** দোনো যাদু বাঁচি থাকি আমার হৌক মরণ ॥

(১২)

তার পরে কি হইল শুন বিবরণ।
গাছ কাডার শব্দ নারী শুনিল তখন ॥
ধীরে ধীরে উডি নারী শব্দ লইক্ষ্য করি।
বনর মাঝে চলিগেলগৈ দোনো যাদু ছাড়ি।
যাইতে যাইতে নারী ফিরি ফিরি চায়।
বুগ কাঁপে দরু দরু পরাণ ফাডি যায় ॥

যাইতে যাইতে নারী ছড়া[১] এক পাইল।
এক না কাটাইল্যারে[২] তার কিনারে দেখিল ॥
মইফুলা ডাকি বলে,—গাছ কাডইয়া ভাই।
তোমার কাছত্ আজি আমি এক ভিক্ষা চাই ॥
আমার দোনো যাদু রইছে
তাগর[৩] গায়ত্ উট্রে জ্বর।
গর্জন গাছর তলাত্ পড়ি করে রে ধড়ফড় ॥
দোনো পুত লই আমি আশ্রা[৪] তোমার চাই।
ধর্ম সাক্ষী করি বলি তুমি আমার ভাই ॥"

কথা শুনি গাছ কাডইয়া চিন্তে মনে।
দেখিল নারীর চুক্ষু * সোন্দর বদনে ॥
সাত পাঁচ ভাবি কাডাইয়া বলিল তাহারে।**
"দোনো যাদু লই তুমি চল আমার ঘরে ॥"

১। ছড়া = পাহাড়ী নদী। ২। কাটাইল্যা = কাঠুরিয়া। ৩। তাগর = তাহাদের। ৪। আশ্রা = আশ্রয়

পাঠান্তর :—* '—বড়—'।
** মনে মনে খুশী হৈয়া বলিল তাহারে।

হাত জোড় করি তখন মইফুলা বলে।
"তুমি আমার এক যাদু লইবারে কোলে ॥"
এইনা কথা বলি মইফুলা কাটকাডৈয়া লই।+
চলিল গর্জন তলাত্ বনর জঙ্গলা বিচ্ড়াই[৫] ॥+

ওরে গর্জন গাছের তলাত্ তারা উপস্থিত হইল।
চাঁন্দমণি সূর্যমণির খুজি ন পাইল ॥
মইফুলার মাথাত পইড়ল বৈশাগ্যা ঠাডার[৬]।
ভূমিত্ পড়ি মইফুলা নারী করে হাহাকার ॥
মইফুলার জিঙ্কারে[৭] পাহাড় পর্বত কাঁপিল।
গাছ কাডইয়া দেখি তারে অবাক হইল ॥
বনে পলায় বনের পশু অজাগর সাপ।
বাঘ ভাল্লুক পলাইল শুনি নারীর ডাক ॥
বুগর মাঝে মারে কিল চুল ফালায় ছিড়ি।
অচেতন হইল শেষে মইফুলা নারী ॥

তারপরে কি হইল বলিব কেমনে।
বিদরে হৃদয় হায় রে সে কথা বর্ণনে ॥
সন্ধ্যা ঘনাই আইল সুরুয ডুবি যায়।
অচৈতন্য হই নারী ভুমিত্ লুটাই।
চেতন পাই ছুডে হায় রে সেইনা গইন বনে। +
বনের কেডাঁ কাড়ি লইল পিঁধনর বসনে ॥ +
রাইতর আন্ধার ন মানিল হই দিশা হারা।+
মইফুলার কান্দনে কান্দে আশ্মানর তারা ॥ +

৫। বিচ্ড়াই = খুজিতে খুজিতে। ৬। বৈশাগ্যা ঠাডার = কাল বৈশাখীর বজ্রাঘাত। ৭। জিঙ্কারে = গর্জনে; আর্তনাদে।

পরভাত হইল নিশি ন পাইল যাদু ধনে। +
পাগল হইল নারী পরর পুত্রর কারণে ।। +
গাছ কাড়ইয়া ভাই তখন কি কাম করিল।
ধর্ম ভইনরে ধরি লই * ঘরে ত ছুড়িল ।।

(১৩)

এদিকে করিল কিবা সোন্দরী সোনাই।
ঘরর মাঝত্ বসি রইয়ে মানিকর লাই ॥
বড়ো আশা দেখিব কাডা সতীনপুতর মাথা। **
খবর ন পাই সোনাইর বুগত্ উডিল ব্যথা ॥
গোবর্ধনরে ডাকি আনি কইল সোনাই।
"মানিকর খবর তুমি আনো শীঘ্র যাই ॥
রাইত পোযাই[১] আইল কাম শেষ ন হইল।
তরোয়াল লই মাণিক রাইতে কোথায় গেল ॥"

সোনাইর কথা শুনি দুশ্‌মন গোবর্ধন। +
দোনো যাদুর ঘরর মিকে[২] করিল গমন ॥ +
মাণিকর হাত পাও চাইরগান[৩] বান্ধা দেখিল ॥
তারপর দেখিল মানিকর বুগের উপর।
তুলি দিছে আড়াইমনি মস্ত এক পাথর ॥

১। পোযাই = প্রভাত হইয়া। ২। মিকে = দিকে। ৩। চাইরগান = চারিখানা।

পাঠান্তর :— * মইফুলারে কাঁধত করি—'।
** কোথায় মাণিক আর দোনো যাদুর মাথা।

বাঁন্[৪] খুলি মানিকর গোবর্ধন করিল খালাস। *
মাণিক কইল কান্দি সোনাই কইন্যার পাশ॥
"ঘরে যখন গেলাম রে আমি লই তলোয়ার।
হাতর মাঝত্ লাডির বাড়ি পইড়্ল যে আমার
মাথার মাঝত্ পইড়্ল বাড়ি ঠাডারের[৫] মতন।
পড়ি গেলাম ভূমিত আমি হইলাম অচেতন॥
চেতন পাই দেখিলাম রে মস্ত এক জোয়ান।
ধরিল আমার গলা হইয়া আগুয়ান॥
হাত পাও বান্ধিল রে আমার জোরে কষি কষি।
বুগত্ দিল পাথর তুলি আর এক জোয়ান আসি॥ **
পরাণ আমার যায় যায় বাইর হয় দম।
আইজ রাইতে দেইখাছি আমি সাক্ষাৎ কাল যম॥***
সোনাই সোন্দরী যখন এই কথা শুনিল।
রাগে করি গর-গর কইতে লাগিল॥
"শুন শুন মানিক লুচ্চা কই যে তোমারে।+
অচরিত[৬] কথা বলি না ভাড়াও আমারে॥+
পুরীর মাঝে পর্বেশিবে ন আছে হেন জন।
দ্বারোয়ান তুমি হইলা কইবা কারণ॥+
মইফুলার পিরিতর লাগি তোমার এই কাম।+
কালুকা বিয়ানে তুমি দেখিবা কাল যম॥" +

৪। বাঁন্ = বন্ধন। ৫। টাডারের = বজ্রের। ৬। আচরিত = অসম্ভব।

পাঠান্তর :— * গোবর্ধনের বাঁন খুলি করিল খালাস।
** আড়াইমণি পাথর দিল বুগেতে তুলিয়া॥
*** কালুকা রাতুয়া আমি চোগে দেখ্যি যম।

এইনা কথা শুনি মানিক ছুট্যা পালাইল। +
'ধর ধর'—করি গোবর্ধন পাছুতে ধাইল॥ +
না পাইল মানিকর পাছুতে ধাইয়া। +
চলি গেল্‌গৈ মানিক লুচ্চা সেই দেশ ছাড়িয়া। +
ভাবি চিন্তি গোবরর্ধনরে সোনাই কন্যা বলে। +
"দোনো যাদু উধাও হইল রাইতর নিশাকালে॥ +
আচরিত কথা শুন কাত্[৭] গোবর্ধন। }
মইফুলার তোয়াইতে[৮] করহ গমন॥"
সোনাইর হুকুম মানি দুশমন গোবর্ধন। +
ডরে ডরে চলিল রে কি হইব কখন॥ +
অসতী নারীর বুগে দয়া মায়া নাই। +
পিরিতি মুখর কথা কাম হাসিলর লাই॥ +
হাসিল ন হইলে কাম হাতে মাথা কাড়ে। +
কাম হাসিল করি দিলে হাসি মুখে ফুডে॥ +
চাইরদিগে পাঠাইল যত আছে চর।
কন কেহ ন পাইল মইফুলার খবর॥
সোনাই সোন্দরী আর নাগর গোবর্ধন। +
পিরিত শুকাই আইল কাহিল[৯] হইল মন॥ +

(১৪)

এইদিগে হইল কিবা শুন মোর বাণী।
চান্দমণি সূর্যমণির দুক্ষের কাইনী॥

৭। কাত্ = বুদ্ধিমান কায়স্থ। ৮। তোয়াইতে = খুঁজিতে।
৯। কাহিল = দুর্বল।

পাঠান্তর :— { অচরিত কথা শুনি কাত্ গোবর্ধন।
* মইফুলারে তোয়াইতে করিল গমন॥ }

যখন নাকি চলিগেল্‌গৈ মইফুলা নারী।
দোনো যাদু জাগি উডি কান্দি গড়াগড়ি ॥
চান্দমণি ডাকি বলে,—"সূর্যমণি ভাই।
পরান নিকলি'[১] যায় রে জল খাইতাম্‌[২] চাই ॥"

তারপর দোনো ভাই কি কাম করিল।
জঙ্গলার মাঝে পানি খুঁজিতে লাগিল ॥
একডা ছড়া[৩] বনে পাই তারা দোনো ভাই।
পেড[৪] ভরাইয়া লইল ছড়ার ঘোলা পানি খাই ॥
কি কইব আমি আরে পাহাড়ী ছড়ার গুণ। +
ছড়ার পানি নিবাই দিল জ্বরর আগুন ॥ +
ঘর্ম দিয়া জর ছাড়িল পেডে লাগিল খিদা। +
কোথায় পাইব খিদার অন্ন কাঁদন কাডি হুদা[৫] ॥ +
দিশকাউলে[৬] পড়ি তারা পথ হারাইল।
ছড়ার কূলত্‌ বসি আরে কান্দিতে লাগিল ॥
সইন্ধ্যা ঘনাই আইল সূর্য ডুপি যায়।
কঁডে[৭] যাইব দোনো যাদু ন দেখে উপায় ॥
কান্দিতে লাগিল হায় রে মরা-মা'রে ডাকি।
দোনো ভাইয়র কান্দান কান্দে বনর পশুপাখি ॥
মইফুলা মাসীরে কত ডাকে দোনো ভাই। +
কে দিব রে সাড়া মাসী সেই তল্লাটে[৮] নাই ॥

১। নিকলি = বহির। ২। খাইতাম = খাইতে। ৩। একডা ছড়া = একটি পার্বত্য নদী। ৪। পেড = পেট। ৫। হুদা = শুধা, কেবল অকারণ। ৬। দিশকাউলে = দিগ্‌ভ্রমে। ৭। কঁডে = কোথায়। ৮। তল্লাটে = অঞ্চলে।

সেইত ছড়ার কূলে গাছর তলায়।
কান্দি কান্দি দোনো ভাই পড়িল নিদ্রায়॥
বনে চরে ভাল্লুক রাইতে ছড়ায় জল খায়। +
দোনো যাদুরে তারা কিছু ন বোলায়[৯] ॥
রাইতর নিশি ভোর হইল আশমানে নিবে তারা +
গাছর তলাত্ নিদ্রা যায় মাও বাপ হারা॥ +

(১৫)

তাহার পর কি হইল শুন বিবরণ। +
আচানক্[১] কথা সেই বিধাতার লিখন॥ +
চান্দমণির জন্ম কালে গণকে গণিয়া। +
কইয়াছিল রাজা হইব বড়ো দুক্ষ্ পাইয়া॥ +
রাইতর নিশি কাড়ি গেল্‌গৈ
যাদুর দুক্ষ্ লই সাথে। +
পূব আকাশে রাঙ্গা সুরুজ
উডিল আলোক রথে। +
গাছর তলাত্ দোনো ভাই নিদ্রায় অচেতন। +
রাঙ্গা সুরুজ ঢালি দিল গায়ত্ সোনার কিরণ॥ +
এন কালে অকস্মাৎ কি কাম হইল। +
একডা মস্ত ধলা হাত্তি[২] জঙ্গলা ভাঙ্গি আইল॥ +
চান্দমনিরে তুলি লইল পিডর সিঙ্গাসনে[৩]। +
ছুডি[৪] চলি গেল হাত্তি সেইত গইন[৫] বনে॥ +

৯। বোলায়=অনিষ্ট করে।

১। আচানক=আশ্চর্য। ২। ধলা হাত্তি=শ্বেত হস্তী। ৩। সিঙ্গাসনে—সিংহাসনে। ৪। ছুডি=ছুটিয়া। ৫। গইন=গহীন।

এহার বির্তান্ত কথা শুন দিয়া মন ।+
কইব সগল কথা ধলা হাত্তির বিবরণ ॥+
দক্ষিণ দেশে পাহাড়ী এক মুল্লক আছিল ।
সেইত মুল্লকের রাজার মরণ হইল ॥
পুত্র কইন্যা ন আছিল পাহাড়ী রাজার । }
রাজার মরণে রাজ্যে উঠিল হাহাকার ॥ }
রাজা ন থাকিলে রাইজ্যে হয় ত চিলি ভিলি[৬] ।
রাজা হইবার লাগি আরে হইল কিলাকিলি[৭] ॥
বুড়া উজির আসি তখন কন্ কাম করিল ।
কিলাকিলি থামাই দিয়া বুঝাইতে লাগিল ॥
"আরে শুন শুন মুল্লকের লোক
আমি বলি যে তোমরারে[৮] ।*
কেবা রাজা হইব রাইজ্যে
ভাবি দেখ এইবারে ॥ **
রাজা ত মরি গেলগৈ পুত্র কইন্যা নাই । +
দাবিদার অনেক হইল সিঙ্গাসনের লাই ॥ +
রাজার দোষে রাইজ্য নষ্ট পরজা কষ্ট পায় । +
কে হইব রাইজ্যর রাজা ভাবি দেখহ উপায় ॥
সোনা রূপা নষ্ট জাইন্য[৯] তামা আর পিতলে ।
রাজা নষ্ট অবিচারে মধু নষ্ট জলে ॥

৬ । চিলিভিলি = বিশৃঙ্খলা । ৭ । কিলাকলি = মারামারি
৮ । তোমারারে = তোমাদিগকে । ৯ । জাইন্য = জানিও ।

পাঠান্তর :— { বেটা কন্যা নাহি ছিল পাহাড়ী রাজার ।
তাহার মরণে দেশে উঠিল হাহাকার ॥ }

পাঠান্তর :—* শুন শুন মুল্লুকের যত লোক জন ।
** কেবা রাজা হৈব রাজ্যে চিন্তয় এখন ॥

পকির কাডি[১০] কি হইব ন উডিলে পানি।+*
ঘর বান্ধি কি হইব ন দিলে তার ছানি[১১] ॥
সেইমত জাইন্য রাইজ্যে ভালা রাজা ন থাকিলে।**
পড়ি যাইব সগলে মোরা বিষম গোলমালে ॥
ক'নে[১২] বিচার করিব রাইজ্যর রাজা কোথায় পাই।
উপায় করিব চল পীল খানাত্[১৩] যাই ॥"
উজিরর কথায় সবে যুক্তি করি সার।
সগলই চলি গেল পীলখানার মাঝার ॥
তিন পুরুষ আইয়মর[১৪] ধলা হাত্তি
পীলখানাত্ আছিল। ***
ধলা হাত্তির কাছারে[১৫] সবে হাজির হইল ॥
এইনা ধলা হাত্তি হয় রে রাইজ্যের একডা পীর।
চাইল কলা খাবায়[১৬] লোকে আর খাবায় ক্ষীর ॥
সগলর কাছে উজির বলিল তখন।
"ধলা হাত্তি ঠিক করিব রাজা হইব কন[১৭] ॥" (ক)

১০। পকির কাডি = পুকুর কাটিয়া। ১১। ছানি = ছাউনি। ১২। কনে = কোন জনে। ১৩। পীল খানা = হস্তীশালা। ১৪। আইয়মর = রাজার তিনপুরুষ যাবৎ জীবিত। ১৫। কাছারে = কাছে, সম্মুখে। ১৬। খাবায় = খাওয়ায়। ১৭। কন = কে।

পাঠান্তর :—* পুকুর দিয়া কি হইবে ন থাকিলে পানি।
** সেইমত রাজ্যের মধ্যে রাজা না থাকিলে।
পড়িব সকলে আমরা বড় গণ্ডগোলে ॥
*** কনে বিচার করিব যে রাজা এখন নাই।
তিন পুরুষের আইয়মের ধলা হাতী ছিল।
হাতীর নিকটে সবে উপনীত হইল ॥
দুধকলা খাবার সদা আর খাবায ক্ষীর ॥

(ক) পালার ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

পুষ্প-চন্নন দিয়া তারা হাত্তি সাজাইল।
হাত্তির পিডত্[১৮] রাজসিঙ্গাসন দিল ॥ +
তারপর সগল লোক পর্নাম[১৯] করিয়া। +
হাত্তি ছাড়ি দিল রাজা তোয়াইবার লাগিয়া ॥ +
উপর দিগে শুঁড় তুলি হাত্তি চলি গেল।
রাইজ্যের লোক রাজার আশায় বসি ত রহিল ॥ +

পাহাড় পর্বত জঙ্গলা অনেক ভর্মণা[২০] করিয়া।
উত্তর মিকে[২১] ধলা হাত্তি চলিল ধাইয়া ॥ *
যাইতে যাইতে হাত্তি ছড়া এক পাইল। +
ছড়ার উজান ধরি আরে আগাই চলিল ॥ +
যেই খানে ত দোনো যাদু ঘুমে অচেতন।
সেই খানে ত হাত্তি আসি দিল দরশন ॥
চান্দমণির দিগে হাত্তি ঠাহর[২২] করি চায়।
কপালে সেই রাজ তিলক দেখিবারে পায় ॥ **
দেখিয়ারে ধলা হাত্তি কি কাম করিল।
আস্তে বেস্তে চান্দমণিরে সিঙ্গাসনে তুলি লইল ॥ *
পিডত লই সিঙ্গাসন হাত্তি চলিল ধাইয়া। **
কান্দন করে চান্দমণি চেতন পাইয়া ॥

১৮। পিডত = পিঠে। ১৯। পর্নাম = প্রণাম। ২০। ভর্মণা = ভ্রমণ। ২১। মিকে = দিকে। ২২। ঠাহর = লক্ষ্য।

পাঠান্তর :--- * উত্তরমিকা সেই হাতী গেল যে চলিয়া ॥
** কোপালেতে রাজদণ্ড দেখিবারে পায় ॥
* চান মণিরে ধীরে ধীরে পিডত তুলি লৈল ॥
** পিডত তুলি লৈয়ারে হাতি চলিল ধাইয়া।

রাইজ্যের মাঝারে ধলা হাত্তি উপনীত হইল।
পরজাগণ চান্দমণিরে রাজা যে করিল॥
কান্দিতে লাগিল চান্দ পরবোধ[২৩] ন মাণি।
"কোথায আমার সোনার পোতল ভাই সূর্যমণি॥"
বুড়া উজির আসি বলে নয়া রাজার ঠাঁই।
লোক লস্কর গিয়াছে তানে তোয়াইবার লাই॥
একদিন দুই দিন তিন দিন গেল। +
সূর্যমণি ভাইয়র খবর চান্দমণি ন পাইল॥ +

(১৬)

এদিগে হইল এক মহা অঘটন।
চাঁদমণি চইলা গেলে সূর্যমণি হইল চেতন॥
কান্দিতে লাগিল যাদু ভাইয়েরে ন দেখি।
বিধাতা কপালে তার দিছে দুঃখ লিখি॥
কান্দিতে কান্দিতে সূর্য অধীর হইল।
চৌক্ষের জলে ছড়ার জল বাড়িতে লাগিল॥
খানিক পরে সূর্যমণি পাইল দেখিতে।
বাঁশর চালি আইসে এক খান ভাসিতে ভাসিতে॥
চালির উপর বাঁশ-বেপারী আছে কয়জন।
বহুত বাঁশ লই তারা দেশে করিছে গমন॥
সোন্দর কুমাররে দেখি তারার দয়া হইল।
সূর্যমণিরে তারা চালিত তুলি লইল॥

চলিল বাঁশের চালি ছড়ায় ভাসিয়া।
রাজদরিয়ার ঘাটে চালি পৌছিল আসিয়া॥

২৩। পরবোধ = প্রবোধ।

রাজদরিয়ার ঘাট সেই না বড়ো চমৎকার ।
জাহাজ আর স্লুপ বান্ধা থাকে অনিবার ॥
সেই ঘাটের মালিক সেই দেশের রাজা । *
কুত্‌ঘাটি[১] ন দিলে * সেই পায় বিষম সাজা ॥
সেই না ঘাটে বাঁশর চালি আসিত লাগিল ॥ **
পানি ভাত[২] সুগলে মিলি খাইয়া লাইল ॥ **
বাইর দারিয়ার পারে চরে ত উড়িয়া ।
সদাইগরর চৌদ্দ ডিঙ্গ আছিল বাঝিয়া[৩] ॥ **
রাইতর কালে সদাইগর দেখিল স্বপন ।
দরিয়ার দেব্‌তা চায় মানুষ এক জন ॥
অচরিত স্বপন দেখি সেই সদাইগর ।
চলি আইল রাজ দরিয়ার ঘাটের উপর ॥
হাজার ট্যাকার তোড়া হাতে লই সদাইগর ।
বসি আছিল রাজ দরিয়ার ঘাটের উপর ॥ *
দেব্‌তার ভোগের লাগি মানুয একডা চাই । +
কনে[৪] বেচিব মানুষ হাজার ট্যাকার লাই ॥ +
বাঁশ বেপারী এই কথা যখনে শুনিল ।
সূর্যমণি রে বেচিবারে পরামিশ[৫] করিল ॥

১ । কুতঘাটি = পথের খাজনা । ২ । পানিভাত = পান্তভাত । ৩ । বাঝিয় = বাধিয়া ৪ । কনে = কোন জনে । ৫ । পরামিশ = পরামর্শ ।

পাঠান্তর :— * সে ঘাটের মালিক হন দক্ষিণ দেশের রাজা ।
** কর নাহি দিলে – ' ॥
* ভাত পানি কুমাররে তাহারা খাওয়াইল ॥
** একজন সদাগরের রাইজ্যে চৌদ্দ ডিঙ্গা ॥
* বসি রৈয়ে ঘাটের উপর চিন্তা যুক্ত হৈয়া ।

সূর্যমণি রে বেচিল তারা হাজার ট্যাকা লই।
সদাইগর ডিঙ্গাত্ গেল বহুত খুশী হই॥
নানান মতে সদাইগর যাত্নরে সাজায়।
সাজাইয়া মাজাইয়া বহুত খাবায়[৬]॥
মরণর আগে যাত্ন করে রে ধড়ফড়।
কেহ ত দয়াল নাই সগলেই পর॥ +
ভায়েরে ডাকি যাত্ন কান্দি ভাসাইল। +
হাত পাও বান্দি তারে মাঝ দরিয়াত্ নিল॥ +
তারপরে ত কোন কাম করে সদাইগর।
মাঝি মাল্লা তুলিল যাত্নরে নুকার[৭] মাস্তলর উপর॥ +
পরাণ কচালি[৮] উডে রে কেমনে জানাই।
ধাক্কা মারি যাত্ন ধনে দিল রে ফেলাই॥ *
উথলি উডিল জল চর ডুপি গেল।
চৌদ্দ ডিঙ্গা সদাইগরর সাইগরে ভাসিল। **
পাল উড়াইয়া ডিঙ্গা দেশে চলি যায়। +
ঢেউয়র মুখত্ পাড়ি যাত্নর কি হইল উপায়॥

(১৭)

অমাবস্যার তিথি আছিল দরিয়া উথাল।
নুনাপানিত্ পড়ি যাত্নর কি হইল হাল॥

৬। খাবায়=খাওয়ায়। ৭। নুকার=নৌকার। ৮। কচালি=বেদনায় শিহরিয়া। (সেন মহাশয়ের মতে কচালি=ধড়ফড়।)

পাঠান্তর :— * '—পেলাই।
** চৌদ্দ ডিঙ্গা মুক্ত হৈয়া সাগরে ভাসিল॥

এক ঢেউ তুলে যাদুরে আশমান বরাবর।
আর ঢেউ তুলি দিল ঠাডা[১] বালুর চর॥
তার পরে ত হইল কিবা শুন সভাজন।
রাইত পোষাই ফরসা হইল দিনর আগমন ।। +
চরের কাছে আছিল এক মাছ-বেচনীর [২] ঘর।
পরভাতে আইল নারী সেইনা বালুর চর॥ +
মাছ বেচনী সেই দিন ঘুরিতে ফিরিতে।
বালুর চরে সোন্দর পোলা[৩] পাইল দেখিতে ।।

হাত পাও লাড়ি[৪] যাদুরে দেখিল সেই নারী।
নুনা জল খাই যাদুর পেড হইছে ভারি ।
তখনও পরাণ রইছে বুঝিতে পারিল।
কোলে তুলি যাদুরে নারী আপন ঘরে গেল ।। +
মাডির[৫] কলস একটা আনি উপুর করি।*
তার উপরে যাদুধনরে শোয়াইল চিত করি।
হাত পাও লাড়িয়া তার চিকিৎসা করিল।
পেডের জল ধীরে ধীরে বাইর হইল ।। +
বাঁচিয়া উডিল যাদু মাছ বেচনীর ঘরে। +
খাই দাই রইল যে সেই বালুর চরে ।। +
কি আর বলিব ভাই রে বিধাতার লিখন।
সাইগরে ত পড়ি যাদু পাইল জীবন ।।
এই সূর্যমণি সুরঙ্গিনীর আদরের পুত।
মাছ বেচনীর ঘরে আইল শুনিতে অদ্ভুত ।।

১। ঠাডা=ধু ধু, শুকনা। ২। মাছ বেচনী=মৎস্য বিক্রয়িনী। ৩। পোলা=ছেলে। ৪। নাড়ি=নাড়িয়া। ৫। মাডির=মাটির।

পাঠান্তর :— * মাটির কলস একটি আনিয়া সে নারী।

বিধির লিখন ভাই রে বুঝন বড়ো দায়। +
কার কাপালত্ কিবা আছে কালে কি ঘটায় ॥ +
এদিগে হইল কিবা কহিয়া জানাই।
চান্দমণি কান্দে সদা করি ভাই ভাই ॥
খবর লই আইল রাজার লোক লস্করগণ। *
সূর্যমণিরে কেন্দু বাঘে[৬] কইরাছে ভোজন ॥
এইনা খবর শুনি আরে রাজা চান্দমণি।
ভূমিতে পড়িয়া মূচ্ছা হইল অমনি ॥
তিন দিন পড়ি রইল অন্ন ন খাইল।
রাইত দিন কুহরি[৭] রাজা কান্দিতে লাগিল ॥ **
উজির বুঝায় নাজির বুঝায় বুঝত ন মানে। +
ভাইয়র লাগি ভাই কান্দে বান্ধা যে পরাণে ॥ +
বাজ রাজত্বির সুখের কথা আমরা যত শুনি। +
যত শুনি তত ন হয় মনে অনুমানি ॥ +
সুখ ন থাকিলে মনে রাইজ্য কিবা ছার।
পরমান্ন কি ভালা লাগে পেডর অসুখ যার ॥

(১৮)

ঐদিগে হইল কিবা শুন সভাজন।
কমল সদাইগরর কথা কইব এখন ॥ +

৬। কেন্দুবাঘ=গুল্ বাঘ, ইহার গায়ে গোল গোল কালো দাগ আছে ও গায়ের বর্ণ ধূসর। (সেন মহাশয়ের মতে নেকড়ে বাঘ) ৭। কুহরি= অনুচ্চ কণ্ঠে।

পাঠান্তর :—* খবর লইয়া আইল যত সৈন্যগণ।
** রাইত দিন কুহরে রাজা ভাইয়ের লাগিয়া ॥

বারো বচ্ছর নানান্ বন্দর ভর্‌মণা করিয়া।
কমল সদাইগরর ডিঙ্গা আইয়ে[১] রে চলিয়া॥
আইল রে সদাইগরর ডিঙ্গা * রাজ দরিয়ার ঘাটে।
এই ঘাটে কুত্ দিতে দুই চাইর দিন কাটে॥

কমল সদাইগর একদিন বেড়ায় নালর পারে[২]।
সোনার বরণ পোলা[৩] দেখে ** মাছ বেচনীর ঘরে॥
মনে মনে সদাইগর ভাবিতে লাগিল।
আমার যাদুর মতন পোলা কেম্‌নে পাইল॥*
মাছ বেচনীর পেডর[৪] পোলা এই ন হইব। +
এহি যাদুর সাচ্চা[৫] খবর কেমনে পাইব॥" +
দোমনা হইয়া ভাবে কমল সদাইগর।
বারো বচ্ছর ন জানে সেই বাড়ীর খবর॥ **
দোনো যাদুর কথা ভাবি মন হইল উতলা।
এমন কালে ঘাটোয়াল[৬] আসি দরশন দিলা॥

বলিল যে ঘাটোয়াল,—"শুন সদাইগর।
তোমার ডিঙ্গা ছাড়ি দিতে হুকুম নাই রাজার॥"

১। আইয়ে=আসিল। ২। খালর পারে=খাল পার হইয়া।
৩। পোলা=ছেলে, পুত্র। ৪। পেডর=পেটের, গর্ভজাত।
৫। সাচ্চা=সঠিক। ৬। ঘাটোয়াল=ঘাটির খাজনা আদায় কারী।

পাঠান্তর :— * ধীরে ধীরে ভিড়ে ডিঙ্গা—'।
** সোনার পোত্তল দেখল যে—'॥
* আমার যাদু কেমন কৈরে এখানে আসিল॥
** হায় রে না জানে সেই বাড়ীর খবর॥

সদাইগর উডি বলে,—"ঘাটোয়াল ভাই।
হাজার ট্যাকা দিয়ম্[৭] তরে দেও মোরে ছাড়াই।।"
ঘাটোয়াল কইল,—"আরে শুন সদাইগর। +
ট্যাকা ন হইব বড়ো ধর্মের উপর।। +
এই দেশের নয়া রাজা ধর্মমস্ত ধীর। +
অবিচার ন আছে রাইজ্যে পরজাগণ সুস্থির।। +
ডিঙ্গাত্ বসি থাকো রে তুমি ন করিবা ডর[৮]। +
নয়া রাজা করিব রে উচিত বিচার।।" +

এই রূপে এক দুই তিন দিন যায়।
নয়া রাজা ঘাটত্ আসি চড়িল ডিঙ্গায়।।
রাজারে দেখি সদাইগর চক্মইক্যা[৯] হইল। *
সপ্পনর[১০] মতন সেই কিছু ন বুঝিল।।
নয়া রাজা যাই পড়ে সদাইগরর পায়।
'বাবা, বাবা'—বলি ডাকি আরে পরাণ জুড়ায়।।
তারপরে বাপের বুগত্ রাখিয়ারে মাথা।
চান্দমনি বলিল রে সগল দুক্ষের কথা।।**

কান্দিয়া রে সদাইগর বলিল তখন।
"সূর্যমণি বাঁচি রইছে আনিব এখন।।"
এইনা কথা বলি আরে কমল সদাইগর।
ঘাট পার হই গেল মাছ বেচনীর ঘর।।

৭। দিয়ম্ = দিব। ৮। ডর = ভয়। ৯। চকমইক্যা = সন্ত্রস্ত।
১০। সপ্পনর = স্বপ্নের।

পাঠান্তর :—* সদাইগর দেখিয়া রে চক্মক্যা হইল।।
** '—আন্তপান্ত কথা।।

জিগাইল[১১] সদাইগর মাছ বেচনীরে।
"এই যাদু কঁড়ে[১২] পাইলা বলি বা আমারে ॥
মাছ বেচনীর কাছে শুনি সগল কাইনী[১৩]। *
সদাইগর ছাড়ি দিল রে দুই চোগর[১৪] পানি ॥

সূর্যমণি বাপর দিগে[১৫] ঠাহর করি চাহি।
কান্দিয়া বলিল,—"বাবা, কোথায় আমার ভাই ॥
কোথায় গেল মইফুলা মাসী কি হইল বাড়ীঘর।
বড়ো দুক্ষে পড়ি দাদার গায়ত্ উডিল জ্বর ॥
ছড়ার ঘোল পাণি খাই দাদা ঘুমে অচেতন। +
পর ভাতে উডি তার ন পাই সন্ধান ॥ +
মস্ত মস্ত হাত্তির পাড়া ভূমিত্ পড়িছিল। +
হায় রে দুক্ষের কপাল দাদারে হাত্তিত্ মারিল ॥"+

সদাইগর বলে,—"যাদু, ন কান্দিও তুমি। +
বাঁচি রইছে তোমার ভাই রাজা চান্দমনি ॥ +
এই কথা বলি তখন কি কাম করিল।
যাদুর মুখে চুমা দিয়া কোলে তুলি লইল ॥
হাজার ট্যাকার তোড়া দিল মাছ বেচনীর হাতে। +
পুত্র লই সদাইগর বাহির হইল পথে ॥+
দোনো জনে চলি গেল রাজার রাজবাড়ী। +
খবর শুনি চান্দমণি আইল তড়াতড়ি ॥ +

১১। জিগাইল = জিজ্ঞাসা করিল। ১২। কঁড়ে = কোথায়। ১৩। কাইনী = কাহিনী। ১৪। চোগর = চোখের। ১৫। বাপর দিগে = বাপের দিকে

পাঠান্তর :—* মাছ বেচানীর কাছে শুনি অচরিত বাণী।

কোলা কোলি গলাগলি করিল দোনো ভাই।
পরামিশ করে তিনে দেশে যাইবার লাই[১৬] ॥ +

(১৯)

দুই যাদু লই সাথে সদাইগর দেশে ত চলিল।+
ঘ টে আসি তিনো জনে ডিঙ্গায় ত চড়িল॥
সদাইগর বলে তখন—"শুন মাল্লা মাঝি।
ডিঙ্গা ছাড়ি দেও রে এখন বাড়ীত্ যাইয়ম[১] আজি॥
রাজদরিয়ার রাজা হইল আমার যাদু ধন।*
লঙ্গর তুলি তোমরা ডিঙ্গা ছাড়হ এখন॥"
'বাও, বাও'—বলি যখন নাগেরায়[২] দিল বাড়ি।
কাণ্ডারীয়ে ধইরল কাণ্ডার[৩] বাইশা[৪] দিল ছাড়ি॥
হেলিতে ঢেলিতে ডিঙ্গা চলে মনোহর।
তিন দিনে গেল তারা বাসন্তী নগর॥

বাসন্তী নগরে আসি ছাড়িল কামান।
সোনাই আর গোবর্ধনর কাঁপি উঠিল পরান॥
কাহারে ন কিছু বলি ন দিল খবর।
একেবারে আন্দরে[৫] গেলে কমল সদাইগর॥

১৬। লাই=লাগিয়া।

১। যাইয়ম=যাইব। ২। নাগেরা=উচ্চ শব্দকরী বাদ্য যন্ত্র বিশেষ। ৩। কাণ্ডার=হাইল। ৪। বাইশা=জাহাজের পরিচালক। ৫। অন্দরে =বাড়ীর অন্দর মহলে।

পাঠান্তর:—* রাজদরিয়ার মালিক—।

গোবর্ধনরে সামনে পাই তারে জিগাইল।
"কঁড়ে আমার দোনো যাদু কি সম্বাদ্ বল ॥"

গোবর্ধন বলে,—আমি কি বলিব আর।
একসঙ্গে দোনো যাদু ছাড়িল সংসার ॥
মইফুলা দাসী হায়রে বেইমানি করিল।+
দোনো যাদুরে সঙ্গে লই পলাইয়া গেল ॥+
দেশে দেশে তোয়াইয়া ন পাইলাম আর।+
আর কি কইব এই দুক্ষের সমাচার ॥"+

সদাইগর উডি যাই ধরিল তার কান।
"কঁড়ে তর সোনাই রাণী তারে ধরি আন ॥"
ভয়ানক ডাক ছাড়ে কমল সদাইগর।
তাহার জিঙ্কারে[৬] কাঁপে দোমহলা ঘর ॥
রাগে করে গরগর তামার মতন আঁখি।
পাইক মাঝি সকলরে আনিল যে ডাকি ॥
হুকুম করিল তখন কমল সদাইগর।
"এই বেটা দুশমনরে আগে বন্ধন কর ॥"

গোবর্ধন কোনো কথা ন কইল আর।
দুইজন যাই তখন ঘেণ্ডিত্[৭] ধইরল তার ॥
হাতত দিল হাতকয়ড়া পায়ত দিল বেড়ী।
ধাক্কাই ধাক্কাই উডাই লইল গর্দনাতে ধরি ॥*

৬। জিঙ্কারে=গর্জনে। ৭। ঘেণ্ডিত্=ঘাড়ের পিছনে।

পাঠান্তর :—* ধকাই ধক্কাই লইয়া গেল গদ্দানেতে ধরি

তখন যে সোনাই বউ কি কাম করিল।
গোবর্ধনর দশা দেখি কাঁপিতে লাগিল ॥
মানিকরে ধরি আনি খাড়াত করিয়া।+
সোনাই বউয়র কাণ্ড কথা শুনিল জিগাইয়া ॥+
যখন মানিক কইল, "বউ তলোয়ার দিল হাতে।"+
সদাইগর উডি সোনাইর লাত্থি মাইরল মাথে[৮] ॥+
হুকুম করিল তখন কমল সদাইগর।
"উডানের মাঝে দুইডা বড়ো গাথা কোড়[৯] ॥
পাগলা কুকুর আন্ এখন তোয়াই।
দুইজনর পিরিতর জ্বালা বুঝাই দিতাম্ চাই ॥

এইনা কথা বলি সদাইগর সোনাইর চুলত ধরিল।
এমন সময় দোনো যাদু আসি উপনীত হইল ॥
দোনো যাদু আসিয়ারে সতাইর মুখর দিগে চায়।
কালামুখ[১০]কালা করি সতাই চৌখ যে নামায় ॥+
কোন কথা সতাই মাওরে তারা ন কইল
দোনো ভাই যাইয়ারে বাপর হাতত ধরিল ॥+
বাপব হাত ধরি * তখন বলে দোনো ভাই।
"ক্ষেমা করণ[১১]সতাই মাওরে এই ভিক্ষা চাই ॥"

কমল সদাইগর তখন কিছু ন বলিল।
সতানীরে কেবল একবার নিকটে ডাকিল ॥
গোবর্ধনর দিগে একবার ফিরাইল নয়ান।

৮। মাথে=মাথায়। ৯। গাথা কোড়=গর্ত খনন কর। ১০ কালামুখ=কলঙ্কিতমুখ। ১১। ক্ষেমাকরন=ক্ষমা করুন।
* বাপের দিকে চাহি—'।

থরথর কাঁপে দোয়ে * উড়িল পরান ॥
চান্‌মণি বলে,—'বাবা, থির করন মন।
মইফুলা মাসীর তালাইশ[১২] করণ এখন।'॥
হাটে বাজারে ঢোল দিল মইফুলার তরে।
সগলে জানাইল দাসী মইফুলা গেছে মইরে ॥

(২০)

তারপরে ত চান্দমণি কি কাম করিল।
আপনার রাইজ্যে যাইতে বিদায় মাগিল ॥
চৌদ্দ ডিঙ্গা সাজাইয়ারে চলিল সগলে।
চান্দমণি সূর্যমণি হাসি হাসি চলে ॥
সোনাই বউরে সঙ্গে লইল কমল সদাইগর।
দুই নয়ানের পানি তার ঝরে ঝর ঝর্ ॥

কালা পান্থায়[১] ডিঙ্গা যখন উপনীত হইল।
সদাইগর সোনাই বউরে নিকটে আনিল ॥
আনিয়া কইল তারে,—"শুন বে সোনাই।
কইল্‌জা পুড়ি রে আমাব হই গেছে ছাই ॥
বড়ো আশা করি তরে আনিয়াছিলাম ঘরে।
সুরঙ্গিনীর সঙ্গে কেনে ন গেলাম রে মইরে ॥
বুড়াকালে তুই আমারে করলি এমন খুন।
গুজরি গুজরি[২] বুগে জ্বলে রে আগুন ॥

১২। তালাইশ = অনুসন্ধান। ১। কালাপন্থায় = সাগরের কালাপানি স্থানে। ২। গুজরি = গর্জন করিয়া।

ছোডো করি দিলি তুই রে আমার সোনা যাদুর মুখ। } *
বাঁচি থাকিলে তুই আরও দিবি দুখ ॥

এইনা কথা বলি সদাইগর কি কাম করিল।
চুলত ধরি সোনাইরে এক ঘুরান্‌পাক্‌ দিল ॥
ঘুরান পাক দিয়া তারে কি কাম করিল।+
তুফান সাইগরের মাঝে ফেলাই ত দিল ॥+
অতল সাইগরের জলে ডুপিল[৩] সোনাই।
বাপেরে ধরিল তখন আসি দোনো ভাই ॥
ঝাঁপ দিতে সদাইগর চাহে বারে বার ॥
চান্দমণি সূর্যমণি করে হাহাকার ॥
রাজ দরিয়ার ঘাটে ডিঙ্গা হাজির হইল।
বাপেরে লই তারা রাইজ্যেতে চলিল ॥

(২১)

নয়া রাজা রাজত্বি করে বসি রাজতক্তের[১] পরে।
তার ওরে বাঘে মৈষে এক্কই মাঠে চরে ॥
একদিন কি হইল সবে শুন সমাচার।
পাগলী আইল এক রাইজ্যের মাঝার ॥
সতাইয়ের বারোমাসি গায় পাগলিনী।
শুনিলে পাষাণ গলি হইয়া যায় রে পানি ॥
একদিন পাগলিনী রাজার আন্দরে আসি।
কান্দিতে কান্দিতে গাইল সতাইর বারোমাসি ॥

৩। ডুপিল=ডুবিল।

পাঠান্তর :—* { বাঁচিয়া থাকিলে তুই আমার নাই সুখ।
ছোড যে করিলি তুই দোন যাদুর মুখ ॥

সূর্যমণি যাই তখন তারে বেড়াই ধরে।
নয়া রাজার চোগর জল টলমল করে॥
'মইফুলা মাসী'—বলি যখন দিল ডাক।
আন্দরের সগল মানুষ হইল অবাক॥
নয়া রাজা যাই তখন কি কাম করিল।
মাসীমারে আদর করি বাড়ীর ভিতর নিল॥
কিছু ন খাইল নারী ন কইল কথা।
দোনো হাত দিয়া কেবল কুড়ে[২] আপন মাথা॥
পাগলী ন রইল ঘরে ন শুনিল বাণী।
বারোমাসী গাইয়া বেড়ায় চৌখে লই পানি॥
চৌখের পানি বিনা তার আর ত কিছু নাই।
কমল সদাইগর পালা করিলাম আদাই[৩]॥

১। রাজতক্তের পরে=রাজসিংহাসনে। ২। কুড়ে=কোটে, আঘাত করে। ৩। আদাই=বর্ণনা সমাপ্ত বা উদ্ধার।

সমাপ্ত

আন্ধা বন্ধুর বাঁশি পালার

ভূমিকা

মাননীয় দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় সম্পাদিত 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা' চতুর্থ খণ্ডে প্রকাশিত 'আন্ধা বন্ধু' পালার ছত্র সংখ্যা ৪৭০। এই সম্পাদনায় ছত্র সংখ্যা ৫৯০। সেন মহাশয়ের ৪৭০ ছত্রের ৪৬৮ ছত্র বা তদনুরূপ ছত্র এই সম্পাদনায় পাওয়া যাইবে। যে ছত্রগুলি সেন মহাশয়ের সম্পাদনায় আদৌ নাই সেইগুলি বুঝাইতে ছত্রের শেষে '+' চিহ্ন দেওয়া হইল। এই সম্পাদনার ২৯টি ছত্রের সঙ্গে সেন মহাশয়ের ছত্রে তাৎপর্যে পার্থক্য ঘটায় সেন মহাশয়ের পাঠ পাদটীকায় প্রদত্ত হইয়াছে।

'আন্ধাবন্ধুর বাঁশি' পালা বোধ হয় পূর্ববঙ্গের প্রাচীন গাথা সাহিত্যে সর্বাপেক্ষা পুরাতন পালা; যদিও এখানে পালাটি যে ভাষায় প্রকাশিত হইল তাহাতে সেরূপ বুঝা যায় না। এমন কি সেন মহাশয় প্রকাশিত পালার ভাষা এবং এই প্রকাশনা মিলাইলে মনে হইবে, এই উভয় সংগ্রহের ভাষা অন্তত এক শতাব্দী পূর্বাপর।

এই পালার আখ্যান ভাগ গল্পে ও গানে সারা বাংলা দেশে পঞ্চাশ বছর আগেও সুপ্রচলিত ছিল। ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা শ্যামবাজারে এক দালান বাড়ীর ছাদ পিটাইতে এক গায়কের (বয়াতী ?) মুখে এই পালা আমি শুনিয়াছিলাম। আসামে গোয়ালপাড়া, কামরূপ, নওগাঁ, শ্রীহট্ট প্রভৃতি জেলায়ও এ গান আমি শুনিয়াছি। বাংলা ও আসামে এক কালে দালান বাড়ীর ছাদ পিটানোর সময় বাড়ীর মহিলারা রাজমিস্ত্রীকে অনুরোধ করিতেন,—যে গায়ক বা বয়াতী আন্ধা বন্ধুর বাঁশি' জানে তাহাকে আনিতে হইবে।

এখনও বাংলা ও আসামে বহু হিন্দু-মুসলমান বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা 'আন্ধা বন্ধুর কাহিনী' জানেন, অবশ্য তাঁহারা সকলেই আমার মত সাধারণ গৃহস্থ ঘরের মানুষ। তাঁহাদের প্রত্যেকের ধারণা, ঘটনা সত্য, কিন্তু কোথায় এই ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহা কেহই সঠিক বলিতে পারেন না। 'বেহুলা' পালার মত অনেকে তাঁহাদের অঞ্চলের ঘটনা বলিয়া দাবি করেন। এমন কি উত্তরবঙ্গের একটি প্রাচীন জমিদার বংশ দাবি করেন, আন্ধা বন্ধু তাঁহাদের বংশেই জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন কারণ আন্ধা বন্ধুর প্রথম জীবনের, অর্থাৎ শিশুকালের ঘটনার সঙ্গে তাঁহাদের বংশের একটি ঘটনার মিল আছে। এই জমিদারের অনুমান যদি সত্য হয়, তবে ঘটনাটা প্রায় চারি শত বৎসরের পুরাতন।

কাহিনীটি সর্বত্র একই প্রকার শুনা যায়।—এক রাজা অধিক বয়স পর্যন্ত ছিলেন নিঃসন্তান। তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা আশা করিয়াছিলেন, দাদার মৃত্যুর পর তিনি রাজা হইবেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত রাজার একটি পুত্র সন্তান জন্ম গ্রহণ করিলে রাজভ্রাতা হতাশ হইয়া পড়িলেন।

রাজকুমারের বয়স যখন দুই বৎসর তখন একদিন অপরাহ্ণে ধাত্রী ও ভৃত্যেরা রাজকুমারকে নিয়া নদী তীরে ভ্রমণে গেলে একদল দস্যু কুমারকে অপহরণ করে। রাজা পুত্র-উদ্ধারের জন্য তাঁহার সমস্ত সৈন্যবাহিনী নিযুক্ত করিলেন। ফলে দস্যুদল পলাইয়া বহু দূরে চলিয়া গেল। তাহাতেও নিরাপদ মনে করিতে না পারিয়া, শেষে এক প্রকার ঔষধের সাহায্যে শিশুটির দৃষ্টি শক্তি চিরতরে বিনষ্ট করিয়া তাহাকে এক বনভূমিতে রাখিয়া দেশান্তরে চলিয়া গেল।

এক ব্যাধ বনে আসিয়াছিল শিকার করিতে। গভীর বনে শিশুর কান্না শুনিয়া সেই ব্যাধ শিশুটিকে তাহার গৃহে লইয়া গেল। ইহার অল্প কিছুদিন পরেই ব্যাধ জানিতে পারিল, দেশের রাজকুমারকে

দস্যুরা অপহরণ করিয়াছে, এবং অনুমানে বুঝিল, তাহার গৃহের এই শিশুটিই অপহৃত রাজকুমার। রাজার হাতে রাজকুমারকে সমর্পণ করিতে ব্যাধ সাহস পাইল না। কারণ, রাজা যদি রাজকুমারের চক্ষু নষ্ট হওয়ার জন্য ব্যাধকে দায়ী করেন তবে বিপদ হইবে, এই ভয়ে সেও কুমারকে লইয়া দেশান্তরে চলিয়া গেল। ইহার পর রাজকুমারের বয়স যখন বারো বৎসর তখন একদিন ব্যাধ বনে শিকার করিতে গিয়া আর ফিরিয়া আসিল না। ব্যাধিনী স্বামীর খোঁজে বনে গিয়া নিখোঁজ হইল। রাজকুমার এবার সম্পূর্ণ অসহায় হইলেন। ইহার পরবর্তী ঘটনার কিয়দংশ লইয়া এই গাথা রচিত হইয়াছে।

মাননীয় সেন মহাশয় তাঁহার সম্পাদিত 'আন্ধা বন্ধু' পালার ভূমিকায় পালা রচনার কাল সম্পর্কে লিখিতেছেন, 'চতুর্দশ শতাব্দীর শেষ ভাগে কিংবা পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমে এই পালাটি বিরচিত হইয়াছিল বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।'

পালাটি যে খুবই পুরাতন এবং এক শতাব্দী পূর্বে অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল তাহার প্রমাণ, সারা বাংলাদেশ ও আসামে ইহার প্রচার। একমাত্র 'চাঁদসদাগর বেহুলা'র কাহিনী ছাড়া অপর কোনো গাথা এপ্রকার প্রচারলাভ করে নাই। ইহার দুইটি ধুয়া—

(১) 'ওরে মন পবনের নাও।
কোন দেশতনে আইছরে তুমি
কোন দেশে বান্ যাও॥'

(২) 'মোর মন-যমুনা, কোন দেশে যাও বইয়া।
সাইগরে না পাইলা তুমি
শুকনা বালুতে লুকাইয়া॥'

এ কাল পর্যন্ত বহু বাংলা ও অসমীয়া গানের ভাব ও সুর যোগাইতেছে। ইচ্ছা আছে, যদি আমার সংগ্রহের শেষখণ্ড ছাপানো পর্যন্ত বাঁচিয়া থাকি, তবে 'বাংলা ও অসমীয়া প্রাচীন পল্লী সঙ্গীত' একখণ্ড প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিব।

পূর্ববঙ্গের প্রাচীন পল্লী গাথাগুলির রচনাশৈলী লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে, যে পালাগুলি আসরে গায়েনদের গাহিবার উপযুক্ত করিয়া রচিত, তাহার মধ্যে কিছু অংশ পাঁচালীর সুরে গাহিবার মত রচনা আছে। অবশ্য এই রচনাগুলির সুরও পশ্চিমবঙ্গের পাঁচালীর সুর নহে, পূর্ববঙ্গের ভাটিয়ালী সুরেরও কোনো ধাঁচে পড়ে না; উহার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। 'আন্ধা-বন্ধুর বাঁশি' পালা কিন্তু প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত ভাটিয়ালী সুরের 'বিচ্ছেদ' ও 'সারি' লহরে রচিত। খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দী হইতে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যে পূর্ববঙ্গে রচিত যতগুলি পল্লীগাথা পাওয়া গিয়াছে তাহার মধ্যে 'হাঁওলা' গান ছাড়া আসরে গায়েনদের গাহিবার মত কোনো পালা এই পদ্ধতিতে রচিত না হওয়ায় মনে হয়, এই পালাটি খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর পূর্বের রচনা। বর্তমানে যে ভাষায় এই পালাটি পাওয়া যায়, তাহাতে খ্রীষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দীর ভাষার ছাপ থাকার কারণ, জনপ্রিয় পালার প্রসারে অঞ্চল ভেদে পল্লীকথ্য ভাষার উচ্চারণ ভেদ। এই গাথাগুলি কোনোটাই বোধ হয় বিংশ শতাব্দীর পূর্বে কোনো শিক্ষিত সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তি প্রেসে ছাপাইয়া প্রকাশ করেন নাই। পালাগুলি গায়েন ও বয়াতীরা হাতে লিখিয়া লইতেন। ফলে যে গায়েন বা বয়াতী যে অঞ্চলের বাসিন্দা, তিনি তাঁহার গাহিবার মত ভাষায় পালা লিখিয়া লইয়াছেন। ইহার জন্য রংপুর জেলায় বামন ডাঙ্গার জমিদার মহাশয়ের নিকটে রক্ষিত 'আন্ধার বাঁশি' আসাম-ধুবড়ীর পর্বতজুয়ার জমিদারের ম্যানেজার শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রচন্দ্র দাসগুপ্ত

মহাশয়ের সংগ্রহ 'বন্ধুর বাঁশি' ও মৈমনসিংহ-ঢাকা জেলার গায়েন-বয়াতীদের খাতায় লেখা পালার বর্ণনা এক হইলেও ছত্রের শব্দসজ্জা ও উচ্চারণ ভেদে শব্দের বানানে বেশ কিছু পার্থক্য দেখিয়াছি।

'আন্ধা বন্ধুর বাঁশি' পালাটিতে ভাটিয়ালী-সারি-লহরের প্রাধান্য থাকায় পূর্ববঙ্গের বয়াতীদের এটি অতি প্রিয় পালা। লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছি হিন্দু অপেক্ষা মুসলমান বয়াতীদের কণ্ঠেই ভাটিয়ালী গানের সারি ও ঝাঁপ্‌লহর ভালো উৎরায়।

আমপুলাপাড়া
নবদ্বীপ

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক

আন্ধা বন্ধু

(১)

প্রভাতে নগরের পথে চলেছে এক অপরিচিত আগন্তুক অন্ধ ভিখারী। ভিখারী বয়সে যুবক, রূপে পরম সুন্দর, হাতে তার একটি বাঁশের বাঁশি। তার নাম-পরিচয় কোথাও কেউ জানে না, জিজ্ঞাসা করলে উত্তর দেয় না ; লোকে তার নাম রেখেছে 'আন্ধা বন্ধু'।

ভিখারী আন্ধা বন্ধু প্রভাতে বাঁশি বাজিয়ে চলেছে অপরিচিত নগরের রাজপথে।

ভোর গগনে খইরা মেঘ[১] রে,
তার সিন্দূর মাখা গায়।
রাজপন্থে কোন বা জনে
এমন বাঁশিটি বাজায় রে—
এমন বাঁশিটি বাজায়॥
গাঙ্গের কূলে খাড়া আছিল
আরে ভালা লীলুয়ারী বয়ার[২]।
শুইন্যা সেই বাঁশির গান
বয়ারের লাইগ্‌ল চমৎকার॥
কোন বা দেশের ভাইট্যাল নদী রে
আরে নদী বহিল উজানি।
পাড় ভাঙ্গাইন্যা[৩] নদীর কূলে
ঢেউ কইর্‌ছে কানাকানি রে
নদী বহিল উজানি॥

১ খইরা মেঘ = খয়েরী রঙের মেঘ। ২। লীলুয়ারী বয়ার = লীলা চঞ্চল হাওয়া। ৩। পাড় ভাঙ্গাইন্যা = পাড় ভাঙ্গিতে সক্ষম।

আন্ধা বন্ধুর মনের দুঃখ অন্তরের ব্যথা জানিয়ে বাঁশি বেজে চলেছে,—

'ভোরবিয়ানে[৪] ডালুম[৫] কলি রে
আরে কলি, ফুট্‌লে ডালে ভরা
কেম্‌নে জান্‌বাম্ আশ্‌মান জমিন
কেমুন চাঁদ আর তারা ॥
কেম্‌নে নাচে নদীর ঢেউ রে
গাছের ডালে পাখি ।+
দুই আঙিথ অন্ধ আমার
আমি কিছুই নাই ত দেখি রে—+
অন্ধ আমার আঁখি ॥ +
দুনিয়ায় কেউ নাই রে আমার
আমি একলা পন্থে ফিরি ।
বাড়ী নাই রে ঘর নাই রে
গাছের তলার বসত্ করি ॥
যেইনা বিরিক্ষের তলায় যাই রে
আমি ছায়া পাওনের আশায় ।
সেইনা বিরিক্ষ আগুনি বর্ষে
আমার অন্তর পুইড়া যায় রে—
আমার সগ্‌গল পুইড়া যায় ॥ +
তিয়াস[৬] লাইগ্যা গাঙ্গে গেলে রে
ঘাটে পানি নাই ত থাকে ।*

৪। ভোর বিয়ানে = অতি প্রভাতে। ৫। ডালুম ডালিম।
৬ তিয়াস = তৃষ্ণা।
ঠান্তর :—* গাঙ্গের ঘাটে গেলে গাঙ্গের পানি যে শুকায় ॥

শুক্না বালুর চর পইড়া যায়
গহীন নদীর বাঁকে বাঁকে রে— +
ঘাটে পানি নাই ত থাকে ॥ +
কোন বিধাতা সির্জিল মোরে
কইরা এমন কপাল পোড়া।
ভিক্ষা দেওগো নগরিয়া লোক
আইজা আন্ধা দুয়ারে খাড়া ॥”

আন্ধা বন্ধুর সেই বাঁশির অপূর্ব করুণ গান শুনে অনেকে ঘর ছেড়ে রাজপথে এল বাঁশিওয়ালাকে দেখতে। দেখে তারা বিস্মিত হয়ে বলাবলি করছে,—

‘কেমুন জানি সোনার দেশ সেই
দেশে সোনার মানুষ আছে।
এমুন কাঞ্চন পুরুষ কেনে ভিক্ষা লইতে আইছে ॥
মাও নাই কি বাপ নাই কি
বহিন নাই কি ঘরে। +
এমুন কাঞ্চন পুরুষ কেনে ভিক্ষা করে ॥
কাঞ্চা সোনার অঙ্গ গো এয়ার[৭]
আর যেমুন গোরোচনা।
না দেইখ্যাছি এমুন রূপ গো কি দিব তুলনা ॥
দেখিতে সুন্দর রূপ রে
যেমুন শ্যাম-শুখ পাখি।
কোন্ পামর বিধাতা করল
এয়ার অন্ধ দুটি আঁখি রে—
এয়ার অন্ধ দুটি আঁখি ॥”

৭। এয়ার = ইহার।

ভোরের রাজপথে ভিখারী আন্ধা বন্ধু বাঁশি বাজিয়ে গান গেয়ে চলেছে। তাকে দেখে চমৎকৃত নগরবাসী ভিক্ষা দিতে ভুলে গেল। পথ চলতে চলতে শেষে—

খাড়া হইল আন্ধা বন্ধু রাজার রাজ-দুয়ারে।
হস্তের বাঁশি বাইজা উঠে সেইনা মোহন সুরে॥ +

রাজকন্যা ঘুমিয়ে আছেন পালঙ্কে সুখ শয্যায়। রাজকন্যার ধাত্রী আন্ধা বন্ধুর বাঁশি শুনে এসে রাজকন্যাকে জাগিয়ে বলল,—

"শুন শুন রাজার কন্যা, বলি যে তোমারে।
কাঞ্চন পুরুষ এক আইছে তোমার দুয়ারে॥
কান্ধে তার ভিক্ষার ঝুলি অঙ্গে সোনার বরণ।
আক্ষি দুইটি অন্ধ তার হইল বিধাতা দুশ্‌মন॥
দেখিতে যদি চাও লো কন্যা, চল শীঘ্র করি।
ঐ শুনা যায় অন্ধের বাঁশি বাজে সুর ধরি॥ +
ভিক্ষা যদি দিতে চাও কন্যা, লইয়া চল সাথে।*
কিবান্ ভিক্ষা দিবালো কন্যা, এমুন সোনার আন্ধার হাতে॥ +
কাঞ্চা সোনা গোরোচনা রূপ না যায় পাসরা।
চান্দ মুখ হাসে তার অন্ধ নয়ানে বয় ধারা॥*
কন্যা, দেখবে চল ত্বরা॥"

পাঠান্তর :—* কিবা ভিক্ষা দিবে তারে সঙ্গে লহ করি "
পাঠান্তর :—* এক নয়নে ঝরে হাসি আর নয়ানে ধারা লো।

রাজকন্যার কানে তখন বাঁশির সুর প্রবেশ করেছে। তিনি ব্যাকুল হয়ে ছুটে গেলেন বাঁশিওয়ালাকে দেখতে, দেখে মোহিত হয়ে গেলেন। রাজদ্বারে আন্ধা বন্ধুর বাঁশি থামলে রাজকন্যা ঘরে এসে ভাবছেন,—

ওরে মন-পবনের নাও।
কোন দেশতনে[৮] "আইছরে তুমি
কোন দেশে বান্ যাও।
ওরে মন-পবনের নাও ॥—দিশা।
উজান গাঙ্গে, বাজে রে বাঁশি
পানি ভাইট্যালে্ যায় বাইয়া। *
উদাস হাওয়া কানের কাছে
আইজ কিবান্[৯] "যায় রে কইয়া ॥
ওরে মন-পবনের নাও—॥
সেই ত সোনার নদীর পাড়ে
কোন বা সোনার দেশে।
রসইয়া [১০] সোনার মানুষ বুঝি
সেই না দেশ বইসে ॥"[১১]
বাজাও বাজাও বাজাও রে বাঁশি
ও বাঁশি আমারে শুনাইয়া।"**

৮। দেশতনে = দেশ হইতে। ৯। কিবান্ = কি যেন। ১০। রসইয়া = রসিক। ১১। বইসে = বাস করে।

* উজান সুরে বাজেরে বাঁশী ভাইটায় যায় রে বইয়া।
**—আর বাই শুনিয়া।

ঘুমের মানুষ টাইন্যা তুইলা
পরাণ লইলা কাইড়া ॥*
ওরে মন পবনের নাও। +
কোন বা দেশে ছিলা রে তুমি
আইজ কোথায় ভাইস্যা যাও ॥ +

রাজকন্যার এই ভাবান্তর লক্ষ্য কোরে সখীতুল্য ধাত্রী জিজ্ঞাসা করল,—

"কি হইল কি হইল কন্যা,
আইজ এ আন্ধার বাঁশি শুনি। +
চাঁদ মুখ মইলান হইল
কন্যা, তর চউক্ষে ঝরে পানি লো, +
কি হইল কওনা শুনি ॥ +

ধাত্রীর প্রশ্নের উত্তরে রাজকন্যা ব্যাকুল হয়ে বললেন,—

শুন শুন শুধাই লো,
আমি কইয়া বুঝাই তরে। +
আইজ আন্ধার বাঁশি শুইনা আমার
পরাণ কেমুন করে লো— +
আমার মন পবনের নাও, +
কোন দেশে আছিলা তুমি
আইজ কোন বা দেশে যাও ॥ +
না জানি অন্ধের বাঁশি
ও বাঁশি কি বান্ যাদু জানে।

---

*—জাগিয়া ঘুমায় বাঁশী শুনিয়া।

ঘরে বান্ধা বেড়ার মন[১২]
আমার বাইরা টাইন্যা আনে ॥
কি দিবাম্ দান তারে আমি
বাই লো, কহত আমারে।
মধু ভরা বাঁশের বাঁশি
আইজ পাগল কইরল মোরে ॥

সোনার কবাথ রূপার খিল লো
আমার বাপের ভাণ্ডার।
বাপের আগে কইয়া লো ধাই,
খুইলা দেও দুয়ার ॥
ধূলা মানিক একই কথা লো,
তাতে লাভ কিবান্ তার আছে।*
আগে জাইন্যা আইস কিবান দিলে
আন্ধার দুঃখ ঘোচে লো,
আমার মন পবনের নাও, +
এই দেশ ছাইড়া আইজ রে তুমি
কোন্‌বা দেশে যাও ॥' +

রাজকন্যার এই ব্যাকুল অনুরোধের উত্তরে ধাত্রী বলল,—

'শুন শুন রাজার কইন্যা,
আলো কন্যা আমার কথা ধর।

১২। বেড়ার মন = বেষ্টনী দিয়া ঘেরা মন।
পাঠান্তর :— *—তাতে কিবান্ আছে

কি কইরা অন্ধের দুঃখ
তুমি ঘুচাইতে পারো ॥
রাজার পুত্র যেমন লো কন্যা,
মন কয় যে আমারে।
বড়ো দুঃখে অন্ধ হইয়া
আইজ দুয়ারে দুয়ারে ঘুরে ॥
দিবা নাই রে রাইত নাইরে
অন্ধের সগলই সমান।
এয়ার[১৩] দুঃখ্ ঘুচে যদি কেউ
নয়ান করে দান লো—
কন্যা, শুন শুন ॥'

ধাত্রীর কথা শুনে রাজকন্যা হতাশ হয়ে বললেন,—

'এমন ধন নাই লো ধাই
এই না রাজার ভাণ্ডারে।
সেই ধন মিলিব কোথায়
ধাই, কইয়া দেও আমারে ॥
দেহে কত সয় লো ধাই,
এয়ার দেহে কত সয়।
কিবান্ ধন দিলে বল
এই অন্ধ খালাস হয়[১৪] ॥

১৩। এয়ার = ইহার। ১৪। খালাস হয় = অন্ধত্ব দূর হয়।

শুন শুন ও-লো ধাই,
আমি কহি যে তোমারে।
আমার দুইটি নয়ান তুইল্যা
দিয়া আইস তাহারে লো—
ওরে ও মন-পবনের নাও। +
কোন দেশেরতন্ আইছ তুমি
কোন দেশে বান্ যাও॥" +
চম্পার বরণ মইলান হইল
ভূমে পড়ে ফুল মালা।
ঝর্ঝরিয়া নয়ানের জলে
আইজ কান্দে রাজার বালা॥
রসিক জনে কয় লো কন্যা,
দিলে কি হইব নয়ান।
অন্ধের দুঃখু ঘুচে লো কন্যা,
যদি দিতে পারো তোমার মন॥

(৩)

প্রভাতে রাজদ্বারে বাজছে অপরিচিত আন্ধা বন্ধুর বাঁশের বাঁশি। রাজা ছিলেন রাজ অন্তঃপুরে ঘুমিয়ে।—

কে বাজায় রে বাঁশি।
দেইখ্যা আইস নগর-পন্থে
এ কোন দেশের উদাসী রে—
কে বাজায় এই বাঁশি॥—ধুয়া

ঘুমতনে জাগিল রাজা বাঁশির গান শুনি।
মধুভরা এমুন বাঁশি কে বাজায় না জানি॥
ভোরের বাতাস পাগল হইল
রাজার ঘরে থাকন্[১] দায়।
এমুন কইরা কেমুন জনে
ভোরে বাঁশরী বাজায়॥
"খবরিয়া,[২] জাইন্যা আইস আগে।
কোন জনা বাজায় রে বাঁশি
এমুন নবীন অনুরাগে রে—
খবরিয়া, জাইন্যা আইস আগে॥"
খবইরা আসি কইল 'রাজা,
শুন দিয়া মন।
সোনার মানুষ বাজায় বাঁশি
পাগল কইরা মন॥'
রাজা কয়,'লইয়া আইস তারে'।
যে জনা বাজায়্যা বাঁশি
এমুন উদাস কইর্‌ল মোরে। +
খবইরা, লইয়া আইস তারে॥' +
বাঁশি হাতে আইল রে অন্ধ খাড়া হইল থলে[৩]।
ভিখারী অন্ধের অঙ্গে কাঞ্চা সোনা জ্বলে॥

১। থাকন=থাকা। ২। খবরিয়া=সংবাদ সংগ্রাহক। ৩। থলে:
নির্দিষ্ট স্থানে

রাজা কয়,"এ কি চমৎকার।
দেহের রূপে পন্থ আলো
চোখ দুইটি আন্ধার,
দেখি এ কি চমৎকার॥
সুন্দর পন্থের মানুষ কহি যে তোমারে।
কোন বা দুঃখে বেড়াও রে তুমি
এমুন পন্থে পন্থে ঘুরে,
আমি জিগাই যে তোমারে॥
তোমার কেনে এই দুগ্‌গতি।+
কোন্ বা দেশে বাড়ী ঘর
তোমার কোথায় বান্ বসতি।
তোমার কেনে এই দুগ্‌গতি॥
অন্ধ, সত্য কইবা মোরে।+
কেবা তোমার পিতামাতা
তারা কোথায় বসতি করে।*
অন্ধ, সত্য কইবা মোরে॥+
কেন কান্দ দিবারাতি।+
নাই কি তোমার সোদর ভাই
নাই কি তোমার সাথী।+
কেন কান্দ দিবারাতি॥"+
"রাজা, কহি যে তোমারে।
আমার বাপ নাই রে মাও নাইরে
নাই মায়ের পেটের ভাই।

পাঠান্তর :—* কেবা তোমার মাতা পিতা কেবা পথের সাথীরে॥

তীর্থের কাউয়া[৪] হইছি
দেশে দেশে উইড়া বেড়াই—**
গো রাজা, কহি যে তোমারে ॥
ভবে আপন কইতে কেউ নাই।
বিধাতা পাষাণ হইয়া
মোরে দিল গো এতেক দুখ্।
জন্মিয়া না দেখিলাম গো রাজা,
আমি মাও বাপের মুখ।
আমার আপন কইতে কেউ নাই ॥+
রাজা, শুন আমার দুঃখের কথা। +
বিধাতারে না দোষী আমি
কপাল দোষ আমার।
দিবস রজনী আমার
রাজা, সমান অইন্ধকার—
গো রাজা শুন দুঃখের কথা ॥ +
রাজা, শুন আমার মনের ব্যথা। +
জন্মিয়া না দেখলাম রে আমি
চাঁদ সুরজের মুখ।
মানুষ দেইখ্যা মান্ষের মনে
কেম্নে হয় রে সুখ— +
গো রাজা, শুন মনের ব্যথা ॥ +

৪। কাউয়া—কাকপাখি।

**তীর্থের না কাউয়া যেমুন উইড়া না বেড়াই ॥

রাজা, কি দিব ঠিকানা। +
পন্থে পন্থে ঘুইর‍্যা ফিরি
লইয়া দুঃখের বেসাতি[৫]।
মনে কাইন্দ্যা বনে ঘুমাই
আমার গাছতলায় বসতি—
গো রাজা, কি দিব ঠিকানা॥ +
ভবে দরদী কেউ মোর নাই। +
কোকিলায় দিয়াছে জনম
মোরে কাকে ত পুষিল।
শিশুকালে নিদয়া কাকে
মোর চক্ষু কাইড়্যা নিল॥ +
কোন বা দেশে ছিলাম রে আমি
কোন বা দেশে যাই। +
অভাগ্যা বলিয়া সবে
দিল রে খেদাই—
গো রাজা, মোর দরদী কেউ নাই॥' +

'শুন শুন নবীন পান্থ,
আরে কহি যে তোমারে।
আইজ হইতে বসতি কর
তুমি আমার রাজ্যপুরে॥
ভিক্ষার ঝুলি ছাইড়্যা তুমি
আমার ঘরে বইস্যা খাও।

৫। বেসাতি = পশরা।

আইজ হইতে হইলাম আমি
 তোমার বাপ আর মাও ॥
ভরা ভাণ্ডারের ধনের দুয়ার
 তোমার থাইক্‌ব খোলা।
গলায় পরিবা তুমি
 মণি-মাণিক্যের মালা ॥
অঙ্গেতে পরিবা তুমি
 রাজার রাজ-ভূষণ।
সর্বাঙ্গে গান্থিয়া দিবা
 রত্নাদি কাঞ্চন ॥
মন্দিরে থাকিবা তুমি
 রাজার উত্তম বিছানে।
ঘুমতনে [৬] জাগিব আমি
 তোমার বাঁশি শুনে ॥
এক কইন্যা আছে মোর
 পরাণের পরাণ।
তাহারে শিখাইবা তুমি
 তোমার বাঁশির গান ॥
এই দুই কার্য তোমার
 আর কিছু না জান।
সকল সুখ পাইবা তুমি
 কেবল নাই দুই নয়নি—
 পান্থ, থাকো আমার ঘরে।'

৬। ঘুমতনে—ঘুম হইতে।

(৪)

আন্ধা বন্ধুর বাঁশি শুনে ও তাঁকে দেখে রাজকন্যা উতলা হয়ে উঠেছিলেন। শিক্ষকরূপে তাঁকে পেয়ে হলেন শান্ত। আন্ধা বন্ধুর কাছে রাজকন্যা বাঁশি শেখেন। একদিন আন্ধা বন্ধু তাঁর মনের দুঃখ জানালেন।—

'ধর লো কন্যা বাঁশি ধর।—দিশা
কিবা শিক্ষা দিবাম্ লো আমি
আমার দুনিয়া অইন্ধকার ॥
না দেখিলাম আলোর মুখ
আমি জ্ঞানমানে[১] অক্ষি খুলি।
নয়ানের দিষ্টিরে বিধি
মেইল্যা মাইর্‌ল ধূলি ॥
কোন দেশের নদী লো কন্যা,
এই অইন্ধকারে বয়।
আশমানেতে চান্দ সুরুজ্
কেমুন কইরা বয় ॥
আলো জানি কেমন লো কন্যা,
কোন গগনে উঠে।
নিরল বায়ে[২] ফুলের কলি
কেমুন কইর‍্যা ফুটে ॥

১। জ্ঞানমানে = জ্ঞান হইয়া।

২। নিরল বায়ে = নির্জন বাতাসে।

শব্দে শুনি তরুলতা
আমি না দেখি নয়ানে।
বিধাতা কইরাছে অন্ধ
এই জন্ম-দুঃখী জনে॥
মানুষ যেন কেমুন লো কন্যা,
তার মুখের হাসি কথা।
শব্দে শুনি নাই সে দেখি
আমার মনে রইল ব্যথা॥
সোনা মুখে চান্দের হাসি
আমি না দেখি নয়ানে।
হিয়ার পরশ নাই সে পাই
কেবল বুঝি যে ধিয়ানে[৩]॥
কত তরুলতা পুষ্পরে আমার
সামনে রইছে খাড়া।
মাথার উপর ফুইট্যা রইছে
চান্দ সুরুজ্ আর তারা॥
সবার উপর রইছ লো তুমি
আমার অন্তরে সে পাই।
ধিয়ানেতে রইছ লো কন্যা
আমার চৌক্ষের দৃষ্টি নাই॥'*

৩। ধিয়ানে—ধ্যানে।

পাঠান্তর :— * ধিয়ানেতে আছ কন্যা অন্তরেতে পাই॥

আন্ধা বন্ধুর কথা শুনে রাজকন্যা আর নিজের মনোভাব গোপন রাখতে পারলেন না, প্রকাশ কোরে বললেন,—

'আন্ধা বন্ধু রে—
জানি তোমার মনের ব্যথা।
মনে কত দুঃখ রে তোমার
অন্তরে কত কথা ॥ **

শুনরে বৈদেশী বন্ধু,
আইজ কহি যে তোমারে।
পরিচয় কথা তোমার
আইজ কহিবা আমারে ॥
কোন দেশে জনম হইল
তোমার কেবা বাপ মাও।
কোন জনা পালিল এমুন
সোনা কোকিলার ছাও[৪] ॥
যে দেশে জনম তোমার
সেইনা দেশের লোকে।
কি নাম রাখিল তোমার
কি বলি তোমারে ডাকে ॥

'নাম নাই কন্যা লো আমার
থান নাই রে সংসারে।

৪। ছাও = বাচ্চা, শিশু।

** বিদেশেতে বান্ধা তোমার মনে কত দুঃখ।
মনে কত দুঃখ রে তোমার মনে কত দুঃখ ॥—দিশা

শিশু কালে মায়ের কোলের থুন
আইস্যাছে চুরি কোরে ॥ +
দুশ্‌মনে কইরাছে লো কন্যা
আমার অন্ধ দুইটি আখি। +
উইড়্যা ঘুইর্যা বেড়াই লো আমি
যেমুন বনের পশু পক্ষী ॥ +
পাগল বলিয়া লো কন্যা,
লোকে উপখুসী[৫] করে।
কে রাখিব নাম লো কন্যা,
আমার কেউ নাই সংসারে ॥ +
কেহ দেয় অঙ্গেতে ধূলা
মোরে কেহ বা সম্ভাষে[৬]।
পাতের অন্ন দিয়া কেহ বা
পাগলেরে সন্তোষে[৭] ॥
কেহ খেদায় দূর দূর কইরা
কেহ ডাকে, 'আইস ঘরে'।
দুই নয়ানের জলে ভাইস্যা
আমি দাঁড়াই তার দুয়ারে ॥
কেউ হয় বাপ মাও লো আমার
কেউ হয় রে দুশ্‌মন।

৫। উপখুসী—উপহাস। ৬। সম্ভাষে—আদর করে। ৭। সন্তোষে—খুশী করে।

কাউরে নাইত দুষী আমি
আমার কপালের বিড়ম্বন ॥*
পাগল আমার ডাক নাম
পাগল আমার এই বাঁশি।
আউলা পন্থে[৮] গাই গান
আমি হইয়া উদাসী—
লো কন্যা, আমার কইবার কিছু নাই ॥' +

'আন্ধা বন্ধু রে—
তোমার দুঃখে পাষাণ গইলা যায়। +
আমার যে নারীর পরাণ
বল কেমুন কইরা সয়— +
রে বন্ধু, দুঃখে পাষাণ গইলা যায় ॥ +
তোমার বাঁশি শুইন্যা রে বন্ধু,
বুঝি মানুষ পাগল হয়—
রে বন্ধু, মানুষ পাগল হয়।
নগরিয়া লোকে রে বন্ধু,
তোমায় তেই [৯] সে করে ভয়—
রে বন্ধু, মানুষ পাগল হয় ॥

৮। আউলা পন্থে = খোলা রাজপথে। (সেন মহাশয়ের মতে—অজানা পথে)।
৯। তেই = সেই জন্য।
পাঠান্তর—* —পাগল আমার মন ॥

তোমার মুখের বাঁশি বুকে রে বন্ধু,
চিকন দাগ কাঁটে।
সেই বাঁশি ভুলিতে গেলে
হিয়াখানি ফাটে—
রে বন্ধু, হিয়াখানি ফাটে॥
বাঁশি বাজাও তুমি রে বন্ধু,
আমারে শিখাও গান।
যেই দিন শুইন্যাছি বাঁশি
কাইড়্যা লইছ পরাণ—
রে বন্ধু, শিখাও মোরে গান॥*
আইজ হইতে তোমারে বন্ধু,
আমি ছাইড়্যা নাইত দিব।
নয়ানের কাজল কইরা
আমি নয়ানে রাখিব
বন্ধু, ছাইড়্যা নাই সে দিব॥
সেই কাজল দেখিয়া লোকে
যদি মোরে করে দোষী।
হিয়ায় লুকায়্যা শুন্‌বাম্‌
বন্ধু, তোমার মোহন বাঁশি॥
হিয়ায় লুকাইলেরে বন্ধু,
যদি লোকে জানে।

পাঠান্তর :—আজি হইতে পিয়া বন্ধু আমার পরাণ।

পরাণ কটরায়[10] ভইরা
আমি রাখ্‌বাম রে যতনে ॥
বসন কইরা অঙ্গে পরবাম্‌
বন্ধু, মালা কইরা গলে ।
সিন্দুরে মিশায়া রে বন্ধু,
আমি পরিবাম্‌ কপালে ॥
চন্দনে মিশায়া পইরা
আমি দেহ করবাম্‌ শীতল ।
সুখে দুঃখে করবাম্‌ তোমারে
আমার দুই নয়ানের কাজল ॥
বলুক্‌ মোরে লোকে মন্দ
আমি কানে না তুলিব ।
দুই অঙ্গ ঘুচায়্যা মোরা
বন্ধু, এক অঙ্গ হইব ॥
আমার দুই নয়ানে রে বন্ধু,
তুমি দেখিবা সংসার ।
এমুন হইলে ঘুচ্‌ব তোমার
দুই আঙ্খির আঁধার ॥
তোমার বুক লয়্যা রে বন্ধু ।
আমি শুনবাম্‌ তোমার বাঁশি
আমারে জানিও বন্ধু,
তোমার চরণের দাসী ॥'

১০ । কটরায় = কৌটায় ।

'বুদ্ধি নাই লো রাজকন্যা, তুমি বুইঝ্যা কথা কও।
দুঃখে ভরা ডালা কন্যা, কেনে মাথায় তুইলা লও॥
চির সুখে আছে লো কন্যা,দুঃখ নাই সে জানো।
সরল পন্থ ছাইড়া কেন যাও সে কাঁটার বন॥
অমিরত ছাইড়া কেনে বিষে কইবা ভালা।
বুঝিতে না পারো এই না গরল বিষের জ্বালা॥
হিয়ারে না কাটো কন্যা, আপন হাতের লউখে।
দুর্জনিয়া [১১] চিন্তারে স্থান নাই সে দেও বুকে॥
বিদায় দেও লো কন্যা, মোরে আমি আপন পন্থে যাই।
রাজ রাজত্বির সুখে আমার কোনো কার্য নাই॥'

'বন্ধু, কেনে শুনাইলা বাঁশি।
তোমার বাঁশির সুরে পরাণ গইলা।
    মন কইরল উদাসী রে।
কেনে শুনাইলা বাঁশি॥ +
বন্ধু রে—,
আরে বন্ধু, যেদিন শুইন্যাছি বাঁশি
    ঐ না মোহন সুরে।
কুল গেল মান গেল রে বন্ধু,
    আমি পরাণ দিলাম তরে— *
রে বন্ধু, কি বুঝাইবা মোরে॥ +

১১। দুর্জনিয়া = অনিষ্টকর।

পাঠান্তর :—* '—— হইলাম তোমার দাসী।

অন্তরালে কইয়া বুঝাই
ও সে বুঝ নাই ত মানে।
আমার মন-যমুনা উজান বইল
ঐ না বাঁশির গানে॥
তিল দণ্ড না হেরিলে রে বন্ধু,
আমি হই যে দেওয়ানা।[১২]
বাঁশি বাজাইতে রে বন্ধু,
আমার মাও কইরাছে মানা॥
মানায় ত না মানে রে মন
আরে মন দ্বিগুণ উথলে।
তোষের [১৩]আগুন যেমুন রে
ঘুইয়্যা ঘুইয়্যা জ্বলে॥
কিসের রাজত্বি কিসের সুখ
বন্ধু, তাহাতে কি হইব।
মনের ফরমাইস রে বন্ধু,
বল কেবান্ যোগাইব॥
কাঞ্চা না বাঁশেতে বন্ধু,
আইজ ধইরা গেছে ঘুণ।
আমার অন্তরায় লাইগ্যাছে আগুন।
চউক্ষে নাই রে ঘুম॥
আমি আগুনের শেজ[১৪] পাইত্যা
বন্ধু, বিছাইলাম আইঞ্চল।

১২। দেওয়ানা = ভাবোন্মাদ। ১৩। তোষের = তুষের। ১৪। শেজ = শয্যা।

অমিয়াতে [১৫] মিশায়্যা বিষ রে
আমি খাইলাম সকল ॥
তোমারে ছাইড়্যা রে বন্ধু,
আমি সুখ নাই সে'চাই।
যোগিনী সাজিয়া রে বন্ধু,
চল কাননেতে যাই ॥
চন্দন মাখায়্যা কেশে
আমি বানাইবাম্ রে জটা।
সংসারের সুখের পথে
দিয়া যাইবাম্ রে কাঁটা।
বাপ রইল মাও রইল
আমি সগল ছাইড়্যা যাই।
বনে ত বসতি করবাম্
বনের ফল খাই ॥
বনের না পুষ্প তুইল্যা
আমি গাঁথবাম্ তোমার মালা।
ফুলের মধু আইন্যা তোমারে
খাওয়াবাম্ তিনো বেলা ॥
পাতার শয্যায় রে বন্ধু,
আমি পাইত্যা দিবাম্ বুক।
না জানি এতেকে বন্ধু,
তুমি পাইবা কিনা সুখ ॥

১৫। অমিয়াতে — অমৃতে।

পরাণ থাকিতে রে বন্ধু,
তোমারে ছাইড়্যা নাই সে দিব।
মাথার কেশে যোগল চরণ
আমি বাইন্ধ্যা সে রাখিব॥
এতেকে[১৬]ছাইড়্যা রে বন্ধু,
যদি চইলা যাও।
আগে ত অবুলার পরাণ
বধের ভাগী হও॥
আমি যে মরিব রে বন্ধু
তোমার কিবান্ দায়।
অবুলার বধ রে বন্ধু
না লাগিব তোমার পায়—
রে বন্ধু, ছাইড়্যা নাই সে দিব॥" +

'শান্ত কর শান্ত কর, লো কন্যা,
তুমি শান্ত কর মন।
বাঁশির গান শিক্ষা তোমার
আইজ হইল সমাপন—
লো কন্যা, শান্ত কর মন॥ +
তোমার অন্তরায় দাগ লো কন্যা,
আইজ মুছিয়া ফেলাও।
বৈদেশী আন্ধার জন্যে
তুমি কেন রে দুঃখ পাও—
লো কন্যা, দাগ মুইছ্যা ফেলাও॥ +

১৬। এতেকে = ইহাতেও।

সোনার পিঞ্জিরায় তুমি
সোনার হীরা মন সারী।
রাজ্ রাজুয়ার ঘরে কন্যা,
তুমি হইবা পাটেশ্বরী॥
শতেক দাস-দাসী তোমারে
করিব সেবা যতন।
অঙ্গেতে পরিবা কন্যা,
কত রত্ন আভরণ॥
সাধ কইর‍্যা কেন লো কন্যা,
তুমি পরবা দুঃখের মালা।
না বুইঝাছ তুমি লো কন্যা
পিরিতের কেমন জ্বালা॥
পায়ে পায়ে দুঃখ তার
জীবন যায় রে দুঃখে।
চরণে বিন্ধিলে কাঁটা
বাহিরাবে গিয়া বইক্ষে॥
ভমরার সহিতে লো কন্যা
বনে ফুলে পিরিত করে।*
মধু হীন হইয়া রে ফুল
শেষে অকালে ঝইর‍্যা পড়ে॥**
পিরিতি মধু পিরীতি মধু
ফল শুনিতে চমৎকার।

পাঠান্তর :—*ফুলের সহিত দেখ ভ্রমর পিরীত করে।
**মধুহীন শুকাইয়া অকালেতে ঝরে।

৭

মাকাল যেমুন বাইরে লালিম্[১৭]
দেখো ভিতরেতে আঙ্গার ”

(৫)

রাজকন্যার অবস্থা বুঝে আন্ধা বন্ধু তাঁকে প্রবোধ দিতে যথেষ্ট চেষ্টা কোরলেন, কিন্তু কোনো ফল হোল না। তখন ভবিষ্যৎ চিন্তা কোরে আন্ধা বন্ধু এ দেশ ত্যাগ করাই স্থির কোরলেন। রাজার সম্মুখে গিয়ে তিনি বললেন,—

“বিদায় দেও গো রাজ্যের রাজা,
আইজ বিদায় দেও আমারে।
এই না রাইজ্য ছাইড়্যা আমি
আইজ যাইব দেশান্তরে—
গো রাজা, বিদায় দেও আমারে॥” +

‘আরে পাগল পান্থ,
তুমি কেনে যাইবা ছাড়িয়া +
কি দোষ পাইলে হেথায়
কোন বা দুঃখে পড়িয়া॥ +
পান্থ, কেনে যাইবা ছাড়িয়া॥ +
শুন শুন পাগল পান্থ,
আমি কহি যে তোমারে।

১৭। লালিম = মনোহর লালবর্ণ

রাজ্‌ভাণ্ডারে ধন আছে
তোমার সুখের না রইব সীমা।
বাপ মাও আমরা হইলাম
তোমারে কেহ কর্‌ব না মানা ॥*
বেটা পুত্র নাই রে আমার
এক কন্যা মোর সারা [১]। +
বিয়া হইলে চইল্যা যাইব
আমার গির[২] হইব পড়া [৩] ॥ +
সুন্দর দেইখ্যা কইন্যা আইন্যা
তোমারে বিয়া করাইব
তোমার লাইগ্যা ভালা বাড়ী
আমি বানাইয়া দিব ॥
শতেক দাস-দাসী তোমার
রইব সাম্‌নে খাড়া হইয়া।
সুখেতে রাজত্বি কর
তুমি এইখানে থাকিয়া ॥
এক দুঃখ অন্ধ নয়ান
তোমার দিতে না পারিব।
রাজত্বির সুখ যত না আছে
আমি সব তোমারে দিব—
রে পান্থ, কেন যাইবা ছাড়িয়া ॥"

১। সারা = মাত্র। ২। গির = গৃহ। ৩। পড়া = শূন্য, ফাঁকা।

পাঠান্তর :— * বাইরে আছে বাপ্‌সুহৃদ ঘরে আছে মা ॥

আরে থাকন্[৪] নাইতে যায়। +
বনেলা পঙ্খীরে ছিকল
কে পরাইব পায়॥ +
"শুন শুন আগো রাজা,
আমি কহি যে তোমারে।
তোমার মত বান্ধব আমার
নাই ভব সংসারে॥
তোমার কাছে থাইক্যা রাজা গো,
আমি পাইলাম বড়ো সুখ।
কেবল না দেখিলাম রাজা গো,
তোমার হাসি ভরা মুখ॥
আর জন্মে বাপ ছিলা গো রাজা,
মাও ছিল মোর রাণী।
গুণের যতেক কথা আর
কি কইব বাখানি॥
কারে বা করিব দোষী গো
আমার কপাল হইল দোষী।
কপালের দোষে গো আমি
জন্মিয়া হইলাম বনবাসী॥
কি করিব রাজ-রাজত্বি
আর ঐ ভাণ্ডার ভরা ধনে।
ছিকল কাইট্যা বনের পঙ্খী
ফিইরা যাইব বনে॥

৪। থাকন্ = থাকা

ঘরে না থাকিতে দেয় রে
আমার ঐ পাগল করা বাঁশি।
ঘর থাইক্যা বাইর‍্যা আইনা
করে পন্থের উদাসী॥
আমার হাতের বাঁশি গো রাজা,
আইজ আমার হইল বৈরী।
কি করিব হাতের বাঁশি গো
আমি ফেইলা দিলেও মরি॥
বাঁশি আমার জীবণ মরণ
বাঁশি আমার পরাণ।
জীওন মরণ ধরম করম
আমার এই না বাঁশির গান॥
আমি বান্ কি করিব রাজা,
তুমি বা কি করিবা।
কপালে সুখ না থাকিলে
সুখ কেমনে তুমি দিবা॥
চন্দন নয় ত সুখ গো রাজা,
তুমি দিবা মোর কপালে।
অঙ্গের বসন নয় ত সুখ
তুমি জইড়া[৫] দিবা শালে॥
যার কপালে সুখ নাই গো রাজা,
সে কোথায় বান্ সুখ পায়।

৫। জইড়া—জড়াইয়া।

মূল ঘরে যার পালা[৬] নাই রে
তার কি কইরব ঠেকায়[৭] ॥ (ক)
রাজা, বিদায় দেও আমারে ॥"

রাজা বুঝলেন, এ ভাবের পাগলকে আর ঘরে ধোরে রাখা যাবে না। তিনি দুঃখিত চিত্তে আন্ধা বন্ধুকে বিদায় দিলেন।

হায় রে—ঘর ছাড়িল বান্ধব ছাড়িল
যায় সগল ছাড়িয়া।
বেবান[৮] বনের পন্থে
বাঁশি উঠিল বাজিয়া রে—
যায় সগল ছাড়িয়া ॥
আইজ হইতে রাজার রাইজ্য
হায় রে—হইল অইন্ধকার।
আইজ হইতে পাগল বাঁশি
রাইজ্যে না বাজিব আর ॥
বনে কান্দে পশু রে পঙ্খী
আইজ বাঁশি ত শুনিয়া।

৬। পালা = খুঁটি ৭। ঠেকা = ঝড় ঠেকাইবার জন্য ঘরের বাহিরের "ঠেকা' খুঁটি। ৮। বেবান = অসীম, গভীর।

(ক) পূর্ববঙ্গে বড়ো ঝড়ের সম্ভাবনা দেখিলে ঘরের বাহির হইতে হেলাইয়া খুঁটি লাগানো হয়। এই খুঁটিকে 'ঠেকা' বা 'প্যালা' বলে। ঘরের ভিতরের খুঁটি যদি মজবুত না হয়, তবে ঠেকা খুঁটি লাগাইয়া ঘর রক্ষা করা যায় না।

কোন অভাগীর ভাবের পাগল
আইজ দিয়াছে ছাড়িয়া ॥
বাজিতে বাজিতে বাঁশি
রাইজ্য ছাইড়্যা গেল।
কোন বা দেশে আন্ধার বাঁশি
বাজিয়া উঠিল রে—
বাঁশি রাইজ্য ছাইড়্যা গেল ॥

(৬)

রাজকন্যাকে না জানিয়ে আন্ধা বন্ধু রাজ্য ছেড়ে চলে গেছেন। তাঁকে হারিয়ে রাজকন্যা ভেঙ্গে পড়লেন, মনের কথা বলার মত কেউ তাঁর নেই।

মোর মন যমুনা, কোন দেশে যাও বইয়া। +
সাইগরে না পাইলা তুমি
শুক্না বালুতে লুকাইয়া— +
রে, কোন দেশে যাও বইয়া ॥ +

খেলার ঘর ভাইঙ্গ্যা দিল রে
মালা হইল রে বাসি।
এক দিনে ফুরায়্যা গেল
এমুন চাম্পা ফুলের হাসি ॥
ফাল্গুনের ফুলের কলি
চৈতে না উঃটুল রে ফুটি।

দিনে দিনে শুক্‌না গাঙ্গে
ধইর‍্যা গেল ভাটি ॥
মধু মাস চইলা গেল রে
গ্রীষ্মের মাস আইসে।
বিরিক্ষের যত শুক্‌না পাতা
আস্তে যায় রে খইসে ॥
কুইলায় আর না গায় গান
নাই সে বাজে বাঁশি।
দারুণ বৈশাখী হাওয়ায় রে
পরাণ করে উদাসী ॥
নতুন বচ্ছর আইল বনে
লতায় নয়া যইবন ফুটে।
সাওর মন্থনের বিষ
কন্যার বুক ভইরা উঠে ॥
পুষ্প কাননে ভমরা
দেখে করে আনাগোনা।
ফুল বনে যাইতে কন্যার
বাপে কইরাছে মানা ॥
ঘরে বইসা থাকে রে কন্যা
দূর বনের পানে চাইয়া। +
ঐ বনে আইবনি বন্ধু
তার সেই বাঁশি বাজাইয়া ॥ +

আন্ধা বন্ধু চলে যাওয়ার পর রাজকন্যার হাব-ভাব দেখে রাজা ও রাণী চিন্তিত হোয়ে পড়লেন। রাজা দেশে দেশে ঘটক পাঠালেন রাজকন্যার উপযুক্ত বরের সন্ধানে।

বৈশাখ মাসেতে দেখো
গাছে নয়া পাতা।
ঘটক আইল রাজার রাইজ্যে
লইয়া নতুন কথা॥
ঢোল বাজে ডগর বাজে
নাচে ডগরিয়া॥
কোন দেশের রাজার পুত্র
রাজকন্যারে যায় নিয়া॥

(৭)

বিয়ে হয়ে রাজকন্যা স্বামীর ঘরে গেলেন। অবস্থাগতিকে সেখানে তিনি এক প্রকার মানিয়েও নিয়েছিলেন। কিন্তু—

গ্রীষ্মের শুক্না নদীরে। +
বার্ষাকালে বিষ্টি পাইলে
কেন বা উঠ ফুইল্যা রে ॥ —*ধুয়া।
আর এক রাজার মুল্লুকের কথা
শুন দিয়া মন।

পাঠান্তর :—* দিশা—কুঞ্জ সাজিবারে
আজি কুঞ্জে রাধা কানুর মিলন রে।

রাজ্যবাসী যতেক লোক
আছিল ঘুমে অচেতন ॥
পাতায় ঘুমায় পুষ্পের কলি রে
ঘুমায় পুষ্পেতে ভমরা।
রাজার বুকে শুইয়া রাণী
এক গাছি ফুলের ছড়া ॥
পাহাড় ঘুমায় পর্‌বত্‌ ঘুমায়
কেবল জাগে রে নদী।
আর জাগে বিরহিনী নারী
ঘরে চৌক্ষে নাই রে নিদি[1] ॥
হায় রে, হেনকালে অন্ধের বাঁশি
পন্থে উঠিল বাজিয়া।
বনের পশু পঙ্খী সবাই
শুইন্যা উঠিল জাগিয়া ॥
আঙ্খি মেইল্যা চায় পুষ্পের কলি
ভমরা জাগিল।
বৈদেশী অন্ধের বাঁশি
আইজ কোন সুরে বাজিল ॥

কালো মেঘে কাম সিন্দুর রে
আইজ কেবান্ দিল মাখি।
কোন জনা মেলিল সুন্দর
পর্ ভাতে পদ্ম আঁখি ॥

১। নিদি = নিদ্রা।

নগরিয়া লোক জাইগা উটে
পন্থের পাগ্‌লা বাঁশি শুনি।
মন্দিরে পশিল রাজার
ঐ না বাঁশির ধ্বনি॥

রাজার রাণী ছিলেন ঘুমিয়ে। বাঁশির ধ্বনি তাঁকে জাগিয়ে দিল। জেগে কান পেতে শুনলেন বাঁশির গান। বাঁশি যেন গাইছে,—

'জাগো জাগো চন্দ্র-মুখী কন্যা
আলো কন্যা, কত নিদ্রা যাও।
ভোরের কলি ফুইট্‌ল কন্যা,
আঙ্খি মেইল্যা চাও॥
গলার বাসি ফুলের মালা
কন্যা, ফেলাও লো ছিড়িয়া।
তোমার আন্ধা বন্ধুর বাঁশি পন্থে
উইঠ্যাছে বাজিয়া॥ +

নীরব রইল সুন্দর কন্যা
কন্যার দুই আঙ্খি ঝরে।
অনেক দিনের ভুলা বাঁশি
আইজ ডাকিছে তাহারে॥
ছোটো কাইল্যা শুনা বাঁশি রে
আইজ বড়ো কালে বাজিল।
ছোটো কালের যতেক কথা
ফিইর‍্যা মনে জাগাইল।

ফুলের বনে বইস্যা রে বন্ধু
মোহন বাঁশি শুনাইত।
গাছের পাখি নীরব থাইক্যা
বন্ধুর বাঁশি যে শুনিত ॥ +
বনের বাঁশি নয় রে ইহা
কন্যার মনের বাঁশি হয়।
এই বাঁশি শুনিয়া কন্যা
কেম্‌নে ঘরে রয় ॥ +

রাণীর ভাবান্তর লক্ষ্য কোরে রাজা ব্যস্ত হোয়ে বললেন,

"পরতিদিন[1] জাগো লো রাণী ;
ভোরে হাসি-মুখ লইয়া। +
আইজ কেনে মইলান[2] দেখি
পন্থের বাঁশি ত শুনিয়া ॥ +
থির[3] হইল নয়ানের তারা
তোমার চৌক্ষে ঝরে পানি। +
পন্থের বাঁশি শুইন্যা হইল
তোমার আকুল পরাণ ॥ +
রাণী, কইবা সত্য বাণী ॥" +

"শুন শুন আগো রাজা,
আমি কহি যে তোমারে।

১। পরতিদিন = প্রতিদিন। ২। মইলান = মলিন। ৩। থির = স্থির।

মনের মাঝে বাজ্‌ল বাঁশি
আমার পরাণ যে আকুল করে ॥ +
শুন শুন এমুন বাঁশি
কেমুন জনে বাজায়। +
জাইন্যা আইস কোন জনা সে
পন্থে এমুন গান গায় ॥
বাঁশী আমার জীবন মরণ
বাঁশি আমার পরাণ
কোন জনা বাজায়্যা বাঁশি
হইরা[৪] নিল মোর মন ॥”

রাজপথে বাজতে বাজতে বাঁশি দূরে চলে গেল। রাজা বাঁশিওয়ালার খোঁজে দূতী পাঠিয়ে রাজকার্যে চলে গেলেন। একলা ঘরে বসে রাণীর মনে নানা কথা জাগতে লাগল।--

“কোথারতনে আইলা রে বন্ধু,
এই রাইজ্যের নগরে। +
কেনে বা বাজাইলা বাঁশি
তোমার ঐ না মোহন সুরে ॥ +
ভুইল্যা ত না গেছি রে বন্ধু,
আমি এমুনি অভাগা।

৪। হইরা—হরণ করিয়া।
পাঠান্তর :—* বাঁশী শুনিয়া রাজার কন্যার হইল সম্ভ্রম।

তোমার বাঁশি দিল রে বন্ধু,
আমার বইক্ষে বড়ো দাগা ॥
এই বাঁশি শুনিয়া ফুইট্ত
ভোরে কুসুমের কলি।
বন্ধু মোরে শিখাইল
বাঁশির মিঠা মিঠা বুলি ॥
বাঁশি ছিল মোর জীবন যইবন রে
বাঁশি ছিল মোর প্রাণ।
বাঁশির সুরে মন-যমুনা
বইত রে উজান ॥
কি করিব রাইজ্য ধনে
কি হইব কুল মানে।
সরম ভরম ছাইড়া গেল
আইজ তোমার বাঁশির গানে ॥
ভুলি নাই ভুলি নাই রে বন্ধু,
সেইনা তোমার চান্দ মুখ।
বনে গিয়া দেখাইতাম
ছিঁড়িয়া আমার বুক ॥
ভুলি নাই ভুলি নাই রে বন্ধু,
তোমার বাঁশির ধ্বনি।
পরতে পরতে বইক্ষে
আঁইক্যা[৫] রইছ তুমি ॥

৫। আইক্যা — অঙ্কিত হইয়া।

কি করিব রাইজ্য ভোগে
এইনা সুখ সুবিস্তরে।
বনের পাখি ভইরা রাইখ্ছে
এইনা সোনার পিঞ্জরে॥
উড়ি উড়ি কইরা রে বন্ধু,
আমি ছিলাম এতকাল।
আইজ তোমার বাঁশি শুইনা বন্ধু,
আমার মন হইল উতাল[৬] ॥*
আর ত না রইবাম রে আমি
এই না সোনার রাজপুরে। +
বনের পঙ্খী বনে যাইবাম্
ঐনা সোনার সঙ্গে উড়ে॥" +

(৮)

রাজকার্য সমাধা কোরে রাজা অন্তঃপুরে এসে দেখলেন, রাণীর পূর্বাবস্থার কোনো পরিবর্তন হয় নি। রাজা বিশেষ চিন্তিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন,

"শুন শুন সুন্দর কন্যা, কেনে না দেও উত্তর।
উঠিতে নাই সে পার যদি আমার অঙ্গে কর ভর॥
চান্দ মুখ মইলান হইল তোমার চৌক্ষে জল ঝরে। +
কি দুঃখ পাইলা তুমি কি বেথা অন্তরে॥" +

৬। উতাল=উত্তাল, দুর্দমনীয়।

পাঠান্তর :—* বিষ নাই যে খাই বন্ধু তোমায় ফিইর্যা পাইব বইল্যা

"শুন শুন আগো রাজা কহি যে তোমারে।" +
ভোরবিয়ানে[৭] বাজাইল বাঁশি আইন্যা দেও তারে। +

বাঁশিওয়ালার খোঁজে রাজা যে দূতীকে পাঠিয়ে ছিলেন, তাকে ডেকে এনে জিজ্ঞাসা কোরলে সে বলল,

"শুন শুন শুন গো রাজা, কর অবধান।
রাজ পন্থে অন্ধের বাঁশি শুনাইল গান॥
এমুন বাঁশির গান গো রাজা জন্মে না শুনি।,
বাঁশি শুইন্যা নগরিয়া লোক হইল উন্মাদিনী॥
গাছের পঙ্খী উইড়া চলে পশু ছুটে পিছে। *
নদীর পানি উজান বয় ঢেউ চলে নাইচে।।**
ঐ বাশি থামিলে বুঝি চন্দ্র সূর্য খসে।
আন্ধাইর আশমানের তারা আর বুঝি না হাসে।
দুই আখি অন্ধ তার ভিক্ষার ঝুলি কান্ধে। +
তারে দেইখ্যা নগরিয়া লোক চোক্ষু মুইছা কান্দে॥" +

দূতীর কথা শুনে, রাজা রাণীকে জিজ্ঞাসা করলেন,

"শুন শুন সুন্দর কন্যা, আমি জিগাই[৮] যে তোমারে।
ভিক্ষুকরে কি দিবা দান কইয়া দেও আমারে॥"
দুই নয়ানে ঝরে ধারা
কন্যা ধীরে কথা কয়।
"দাসীরে জিজ্ঞাসা করা
রাজা, তোমার উচিত নাই ত হয়॥

৭। ভোর বিয়ানে = রাত্রি প্রভাতে। ৮। জিগাই = জিজ্ঞাসা করি

পাঠান্তর :—* পঙ্খী যত ছিল উড়ে পশু ছুডে বনে।
** নদীনালা উজান বয় শুনি বাঁশির গানে॥

তুমি ত রাইজ্যের রাজা গো
রাইজ্য দিতে পারো।
যাহা ইচ্ছা দিবা গো তুমি
আমারে কেনবা ধর ॥"

"শুন শুন সুন্দর কন্যা,
আমি কহি যে তোমারে।
যাহা কইবা দিবাম্ তাহা
আমার কথা নাই সে ফিরে[৯] ।"

কইন্যা বলে "দাসী আমি
কথায় কিবান্ হয়।
তোমার ইচ্ছায় হইব দান
অন্য নাই সে হয় ॥"
রাজা কয়, "শুন কন্যা,
তুমি এই রাইজ্যের রাণী। +
তোমার কথা সত্য হইব
লইবাম্ আমি মানি ॥ +

কন্যা কয় "যদি বলি
রাজত্বি দিবা তারে।
রাজা কয়, "দিবাম্ আমি
তিন সত্য কইরে[১০] ॥

৯। ফিরে = অন্যথা হয় না। ১০। তিন সত্য কইরে = তিনবার প্রতিজ্ঞা করিয়া।

কন্যা কয় "যদি বলি দিবে যত ধন।
নগরেতে আছে যত রত্নাদি কাঞ্চন॥"
রাজা কয়, "খুইলা দিবাম্ রাইজ্যের ভাণ্ডারা।
সত্য করিলাম কন্যা, তুমি আমার নয়ান তারা॥"
কন্যা কয়, "ধার্মিক রাজা,
    তুমি শুন মন দিয়া। +
তিন সত্য করিবা তুমি
    তোমার ধর্মেরে চাহিয়া॥" +
রাজা কয় "শুন কন্যা
    তিন সত্য করি আমি।
যাহা চাইবা তাহা পাইবা
    সাক্ষী ধর্ম আর তুমি॥" +
নয়ান মুছিয়া কন্যা
    কয়, "যদি না হয় আন[১১]।
ধর্ম সাক্ষী কইরা রাজা,
    তুমি আমারে কর দান—
    গো রাজা, আমারে কর দান॥"

(৯)

ধার্মিক রাজা তাঁর শপথ বাক্য রক্ষা কোরে রাণীকে বিদায় দিয়েছেন। রাণী চলেছেন তাঁর আন্ধা বন্ধুর সন্ধানে। আন্ধা বন্ধু

১১। আন = মিথ্যা, অন্যথা।

জানেন না যে, তাঁর ছাত্রী রাজকন্যা এই রাজ্যের রাণী। তিনি আপন মনে চলেছেন বাঁশি বাজিয়ে।

বাঁশি ধীরে রইয়া[১] বাজে।
মন-যমুনা ভাইট্যাল বইয়া
কোথায় কারেবান্ খোঁজে রে— +
বাঁশি আইজ ধীরে রইয়া বাজে॥ +
বনের নদী উজান বয়রে
ও তার তীরে চম্পা ফুল।
বাইজ্যা চলে আন্ধার বাঁশি
আইজ সেই না নদীর কুল।
কুল বধূ না দেয় রে মন
তার আপন গির[২] কাজে।
বাঁশি আইজ রইয়া রইয়া বাজে॥
খোপাতে গান্থা রতনের ভমর
কন্যা উড়ায়া ফালাইল।[৩]
বনের না এক পঙ্খী
আইজ উইড়া পলাইল।
বেণী ভাঙ্গা কেশ রে কন্যার
চরণে লুটিছে।
বাঁশি আইজ ধীরে বাজিছে॥

১। রইয়া=থামিয়া থামিয়া। ২। গির=গৃহ। ৩। উড়ায়া ফালাইল=ছুঁড়িয়া ফেলিল।

আন্ধা বন্ধু চলেছিলেন নদীর কূলে কূলে নির্জন বনপথে থেমে থেমে বাঁশি বাজিয়ে। হঠাৎ তাঁর কানে এল,—

চরণের নুপূর বাজে রুনু ঝুনু ধ্বনি।
বহুদিনের দাগা শব্দ[৪] এত দিনে শুনি ॥
দাণ্ডাইল আন্ধা বন্ধু বাশি হাতে লইয়া।
"এই নেপূরের শব্দ মোরে কিবান যাইব কইয়া ॥
এই নেপূরের স্বপন-ধ্বনি
আইজ কার চরণে বাজে।
অনেক দিনের ভোলা কথা
আইজ মনে আবার সাজে[৫] ॥
পুষ্প বনে সুন্দর কন্যা
শুইন্ত বাঁশির গান।
স্বপ্নের মত এই সে নেপূর
বাইজ্ত তার চরণ ॥
সেই কন্যা যদি লো তুমি
কইবা সত্য কথা।
কেনে বা জাইগ্যা উঠে মনে
সেই ভোলা দিনের বেথা ॥"

"শুন শুন পরাণের বন্ধু,
আরে কহি যে তোমারে।
পাগল কইরাছে তোমার
ঐ না বাঁশির সুরে ॥

৪। দাগা শব্দ = হৃদয়ে অঙ্কিত ধ্বনি। ৫। সাজে = সুসজ্জিত হইল।

ঘর ছাড়লাম বাড়ী ছাড়লাম
ছাড়লাম জাতি কুল মান।
আরবার বাজাও রে বন্ধু
শুন্বাম্ তোমার বাঁশির গান ॥”
চমকিয়া মুখের বাঁশি অন্ধ হাতে ত লইল।
অল্পবুদ্ধি কন্যা আইজ কি কাম করিল ॥
“কন্যা, ঘরে ফিইর‍্যা যাও।
রাজ্-রাজত্বির ঘর লো তোমার
আইজ কেনে বা ভাঙ্গাও—
লো কন্যা, ঘরে ফিইরা যাও ॥
সোনার থালে খাইবা অন্ন
তুমি পিন্ধবা[৬] পাটের শাড়ী।
আমি হইলাম বনেলা পঙ্খী
তুমি রাজার নারী—
লো কন্যা, ঘরে ফিইর‍্যা যাও ॥
কত রত্নাদি কাঞ্চন অঙ্গে
তুমি যতনে পরিবা।
বনের বাকলা পিন্ধ্যা
কেম্নে বনেতে থাকিবা—
লো কন্যা, ঘরে ফিইর‍্যা যাও ॥
তুমিত রাজার কন্যা লো
কোনো রাইজ্যের পাটরাণী
তোমার বাপে দিবরে গালি

৬। পিন্ধবা – পরিবা

এইনা কথা শুনি—
লো কন্যা, ঘরে ফিইর‍্যা যাও ॥

একে ত অন্ধ আঁখি মোর
তাতে লোক বলে পাগল।
সঙ্গে ত না আছে মোর
কানা কড়ার সম্বল—
লো কন্যা, ঘরে ফিইর‍্যা যাও ॥”

“বন্ধু, পাগল করিল তোমার বাঁশি।+
আমি ত অবুলা নারী, পশু পঙ্খী হয় উদাসী—+
শুইনা ঐ পাগল করা বাঁশি ॥+
যেদিন শুইন্যাছি রে বন্ধু,
তোমার ঐ না মোহন বাঁশি।
রাইজ্য ধনের আশা ছাইড়া
হইছি তোমার চরণ দাসী—
রে বন্ধু পাগল করিল ঐ না বাঁশি ॥+
বনের সারী না চায় রে বন্ধু,
ঐনা সোনার পিঞ্জরা[৭]।
ভোগে কি করিব আমার
আমি হইলাম জ্ঞান হারা—
রে বন্ধু, পাগল করিল ঐ না বাঁশি ॥+
আমার তুমি আছ আর বাঁশি আছে
আমি রাজ্য নাই ত চাই।

৭। পিঞ্জরা—খাঁচা।

তোমার সঙ্গে থাইক্যা আমি
যত সুখ পাই—
রে বন্ধু, পাগল করিল ঐ না বাঁশি ॥+
হাত বান্ধিবে পাও বান্ধিবে
যত নাগরিয়া লোকে।
মন কি বান্ধিবে তারা
কাগনার বাকে[৮]—(ক)
রে বন্ধু, পাগল করিল ঐ না বাঁশি ॥+
বনে থাইক্যা বনের ফল
আমি সুখে ত ভুঞ্জিব[৯]।
গাছের বাকল অঙ্গে
আমি টাইন্যা পিন্ধিব ॥
রজনীতে বিরিক্ষ তলায়
তোমারে বুকে লইয়া।
সুখে ত ঘুমাইব আমি
মোহন বাঁশি শুনিয়া—
রে বন্ধু, পাগল করিল ঐ না বাঁশি ॥+

৮। কাগনার বাকে = কাগনা নামক গাছের বাকল দিয়া প্রস্তুত মজবুত দড়ি দিয়া। ৯। ভুঞ্জিব = ভোগ করিব, ভোজন করিব।

(ক) 'মন কি বান্ধিবে তারা দিয়া কাগনার বাকে'—এই ছত্রের তাৎপর্য, কেহ ইচ্ছা করিলে কোনো দুর্বল ব্যক্তির হাত পা বাঁধিয়া নিশ্চেষ্ট করিয়া রাখিতে পারে, কিন্তু তাহার মনের চিন্তায় বাধা কেহ দিতে পারে না। 'কাগনার বাকল' দিয়া প্রস্তুত শক্ত দড়ি দিয়া ও মন কেহ বাঁধিতে পারে না।

রাইজ্য সুখ দেহের সুখ
সে সুখ মন নাই ত চায়।
দেহ মন ভিন্ন হইলে
বন্ধু, পরাণ রাখন্[১০] দায়॥
কিসের রাইজ্য কিসের সুখ
আমার মন হইল উদাসী।
তোমার লাইগ্যা কান্দে মন
আর ঐ না মোহন বাঁশি—
রে বন্ধু পাগল করিল ঐ বাঁশি॥"+

"শুন শুন অল্প বুদ্ধি কন্যা,
তুমি নিজেরে ভাড়াও[১১]।
সোনার থালের অন্ন থইয়া[১২]
বনের ফল নাই সে খাও॥
সুবর্ণ পালঙ্ক লো কন্যা,
তোমার ফুলের বিছানা।
বনের কুশ-কণ্টকে দিব
তোমার দেহে হানা[১৩]॥
বনের কটু তিতা ফলে কন্যা,
তুমি সুখ না পাইবা।
দুরন্ত আশায় পইড়্যা
শেষে কন্দিয়া মরিবা॥

১০। রাখন = রক্ষা করা। ১১। ভাড়াও = বঞ্চনা করিতেছ। ১২। থুইয়া, ত্যাগ করিয়া। ১৩। হানা = আঘাত।

বাইন্ধ্যা সোনার ঘর লো কন্যা,
　　শেষে আগুনে না পোড়াও।
মনেরে সম্বরি কন্যা,
　　তুমি ঘরে ফিইরা যাও—

　　লো কন্যা, ঘরে ফিইর‍্যা যাও॥"
"বন্ধু পাগল কইর‍্যাছে তোমার বাশি। +
সত্য কথা পরাণের বন্ধু,
　　আমি কহি যে তোমারে।
তোমার দারুণ বাঁশি
　　আমায় রইতে না দিল ঘরে॥
বাঁশি হইল গরল জ্বালা
　　বাঁশি হইল কাল।
এই বাঁশি শুনিলে আমার
　　সকল হয় রে ভুল—
　　রে বন্ধু, পাগল কইর‍্যাছে তোমার বাঁশি॥"

"শুন শুন রাজার কন্যা,
　　আমি কহি যে তোমারে।
আইজ বিসর্জন দিলাম লো বাঁশি
　　তুমি ফিইর‍্যা যাও লো ঘরে॥
আর না বাজিব বাঁশি
　　তোমার কানে লো ডংশিয়া।[১৪]

১৪। ডংশিয়া = দংশন করিয়া।

চাহিয়া দেখো ঐ বুঝি যায়
বাঁশি নদীতে ভাসিয়া—*
লো কন্যা, ঘরে ফিইর‍্যা যাও ॥" +
"বন্ধু, যত সে বুঝাও।
আমার মনেরে বুঝানো হইল বড়ো দায়[১৫] ॥
বাঁশি নাই তুমি আছরে বন্ধু,
আমার হৃদয়ের রতন।
আমারে না লইলা সঙ্গে
লইলা আমার মন ॥
তিল ডণ্ড তোমারে ছাইড়্যা
আমি না রইবাম আর।
মনের আগুনে পুইড়্যা
আমি হইলাম রে ছার্‌খার্ ॥ *
বন্ধু, যত সে বুঝাও। +
যেই খানে যাইবা তুমি মোরে সঙ্গে লও ॥" +
"শুন শুন রাজার কন্যা,
তুমি ফিইর‍্যা যাও ঘরে।
আইজ হইতে আন্ধা তোমার
না রইব সংসারে ॥**

পাঠান্তর :— * ঐ দেখা যায় বাঁশী ঢেউয়ে ত ভাসিয়া ॥

১৫। দায় = দুঃসাধ্য।

পাঠান্তর :— * তোখের আগুনে বন্ধু রৈয়া রৈয়া পুড়ি।
** আইজ হতে আমি নাহি থাকিব সংসারে।

এইখানে দাণ্ডায়্যা দেখো
নদীতে কত পানি।
নিজের চৌক্ষে দেইখ্যা নিবাও
তোমার মনের আগুনি ॥"

এই না কথা বইলা রে অন্ধ
ঝাইপ্যা[১৬] জলে পড়ে।
রাজার কইন্যা কাইন্দ্যা কইল †
'বন্ধু,লয়্যা যাও আমারে ' ॥
ঝম্প দিয়া পড়িল কন্যা
নদীর অথই পানি। +
সুতের টানে ভাইস্যা চলে
কন্যার সুন্দর মুখখানি ॥ +
আশমানের চান্দ ঢেউয়ের বুকে
যেমুন কইর‍্যা হাসে। *
জোয়ারিয়া গাঙ্গের জলে
সাপ্‌লা ফুল ভাসে ॥
আগে চলে রে মোহন বাঁশি
পাছে চলে দুই জন। +
কোন সাইগরে গেল তারা
কে কইব সন্ধান ॥ +

১৬। ঝাইপ্যা = দ্রুত গতিতে ঝাঁপ দিয়া।
† কইন্যা বলে: "পরাণ—' ॥
পাঠান্তর :— * আশমান হইতে জলে তারা যেন খসে।

বাঁশি গেল বন্ধু রে গেল
গেল রাজ কন্যা আর।**
কাল গরলের বাঁশি হায় রে
না বাজিব আর—
বাঁশি না বাজিব আর॥

** ভাসিতে ভাসিতে তারা গেল সমুদ্দার।

ফিরোজ খাঁ দেওয়ান-সাখিনা বিবির পালা

ভূমিকা

মাননীয় দীনেশচন্দ্র সেন ডিঃ লিট্ মহাশয় সম্পাদিত 'পূর্ববঙ্গ-গীতিকা' দ্বিতীয় খণ্ডে 'ফিরোজখাঁ দেওয়ান' পালা প্রকাশিত হইয়াছে। সেই পালার ছত্র সংখ্যা ৯১৬। ইহার ৮৪৪টি ছত্র এই সম্পাদনায় পাওয়া যাইবে। অবশিষ্ট ৭২ ছত্র ঘটনা বর্ণনায় সামঞ্জস্যহীন ও অর্থ-তাৎপর্যে পৃথক হওয়ায় তৎতৎ স্থলেই পাদটীকায় প্রদত্ত হইয়াছে। ইহা ছাড়া ৫২টি ছত্রে সেন মহাশয়ের সম্পাদনার সঙ্গে এই সম্পাদনার অর্থ-তাৎপর্যে পার্থক্য ঘটায় সেনমহাশয়ের পাঠ সেই স্থানেই পাদটীকায় দেওয়া হইল। শব্দের বানান, শব্দ ও ছত্রের অগ্রপশ্চাৎ ঘটিত পাঠান্তর উল্লেখ করা হইল না। যে ছত্রগুলি সেন মহাশয়ের সম্পাদনায় নাই, তাহা বুঝাইতে '+' চিহ্ন দেওয়া হইয়াছে।

'ফিরোজখাঁ দেওয়ান-সখিনা বিবি' পালা আমি রূপকথা পালা গান হিসাবে বাল্যকাল হইতে শুনিয়াছি। ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে পালাগান সংগ্রহে ব্রতী হইয়া ১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে পূর্ববঙ্গে বহুস্থানে বিভিন্ন গায়েনের খাতায় এই পালাটি দেখিয়াছি। সর্বত্র মূল ঘটনার বর্ণনা একপ্রকার হইলেও আনুসঙ্গিক বর্ণনা বহু খাতায় এক প্রকার নহে। মাননীয় দীনেশ চন্দ্র সেন মহাশয় পালাটি যে প্রকারে প্রকাশ করিয়াছেন তাহার সঙ্গে যে সব গায়েনের খাতায় লেখা বর্ণনা ও ভাষার বহুলাংশে মিল আছে তাহাই আমি গ্রহণ করিয়াছি।

পূর্ববঙ্গের পল্লী অঞ্চলে হিন্দু-মুসলমান সাধারণ জনসমাজ ও অসাধারণ মহিলাসমাজে এই পালাটি অতিশয় প্রিয়। ইহার হেতু

বোধ হয়, মুসলমানী আইনে বিবাহ বিচ্ছেদের অধিকার স্বামীর, স্ত্রীর কোনো অধিকার নাই, এমন কি স্ত্রীর মতামতের অপেক্ষাও নাই। তাহারই মর্মান্তিক প্রতিবাদ বীরাঙ্গনা সুন্দরী সাখিনার মৃত্যু। কঠোর পর্দানসীন প্রথা থাকায় সম্ভ্রান্ত মুসলমান পরিবারে জেনানামহলের কথা বাহিরে প্রকাশ পায় না। সখিনা পুরুষবেশে যুদ্ধ ক্ষেত্রে যুদ্ধ করিতে করিতে তালাকনামা পাইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন বলিয়া সম্ভ্রান্ত ঘরের এই ঘটনাটি জনসমাজে প্রকাশ পায়। দরদী পল্লীকবি গানের পালা রচনা করিয়া ঘটনাটি একাল পর্যন্ত জন-সমাজের শ্রুতিগোচর করিয়া রাখিয়াছেন। 'আয়না বিবির পালা' ও 'আলাল-দুলাল-মদিনা বিবি' পালায় আমরা এইপ্রকার ঘটনাই দেখিতে পাই। এই দুইটি কিন্তু সাধারণ গৃহস্থ কৃষক কন্যা।

আয়না বিবির পালার নায়ক উজ্জ্যাল মামুদের বাড়ী ছিল ত্রিপুরা জেলার ব্রহ্মানী নদীর তীরে চান্দেরভিটা গ্রামে। যুবক উজ্জ্যাল মামুদ সওদাগরী ব্যবসা উপলক্ষ্যে দূরবর্তী এক গ্রামে গিয়া অতিদরিদ্র এক বৃদ্ধ কৃষকের গৃহে কিশোরী আয়নাকে দেখিতে পায়। কিছুকাল পরে মামুদ অনুসন্ধান করিয়া অনাথা আয়নাকে স্বগৃহে আনিয়া বিবাহ করে। বিবাহের পরে আয়নার রূপে-গুণে-ব্যবহারে মামুদ ও তাহার মা, বোন, সকলেই পরম সুখী। কয়েক বছর পরে মামুদ সওদাগরী ব্যবসা করিতে বিদেশে গিয়া নৌকাডুবি ঘটিয়া নিখোঁজ হইল। সংবাদ বাড়ীতে পৌঁছিলে আয়না বিশ্বাস করিতে পারিলনা যে, তাহার স্বামীর মৃতু হইয়াছে, সে নিজে বাহির হইল স্বামীর খোঁজে। বহু দুঃখকষ্ট ভোগ করিয়া শেষে এক দয়ালু ধনী সদাগরের সাহায্যে রুগ্ন স্বামীকে উদ্ধার করিয়া গৃহে ফিরিল। আয়নার এই স্বামী অন্বেষণে গৃহত্যাগ সমাজ সহ্য করিল না, তালাক দিতে মামুদ বাধ্য হইল। কিন্তু তালাকের পর আয়না যাইবে কোথায়? তাহার তো

এ জগতে আপন বলিতে আর কেহ নাই। সেজন্য মামুদ তালাকের কথা আয়নাকে না জানাইয়া ভিন্ন গ্রামে দোস্তের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ রক্ষার ছলে বহু দূরবর্তী নির্জন বনভূমির মধ্যে সন্ধ্যাকালে বসাইয়া রাখিয়া জল আনিবার ছলে পালাইয়া আসিল। সেই হিংস্র শ্বাপদ সঙ্কুল বনভূমিতে রাত্রিকালে স্বামীর বিপদাশঙ্কায় আয়না পাগলের মত সারারাত্রি ঘুরিয়া ভোরে নদীর তীরে আশ্রয় পাইল 'কুরুঞ্জিয়া' নারীদের নৌকায়। কুরুঞ্জিয়ারা আজীবন নৌকাবাসী যাযাবর ব্যবসায়ী জাতি। সে জন্য আয়নার পক্ষে চান্দর ভিটাগ্রাম ও উজ্জ্যাল মামুদের সন্ধান করার সুযোগ হইল। ইহার পর আয়নার চান্দেরভিটা অন্বেষণ, চান্দের ভিটাগ্রামে সন্ধ্যাকালে নদীর ঘাটে নৌকা বাঁধিয়া পল্লীবধূদের মুখে তালাকের সংবাদ শ্রবণ, পরদিন জীবনে শেষবারের মত তাহার প্রিয় স্বামী, স্বামীগৃহ, শাশুড়ী, ননদ, সতীন পুত্র,—এমন কি তাহার স্বহস্তে রোপিত 'মেন্দী' গাছটি দেখিয়া তাহার মনোভাব এই পালার দরদী মুসলমান কবি যে ভাবে কাব্যে রূপ দিয়াছেন, তাহাতে পালাগানের শ্রোতা ও কাব্যের পাঠক-পাঠিকা অনেকেই অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিবেন না। শেষ পর্যন্ত তালাকের কথা শুনিয়া একবার মাত্র 'সোয়ামীর চাঁন্দমুখ' ও তার 'সাধের গিরখানি দেখিয়া' অভাগিনী আয়না নদীর তীব্র স্রোতে জীবন বিসর্জন দিল।

আলাল-দুলাল-মদিনা বিবির পালায়ও আমরা এই ব্যাপারই দেখিতে পাই। সম্ভ্রান্ত ধনী দেওয়ান বংশের দুই পুত্র আলাল ও দুলাল বিমাতার চক্রান্তে ও জহ্লাদের দয়ায় নির্বাসিত হইয়া ঘটনাচক্রে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল। আলাল আশ্রয় পাইল এক দেওয়ান গৃহে, দুলাল আশ্রয় পাইল এক দরিদ্র কৃষক গৃহে। কৃষকের শিশু কন্যা মদিনা দুলালকে দেখিয়াই তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া

পড়িল। সে আকর্ষণ কালে গভীর প্রেমে পরিণত হইয়া উভয়ের বিবাহ হইল। মদিনার পিতা ও গ্রামের ধনী মহাজন দিলেন কয়েক বিঘা জমি। দুলাল ও মদিনা সেই জমিতে স্বহস্তে চাষ ও গ্রামের মধ্যে পৃথক গৃহ নির্মান করিয়া সুখের সংসার পাতিল। কালক্রমে তাহাদের এক পুত্র জন্মিলে তাহার নাম রাখিল সুরুয্‌জামাল। ধনীর চক্ষে তাহারা দরিদ্র কৃষক হইলেও সেই ছোটো সংসারে মদিনা নিজ অন্তরের প্রেমৈশ্বর্য ও নিজের ঘর-সংসারে স্বাধীনতার ঐশ্বর্যে পরম সুখী ছিল।

আলাল ধনী দেওয়ানের গৃহে আশ্রয় পাইয়া কালক্রমে তাহার আশ্রয়দাতার সামরিক শক্তির সাহায্যে পিতৃসম্পত্তি দেওয়ানী দখল করিলেন। আশ্রয়দাতা দেওয়ানের দুই সুন্দরী কন্যা ছিল। সেই দুই কন্যার সঙ্গে বিবাহের প্রস্তাব করিলে আলাল জানাইল, দুলাল নামে তাহার আর এক ভাই আছে, তাহাকে খুঁজিয়া আনিয়া দুই ভাই দুই কন্যাকে বিবাহ করিবে।

দুলাল-ভাইকে খুঁজিবার জন্য আলাল নিজে বাহির হইয়া একদিন সন্ধ্যায় উপস্থিত হইল দুলালের গৃহে। রাত্রে দুই ভাই পরামর্শ করিল, দেওয়ানের ঘরে জন্ম গ্রহণ করিয়া কৃষক-কন্যা বিবাহ ও কৃষিকার্য করিয়া জীবিকা নির্বাহ করা লজ্জার বিষয়। অতএব পরের দিন মদিনার অজ্ঞাতসারে তাহাকে তালাক দিয়া দুলাল চলিয়া গেল। মদিনার ভাই তালাক নামা হাতে ম্লান মুখে আসিয়া ঘটনাটা বলিলে মদিনা তাহা আদৌ বিশ্বাস না করিয়া হাসিয়া উড়াইয়া দিয়া অনুপস্থিত স্বামীর সমস্ত কর্মের দায়িত্ব নিজে গ্রহণ করিয়া সুন্দর রূপে সংসার চালাইতে লাগিল। কিন্তু এক বৎসর অতিবাহিত হইলেও স্বামী যখন ফিরিল না বা কোনো সংবাদ দিল না তখন মদিনা চিন্তিত হইয়া ভাইয়ের সঙ্গে পাঠাইল বালক পুত্র সুরুযজামালকে দুলালের কাছে।

তাহারা সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া দেওয়ানের সহরে পৌছাইয়া দেওয়ানবাড়ীতে দেওয়ান দুলালের সঙ্গে কথা বলিবার সুযোগ পাইল না। কয়েক দিন পরে বিলাসভবন 'বাব বাংলা'র পথে দেখা হইলে আতঙ্কিত দুলাল তাহাদের শীঘ্র ঐ সহর ত্যাগ করিতে, এবং দেওয়ান দুলাল যে এককালে কৃষক কন্যা বিবাহ করিয়া কৃষিকার্য করিত, তাহা প্রকাশ করিতে নিষেধ করিলেন। কারণ, উহা সেখানকার জনসমাজে প্রকাশ হইলে দুলাল দেওয়ানের জাতি নাশ হইবে।

কাঁদিতে কাঁদিতে ফিরিয়া গেল সরল বালক সুরুযজামাল মায়ের কাছে। এইবার মদিনা তালাকের কথা বিশ্বাস করিয়া কয়েকদিনের মধ্যেই পাগল হইয়া গেল। তাহার পর ঘোর উন্মাদ অবস্থায় অনাহারে শুকাইয়া মৃত্যু বরণ করিল। মদিনার একনিষ্ঠ পতিপ্রেম, তাহার 'সোনার সংসার' এর কথা, দুলাল চলিয়া যাইবার পর এক বৎসর তাহার কাজকর্ম ব্যবহার ও মনের কথা, এবং দুলাল দেওয়ান কর্তৃক পুত্র সুরুযজামালকে প্রত্যাখ্যানের পর উন্মাদ হইয়া প্রাণত্যাগের ঘটনা মরমী পল্লীকবি পালাগানে যে রূপ দিয়াছেন করুণ রসাত্মক কাব্যে তাহা অনবদ্য।

এই তিনটি পালায় তিনটি প্রেমমুগ্ধা সাধ্বী নারীর প্রাণত্যাগের হেতু, বিবাহ বিচ্ছেদে একমাত্র স্বামীর নিরঙ্কুশ অধিকার। ইহার কোনো প্রতিকার নাই। কারণ, ধর্ম ও সমাজ সম্পর্কে ইসলামী আইন অপরিবর্তনীয়। মুসলমানী বিবাহে 'দেন মোহর চুক্তি' বলিয়া একটা কথা আছে, কিন্তু একনিষ্ঠ প্রেম ও সতীনারীর নিকটে উহা মূল্যহীন।

দেখা যায় জাতিভেদ প্রথা কোনো না কোনো আকারে পৃথিবীর অসভ্য, অর্ধসভ্য, সভ্য, সুসভ্য,—সব সমাজেই আছে। হিন্দু

সমাজের প্রাচীন জাতিভেদ প্রথা—যাহা এখন লোপ করিয়া নূতন জাতিভেদ প্রথা প্রবর্তনের প্রচেষ্টা চলিতেছে, সেই পুরাতন জাতি ভেদের একটা নির্দিষ্ট সীমা ছিল। সেই সীমার মধ্যে বৈবাহিক আদানপ্রদান, সামাজিক মর্যাদা, ধর্মীয় অনুষ্ঠান, প্রভৃতিতে সকলেই সমান অধিকারী। হিন্দুর এই পুরাতন জাতিভেদ প্রথা অসভ্যদের জাতিভেদ প্রথা ছাড়া পৃথিবীর আর কোনো জাতিভেদের সুনির্দিষ্ট সীমারেখা নাই। জাতিভেদের সীমা নির্দিষ্ট না থাকিলে বিভিন্ন জাতীয়-অভিমান কোনো কারণে সংঘাত প্রাপ্ত হইলে যে, কিপ্রকার সর্বনাশা মর্মান্তিক পরিণাম ঘটাইতে পারে তাহারই একটি নিদর্শন এই 'ফিরোজখাঁ দেওয়ান-সখিনা বিবির পালা।'

ফিরোজখাঁ দেওয়ানের পূর্বপুরুষ 'কালীয়া গজদানী আছিল কাফেরের পরধান।' খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে ইতিহাস প্রসিদ্ধ বাঙ্গালী হিন্দু জমিদার কালিদাস গজদাস গজদানী 'সুন্দরী আওরতের লোভে' পড়িয়াই হউক, আর সুন্দরী আওরতের পিতা গৌড়ের শাসনকর্তা হুসেন শাহের চক্রান্ত চাপে পড়িয়াই হউক ইসলাম ধর্ম কবুল করিয়া হুসেন শাহের সুন্দরী কন্যাকে বিবাহ করেন। সেই 'কাফেরের বংশে বেটা' 'ফিরোজখাঁ পয়দা যে হইয়া' বৈদিক যুগের 'ব্রহ্মাবর্ত' পৌরাণিক যুগের 'গান্ধার কেকয়' মুসলিম যুগের আফগানিস্থানের অধিবাসীদের একটি শাখা পাঠান উমর খাঁ দেওয়ানের দরবারে 'উজির পাঠাইল সেই না' উমর খাঁর 'কন্যার লাগিয়া'! অপমানিত দেওয়ান দরবারে বলিলেন,—

'গোস্তাকি দেখিয়া আমি লাজে মইরা যাই।
মনে হয় মাটি ফুঁইড়া পাতালে সামাই॥
শাহান শাহের দোস্ত আমি জাতিতে পাঠান।
কাফেরের গুষ্টি হয় জঙ্গলবাড়ীর দেওয়ান॥

বেইজ্জত করিল মোরে সেইত কাফেরে।

অতএব—'গর্জিয়া ডাকিল মিয়া জহ্লাদ নফরে।' নফর আসিলে তাহাকে হুকুম দিলেন,—'এহিনা বেয়াদপের তোমরা গর্দানায় ধরিয়া।

সিতাবি খেদাড়িয়া দেও সওরের বাহির করিয়া॥

'হুকুম পাইয়া জহ্লাদ' জঙ্গল বাড়ীর দেওয়ানের উজিরকে 'গর্দানায় ধরিয়া সওরের বাইর কইরা দিল।' উমর খাঁর এই অবাস্তব সীমাহীন জাত্যাভিমানের ফলে ক্রুদ্ধ ফিরোজখাঁ সসৈন্যে কেল্লা তাজপুর আক্রমণ ও দখল করিয়া পাঠান উমর খাঁর 'ঘেঁটিতে ধরিয়া মিয়া দেওয়ানরে খেদাড়িল।'

এই পালার ঐতিহাসিক ইতিবৃত্ত মাননীয় দীনেশ চন্দ্র সেন মহাশয় তাঁহার সম্পাদিত পালার ভূমিকায় যাহা লিখিয়াছেন তদতিরিক্ত কোনো তথ্য আমি সংগ্রহ করিতে পারি নাই। এখানে তাঁহার ভূমিকার প্রয়োজনীয় অংশ উদ্ধৃত করিতেছি।—

'দেওয়ানদিগের যে বংশলতা পাওয়া গিয়াছে তাহাতে ফিরোজ খাঁর নাম নাই। পালাগানোক্ত অনেক স্থলেই যখন এইরূপ নাম বিপর্যয়ের উদাহরণ পাইতেছি, তখনই এই ধারণা আমাদের বদ্ধমূল হইয়াছে যে, মুসলমান দেওয়ানেরা শাসন কর্তৃত্ব গ্রহণ করার পর পূর্বের নাম পরিবর্তন করিয়া অধিকতর মর্যাদাজ্ঞাপক নাম ও উপাধি ধারণ করিতেন। এপ্রথা সর্বত্রই ইতিহাসে দৃষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু তাহা সত্বেও পালাগানে এই সকল দেওয়ান ও রাজগণের লোক প্রচলিত সহজ নামগুলিই ব্যবহৃত হইত। জঙ্গলবাড়ীর দেওয়ানদিগের সম্বন্ধীয় অন্যান্য পালাগানের ন্যায় এটিরও যে যথেষ্ট ঐতিহাসিক মূল্য আছে একথা অস্বীকার করা যায় না।—

'ফিরোজ খাঁ বোধহয় দেওয়ান ইশাখাঁর বহুদূরবর্তী বংশধর

নহেন। তিনি ইশাখাঁর পৌত্রদের একজন হইবেন। বংশলতা ও দেওয়ান সরকারের কাগজপত্র হইতে জানা যায় যে, দেওয়ান পরিবার পরে বহুধা বিভক্ত হইয়া বৃত্তিভোগী জমিদার গোষ্ঠীর সৃষ্টি করিয়াছিল। দেওয়ান পরিবারস্থ এই ভূম্যধিকারিগণের কেহই পরবর্তীকালে দিল্লীর বাদসাহের সহিত বিরোধ করিয়া স্বাধীনতা অর্জনের চেষ্টা করিবার মত ক্ষমতাশালী ছিলেন না। কিন্তু পালা-গানটিতে দেখা যায়, ফিরোজ খাঁ স্বীয় পূর্বপুরুষদিগের গৌরবে গৌরবান্বিত একজন সাহসী বীরপুরুষ ছিলেন। তিনি ইশাখাঁর বংশধর এবং ইশাখাঁর মতই স্বাধীন যশস্বী দেশনায়ক হইবেন পূর্ব হইতেই এই আশা মনে মনে পোষন করিয়াছিলেন। "তিনি ইশাখাঁর বংশে জন্ম গ্রহণ করেন" একথা স্পষ্টই উক্ত হইয়াছে; সুতরাং ইশাখাঁর পুত্র হইলে তাঁহার সম্বন্ধে এরূপ উল্লেখ হইত না। অথচ যিনি দিল্লীশ্বরের সঙ্গে বিরোধ করিতে ইচ্ছুক, তিনি কখনই ইশাখাঁর দূরবর্তী বংশধর নহেন।

'ইশাখাঁর দুই পুত্র ছিল, মুশা খাঁ ও মহম্মদ খাঁ। মুশা খাঁর পুত্র মাচুম খাঁ এবং মহম্মদের পুত্র এনোয়াজ মহম্মদ। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি ফিরোজখাঁকে আমরা দেওয়ান পরিবারের বংশ তালিকায় এই শেষোক্ত নাম দুইটির অধঃস্তন বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না। দেওয়ানদিগের যে বংশ তালিকা আমরা পাইয়াছি তাহা অসম্পূর্ণ, এবং সবজায়গায় বিশ্বাসযোগ্যও নহে। আমরা একটা বংশা-বলীতে ইশাখাঁর পুত্র শুধু আবদুল খাঁর নামই পাই নাই আদম ও বিরাম নামক শ্রীপুররাজ কন্যার গর্ভজাত তাঁহার অপর দুই পুত্র ছিল, তাহারও উল্লেখ পাইয়াছি। ভিন্ন এক গোষ্ঠী দেওয়ানের আবাস ছিল কেল্লা তাজপুরে. এই দেওয়ানেরা বোধহয় উত্তর পশ্চিম অঞ্চল হইতে আগত।"

ফিরোজ খাঁ দেওয়ান-সখিনা বিবির কাহিনী অবলম্বনে পূর্ববঙ্গে এককালে বহু কবি পালাগান রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু কোথাও কোনো কবির নাম পাওয়া যায় না। মাননীয় সেন মহাশয় যে পালা প্রকাশ করিয়াছেন এবং যাহাকে ভিত্তি করিয়া আমি এই পালা সংগ্রহ ও সম্পাদন করিলাম, আমার বিশ্বাস ইহা একাধিক কবির রচনার সংমিশ্রণ। এই সংমিশ্রণ সম্ভবত গায়েনদেব কৃতিত্ব। ইহা সত্ত্বেও পালাগুলির রচয়িতা কবি সকলেই যে মুসলমান, তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই। সাধারণত মুসলমান জনসমাজ বিশেষত মুসলমান মৌলবিগণ তাঁহাদের ধর্ম ও সমাজ ব্যবস্থা সম্পর্কে নিছক প্রশংসা ছাড়া কোনো বিরুদ্ধ সমালোচনা যে সহ্য করিতে পারেন না, ইহা সুবিদিত ঘটনা। তৎসত্ত্বেও খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ হইতে সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যে রচিত আয়না বিবির পালা, ফিরোজ খাঁ-সখিনা বিবির পালা ও আলাল-দুলাল-মদিনা বিবির পালা রচিত হইয়া মুসলমান গায়েনগণ এই তিন চারিশত বৎসর সর্বসাধারণের সমক্ষে গান করিয়া আসিতেছেন। ইহাতে বুঝা যায়, এই পালা তিনটির বিষয়বস্তুর পক্ষে প্রচণ্ড জনসমর্থন আছে।

এই পালার আর একটি রহস্য-পূর্ণ ব্যাপার—সখিনা বিবির যুদ্ধ। এ সম্পর্কে মাননীয় সেন মহাশয় তাঁহার ভূমিকায় কোনো আলোক সম্পাত করেন নাই, ঘটনাটির ঐতিহাসিকতা সম্পর্কে কোনো সন্দেহ প্রকাশ বা কোনো প্রশ্নও তোলেন নাই। মৈমনসিংহ জেলায় কিশোরগঞ্জ মহকুমায় জঙ্গলবাড়ী আর কেল্লা তাজপুর নেত্রকোনা মহকুমার দক্ষিণ অঞ্চলে পাতয়াড়া বা 'পাতুড়ী' নদীর তীরে অবস্থিত। ১৯৩৭ সালে আমি সাইকেলে ঐ অঞ্চলের বহু গ্রামে ঘুরিয়াছিলাম। তাহারা পর ১৯৪১ সালে ও ১৯৪৭ সালের জানুয়ারী মাসে ঐ অঞ্চলে ঘুরিয়া বহু ব্যক্তির মুখে শুনিয়াছি স্বামী উদ্ধারের

জন্য সখিনার যুদ্ধ সত্য ঘটনা। কেল্লা তাজপুরের নিকটে যে মাঠে সখিনার সঙ্গে উমর খাঁর পরিচালনাধীন বাদশাহী ফৌজের যুদ্ধ হইয়াছিল তাহাও দেখিয়াছি। তাজপুরের অনেকে সখিনার মৃত্যু স্থানটিও দেখাইয়াছিলেন। এইসব কারণে ঘটনাটি কবিকল্পিত বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারিনা, আবার এদিকে পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিচারে কাহিনিটি সত্য বলিয়া স্বীকার করাও কঠিন।

মুসলমানী সামাজিক আইন অনুসারে কন্যা বয়ঃপ্রাপ্তা হইলে স্বামী ছাড়া অন্য পুরুষের সম্মুখে বাহির হইতে বোরখা পরা বাধ্যতা মূলক। নানা কারণে বাঙ্গালী মুসলমান দরিদ্র কৃষক ও শ্রমজীবি পরিবারে এই নিয়ম মানিতে না পারিলেও সম্ভ্রান্ত মুসলমান—বিশেষ করিয়া যাঁহাদের পূর্বপুরুষ বিদেশ হইতে ভারতে আসিয়াছেন বলিয়া অভিমান আছে, তাঁহাদের পরিবারে এই বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদ পর্যন্ত কঠোর ভাবে বোরখা ও পরদা প্রথা মানা হইত। এরূপ অবস্থায় পাঠান উমর খাঁর জেনানা মহলে সখিনার ঘোড়ায় চড়িয়া যুদ্ধ শিক্ষা অসম্ভব বলিয়া মনে হয়। তাহা ছাড়া এই পালায় বর্ণিত রুগ্ন উমর খাঁর শয্যাগৃহে ফকিরের ছদ্মবেশে যুবক ফিরোজ ও যুবতী সখীনার প্রথম দর্শন, দীঘির ঘাটে স্নানার্থিনী সখিনার সঙ্গে ফিরোজের অসঙ্কোচ কথোপকথন, যুদ্ধে পরাজিত উমর খাঁকে 'ঘেঁটি ধইরা. বাহির কইরা দেবার পর' বিনা প্রতিবাদে ফিরোজ খাঁর বন্দিনী হইয়া জঙ্গলবাড়ী গিয়া সাদী কবুল, তারপর—'সাদী করিয়া দোয়ে সুখী হইল মনে—একসাথে থাকে দোয়ে উঠনে বৈসনে॥'—ভাব, পরবর্তী কালে যুদ্ধে উমর খাঁ ফিরোজকে বন্দী করিয়াছে শুনিয়া—

'রক্ত বরণ আঙ্খি ছুইভা কইন্যার শরীল হইল কালা।
আঙ্খির দিষ্টিতে কইন্যার বন-আগুনের জ্বালা
কইন্যা উইঠ্যা হইল খাড়া॥

সখিনা উঠিয়া দাঁড়াইয়া দরিয়া বাঁদীকে হুকুম,

'শীঘ্র কইরা রণের ঘোড়া তুমি আইনা খাড়া কর ॥

আমার স্বামীরে বন্দী করে দেখ্‌বাম্ দুশমনের কত জোর।

সাজাও দেখি রণের ঘোড়া দুশ্‌মন আইল কত দূর ॥'

এই ব্যাপারগুলি সম্ভ্রান্ত পাঠান উমর খাঁর জেনানা মহলে অন্তত বিশ-বাইশ বৎসর বয়স পর্যন্ত প্রতিপালিতা কন্যার পক্ষে সম্ভবপর কিনা তাহা চিন্তনীয়।

এবিষয়ে অনুসন্ধান করিয়া সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে হইলে আমার মনে হয় নিম্নলিখিত ঐতিহাসিক তথ্যগুলির প্রতি লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন।

১। সুপ্রাচীন কাল হইতে ভারতে রাজপরিবারে ও সম্ভ্রান্ত উচ্চবংশে কন্যাদের সামরিক শিক্ষা প্রদান করা হইত। মুসলিম যুগে ইহা বৃদ্ধি পায়। 'টডের রাজস্থান' প্রভৃতি গ্রন্থে ইহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। ভারতে সম্ভ্রান্ত মুসলমান পরিবারে এইপ্রকার শিক্ষার কথা শোনা যায় না।

২। ভারতের ইতিহাসে যে কয়েকটি মুসলমান মহিলা যুদ্ধ ক্ষেত্রে সামরিক বেশে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের প্রায় সবক'টিই হিন্দু পিতামাতার সন্তান, প্রথম বয়সে পিতৃগৃহেই লালিতাপালিতা। দাক্ষিণাত্য বিজাপুরের চাঁদবিবির জন্ম সম্পর্কে ঐতিহাসিক সন্দেহ আছে।

৩। প্রাচীনকালে যুদ্ধে পরাজিত রাজ পরিবারের ও নগরের সম্ভ্রান্ত পরিবারের সুন্দরী মহিলাদের বন্দিনী করিয়া বিজয়ী রাজগৃহে প্রেরণ করা হইত। খলিফা আবুবকরের সেনাপতি খালিদ পারশ্য জয় করিরা সাতশত সুন্দরী কন্যা খলিফাকে উপঢৌকন দিয়াছিলেন। মহম্মদ বিন্‌কাশিম সিন্ধু জয় করিয়া খালিফাকে যে উপঢৌকন পাঠা-

ইয়াছিলেন তাহার মধ্যে সিন্ধুরাজ দাহিরের দুইটি যুবতী কন্যাও ছিল। ইত্যাদি।

৪। সুন্দরীমাতা সকন্যা বন্দিনী হইয়াও চালান যাইতেন। মালিক কাফুর দেবগিরি জয় করিয়া সকন্যা রাজমহিষী দেবলাদেবীকে সম্রাট আলাউদ্দিন খিলজির হারেমে পাঠাইয়াছিলেন। বর্ধমানের শাসনকর্তা শের আফ্‌গান নিহত হইতে তদীয় পত্নী মেহেরুন্নিছা কন্যা সহ বন্দিনী হইয়া সম্রাট জাহাঙ্গীরের হারেমে প্রেরিত হইয়াছিলেন। ইত্যাদি—।

৫। মুসলমান সুলতান, বাদশাহ, নবাব সুবাদার, প্রভৃতি পরিবারে সুশ্রী সচ্চরিত্র ক্রীতদাস-ক্রীতদাসী পুত্র-কন্যার মত প্রতিপালিত হইত। যুদ্ধবন্দিনীদের অনেক বেগম হইয়াছেন।

এই সঙ্গে আর তিনটি বিষয় অনুসন্ধান করা প্রয়োজন।

১। উমর খাঁ দিল্লীর বাদশাহের দোস্ত ছিলেন, কেল্লা তাজপুরের দেওয়ানী তাঁহার বংশে তিনিই প্রথম পাইয়াছিলেন কি না!

২। কেল্লা তাজপুরের দেওয়ানী উমর খাঁ যদি বাদশাহের দান রূপে পাইয়া থাকেন, তবে তিনি কোনো যুদ্ধে কৃতিত্ব দেখাইয়া এই দান পাইয়াছিলেন কি না?

৩। উমর খাঁর আরও পুত্র-কন্যা ছিল কিনা?

আমি ঐতিহাসিক নহি। উদরান্ন সংস্থান-প্রচেষ্টার ফাঁকে ফাঁকে প্রাচীন গাথাগুলিই সংগ্রহ করিতে চেষ্টা করিয়াছি, উহার ইতিহাস অনুসন্ধান করার সুযোগ, যোগ্যতা ও সময় আমার ছিল না। তথাপি ঐ অঞ্চল ঘুরিয়া লোকমুখে যাহা শুনিয়াছি ও পালার কাহিনী বর্ণনায় যাহা দেখিতে পাই, তাহাতে সখিনার জন্ম, শিক্ষা, চালচলন বিষয়ে মনে সন্দেহ জাগিয়াছে। যদি সখিনা উমর খাঁর ঔরস জাত কন্যা হয়, তবে বুঝিতে হইবে পাঠান খাঁ

সাহেব কয়েক পুরুষ বাংলাদেশে সপরিবারে বাস করিয়া বাঙ্গালী হইয়া গিয়াছিলেন। বঙ্গজননীর পুত্র-কন্যারা চিরকালই দুর্দ্ধর্ষ দামাল। সুযোগ পাইলেই তাহারা অন্যায়ের বিরুদ্ধে বেপরোয়া বিদ্রোহ করে। বর্তমানে স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর বাঙ্গালী বোনেরাই রংপুর ও টাঙ্গাইলের রাস্তায় প্রথম বোরখা ও পরদার বহ্ন্যুৎসব করিয়াছিল। কালে তাহারাই সখিনা-মদিনা-আয়নার মর্মান্তিক মৃত্যুর হেতু দূর করিবে।

নবদ্বীপ — শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক

ফিরোজ খাঁ দেওয়ান-সখিনা বিবির পালা

(১)

পরথমে আল্লাজীর নাম করিয়া স্মুরণ[১]।
জঙ্গলবাড়ীর কথা সবে শুন দিয়া মন।
গুষ্টির পরধান[২] আছিল কালিয়া গজদানী[৩]।
যানার ভয়ে বাঘ ভইষে এক ঘাটে খাইত পানিরে ॥
আরে ভাইরে—
পরথমে আছলাইন[৪] তানি আল্লার পরজন[৫]।
আগিয়ার[৬] কথা তাই শুনখাইন[৭] দিয়া মন।
যতেক ফকির আর পীর পেগাম্বর।
বরাহ্মণ পণ্ডিত আছিল
তানার[৮] সভার ভিতর রে ॥
সোনা দিয়া বান্ধায়া[৯] হাতি বরাহ্মণে কইরত দান।
এয়ার লাইগ্যা[১০] হইল রে তানার গজদানী নাম।
আল্লা-নিরঞ্জন[১১] লয়্যা তানার সভার ভিতরে।
পীর আর বরাহ্মণে দেখায় যুক্তি স্মুবিস্তরে রে ॥
কুবুদ্ধি আছিল দেওয়ানের স্মুবুদ্ধি হইল।
কাফের আছিল দেওয়ান মোছলমান হইল ॥
দেশের বাদশা[১২] সেইনা খোস খবর[১৩] শুনিয়া।+
দেওয়ানের সাথে দিলাইন এক কইন্যার বিয়ারে ॥+

১। স্মুরণ=স্মরণ। ২। পরধান=প্রধান। ৩। কালিয়া গজদানী=কালিদাস গজদানী। ৪। আছলাইন=আছিলেন। ৫। পরজন=অনাত্মীয়। ৬। আগিয়ার=আগেকার। ৭। শুনখাইন=শ্রবণ করুন। ৮। তানার=তাঁহার। ৯। বান্ধায়া=বাঁধাইয়া, সাজাইয়া। ১০। এয়ার লাইগ্যা=ইহার লাগিয়া। ১১। আল্লা নিরঞ্জন=ঈশ্বর নিরাকার। ১২। দেশের বাদশা=গৌরের সুবাদার। ১৩। খোস্ খবর=সুসংবাদ।

রূপের মুরতি পাঠান রে—
পাঠান মায়ের গর্ভে জন্ম পরম সোন্দরী।+
দেওয়ানের ঘরে আইল বেহেস্তের হুরপরী।+
দুই পুত্র হইল তানার শুন দিয়া মন।
ঈশা খাঁর কথা সবে কইব এখন রে॥
আরে ভাই রে –
দিল্লীর বাদ্‌শার সঙ্গে জঙ্গ্[১৪] যে করিয়া।
রাজত্বি করিল দেওয়ান দিলখুশী হইয়া।
দিল্লীথিক্যা ফৌজ আইল কামান ভারি ভারি*।
লড়াই হইল বড়ো দেশে চমৎকারী রে।
বাদশার ফৌজের লগে[১৫] জঙ্গে কেবান্ আটে[১৬]।
জঙ্গে হাইরলাইন্ ঈশার্খা দোরাজের ঘাটে।
জইন্ত্যার পাহাড়ে ** দেওয়ান পলাইয়া যায়।
শের মাফিক[১৭] বাদশার ফৌজ পাছে পাছে ধায় রে॥
আরে ভাই রে—
জঙ্গলায় পলাইল দেওয়ান লাগ্[১৮] নাহি পায়।
জঙ্গলায় থাকিয়া ভাবে কি কইরব উপায়।
আপন ফৌজ লয়্যা দেওয়ান উজান পানি বাইয়া।
জঙ্গল বাড়ীর ঘাটে আইসা দাখিল হইল[১৯] গিয়া রে॥

আরে ভাই রে—

১৪। জঙ্গ = যুদ্ধ। ১৪। লগে = সঙ্গে। ১৫। আটে = সমকক্ষতা করে।
১৭। শের মাফিক = বাঘের মত। ১৮। লাগ = ধরিতে, নাগাল।
১৯। দাখিল হইল = উপস্থিত হইল।

পাঠান্তর :—*—আইল ভারে ভারে।

পাঠান্তর :—**'—পাছেতে—'।

রাম লক্ষ্মণ দুই ভাই জঙ্গলবাড়ী সরে[২০]।
জঙ্গলার পুরেতে তারা রাজ্-রাজাত্বি করে।
ভাটি গাঙ বাইয়া দেওয়ান আইসা নিশাকালে।
পুরীখানি ঘেরিল তানার ফৌজের জাঙ্গালে[২১] রে॥
রাম লক্ষ্মণ দুই ভাই গেল পলাইয়া।
দুই ভাইয়ের রাজত্বি দেওয়ান লইল কাড়িয়া।
সেইখানে রাজত্বি করে যত দেওয়ানগণ।
পরে ত হইল কিবা শুন বিবরণ রে॥
আরে ভাই রে—
কিঞ্চিৎ কইব আমি জঙ্গলবাড়ীর কথা।
বড়ো বড়ো পালোয়ান যারে নোয়ায় মাথা।
চল্লিশ পুরা[২২] জামিন রে ভাই জঙ্গল কাটিয়া।
বাড়ীখানা বান্ধিল দেওয়ান যতন করিয়া রে॥
বড়ো বড়ো দীঘি কাটায় তার শানে বান্ধা ঘাট।
বার বাংলার ঘরে[২৩] লাগায় সোনার কবাট।
ছোটো বড়ো খেড়কী[২৪] রে ভাই, তার করে ঝিলিমিলি
আয়না লাগায়্যা করে সোন্দর খুরলী[২৫] রে॥
ফুলের বাগান তথায় হইল সারি সারি।
পরীর মুল্লুক জিনি হইল জঙ্গল বাড়ী।

২০। সরে=সহরে। ২১। জাঙ্গালে=উঁচা রাস্তার মত সারি দিয়া। ২২। পুরা=জমির মাপ বিশেষ। ২৩। বার বাংলা ঘর=প্রাচীন বাংলার বাঁশ খড় ও বেতে নির্মিত বিখ্যাত বিলাস ভবন। ২৪। খেড়কী=জানালা। ২৫। খুরলী=ক্ষুদ্র জানালা (ইহা অন্দর মহলে করা হয়)।

ফটিকের থাম্বা[26] দিয়া কইরাছে যত ঘর।
সোনা দিয়া বেইড়া দিল জঙ্গল বাড়ীর সর।
পাহাড়ীয়া মুলুকে যার যত ধন ছিল।+
জঙ্গলবাড়ীর সরে আইনা জড়ো[27] সে করিল রে।।+
আরে ভাই রে,—
টুইয়ের[28] উপরে উড়ে সোনার নিশান।
পাথরে বান্ধাইয়া দিল দীঘল পৈঠান[29]।
জঙ্গলীয়া লোক সব পলাইয়া গেল।+
সোনার ফসল ক্ষেত পইড়া রইল রে।।+
চান্দের সমান পুরী আবেতে রাঙ্গিয়া[30]।
দেওয়ানগিরি করে সবে তথায় বসিয়া।।
এক তঙ্কায় দেশে মিলে বিশ মন ধান।
মাথায় মোট খাইটা খায় পরজা পরধান রে।।

আরে ভাই রে,—
সেহিত বংশের বেটা ফিরোজ খাঁ দেওয়ান।
দুনিয়া জুড়িয়া হইল যানার খুশ্-নাম[31]।
সভা কইরা বইছুন[32] ভাইরে, যত মমিনগণ[33]
তানার কথা কইবাম্ আমি শুনখাইন[34] দিয়া মন রে।।
আরে ভাই রে,—

২৬। ফটিকের থাম্বা=ফটিক স্তম্ভ। ২৭। জড়ো=একত্রিত, মজুত। ২৮। টুইয়ের=সর্বোচ্চ চিলেকোঠার। ২৯। দীঘল পৈঠান=দীর্ঘ সোপান। ৩০। আবেতে রাঙ্গিয়া=অভ্রখচিত করিয়া। ৩১। খুশ্ নাম=সুনাম। ৩২। বইছুন=বসিয়াছেন। ৩৩। মমিন=ঈশ্বর বিশ্বাসী। শুন খাইন=শ্রবণ করুন।

বইসা আছে ফিরোজ খাঁ দেওয়ান
বার বাংলার ঘরে।
উজির নাজির সব বইসাছে
দেওয়ানী সভা কইরে।
উজির নাজিররে দেওয়ান কইতে লাগিল।
পূর্বের বির্তান্ত কথা স্মরণ[৩৫] হইল রে॥
"বড়ো বংশের বেটা আমি শুন সাহেবগণ।
দিল্লীর বাদশার সঙ্গে যান্‌রা কইরাছিলাইন[৩৬] রণ।
বংশের পরধান দেখো ইশা খাঁ দেওয়ান।
যানার কাছে বাদশার ফৌজ পাইল অপমান রে॥
এমন বংশেতে আমি লয়্যাছি জনম।+
এখন উচিত মোর শুন্‌খাইন্ দিয়া মন।+
আল্লাহতালা পয়দা করলাইন্ এই দুনিয়া ভিতরে।
মর্জি কইরা পাঠাইলাইন্ এই জঙ্গলবাড়ীর সরে॥
যতেক খিরাজ[৩৭] পাই তার আধা-আধি।
দিল্লীতে পাঠায়্যা আমি রাইখাছি এই গদি॥
রাজা শুখা নাই সে মানে লাটের[৩৮] তঙ্কা চাই।
পর্জার সুখ দুক্ষের কথা কানে তুলবার নাই॥
রোজ রোজ তঙ্কার তাগিদ বচ্ছর বচ্ছর বাড়ে।
আব্ওয়াব্[৩৯] নজরাণা খুশিমত ধরে।
কত আর দিবাম বল বাদ্শার সওরে॥

৩৫। স্মুরণ=স্মরণ। ৩৬। কইরাছিলাইন=করিয়াছিলেন।
৩৭। খিরাজ=খাজনা এবং অন্যান্য আদায় একত্রে খিরাজ।
৩৮। লাটের=সরকারে জমা দিবার। ৩৯। আবওয়াব=প্রজাদের নির্দিষ্ট খাজনার অতিরিক্ত ও অনির্দিষ্ট আদায়ী অর্থ।

এমুন গদিতে আমার নাহি প্রয়োজন।+
আমার মনের কথা শুন সাহেবগণ॥+
আর না পাঠাইবাম খিরাজ দিল্লীর সওরে।
আর না যাইবাম্ আমি বাদ্শার দরবারে॥
একপাল হুরি[৪০] আর মওর[৪১] তোড়া তোড়া।
বিশ গোটা হাতি আর একশত ঘোড়া॥
হুজুরে হাজির কইরা বান্দার[৪২] মতন।+
দরবারে দাণ্ডাইয়া না থাকবাম্ কন দিন॥+
যা করে বাদশার ফৌজ করুক আমারে।+
লড়াই কইরা মরবাম্ আমি খোদাব কুস্তরে[৪৩]॥+
যা থাকে নসিবে আমার শুন মিয়াগণ।
খিরাজ বান্ধিয়া[৪৪] আমি করিবাম্ রণ॥*"

এমুন সময় শুন ভাইরে কোন কাম হইল।
আন্দর[৪৫] হইতে বান্দী এক দরবারে আইল॥
"হাউলির[৪৬] খবর শুন সাহেব বলি যে তোমারে।
মা জননীর হুকুম হইল যাইতে আন্দরে॥"
সেলাম জানায়্যা বান্দী এই কথা কইল।+
উজির নাজিররে দেওয়ান কইতে লাগিল॥+

৪০। হুরি=অপ্সরী; সুন্দরী যুবতী। ৪১। মওর=মোহর। ৪২। বান্দা=ক্রীতদাস। ৪৩। কুস্তরে=দয়া পাইবার জন্য। ৪৪। বান্ধিয়া=বন্ধ করিয়া। ৪৫। আন্দর=ভিতর বাড়ী। ৪৬। হাউলি=হাভেলি, মুসলমান মহিলাদের বাসের জন্য বিশেষ ধরণে প্রস্তুত গৃহ।

* *'—রইল কই লাগাৎ'।

** দেখিয়া মজগ্‌গ্‌ল হইল মায়ের অন্তরে॥

"শুন শুন মিয়াগণ কই যে তোমরারে।
মায়ে ত পাঠাইল বান্দী যাইতে আন্দরে ॥
আইজের দরবার কাইল লাগাত্[৪৭] হইয়া।
কাল্কা করবাম্ ঠিক তোমাসবারে লইয়া ॥'

(২)

ফিরোজ খাঁ দেওয়ান সাহেব উইঠা মেলা করে[১]।
সিতাবি দাখিল হইল[২] মায়ের গোচরে ॥
মায়ের হুকুম পায়্যা যত বান্দিগণ।
সরবত্ আইনা দাখিল কইর্‌ল তখন ॥
ঠাণ্ডা হয়্যা বইস্‌ল সায়েব পালঙ্ক উপরে।
আবের পাংখা[৩] লয়্যা বান্দী হাওয়া তান্‌রে করে ॥
চান্দের মতন ছুরত[৪] মিয়ার ঝলমল করে।*
দেইখ্যা মায়ের দিলে আনন্দ না ধরে ॥**
সেলাম জানায়্যা সাহেব কয়েন মায়ের কাছে।
"কিবান্ মর্‌জি[৫] কইবা মাও গো,
ডাকলাইন্ মোরে কাছে ॥

৪৭। কাইল লাগাত=আগামীকাল পর্যন্ত। ১। মেলা করে=গমন করে। ২। সিতাবি দাখিল হইল=শীঘ্র গতিতে উপস্থিত হইল। ৩। আবের পাংখা=তাভ্রখচিত পাখা। ৪। ছুরত=রূপ। ৫। মরজি=ইচ্ছা, মৎলব।

পাঠান্তর :—* '—আমি ডাকাইবাম মরণ।
** চান্দ ছুরত রূপ ঝল মল করে।

মাও কয়,—'পুত্রধন, শুন আমার কথা।
আর না আবাগী মায়ের মনে দেও রে বেথা॥
পরাণে দরদ্ লাগে দেইখ্যা তর মুখ।
বুড়া মায়ের মনে পুত্র, আর না দিবা দুখ্॥*
এমুন বয়েসে পুত্র, তুমি না কইরলা বিয়া।
না রাইখ্লা মায়ের কথা দিন যায় রে বইয়া॥
কয়ব্বরে শুতিবাম্[৬] রে আমি আর ত বেশী বাকি নাই।
বউয়ের মুখ দেইখ্যা যাইলে বড়ো সুখ পাই॥"

এই না কথা শুইনা দেওয়ান কোন কাম করিল।
মনের যতেক কথা মায়েরে কহিল॥
"শুন শুন মা জননী, আরজ[৭] আমার।
আমার বংশের কথা কইতে চমৎকার॥
গোষ্ঠীর পর্ধান বেটা ঈশাখাঁ দেওয়ান।
যার হাতে দিল্লীর ফৌজ হইল হতমান॥
বাদশা পাঠাইল ফৌজ ধইরতে ঈশায়।
ঈশাখাঁর পর্তাপে[৮] ফৌজ পলাইয়া যায়॥
বাদশার দূতরে ঈশাখাঁ রাইখ্যাছে পরাণে।
খিরাজ না দিল তারে কইরা অপমানে॥
হয়রাণ হইয়া বাদশা শেষে কইরাছে খাতির[৯]।
আমার বংশে জন্মিল কত বড়ো বড়ো বীর॥

৬। শুতিবাম্ = শয়ন করিব। ৭। আরজ = নিবেদন।
৮। পর্তাপে = প্রতাপে। ৯। খাতির = সম্মান।

* বুড়া বয়সে বড় পাইতেছি দুখ।

পর্‌তিজ্ঞা কইরাছি মাও গো, মনেতে ভাবিয়া।
এহি জনমেতে আর না করবাম্ বিয়া ॥
সাদী না করবাম্ মাও গো, আমি থাকবাম্ অবিয়াত।
রাইজ্যের যতেক চিন্তা আমি করবাম্ অবিরত ॥
আর না পাঠাইবাম্ খিরাজ দিল্লীর সওরে।
আর না যাইবাম্ আমি বাদশার দরবারে ॥
বাদশার ফৌজ আইসা যদি জঙ্গ[১০] কইরতে চায়।+
জঙ্গ হইব তার আমি কি করবাম্ উপায় ॥+
ইশাখাঁর বংশে জইম্ম্যা আমি না করবাম্ বান্দাগিরি।+
দেওয়ানী থাকুক না থাকুক জঙ্গে যাইবাম্ মরি ॥+
সাদী কইরলে জেনানা যাইব চালান[১১] বাদশার সরে।+
এহি সে কারণে মাওগো, সাদী না করাইবা মোরে ॥"+

এহি কথা না শুইনা মাও দিলে দুস্কু[১২] পাইল।
মিন্নতি করিয়া পুত্ররে কিছু কইবারে গেল* ॥
হেনকালে শুন ভাইরে হইল কি বান্ কাম।
এক তস্‌বিরওয়ালী[১৩] আইসা আন্দরে হইল অধিষ্ঠান ॥ক

১০। জঙ্গ = যুদ্ধ। ১১। চালান = বন্দীঅবস্থায় প্রেরণ। ১২। দিলে দুস্কু = মনে দুঃখ। ১৩। তস্‌বিরওয়ালী = মহিলা চিত্রাশিল্পী ও বিক্রয় কারিণী।

ক :—সম্ভ্রান্ত মুসলমান পরিবারের মেয়ে নয় বৎসর বয়স হইলে আর কোনো পুরুষের সম্মুখে বাহির হন না, বাহিরে যাইতে হইলে বোরখা পরা বাধ্যতামূলক। এরূপ অবস্থায় বিবাহে পাত্রপক্ষ বিবাহের পূর্বে পাত্রী দেখিতে পারেন না। এই অসুবিধার জন্য মুসলিম যুগে মহিলা চিত্রশিল্পী পাত্র ও পাত্রীর চিত্র প্রস্তুত করিয়া দেশে দেশে সম্ভ্রান্ত পরিবারের হারেম বা জেনানা মহলে বিক্রয় ও ঘটকালি করিতেন। 'টড্' কৃত 'রাজস্থান' গ্রন্থে এই সব তস্‌বির ওয়ালীর কৃতিত্বের কাহিনী আছে।

পাঠান্তর :—* '—পুত্রে কহিতে লাগিল রে ॥

মায়ে পুতে যুক্তি করে ঘরেতে বসিয়া।
হেনকালে তস্‌বিরওয়ালী দাখিল হইল গিয়া ॥

আরে ভাই রে,—
সেই না তস্‌বিরওয়ালী ঘরে আইতে না আইতে।
এক বান্দী খাট একখান দিল আইনা বসিতে।
খাটে বইসা তস্‌বিরওয়ালী তস্‌বির খুলিল যখন।
তাহারে ঘেরিয়া বইল যত বান্দিগণ ॥
তসবির-ওয়ালী তস্‌বির দেখায় থরে থরে।
হেনকালে মা জননী কহেন ফিরোজেরে ॥
'শুন শুন ওরে পুত্র, বাছিয়া গুছিয়া।
একখানি তস্‌বির রাখো তুমি দিল্‌খুশী[১৪] হইয়া।
আমিত দিবাম তসবিরের কিস্মত[১৫] যত লাগে।
বাছিয়া তস্‌বির একখান রাখো তুমি আগে ॥'

এতেকনা শুইনা মিয়া বাছিয়া গুছিয়া।
মনের মতন তসবির একখান লইল তুলিয়া ॥
হাতে লয়্যা তসবির মিয়া কয় তসবিরওয়ালীরে।
'কোন বা পরীর তসবির এই কও ত আমারে ॥
লালপরী নীলপরী যত পরিগণে।
সগল তসবির আমি দেইখাছি নয়ানে ॥
কও কও তসবিরওয়ালী, কও আমার কাছে।
এহিত পরীর কও কিবান্ নাম আছে ॥

১৪। দিলখুশী=মনে আনন্দিত। ১৫। কিস্মত=মজুরী, মূল্য।

এহিত পরীর কইবা কোন দেশে ঘর।
কার লগে[১৬] খেলা করে কও সুবিস্তর ॥

শুনিয়া তসবিরওয়ালী কয় মিয়ার আগে।
'সগল কথা কই গো মিয়া, মনে যাহা জাগে ॥
শুন শুন সাহেব তুমি, নহে পরী এই জন।
এহিত সোন্দর কন্যা শুন দিয়া মন ॥
দেওয়ানগিরি করে উমর খাঁ কেল্লা তাজপুর সরে।
এহি কন্যা পয়দা[১৭] হইছে উমর খাঁর ঘরে ॥
বয়েস হইছে কন্যার না হইল সাদী
বাপ মাও ত দিব বিয়া ভালা দুলা[১৮] পায় যদি ॥''*
পছন্দ করিয়া মিয়া কয় মায়ের কাছে।
এহিত তস্‌বির আমার ভালা লাইগাছে ॥+
এই তসবির রাখবাম্‌ আমি কইরাছি মনে।
কিস্মত যা দিবার হয় দেও তোমার তনে[১৯] ॥"+

তসবিওয়ালী যখন কিস্মত চাইল।
দিলখুসী মাও তারে গলার হার দিল ॥
ভালা কিস্মত পায়্যা তসবিরওয়ালী মনে খুশী হইয়া।**
পানগুয়া খায়্যা গেল বিদায় লইয়া ॥

১৬। লগে = সঙ্গে। ১৭। পয়দা = জন্ম। ১৮। দুলা = পাত্র, জামাই
১৯। তোমার তনে = তোমার নিকট হইতে।

পাঠান্তর :—* কয়ত্‌ বিয়া মনের খসম পায় যদি।
** কিস্মত গলার হার হস্তেতে তুলিয়া।

(৩)

প্রেমের নদী উজান বইয়া যায়।+
ও তার ভাইট্যালে কি পইড়া থাকে
ফিইরা নাইত চায়॥+
প্রেমের নদী উজান বইয়া যায়॥—দিশা +

তসবির রাইখ্যা ফিরোজ সায়েব
মায়ের গোচরে।
তরাতরি[১] চইলা গেল
আপন বিরাম খানা[২] ঘরে॥
কোথায় রইল দরবারের কথা
দিল্লীর বাদশার সঙ্গে জঙ্গ্।+
কোন্ বা পরী ঢাইল্যা দিল
মিয়ার চৌখের সামনে রঙ্॥+
পালঙ্কে শুইয়া ফিরোজ
আইজ ভাবে মনে মনে।
"এমুন ছুলিকার[৩] তস্‌বির
আমি দেখি নাই জীবনে॥
আদমের ছুনিয়ায়[৪] এইরূপ
কেহ না দেখে হইতে।*

১। তরাতরি=তাড়াতাড়ি। ২। বিরামখানা=বিশ্রাম গৃহ। ৩। ছুলিকার=সুন্দর মূর্তির। ৪। আদমের ছুনিয়ায়=মানব জগতে।

আদমের এইরূপ না দেখি হইতে।

আল্লাতালা পয়দা করছুইন্
বইসা নিরালাতে ॥
হেন ছুরত[৫] পয়দা করছুইন্
আল্লা হুরী-পরী জিনিয়া।
কিবান্ মর্জি কইরা আল্লা
তস্বির দিলাইন পাঠাইয়া ॥
হাত পাও গইড়্যাছে কইন্যার
যেমুন বেলইনে বেলিয়া।
চিক্‌চিকা কালো মাথার কেশ
পইড়্যাছে কইন্যার হাটু ভারাইয়া[৬] ॥
শরীলের বন্ন[৭] কইন্যার
যেমুন পাক্‌না[৮] সব্‌রি কলা
তার উপরে জেহরপাতি[৯]
শরীল কইরাছে আলা[১০] ॥
পর্‌থম যইবন কইন্যার
যেমুন অঙ্গে লাইম্যাছে ঢল[১১]। *
বয়ান শোভিছে কইন্যার
যেমুন ফুটা পউদ্মের[১২] ফুল ॥
তসবিরে যে বইসা রইছে
যেমুন পুন্ন্‌মাসীর চান্দ্।

৫। ছুরত = রূপ। ৬। হাটু ভাড়াইয়া = হাঁটু ছাড়াইয়া। ৭। বন্ন = বর্ণ। ৮। পাক্‌না = পাকা। ৯। জেহর পাতি = গহনাপাতি। ১০। আলা = আলোকিত। ১১। লাইম্যাছে ঢল = জোর বৃষ্টির মত নামিয়াছে। ১২। পউদ্মের = পদ্মের।

পাঠান্তর :—* পরথম যৈবন কন্যা অঙ্গ ঢল ঢল।

একবার দেখিলে কইন্যারে
নাই সে জুড়ায় নয়ান ॥
তসবির নকল জিনিস
দেইখ্যা ভুলে মন।*
আসল কইন্যার ছুরত
দেখিতে বা কেমন ॥
এমুন ছুরতের মেলা[১৩]
আইজ দেইখ্যাছি নয়ানে।
পাগল কইরাছে মন
পরবোধ না মানে ॥
যাহার তসবির কইরাছে
এমুন ছুনিয়া উজলা।
না জানি নসিবে কারবান্
লিইখ্যাছে খোদাতালা ॥"
তবে ত ফিরোজ দেওয়ান ভাবুইন্ মনে মনে।
দেওয়ানী না করুইন্ সাহেব রহিল গোপনে ** ॥
যত সব উজির নাজির ভাবে মনে মন।
এমুন হইল সাহেব কিসের কারণ ॥
গোছল[১৪] না করে সাহেব নাই সে খায় খানা।
পাগল হইল সাহেব মনে জহর[১৫] ভাবনা ॥
খিরাজ পড়িল বাকি বাদশার দরবারে।
এই কথা উজীর যায়্যা জানাইল দেওয়ানেরে।

১৩। মেলা = হাট। ১৪। গোছল = স্নান। ১৫। জহর = বিষের মত।

পাঠান্তর :—* তসবীর নকল জিনি যত পরীগণ।
** দেওয়ানি না করুইন সাহেব রহিন শুয়ানে ॥

পাহাড়ীয়া পর্‌জা পর্‌ধান[১৬] খিরাজ না দেয়।+
চোর ডাকাইতে দেশ ছাইয়া ফালায়॥+
কথা নাই ত কয় সে দেওয়ান মুখের দিগে চাইয়া।+
আপন মনে থাকে ঘরে আশ্‌মানে তাকাইয়া॥+
মায়ে জিগায়[১৭] ভইনে[১৮] জিগায় না কয় কোনো কথা।+
কেম্‌নে বুঝিব মাও পুত্রের দিলের ব্যথা॥+
এহিমতে যায় রে দিন মাস চইলা যায়।+
কেল্লা তাজপুরে কইন্যার লাগাল[১৯] নাই সে পায়॥+
কেল্লা তাজপুরের দেওয়ান জাতিতে পাঠান।+
জঙ্গলবাড়ী দেওয়ান বংশে কন্যা না করিব দান॥+
বহুত ভাবিল ফিরোজ ঘরেতে বসিয়া।+
ভাইব্যা চিন্ত্যা দরবারে হাজির হইল গিয়া॥
দরবারে বইস্যা দেওয়ান জানাইল উজিরে।+
'শুন শুন উজির সাহেব আমি বলি যে তোমারে॥
দেওয়ানী করিতে আমার মন নাহি চায়।
বাদশার বান্দাগিরি আমার শোভা নাইত পায়॥+
ভাইব্যা দেইখাছি মনে আমার ক্ষেমতা নাই।+
দিল্লীর ফৌজের সঙ্গে করিব লড়াই॥+
ফুর্‌সুত্‌[২০] লয়্যা থাকবাম্‌ আমি বৈদেশে কতকদিন।
দেওয়ানগিরি কর তুমি না হইবা বেদিন[২১]॥

১৬। পর্‌জা পর্‌ধান = প্রজাপ্রধান। ১৭। জিগায় = জিজ্ঞাসা করে ১৮। ভইনে = বহিনে। ১৯। লাগাল = নাগাল, কথা তুলিবার উপায়। ২০। ফুর্‌সুত্‌ = অবকাশ। ২১। বেদিন = অকৃতজ্ঞ। (সেন মহাশয়ের মত – 'নির্দয়'।)

আমার মায়ের সঙ্গে তুমি পরামিশ[22] করিয়া।+
দেওয়ানী চালাইবা সামিনা[23] হইয়া॥+
লোক-লস্কর যত আছে পাইল[24] দিয়া মন।
শিগারেতে[25] যাইবাম আমি এই শীতর দিন[26]॥"*

তবে ত ফিরোজ খাঁ দেওয়ান কোন কাম করিল।
বিদায় লইতে দেওয়ান মায়ের কাছে গেল॥
'শুন শুন মা-জননী আগো, শুন দিয়া মন।
শিগারে যাইবাম্ আমি সুনাই কান্দার বন॥
সুনাই কান্দার বন মাও-গো, বাঘ ভাল্লুকে ভরা।
বচ্ছর বচ্ছর মানুষ গরু বহুত যাইছে মারা॥
রাইজ্যের যতেক পর্জা ডরে ত পলায়।
জংলী ভইষ[27] বাঘে মানুষ মাইরা ফালায়॥
বড়ো দুক্ষে আছে পরজা মাও, কই যে তোমারে।
বিদায় দেও মা-জননী, শিগারে যাইবারে** ॥"

এই না কথা শুইনা মাও তন্মনা[28] হইল।+
পুত্ররে ছাড়িতে মাও মনে দুক্ষু পাইল॥+
'শিগারে যাইবা যদি,'—কয় মা-জননী।
'তোমারে ছাড়িয়া যাদু, কেম্নে রহিব পরাণি॥

২২। পরামিশ=পরামর্শ। ২৩। সামিনা=সাবধান। ২৪। পাইল=পালন করিও। ২৫। শিগারেতে=শিকার করিতে। ২৬। শীতর দিনে=শীত কালে। ২৭। ভইষ=মহিষ। ২৮। তন্মনা=চঞ্চল।

পাঠান্তর :—* সিগারেতে যাইতাম আমি মায়েরে কহিয়া।
** বিদায় দেও মা জননী বিদায় দেও গো মোরে

পাঁচ নয় দশ নয় তুমি এক বংশের বাতি।+
তোমারে শিগারে দিয়া কেমনে কাইট্টব রাতি।+
তুমি আমার আণ্ডিখর তারা দুখিনীর ধন।
সেই ধন শিগারে দিয়া ভেদিব[২৯] পরাণ॥+
তুমি পুত্র শিগারে গেলে আমার দুনিয়া অইন্ধকার।"
এত বইলা মুছে মাও দুই নয়ানের ধার॥
পঞ্চ বেন্নুন[৩০] ভাত রান্ধিল যে মায়।*
খেজ্‌মত[৩১] করিয়া মাও পুত্ররে খাওয়ায়॥

(৪)

তবে ত ফিরোজ খাঁ দেওয়ান কোন কাম করে।
লোক লস্কর সঙ্গে লয়্যা পন্থে মেলা করে॥
পন্থে মেলা করে দেওয়ান উড়ে পন্থের ধূলা।
শিগারের লাইগা ফৌজ হইল পাগেলা॥
ছাউনী করিল দেওয়ান ভাইটাল নদীর ধারে।
তাম্বু গাড়িয়া সবে রহিল সুস্থিরে॥
কিসের শিগার কিসের ফিগার[১]
ফিরোজ ভাবে মনে মনে।**
কেল্লা তাজপুর সরে[২] মিয়া যাইব কেমনে॥***

২৯। ভেদিব = ভেদ হইবে। ৩০। বেন্নুন = ব্যঞ্জন। ৩১। খেজ্‌মত্‌ = যত্ন।
১ ফিগার = নিরর্থক শব্দ যেমন খাওয়া দাওয়া। ২। সরে = শহরে।

পাঠান্তর :— * পঞ্চ না বেঞ্জুন ভাত রান্ধিলেক মায়।
** কিসের সিগার মিয়া ভাবে মনে মনে।
*** কোন পথে যাইবে মিয়া কেল্লা তাজপুর স্থানে॥

কোন বা পন্থে যাইলে সেই না
কোল্লা তাজপুর পায়।+
কেমন কইরা সুন্দর কইন্যার
সঙ্গে দেখা হয়॥+
তস্‌বিরে হরিয়া নিছে মন আর পরাণ।+
কেমনে করিব সেই কইন্যার সন্ধান॥+
ফৌজদাররে ডাইকা নিয়া কইল গোপন কথা।
'শুন শুন ফৌজদার আমার একডা কথা॥
বহুত দিন না জানি আমি
এই না দেশের হালচাল।+
পর্‌জা পর্‌ধান কেমনে রইছে
কিবান্ তাগোর হাল[৩]॥+
গোপ্ত হয়্যা[৪] ফকির সাইজা
আমি ঘুরবাম কিছুকাল।+
হেথাকে[৫] রইবা তুমি হইয়া সামাল[৬]॥+
একমাস সময়* তুমি আমারে না পাও।
ফৌজ লয়্যা হেথাকে তুমি নিরালা গুয়াও॥
এক মাস পরে আমি আইব ফিরিয়া।+
দেশে ত যাইব মোরা শিগার করিয়া॥"+
এই না কথা বইলা ফিরোজ কোন কাম করে।
আল্লার নাম লয়্যা ফিরোজ ফকিরের সাজ ধরে॥

৩। হাল=অবস্থা। ৪। গোপ্ত হয়্যা=ছদ্মবেশে। ৫। হেথাকে=হেথায়, এইস্থানে। ৬। সামাল=সতর্ক।

* এক রাত্রি এক দিন—'।

আল্‌খিল্লা পইরা মিয়া মাথায় দিল টুপি ।+
রাইতদুপরে তাম্বু ছাইড়া যায় চুপি চুপি ॥+
ফকিরের সাজ সাহেব দশা পাঙ্গা[৭]* হাতে ।
কেল্লা তাজপুরের পন্থে চলে
ফিরোজ তস্‌বি জপিতে জপিতে ॥**
একদিনের পথ সাহেব চলে এক পওরে ।
এহি মতে দাখিল হইল কেল্লা তাজপুর সরে ॥

কেল্লা তাজপুর সরে সাহেব কোন কাম করিল ।
গাছের তলা আলা কইরা[৮] বাসা যে করিল ॥
পন্থে চলিতে মানুষ*** ফকির দেখিয়া ।
গাছের তলাত্ আইসা বইসে ফকিররে ঘিরিয়া ॥
কেউ চায় দাওয়াই পানি[৯] কেহ দেখায় হাত ।
নসিবে কিবান লেইখাছে আল্লা কেমুন বরাত্ ॥
কেহ চায় পুত্র কন্যা সওয়া কাওন[১০] সিন্নি মানিয়া ।
গালাগালি করে কেউ পাক্কা ঠগ্[১১] বলিয়া ॥
কেউবান্ আইসে দেখিবারে এই না নবীন ফকির ।

৭। দশা পাঙ্গা = ফকিরদের হাতে মন্ত্রপূত লাঠির নাম—'দশা' হিন্দু সন্ন্যাসীর সন্ন্যাস দণ্ডের মত ঐ দশার মাথায় ফকিরের সাম্প্রদায়িক পরিচয় জ্ঞাপক ধাতুনির্মিত পাত বিশেষ 'পাঙ্গা'। ৮। আলা কইরা = আলোকিত করিয়া বা পরিস্কার করিয়া। ৯। দাওয়াই পানি = রোগ নিরাময়ের জন্য মন্ত্রপূত জল। ১০। সওয়া কাওন = এক কাহন চারিপণ কড়ি ১১। পাক্কা ঠগ = সুচতুর প্রতারক।

পাঠান্তর :—* '— দশপাঙ্গা—'।
** পন্থে চলিল তসবী জপিতে জপিতে।
*** পন্থের পথিক যত—'।

কোন্ বা খেজালতে[১২] পইড়া হইল
এমুন চেংড়া[১৩] বয়েসে পীর ॥

উমর খাঁ বসতি করে কেল্লা তাজপুর সরে।
উজির নাজির লয়্যা মিয়া দেওয়ানগিরি করে ॥
তানার যে কইন্যার নাম সখিনা সুন্দরী।
যেই না কইন্যার রূপে পসর[১৪] দেওয়ানের পুরী ॥*
এই না কইন্যার লাইগ্যা কত বাদশার পুত্রগণ।
পাগেলা হইয়া আইসে সাদীর কারণ ॥
না পছন্দ করে তাগোর[১৫] সুন্দরী সাখিনা।
দিলে দুঃখ পায়্যা ফিরে মিছা আনাগনা ॥
যেই না কন্যার তস্‌বির দেইখ্যা পাগল হইয়া।
ফকির সাজিল ফিরোজ** দেওয়ানী ছাড়িয়া ॥

তারপর মমিন ভাই, সবে শুন দিয়া মন।
পইড়াছে কঠিন বেমারে[১৬] উমর খাঁ দেওয়ান ॥
হেকিম কবিরাজ ওঝা কত দেখিছে তাহারে।***
বেমারে কইরাছে কাবিল[১৭] আরাম কইরতে নারে ॥

১২। খেজালতে = বিড়ম্বনায়। ১৩। চেংড়া = বালক।
১৪। পসর = উজ্জল। ১৫। তাগোর = তাহাদের। ১৬। বেমারে = রেগে।
১৭। কাবিল = কাহিল, দুর্বল।

পাঠান্তর :—* যাহার রূপেতে পসর কেল্লা তাজপুর পুরী।
** ফকির ফিরোজ আইল—'।
*** হাকিম ফকীর কত দেখিয়া তাহারে।

গাছ তলাত্ এক ফকির আইছে দেওয়ান শুনিয়া ।*
ফকিররে আনিতে লোক দিল পাঠাইয়া ।।
এহি ত খবর যখন ফিরোজ শুনিল ।
দেওয়ানের আন্দরে যাইতে উছিলা[১৮] পাইল ।।**
ফকির দরবেশ[১৯] লোক নাইসে জানা শুনা ।
বাদশার আন্দরে যাইতে নাই তানার মানা[২০] ।।

উমর খাঁর ডাক পায়্যা ফিরোজ কোন কাম করিল ।***
ভালা ফকির সাইজ্যা দেওয়ানের পুরীতে চলিল ।।****
কালা আলখিল্লা পইরা গলাত্ নানান জাতি মালা ।+
দশা পাঞ্জা হাতে লয়্যা মাথাত্ সাদা পাগুরি বান্ধিল ।।+
হাতে লয়্যা ইছিমের তস্‌বি[২১] ইছিম জপে দিয়া মন ।+
কথা নাইত বলে ফকির কন্যারে ভাবে সারাক্ষণ ।।

দেওয়ান বাড়ীত্ যাইয়া ফিরোজ কোন কাম করে ।
এক্কোবারে চইলা গেল দেওয়ানের ঘরে ।।
দেওয়ানের কাছে বইসা সখিনা সুন্দরী ।+
খেজমত [২২] করিতাছিলা খানাপিনা করি ।।+

১৮। উছিলা=সুযোগের হেতু। ১৯। দরবেশ=সংসার ত্যাগী মুসলমান সাধু। ২০। তানার মানা=তাঁহার উপরে নিষেধাজ্ঞা। ২১। ইছিমের তসবি=ইষ্ট মন্ত্র জপের জন্য স্ফটিক মালা। ২২। খেজমত=সেবাশুশ্রূষা।

পাঠান্তর— * ফিরোজ ফকীরের কথা দেওয়ান শুনিয়া ।
** আন্দরে যাইতে দেওয়ান উছিলা পাইল ।
*** খবর পাইয়া ফকির দেওয়ান কোন কাম করিল ।
**** উমর খাঁ দেওয়ানের আন্দরেতে চলিল ।।

অপরূপ ফকির এই না দেখিয়া নয়ানে।
থির হয়্যা গেল কইন্যা কি ভাবিল মনে ॥+
কইন্যারে দেইখ্যা ফিরোজ চিনিতে পারিল।
তসবির আর মানুষে ফারাক[২৩]
আশ্‌মান জমিন্ লাগিল ॥*
তসবিরে এমুন ছুরত্ আঙ্কা[২৪] নাইত যায়।
অঙ্গের জৌলুষ যার ঘর ভইরা রয় ॥**
একবার দেইখ্যা ফিরোজ আঙ্খি ফিরাইল ॥+
কি জানি কোন খুশ্‌মনে কোথায় কিবান ভাবিল ॥+
মন হইল উতালা ফিরাজের পরাণ করে ধড়ফড়।+
কি কইরা কি হইব দারুণ দেওয়ানেব ঘর ॥+

দেওয়ানরে জিগাইব ফকির বাক্যি নাইত সরে।+
কি কইতে কি কয় কেউ বুইঝ্‌তে নাই সে পারে ॥+
দেওয়ান ভাবে বড়ো পীর আইল বাচাইতে।+
পীরের দয়ায় বাইচ্যা যাইব সন্দে[২৫] নাই আর তাতে ॥+
দেওয়ানেরে তাবিজ দিল কিবান্ দিল আর।
তেনালার[২৬] পানি দিয়া ফকির দিল যে উত্তার[২৭] ॥
তাবিজ উতার দিয়া ফকির পন্থে দিল মেলা।
সঙ্গে কেউ নাইত আর চলিল একেলা ॥***

২৩। ফারাক = তফাক। ২৪। ছুরত আঙ্কা = সৌন্দর্য্য অঙ্কনকরা। ২৫। সন্দে = সন্দেহ। ২৬। তেনালা = নদী ত্রিমোহনা। ২৭। উত্তার = মন্ত্র পড়িয়া ঝাড়াফুকা।

পাঠান্তর :—* তসবীর আর মানুষে আসমান পাতাল লাগিল।
** অঙ্গের লাবনি যার মাটি বইয়া যায় ॥
*** লোকলস্কর লইয়া বাড়ীতে ফিরিল রে ॥

(৫)

এয়ার পর হইল কিবা শুন মোমিন্ গণ ।+
খোদার মর্জি হইলে হয় অঘটে ঘটন ॥
দেওয়ান বাড়ীর পিছে আছিল বড়ো দীঘির ঘাট ।+
পাচিল দিয়া ঘিরা দীঘি শালের কবাট ॥+
এক পাও তুই পাও কইরা ফিরোজ দিঘীর দিগে যায় ।+
পাচিলের দোয়ার খুলা আছে দেখিবারে পায় ॥+
দীঘির পারে আম গাছ শাণে বান্ধানো তলা ।+
গাছের তলাত্ বইল[১] ফকির হাতে তস্‌বি ঝোলা ॥+

হেনকালে সাখিনা আইল একেলা চলিয়া ।*
দীঘির পাড়ে আইল কন্যা কিসের লাগিয়া ॥
তারপরে বইসে কইন্যা শানে বান্ধা ঘাটে ।
পায়ে মেন্দী[২] মাইঞ্জা[৩] তুলে জলের যে ঘাটে ॥
জলের যে ঘাট তাতে হইল পসর ।
চান্দে যেমুন ঝিল্‌মিল্ করে পানির ভিতর ॥
গছের তলা ছাইড়া ফিরোজ উইঠ্যা খাড়াইল ।+
এক পাও তুই পাও কইরা ঘাটের উপরে আইল ॥+

আইল ফিরোজ যখন সেই না ঘাটের ধারে ।
নয়ান ফিরায়া কইন্যা দেখিল তাহারে ॥
দেইখ্যা ফিরোজরে কইন্যা পলক নাইত মারে[৪] ।

১। বইল = বসিল। ২। মেন্দী = মেন্দী বা মেদি নামক একপ্রকার গাছের পাতার লাল রস দিয়া প্রাচীন কালে বাঙ্গালী মেয়েরা আলতা পরিতেন। ৩। মাইঞ্জা = মাজিয়া, ঘষিয়া।

পাঠান্তর —* সখিনা সুন্দরী দেখ এমন সময়।

হায়রে কঠিন আল্লা ফালাইলা ফেরে ॥
এমুন সুন্দর কুমার এমুন নবীন বয়সে।
কিসের লাইগা ফকির হয়্যা ফিরে দেশে দেশে ॥
এই কথা না ভাইব্যা কইন্যা নিকটে আসিয়া।
জিজ্ঞাসা করিল ফকিরের সামনে খাড়া হইয়া ॥

"সেলাম জানাইয়া ফকির, তোমার চরণে।
মনের কথা জিজ্ঞাস করি আমার যা লয় মনে ॥
কইবা[৫] তোমার পরিচয় মোরে কিরূপা ত করিয়া।
কোন খেজালতে পইড়া তুমি ফকির হইয়া।
দেশে দেশে ঘুইরা ফির কিসের লাগিয়া ॥+
মাও কি তোমার নাই ঘরে বাপ কি তোমার নাই।+
ঘরে কি নাই ছোটো ভইন[৬] গর্ভসোদর[৭] ভাই ॥+
এমুন চেংড়া বয়সে কও কেবা ফকিরী লয়।
তোমারে দেখিলে আমার দিলে দরদ[৮] হয় ॥
কোন পরাণে ছাইড়্যা দিছে তোমার বাপ মাও।
না আইল পাছে পাছে কেনে হইয়া উধাও ॥
কিসের লাইগা আইলা তুমি আন্দর ভিতরে।
সগল কথা খুইলা মোরে কইবা সুবিস্তরে ॥
দাওয়াই তাবিজ না জান তুমি না জান উতার।+
আমার চৌক্ষে ধুলা দিবা ক্ষেমতা নাই তোমার ॥"+
এই কথা না শুইনা ফিরোজ মনে খুশী হইল।+
কইন্যার সামনে বড়ো সরমে পড়িল ॥+

৫। কইবা=কহিবে। ৬। ভইন=বহিন। ৭। গর্ভসোদর=সহোদর। ৮। দিলে দরদ=অন্তরে ব্যথা।

ভাইবা চিন্ত্যা কয় ফিরোজ কইন্যার গোচরে ।*
"তোমার বাপজান পইড়্যাছে কঠিন বেমারে ॥
জানি বা না জানি দাওয়াই, সেই সে কারণে ।**
তোমার বাপ ডাইক্যা আইনাছে তাহার সদনে ॥
নসিবের লেখা কেউ করে বাদশাগিরি ।
আল্লায় বানাইছে ফকির দেশে দেশে ফিরি ॥"

এই কথা বলিয়া ফিরোজ কোন কাম করিল ।+
দশা পাঞ্জা হাতে লয়্যা বাগিচার বাইর হইল ॥+
আর না রইল ফকির কেল্লা তাজপুর সরে ।+
একেবারে চইলা গেল শিগারের বহরে[৯] ॥+
দুই পাঁচ রোজ[১০] জঙ্গলায় শিগার করিয়া ।+
লোক লস্কর লয়্যা ফিরোজ আইল বাড়ীতে ফিরিয়া

(৬)

বাড়ীতে ফিরিয়া মিয়া বসিয়া নিরালা ।
সখিনা সুন্দরীর কথা ভাবয়ে একেলা ॥
দরবারে দেওয়ান-গিরিতে নাহি দেয় মন ।
সখিনা বিবির লাইগা মন উচাটন ॥
বিরামখানা ঘরে বইসা কোন কাম করে ।
ডাইক্যা আনিল তথায় দরিয়া বান্দীরে ॥

৯। বহরে = ছাউনিতে। ১০। রোজ = দিন।

পাঠান্তর :—* এত শুনি ফিরোজ কয় কন্যার গোচরে।
** আমারে ডাকিল দেওয়ান সেই সে কারণে।

আইল দরিয়া বান্দী হাসিখুশী মন।
নবীন বয়েস তার নবীন যইবন ॥
পায়ে দিছে বেঁকখাড়ু গলায় হাসুলি।
চইলতে মাজা ভাইঙ্গ্যা পড়ে হাসে খলখলি ॥
কিবা বিমার হইল বান্দী জিগায় দেওয়ানে।
"এমুন কাঞ্চ্যা বাঁশে হায়রে, কেমনে ধরল ঘুণে ॥
মনের মতন দুলাইন[১১] সাহেব সাদী কর তুমি।*
সংসার খুইজা ভালা দুলাইন্ আইনা দিবাম্ আমি ॥
ভমরা হইলা তুমি ভালা ফুল চাও।**
যইবন জোয়ারে পইড়্যা*** কেনে মনেরে ভাড়াও[১২] ॥"

মনের মতন কথা বান্দী যখনে কইল।
তবেত ফিরোজ দেওয়ান কইতে লাগিল ॥
"শুন শুন দরিয়া ববি, আরে কই যে তোমারে।
তোমার মতন দরদী আমার নাই এ সংসারে ॥
ছোটোবেলা হইতে তরে[১৩] বাসি বড়ো ভালা।
এখন সাদীর কথা ভাইব্যা আমার যইবন হইছে কালা ॥
গোপন কথা কইবাম্ আইজ
দরিয়া, তর কাছে।
কাম হাসিল হইলে দরিয়া,
বকসিস্ দিবাম্ পাছে ॥

১১। দুলাইন = বিবাহের পাত্রী। ১২। ভাড়াও = ফাঁকি দেও।
১৩। তরে = তোরে, তোমাকে।

পাঠান্তর :—* মনের মতন জনে সাদী কর তুমি।
** ভ্রমরা হইয়া তুমি ফুলের মধু খাও।
*** যৈবনে পড়িয়া কেনে—' ॥

ভালা খসম[১৪] দেইখ্যা তরে
দিয়াদিবাম্ সাদী।
ধন দৌলত সঙ্গে দিবাম.
আর দিবাম. পাঁচ বাঁদী* ॥
তোমারে কইবাম. আইজ
যেইনা গোপন কথা।+
কাজ হাসিল না কইরা তাহা
না জানাইবা যথাতথা ॥+
কেল্লা তাজপুরে বসত করে
উমর খাঁ দেওয়ান।+
তানার কইন্যা সখিনারে দেইখ্যা
আমি দেওয়ানা হইলাম ॥+
সেহি কইন্যা আইনা যদি
দেও ভালা মতে।
সাদী ত করবাম রে আমি
তারে সরা মতে[১৫] ॥+
সেহি কইন্যা ছাইড়া আমার
আর ছুলাইন নাই।+
কেম্‌নে আমি পাইবাম্ তারে
কইবা তুমি তাই ॥''+

"শুন শুন পাগেলা সাহেব
আমি কই যে তোমারে।+

১৪। খসম = স্বামী। ১৫। সরা মতে = শাস্ত্রবিধান মতে।

* সঙ্গে কইরা দিবাম্ তোমার আর পাঁচ বান্দী ॥

তোমার বাপের দুশ্‌মন দেওয়ান
কেল্লা তাজপুর সরে ॥+
দুশ্‌মনের কইন্যার লাইগ্যা
কেমনে কথা কই।+
কোন বা উছিলা[১৬] ধইরা আমি
কেল্লা তাজপুর যাই ॥”+

“শুন শুন দরিয়া বিবি,
আমি কই যে তোমারে।+
তোমার মতন চালাক মাইয়া
না দেখি সংসারে ॥+
ফিরিওয়ালীর* বেশে তুমি
মেলা[১৭] তসবির লইয়া।
কেল্লা তাজপুর সওর মধ্যে
দাখিল হইবা গিয়া ॥
কোন কাম করিবা তথায়
কই তোমার কাছে।
তসবির লয়্যা যাইবা তুমি
সখিনা বিবির কাছে ॥**
উমর খাঁ দেওয়ানের কইন্যা সখিনা সুন্দরী।
তাহারে দেখাইবা তসবির অতি যতন করি ॥

১৬। উছিলা = হেতু, উপলক্ষ্য। ১৭। মেলা = বহু।

পাঠান্তর :—* ফিরুলীর—'।
** সখিনা নামেতে কন্যা সেই সরে আছে

পরথমে দেখাইবা তসবির আর যত আছে।+
আমারে দেখাইবা তুমি সগ্‌গলের পাছে॥"+

এতবলি বহুত তসবির সাহেব বাহির করিল।+
বাইছা গুইছা নবাব বাদশার তসবির তারে দিল॥+
শেষকাড়ালে[১৮] দুই তসবির হাতেতে লইয়া।+
বান্দীরে কইল ফিরোজ মিন্নতি করিয়া॥+
'উমর খাঁ দেওয়ানের বাড়ী কেল্লা তাজপুর সরে।
তসবির লইয়া তুমি যাইবা আন্দরে॥
সব তসবির দেখাইয়া এই দুই তসবির দেখাও।*
ফকিরের তসবির দেখায়্যা সেলাম জানাও[১৯]॥
লখিয়া[২০] দেখিবা কইন্যা করে কিবা কাম।+
জিগাইলে কইবা তুমি ফকিরের নাম॥"+

এত বলি ফিরোজ তসবির দিল বান্দীর হাতে।**
ভালা এক পেটেরা দিল তসবির রাখিতে॥+
তার মধ্যে যতন কইরা তসবির রাখিল।
সাইজা গুইজা বেতের পেটরা বান্দী কাঁখেতে লইল॥
বিদায় হইতে দরিয়া সেলাম জানায়।
হেনকালে দেওয়ান আবার কয় দরিয়ায়॥

১৮। শেষকাড়ালে=অবশেষে। ১৯। সেলাম জানাও—অর্থাৎ বিদায় হইতে চাহিবে। ২০। লখিয়া—লক্ষ্য করিয়া।

পাঠান্তর :—* এক দুই করি যত তসবীর দেখাও।
** এত বলি ফিরোজ খাঁ যে করিলা হাজির।

'এক কথা বারে বারে কইয়া দেই তরে।
ফিরিওয়ালী হইয়া যখন যাইবা অন্দরে ॥
যখন থাকিব সেই কইন্যা একেশ্বরী[২১]।
পালঙ্কে বসিয়া থাক্‌ব সখিনা সুন্দরী ॥
সেইকালে তুমি আমার দুই তসবির দেখাইও।*
পরিচয় কথা সব বুঝিয়া কহিও ॥
দরবেশ ফকিরের তসবির ধইরা দিও কাছে।
এই তসবির দেখায়্যা কইন্যার মন দেখিও পাছে ॥
এই তসবির দেইখ্যা কইন্যা যদি কিছু কয়।
তবে ত তাহারে তুমি কইবা পরিচয় ॥''

(৭)

তসবিরওয়ালী সাজিল দরিয়া ফিরোজের লাগিয়া**।
কেল্লা তাজপুর সওরে যায় তসবির লইয়া ॥
কেল্লা তাজপুর সওর দেখে তিন দিনের পথে।
একেলা চইল্যাছে দরিয়া কেউ নাই সাথে ॥***
পন্থে যাইতে বান্দীর দুই আখি ঝরে।+
কেউ না জানিল তার কি আছে অন্তরে ॥+
মন পরাণে করে দরিয়া ফিরোজের কাম।+
কিবান্ ছিল অন্তরে বান্দীর কে কইরব সন্ধান ॥+

২১। একেশ্বরী=একাকিনী।

পাঠান্তর :—* সেইকালে থুইলা তুমি তসবির দেখাইও।
** ফিরুনী সাজিল দরিয়া এতেক শুনিয়া।
*** একলা চলিল দরিয়া চিনিয়া যে পথ।

তিন দিনে গেল দরিয়া কেল্লা তাজপুর।
সবুর্জ গুম্বজ বড়ো দেখিতে মনোহর॥
সোনা দিয়া বাইন্ধ্যাছে গুম্বজ আর বাড়ীর চুড়া।
বড়ো বড়ো বাড়ী ঘর পাচিল দিয়া ঘেরা॥
দেড়পুড়া জমিন লয়্যা দেওয়ান বাড়ীর পত্তন[১] ।*
এমুন সুন্দর সওর না দেখি কখন॥
হাতি ঘোড়া চলে কত মাহুতে চালায়।
এই সগল দেইখ্যা দরিয়া পন্থে চইলা যায়॥

সওরে উঠিয়া দরিয়া দেওয়ানের আন্দরে সামাইল[২]।
একেবারে সখিনা কইন্যার ঘরে দাখিল হইল॥
বইসা আছিল কইন্যা পালঙ্কের উপর।
চান্দেরে জিনিয়া রূপ দেখিতে সুন্দর॥
মেঘ ভাঙ্গা চুল কইন্যার পালঙ্কে লুটায়।
সেই রূপ দেইখ্যা দরিয়া করে হায় হায়॥
পুরুষ হইয়া দেওয়ান রূপেতে মজিল।
নারী হয়্যা দেইখ্যা মন পাগেলা হইল॥
এমুন সুন্দর রূপ না দেখি কখন।
চান্দেরে জিনিয়া কইন্যার চান্দ বয়ান॥
হুরীর মুল্লুকে শুনি আছে কত পরী।
তা হইতে সখিনা বিবি বহুত সুন্দরী॥
মেন্দী দিয়াছে কইন্যা বাঁটিয়া চরণে।
সুর্মা দিয়া আঁকিয়াছে দুইটি নয়ানে॥

১। পত্তন=প্রস্তুতের সীমানা। ২। সামাইল=প্রবেশ করিল।

* দেড় পুড়া জমীন লইয়া সহর পত্তন।

সেই ত নয়ানে কইন্যা যার পানে চায়।
আদম[৩] পুরুষ নারী পাগল হয়্যা যায় ॥

সেলাম জানাইল দরিয়া সখিনার কাছে।
তসবির খুলিয়া তবে দেখাইল পাছে ॥
আগে ত দেখাইল দরিয়া যতেক তসবির।
দেওয়ান নবাব বাদশা মাল[৪] মস্ত বীর ॥
তবে ত দেখায় দরিয়া নবাব-বেগমে।
সগল দেখাইল দরিয়া বইসা সেইখানে ॥
ফিরোজের তসবির দরিয়া ঝাড়িয়া পুছিয়া।
পালঙ্কের উপরে রাইখল যতন করিয়া ॥
মেন্দিতে রাঙ্গিয়া কইন্যা রাইখ্যাছে চরণ।
তার কাছে রাখে তসবির করিয়া যতন ॥
তারপর লইল হাতে ফকিরের তসবির।
দেইখ্যাত সুন্দর কইন্যা হইয়া গেল থির ॥
স্বপনে সোনার ধুন্দুল[৫] পাইল রে হাতে।
আৎকা[৬] দরদী দোস্ত দেখা পাইল পথে ॥
সেইমত সখিনা বিবি চমকি উঠিল।
ফিরিওয়ালীর কাছে কইন্যা কইতে লাগিল ॥

"শুন শুন তস্‌বিরওয়ালী, জিগাই তোমার স্থানে।
এই দুই তসবির তুমি পাইলা কোনখানে ॥

৩। আদম = মুসলমানী শাস্ত্র মতে মানুষের আদি পুরুষের নাম—'আদম', এখানে অর্থ হইবে—আদমের বংশধর। ৪। মাল = মল্লযোদ্ধা। ৫। সোনার ধুন্দুল = ধুন্দুল—তরকারি বিশেষ। পূর্ববঙ্গে পল্লী অধিবাসীদের মধ্যে প্রচলিত আছে স্বপ্নে সোনার ধুঁধুল দেখিলে রাজা হয়। ৬। আৎকা = অপ্রত্যাসিত ভাবে।

দেশে বিদেশে তুমি ঘুইরা বেড়াও।
এই দুই তসবির তুমি কোন দেশেতে পাও ॥"

"শুন শুন সুন্দর কইন্যা কই তোমার ঠাঁই।+
দেশে বিদেশে আমি ঘুইরা বেড়াই ॥+
আগ্রা দিল্লীর পথে করি আনাগনা।
কত দেশে যাই আমি তার নাই জানা ॥
হাটে বাজারে ঘুরি আমি সওরে সওরে। +
ভাল তসবির পাইলে কিনি বেচিবার তরে ॥ +
ঘুরিতে ফিরিতে আইলাম জঙ্গল বাড়ী সরে।
এই তসবির বেইচাছে মোরে এক সদাগরে ॥
একই জনার দুই তসবির বির্তান্ত[৭] শুনিয়া। +
কিনিলাম এই তসবির আমি উৎযোগী হইয়া ॥"

"শুন শুন ফিরি-আউলী কই যে তোমারে। +
বির্তান্ত যা শুইনাছ সগলে কইবা আমারে ॥ +
কোনজনা আঁইকাছে তসবির কাহারে দেখিয়া।
আমারে দেখাইতে কেনে আইনাছ কিনিয়া ॥ *
সাচ্চা কথা ফির-আউলী কইবাত আমারে।
আগে যেন দেইখ্যাছি আমি এইত ফকিরে ॥"

শুনিয়া ফিরিওয়ালী তবে সাত সেলাম জানাইল
সখিনার কাছে কথা কইতে লাগিল ॥

৭। বির্তান্ত = বৃত্তান্ত, ঘটনা।

পাঠান্তর :—* কোন দেশে পাইয়া তসবীর আনিলে কিনিয়া।

"শুন শুন সুন্দর কইন্যা শুন দিয়া মন।
আসল তসবির এই শুন বিবরণ ॥
জঙ্গলবাড়ী সওরে আছে ফিরোজ খাঁ দেওয়ান।
তাহার তসবির এই শুন বিবিজান ॥
তসবিরওয়ালী আইসা একনা তসবির দেখাইল। +
সেইনা তসবির দেইখ্যা ফিরোজ পাগল হইল ॥ +
না কইরাছে সাদী দেওয়ান না করিল ঘর[৮] ।+
ফকির হইয়া ঘুরে দেশ দেশান্তর ॥" +

এই কথা শুনিয়া কইন্যা চমকি উঠিল। +
'সেই কইন্যার কিবা নাম'-দরিয়ারে জিগাইল ॥ +
"কোথায় জনম কোথায় বাড়ী কেবা বাপ মাও।
সাচ্চা কইবা তুমি আমারে না ভাড়াও ॥
তোমার কথা শুইনা আমার দিলে দরদ লাগে।*
সগল কথা খুইলা কইবা আইজ আমার আগে ॥
শুন শুন ফিরিওয়ালী কই যে তোমারে।
কোথাও নি দেইখ্যাছ তুমি এইত ফকিরে ॥
কিসের লাইগা ফকির হইল এই মহাজন[৯] ।
আদিগুড়ি[১০] কথা তুমি কও বিবরণ ॥
গলার হার দিয়া আমি কিনলাম তসবির।
শুনিয়া তোমার কথা আমার মন না হয় থির ॥"

এতেক না শুইনা দরিয়া কয় কইন্যার কাছে।
"বলিব সগল কথা আমার যাহা জানা আছে ॥

৮। ঘর=সংসার। ৯। মহাজন=সম্মানীব্যক্তি। ১০। আদিগুড়ি=আগাগোড়া।

পাঠান্তর :—* ভিনদেশী ফিরুলীর কথায় দিলে দরদ লাগে।

তসবির দেইখ্যা মনে সন্দে[১১] করিয়া।
সদাগরের কাছে বার্তা জানিলাম পুছিয়া ॥
সখিনা নামেতে কইন্যা কোন বা দেশে আছে। *
তার তসবির দেইখ্যা ফিরোজ দেওয়ানা[১২] হইয়াছে ॥ **
দেশে দেশে ফিরে ফিরোজ ফকির হইয়া।
নবীন বয়েসে সোনার দেওয়ানী ছাড়িয়া ॥
সোনার জঙ্গলবাড়ী হইছে ছারখার।
কান্দিয়া সগল লোক হইল জারজার ॥
অরাজক হয়্যাছে দেশ চোর ডাকাইতে ভরা।
মিছিল গুছিল দেশের হইছে নড়্‌বড়া[১৩] ॥ ***
উজীর কান্দে নাজীর কান্দে এই সে কারণে।
বেওয়া-বিধুবা[১৪] কান্দে কান্দে পরজাগণে ॥"
এইনা বইলা দরিয়া বান্দী কন্যারে ভাড়ায়[১৫]। *** *
সাত সেলাম আর একবার তাহারে জানায় ॥

এই কথানা শুইনা তবে সুন্দরী সখিনা।
ফকিরের কথা ভাইব্যা হইল আনমনা ॥*****

১১। সন্দে=সন্দেহ। ১২। দেওয়ান=সংসারে উদাসী। ১৩। নড়্‌বড়া=শিথিল, বিশৃঙ্খলা। ১৪। বেওয়া বিধুবা=অনাথা ও বিধবানারী। ১৫। ভাড়ায়—ফাঁকি দেয়।

* এই দেশে আছে নাকি সখিনা সুন্দরী।
** উমর খাঁর কন্যা সেযে কেল্লাতাজপুর বাড়ী।।
*** মিছিল গুছিল সব হইছে অন্ধকার ॥
**** ফিরোজের কথা বলি কন্যারে ভাড়ায়।
***** ফকিরের লাগি কন্যা হইল দেওয়ানা ॥

আইঞ্চল ধরিয়া কইন্যা মুছে চৌক্ষের পানি।
পীরিতে মইজ্জাছে মন এখন কাতরা পরাণি ॥
হাজার ট্যাকা কিম্মত্[১৬] যে গলার হাঁসুলি।
তাহা দিয়া বিদায় কইন্যা কইর্‌ল তসবিরওয়ালী ॥

তসবির লইয়া কইন্যা ক্ষেণে বইক্ষে ধরে।
ক্ষেণে দেখে তসবির রাইখ্যা কুলের[১৭] উপরে ॥*
গোছল, খানা, পইরন[১৮] হাসি, সগল ছাড়িল।
পুন্ন্‌মাসীর রাইত যেমুন আন্ধাইরে ঘিরিল ॥**
হাসে না সখিনা আর নাই সে গায় গান।
সোনার পালঙ্কে নাই রে সেই ফুলের বিছান ॥
তাঁবেদার বান্দী যত ভয় পাইল মনে।
কিসের লাইগ্যা সুন্দর কইন্যা হইল এমনে ॥

(৮)

তারপরে কি হইল কথা শুন সভাজন।+
দোঁহে দোঁহার পীরিতে মইজ্জা ভাবেতে মগন ॥+
দেওয়ানা[১] ভাব দেইখ্যা পুত্রের ফিরোজা সুন্দরী।
ভাইবা চিন্ত্যা পুত্ররে ডাইকা কয় মিন্নতি করি ॥***

১৬। কিম্মত=মূল্য। ১৭। কুলের=কোলের। ১৮। পইরণ=পরিধান, বেশভূষা। ১। দেওয়ান=উদাসী।

পাঠান্তর :—* পন্থের ফকীর কন্যা মনেতে ধরিল।
** আন্ধাইর হইল যেমন আন্দর মহল।
*** ফিরোজে ডাকিয়া কাছে আনে তড়িঘড়ি ॥

"শুন শুন পুত্র, আরে কই যে তোমার।
সাদী করাইতাম তোমারে মনে ত আমার॥
সাদী না করিলে দেখ বংশ না থাকিব।
তোমার যে পরে ভিটায় বাতি না জ্বলিব॥
এমুন সোনার দেওয়ানী যাইব ছারে খারে।
না ডুবাইবা সোনার সংসার অকূল সায়রে॥
যেমুন খুশি তোমার দিলে তেমুন কর সাদী।
তোমার ইচ্ছায় কেহ না হইব বাদী॥
শুন শুন পুত্র মোর রাখো মায়ের কথা।
বুড়া মায়ের পরাণে আর না দিও রে ব্যথা॥"
সাদীর কথায় ফিরোজ আইজ কথা না কইল।
মনোযোগ দিয়া মায়ের কথা ত শুনিল॥
মায়ের কথা শুইনা সায়েব দিলে খুশী হইয়া।
বিরামখানা[২] ঘরে গেল উজিররে লইয়া॥
উজিররে ডাকিয়া কয়, 'শুন উজির ভাই।
আমার যে মনের কথা আইজ তোমারে কই॥
অনুরাগী[৩] হইলাইন্[৪] মাও আমার সাদীর কারণে।
তানারে জানাও আমার এহি নিবেদনে॥
সাদী না করবাম্ আমি এহি ছিল মন।
পরতিজ্ঞা[৫] ভাঙ্গিলাম আইজ মায়ের কারণ॥
কইও তুমি এই কথা আমার মায়ের গোচরে।
উমর খাঁ দেওয়ান হইল কেল্লা তাজপুর সরে॥

২। বিরামখানা = বিশ্রামের জন্য নির্জন। ৩। অনুরাগী = আগ্রহী।
৪। হইলাইন = হইলেন। ৫। পরতিজ্ঞা = প্রতিজ্ঞা।

তানায়[৬] আছে যে কইন্যা নাম সখিনা সুন্দরী।
সেই কইন্যা আইনা দিলে আমি সাদী করি ॥
আনইলে[৭] আল্লাজী সাদী না লেখ্‌ছুইন্[৮] কপালে।
দিলের কথা আমার* থাইকা যাইব দিলে ॥"

এইনা কথা শুইনা উজির চলিল আন্দরে।
কইতে সগল কথা দেওয়ানের মায়ের গোচরে ॥
আন্দরের ভিতরে বিবি উজিররে দেখিয়া।
জিগায় উজিররে আইলা কিসের লাগিয়া ॥
সেলাম জানায়্যা উজির কয় বিবির কাছে।
"শুন্‌খাইন্[৯] সাহেবানী, শুন্‌খাইন্ দিয়া মন।
দেওয়ান কইছে কিবান্ তানার সাদীর কারণ ॥
উমর খাঁ দেওয়ান আছে কেল্লাতাজপুর সরে।
সখিনা সুন্দরী কইন্যা রইছে তানার ঘরে ॥
সেই কইন্যা আইনা দিলে সাদী সে করিব।
আনইলে হায়াত্[১০]** থাইক্‌তে সাদী নাইত হইব ॥"

এইনা কথা শুইনা বিবি উজিররে কইল।
'শুনরে উজির, মোরে আল্লা ফেরে[১১] ফালাইল ॥***
তাজপুরের দেওয়ান যত জঙ্গলবাড়ীর বৈরী।
তাহার কন্যার সাদীর কথা কেম্‌নে আলাপ করি ॥

৬। তানার=তাঁহার। ৭। আনইলে=তাহা না হইলে।
৮। লেখ ছুইন=লিখিয়াছেন। ৯। শুনখাইন=শ্রবণ করুন। ১০। হায়াত
=পরমায়ু। ১১। ফেরে=গোলমেলে বিপদে।

পাঠান্তর :—* দিলের যে দুঃখ কথা—' ॥
** '—আয়াৎ—'।
*** শুনরে উজির আমি পড়িলাম ফেরে ॥

পাঠান উমর দেওয়ান কন্যা না দিব আমার ঘরে।
ছোটো জাতি বইলা তারা মোরে হেনস্তা[১২] করে॥
পুত্রে সাদী কেমনে করাই দুশ্‌মন কইন্যায়।
এইনা কথা বইলা তুমি ফিরোজরে বুঝাও॥
সখিনা কইন্যার থাক্যা[১৩] সুন্দর কইন্যা খুজিয়া।
সেই কইন্যা আইনা আমি পুত্ররে দিবাম বিয়া॥
এই বিয়া করাইতে মোর নাইত লয় দিলে।
জঙ্গ[১৪] সে বাইজা[১৫] যাইব এই পরস্তাব করিলে॥+
আখেরে[১৬] না হইব ভালা মনে আমার কয়।*
এহি কইন্যার লাইগ্যা হইব খেজালত নির্চয়॥+
দারুণ পাঠান জাতি গুমর তাগোর[১৭] ভারি।+
ভিন্ ঘরে কইন্যার সাদী না ইব স্বীকুরি[১৮]॥+
লোক পাঠাইলে তারা বেইজ্জত্ করিব।+
অপমানী হইলে জঙ্গ বাজিয়া যাইব॥+
বাদশার পেয়ারের বান্দা[১৯] উমর খাঁ দেওয়ান।
জঙ্গ বাধিলে দিল্লীর ফৌজ হইব আগুয়ান॥
কেল্লা তাজপুর জঙ্গলবাড়ী হইব ছারখার।
কইন্যারে ধইরা লয়্যা যাইব বাদশার আন্দর॥
এহি কাম করিতে তুমি ফিরোজরে কর মানা।+
এহি কইন্যার লাইগা পুত্র না হয় দেওয়ানা॥+

১২। হেনস্তা = তুচ্ছ তাচ্ছিল্য, ঘৃণা। ১৩। থাক্যা = হইতে, অপেক্ষা। ১৪। জঙ্গ = যুদ্ধ। ১৫। বাইজা = বাধিয়া। ১৬; আখেরে = পরিণামে। ১৭। তাগোর গুমর = তাহাদের মনে গর্ব। ১৮। স্বীকুরি = স্বীকৃত। ১৯। পেয়ারের বান্দা = প্রীতির ক্রীতদাস।

পাঠান্তর :—* খয়ের না হইব জান্ত এই বিয়া করাইলে॥—(সেন মহাশয় 'খয়ের' শব্দের অর্থ করিয়াছেন—'মঙ্গল'।)

জঙ্গল বাড়ীর অপমান আমি হইতে নাই সে দিব ।+
এই বিয়া করাইতে গেলে লড়াই বাজিব ॥+
সিতাবি[২০] যাওরে উজির জিগাও কুমারে ।
এই কইন্যার আশা ছাইড়া সে নি অন্য বিয়া করে ॥"

তারপর চলিল উজির কুমার যথায় আছে ।
কুমাররে দেখিয়া পরে কয় তার কাছে ॥
মায়ের সগল কথা পুত্ররে জানায় ।
এই সাদী নি ছাইড়া মিয়া অন্য সাদী চায় ॥
এই ত দুশ্‌মনের কইন্যা পরস্তাব[২১] করিলে । } *
জঙ্গলবাড়ীর মান ইজ্জত যাইব রসাতলে ॥

এতেক শুনিয়া ফিরোজ উজিররে কহিল ।
'তবে নাই সে করবাম্ বিয়া মায়েরে বলিও ॥
এই সাদী ছাইড়্যা আমার মনে নাই ত লাগে ।
তসবিরে দেইখ্যাছি কইন্যা সদাই মনে জাগে ॥**
দরিয়ারে পাঠায়্যা আমি লয়্যাছি খবর ।+
কইন্যার যে মন আছে আমার উপর ॥+
দরিয়ার কাছে মাও সগল শুনিয়া ।+
এহি কইন্যার সঙ্গে মাও দিউন আমার বিয়া ॥+

২০। সিতাবি=জরুরী মনে করিয়া অতি শীঘ্র।
২১। পরস্তাব=প্রস্তাব।

পাঠান্তর :—* { তাজপুরের দেওয়ান যত আমার যে বৈরী ।
তাহার কন্যায় সাদীর কেম্‌নে আলাপ করি ॥ }
** সখিনার চান্দ মুখ সদাই মনে জাগে ।

১২

আ-নইলে আমি ফিরোজ ছাড়বাম্ দেওয়ানগিরি ।*
তারে ছাইড়্যা অন্য কইন্যা কেম্‌নে সাদী করি ।।
সেই কইন্যা হইছে আমার নয়ানের মণি ।
সেই কইন্যা হইল আমার পিয়াসের[২২] পানি ।।
সেই কইন্যা হইছে আমার গলার মণি মালা ।
তারে সাদী কইরলে হইব আন্ধাইর মন উজলা ।।
জঙ্গ যদি বাজে বাজুক্ তাইতে না করি ভয় ।+
আমি ত না ডরাইবাম্ দিল্লীর বাদশায় ।।+
কইবা উজির সগল কথা মায়ের গোচর ।
এই সাদী না হইলে আমি ছাড়্‌বাম্ বাড়ী ঘর ।।"

এইনা কথা শুইনা উজির মায়ের কাছে গিয়া ।
ফিরোজের সগল কথা আইল বলিয়া ।।
দরিয়ারে ডাইকা বিবি কথা জিগাইল ।+
সগল কথা বইলা দরিয়া গলার হাসুলি দেখাইল ।।+
পুত্রের দিলের দুখুঃ বুঝিয়া জননী ।
পুত্রের লাগিয়া মাও হইল উদাসিনী ।।
'ফিরোজ যে পুত্র মোর নয়ানের তারা ।
এক লহমা[২৩] না বাঁচিবাম্ হইলে তারে হারা ।।
এমুন পুত্রের দিলের খুশীর কারণ ।+
ছাড়িবারে পারি আমি এ ছার জীবন ।।+
পুত্র যদি খুশী হয় করাইলে এই সাদী ।+
আমি নাই সে হইবাম্ আর এই না বিয়ার বাদী ।।+

২২। পিয়াসের=পিপাসার। ২৩। এক লহমা—এক দণ্ড। (লহমা—ক্ষণ)।

পাঠান্তর :—* তাহার লাগিয়া আমি ছাড়লাম দেওয়ানগিরি ।।

যা থাকে নসিবে হইব আল্লা সগল জানে ।+
লোক পাঠাইবাম আমি উমর খাঁর থানে[২৪] ॥"+

এই কথা চিন্তিয়া বিবি উজিররে ডাকিয়া ।
বুঝাইয়া শুনাইয়া তারে দিল পাঠাইয়া ॥
পাঠাইয়া দিল তারে কেল্লা তাজপুর সরে ।
সাদীর কারণে উমর খাঁয়ের গোচরে ॥

(৯)

তিন দিন পরে উজির কেল্লা তাজপুর সরে ।
দাখিল হইল গিয়া উমর খাঁর গোচরে ॥
জিগাইল উমর খাঁ দেওয়ান উজিরের কাছে ।
"কোন দেশেরতন আইলা মিয়া, কিবা কাম আছে ॥"

সেলাম জানায়্যা উজির কয় দেওয়ানের ঠাঁই ।
'জঙ্গলবাড়ীর উজির আমি সাহেবরে জানাই ॥
শুন্‌খাইন[১] দেওয়ান সাহেব শুন্‌খাইন্ দিয়া মন ।
পাঠাইল ফিরোজা বেগম যেই না কারণ ॥
এক কইন্যা সাদীর যুগ্যি আছে আপনার ঘরে ।*
সুন্দরী সখিনার কথা জানা ঘরে ঘরে ॥
ফিরোজা বেগমের পুত্র ফিরোজ কুমার ।
রূপে গুণে পরধান[২] হইল দুনিয়া মাঝার ॥

২৪ । থানে—সমীপে, গৃহে ।
১ । শুন্‌খাইন্—শুনুন । ২ । পরধান—প্রধান, শ্রেষ্ঠ ।

পাঠান্তর :—* পয়দা যে হইছে কন্যা আপনার ঘরে ।

ফিরোজের সঙ্গে সখিনার সাদীর কারণে।
পাঠাইল বেগম সাহেবা আপনার সদনে॥"
এই না কথা শুইনা মিয়ার গুস্‌সা[৩] হইল মনে।
কইতে লাগিল কথা সভার বিদ্যমানে॥
"শুন শুন সভাজন আমি কইবাম ইতিকথা[৪]।+
জঙ্গলবাড়ীর দেওয়ান গুষ্টির সগল বারতা[৫]॥+
কালীয়া গজদানী আছিল কাফেরের পরধান্।+
সুন্দরী আওরতের[৬] লোভে হইল মুছলমান॥+
তার পুত্র ইশা খাঁ বেইমানী করিয়া।+
দোস্তের ভইনরে[৭] আইন্‌ল ডাকাতি করিয়া॥+
শাহান্ শা বাদশার দুশ্‌মন্ ইশা খাঁ আছিল।+
লড়াই কইরা দেশটারে পয়মাল[৮] কইরা দিল॥+
সেইনা বংশে পয়দা হইছে ফিরোজ খাঁ দেওয়ান।+
তার মাও চাইছে আইজ আমার কইন্যা দান॥+
গোস্তাকি[৯] দেখিয়া আমি লাজে মইরা যাই।+
মনে হয় মাটি ফুঁইড়া[১০] পাতালে সামাই[১১]॥+
শাহান্ শায়ের[১২] দোস্ত আমি জাতিতে পাঠান।+
কাফেরের গুষ্টি হয় জঙ্গলবাড়ীর দেওয়ান॥
বেইজ্জত করিল মোরে সেই ত কাফেরে।
উচিত কি শাস্তি দিবাম্ ভাইব্যা দেখো তারে॥

৩। গুস্‌সা = অভিমানযুক্ত ক্রোধ। ৪। ইতিকথা—ইতিহাস। ৫। বারতা—বৃত্তান্ত। ৬। আওরতের—নারীর। ৭। ভইনরে—ভগ্নীকে। ৮। পয়মাল—সর্বনাশ। ৯। গোস্তাকি—স্পর্ধা। ১০। ফুইড়া—ভেদ করিয়া। ১১। সামাই = প্রবেশ করি। ১২। শাহান্‌শয়ের—সম্রাটের।

রোজা নামাজ ছাইড়া যেই না মুছলমান কব্‌লায়[১৩] ।*
সরিয়ত্‌ মতে[১৪] কও তারে কিবা শাস্তি দিতে হয় ॥+
না-মুছলমান[১৫] আইল আইজ সাদীর কারণে।
এই দুঃখু নি শরীলে সয় কও উজির গণে ॥"

গর্জিয়া ডাকিল মিয়া জল্লাদ নফরে।
জল্লাদ নফর আইলে হুকুম করিল যে তারে ॥
"এহি না বেয়াদপের তোমরা গর্দানায়[১৬] ধরিয়া।
সিতাবি খেদাড়িয়া[১৭] দেও সওরের বাইর করিয়া ॥"

এহি হুকুম পায়্যা জল্লাদ কি কাম করিল।
গর্দানায় ধরিয়া উজিররে খেদাড়িয়া দিল ॥
এই না কথা শুনিল সখিনা আন্দরে থাকিয়া।+
কান্দিতে লাগিল কন্যা ভূমিতে গড়ি[১৮] দিয়া ॥+
"হায়রে দারুণ আল্লা কি কাম করিলা।+
সোনার স্বপন আশা সগলি ভাঙ্গিলা ॥+
এমুন খিদার ভাতে ঢাইলা দিলা ছালি।[১৯]+
কিবা গুণা কইরাছি আমি কেবা দিল গালি ॥+
আশা কইরা আছিলাম রে আমি
সোনার ফকির আইব।+
সোনার ফকিররে আমি বইক্ষে তুইল্যা লইব ॥+

১৩। কব্‌লায়—মুখে বলিয়া বেড়ায়। ১৪। সরিয়ত্‌ মতে=শাস্ত্র বিধান মতে। ১৫। না-মুছলমান=মুসলমান বলিয়া পরিচিত কিন্তু প্রকৃত মুসলমান নহে এমন ব্যক্তি। ১৬। গর্দানায়=ঘাড়ে। ১৭। খেদাড়িয়া=খেদাইয়া। ১৮। গড়ি=গড়াগড়ি। ১৯। ছালি=ছাই।

পাঠান্তর :—* রোজা নমাজ ছাড়া যেই না মুছুলমান।

সগল আশায় আমার পইড়া গেল ছাই।+
কি করিব কি হইব আরত আশা নাই॥+
তুমিত পীরিতের ফকির পীরিত কেমুন জান।+
আর একবার আইবা নি ফকির, দিবা দরশন॥+
অপমান কইরাছে তোমারে আইস বীর বেশে।+
জঙ্গে জিনে[২০] আমারে লও আশা অবশেষে॥"+

(১০)

অপমাইন্যা[১] হইয়া উজির দেশে ত ফিরিল।+
ফিরোজা বিবিরে উজির সগলি কইল॥+
আগুন জ্বলিল যেমুন সুমুদ্দুর ভিতরে।
ডাকিয়া আনিল বিবি দেওয়ান ফিরোজেরে॥*
হাজির হইলে ফিরোজ বিবি কইল তারে।+
'উমর খাঁর গর্দান চাই হপ্তাহ ভিতরে॥+
তার কইন্যা সখিনারে ধরিয়া আনিয়া।+
দশ দিনের মধ্যে তুমি করবা তারে বিয়া॥+
তবে ত বুঝবাম্ পুত্র, দেওয়ান ইশা খাঁর ধারা[২]।+
জঙ্গলবাড়ীর দেওয়ানীতে হয় নাই আইজও হারা॥"+

মায়ের হুকুম পায়্যা ফিরোজ গইর্জ্যা উঠিল।+
সদরে যাইয়া দেওয়ান ডঙ্কায় বাড়ি দিল॥+

২০। জঙ্গে জিনে—যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া।

১। অপমাইন্যা—অপমানিত ব্যক্তি। ২। ধারা—বংশের ঐতিহ্য।

পাঠান্তর :—* এই কথা শুনিয়া মিয়া গোসা হইল ভারি।

সওরে বাজারে ডঙ্কা মারে তড়াতড়ি।
গেরামে গেরামে নকিব[৩] কইরল হুকুম জারি॥
ডঙ্কা মারিল দেওযান ফৌজের কারণ।
কালুকা[৪] যাইতে হইব করিবারে রণ॥
ফৌজদারগণ যত এই কথা শুনিয়া।
পলকে[৫] আইল যত ফৌজ সাজাইয়া॥
সাজাইয়া রণের ঘোড়া ফিরোজ হইল সওয়ার।
পন্থে মেলা দিল[৬] সবে কইরা মার মার[৭]॥
পরের দিনেতে ফিরোজ ফৌজ যে লইয়া।
কেল্লা তাজপুর সওরে সবে দাখিল হইল গিয়া॥

কেল্লা তাজপুরের ফৌজ রণেত হারিয়া।+
পলাইয়া গেল সবে রণথলা[৮] ছাড়িয়া॥+
দেওয়ানের বাড়ী ফিরোজ ঘিরিয়া লইল।
ঘেটিতে[৯] ধরিয়া মিয়া দেওয়ানরে খেদাড়িল॥
খেদাড়িল উজির নাজির যত লোকজন।
তারপরে আন্দর বাড়ী করিল গমন॥

সখিনা সুন্দরী ছিল পালঙ্কে শুইয়া।
পালঙ্ক হইতে তারে আনিল ধরিয়া॥
কয়েদ করিয়া আইনা জঙ্গলবাড়ী সরে।
দিলখুশী হইয়া মিয়া তারে সাদী করে॥

৩। নকিব=আদেশ জারি কারক। ৪। কালুকা=আগামী কাল।
৫। পলকে=নিমেষের মধ্যে, দ্রুত। ৬। মেলা দিল=যাত্রা করিল।
৭। মার মার=সদর্পে। ৮। রণথলা=যুদ্ধক্ষেত্র। ৯। ঘেটিতে=ঘাড়ের পিছন।

সাদী করিয়া দোয়ে খুশী হইল মনে।
এক সাথে থাকে দোয়ে উঠনে বৈসনে[১০] ॥
একজনার দিলের দরদ অন্যে লয় কাড়ি।
পীরিতে মজিয়া মন দিলে খুশ্[১১]* ভারি ॥
সাদীর কথা এইখানে ইতি[১২] সে করিয়া**।
উমর খাঁ দেওয়ানের কথা শুন মন দিয়া ॥

(১১)

বেইজ্জতি হইয়া উমর কোন কাম করিল।
বাদশার দরবারে যাইতে পন্থে মেলা দিল ॥
দরবারে বইসাছে বাদশা উজির নাজির লইয়া।
এমুন সময় উমর মিয়া দাখিল হইল গিয়া ॥
বাদশা জিগায়,—"শুন উমর খাঁ দেওয়ান।
অচম্বিতে আইলা তুমি কিসের কারণ ॥
অঙ্গের যে বেশ দেখি হইয়াছে মৈলান[১]।
কালা কেশুরতা[২]*** তোমার হইয়াছে বয়ান ॥

১০। উঠনে বৈসনে=উঠাবসায়, চলাফিরায়। ১১। খুশ্=আনন্দ। ১২। ইতি=শেষ।

১। মৈলেন=মলিন। ২। কালা কেশুরতা='কেশুর' নামক এক প্রকার বন্যফলের রস গায়ে লাগিলে গা কালো হইয়া যায় সেই প্রকার কালো। এই ফল উত্তর মৈমন সিংহ জেলায় ও গারো পাহাড়ে পাওয়া যায়, মাথার চুল কালো করিবার জন্য ব্যবহার হয়।

পাঠান্তর :—* '—দিলখুসী—'।
** '—নিরবধি লইয়া। (সেন মহাশয় অর্থ করিয়াছেন,—'নিরবধি লইয়া—বিদায় লইয়া'।)
*** কালা কেসইয়াতা—'।

কও কও কও রে মিয়া, কিবা দুখুঃ পাইয়া।
এত মিয়ন্নত[৩]* কইরা আইলা দরবারে চলিয়া ॥"

সেলাম করিয়া মিয়া কয় বাদশার কাছে।
"আমার যে নালিশ এক দরবারেতে আছে ॥
শুনখাইন্ শাহান্ শা বাদশা, শুনখাইন দিয়া মন।**
জঙ্গলবাড়ী সরে আছে ফিরোজ খাঁ দেওয়ান ॥
এক কইন্যা আছে মোর পরম সুন্দরী।+
বাদশারে দিতাম্ চাই[৪] বইলা রাইখাছিলাম ধরি ॥+
কাফেরের বংশে বেটা পয়দা যে হইয়া।
উজির পাঠাইল সেইনা কইন্যার লাগিয়া ॥***
উজির ফিরায়া দিলাম জঙ্গলবাড়ী সরে।
শুন্খাইন সগলে ফিরোজ কোন কাম করে ॥
ষাইট হাজার ফৌজ লয়্যা আমার বাড়ী যে ঘিরিল।
জন বাচ্চা[৫] সহিতে মোরে বেইজ্জত করিল ॥
তারপর শুন্খাইন আমার দিলের বেদনা।
আন্দর হইতে খেদাড়িল আন্দরের জনানা[৬] ॥
বাদশার দুলাইন[৭] কন্যারে কয়েদ করিয়া।****
জঙ্গলবাড়ী সরে বেটা দাখিল হইল গিয়া ॥

৩। মিয়ন্নত্ = মেহানত, পরিশ্রম। ৪। দিতাম চাই = দিতে ইচ্ছা ছিল। ৫। জন বাচ্চা—বাড়ীর শিশুদের সমেত সকল। ৬। জনানা = পরদানসীন মহিলা। ৭। দুলাইন—বিবাহের পাত্রী।

পাঠান্তর :—* অত মীন্নত—'।
** শুনখাইন মন দিয়া শুনখাইন বাদশানন্দন।
*** উজীরে পাঠাইল আমার কন্যা দিতাম বিয়া ॥
**** সুন্দর সখিনা কন্যায় কয়েদ করিয়া।

জঙ্গলবাড়ী সওরে কেউ না হইল বাদী।
বাদশার ঢুলাইনরে কইরল জোর কইরা সাদী ॥*
সেহিত কারণে বড়ো দিলে দুখুঃ পাইয়া।
পাগল হইয়া আইলাম দরবারে চলিয়া ॥
হুজুর করখাইন এয়ার[৮] উচিত বিচার।
পরাণে মইর্‌বাম্ নইলে ঘরে আপনার ॥
অপমান পাইলাম আমি কাফেরের হাতে।
উচিত না হয় বাস এই দুনিয়াতে ॥"

এইনা কথা শুইনা বাদসার গোসা যে হইল।
গর্জন কইরা পরে সভাতে বলিল ॥
"জঙ্গলবাড়ীর দেওয়ান বড়ো হইল সেয়ানা[৯]।
বান্ধিয়া[১০] রাইখ্যাছে দেখো বাদশাহী খজনা ॥
যাই খুশি করে বড়ো মুখ হইছে তার।
জন বাচ্ছা সহিতে তারে করবাম্ উজাড় ॥
শুন শুন উজির নাজির শুন ফৌজদারগণ।
যত ফৌজ আছে ডাকো রণের কারণ ॥
তিন দিনের আড়ি[১১] যাও জঙ্গলবাড়ী সরে।
উজার কইরা সওর বান্ধ দেওয়ানেরে ॥
সিতাবি বান্ধিয়া আইন আমার গোচরে।
উচিত যে শাস্তি আমি করবাম্ তাহারে ॥

৮। করখাইন্ এয়ার—করুন এই ব্যক্তির। ৯। সেয়ানা—বাড়্‌ বাড়ন্ত, বৃদ্ধিপ্রাপ্ত। ১০। বান্ধিয়া—বন্ধ করিয়া। ১১। তিন দিনের আড়ি = তিন দিনের মধ্যে সুসজ্জিত হইয়া।

পাঠান্তর :—* জোর কইরা করিল মোর কন্যারে যে সাদি ॥

যাও যাও উমর খাঁ দেওয়ান,
বাদশায়ী ফৌজ ত লইয়া।
দিলের দুখুঃ কইরবা দূর
উচিত পরতিশোধ[12] লইয়া।."

পিল[13] ঘোড়া সাজে কত সাজে ফৌজগণ।
সাজ সাজ রব উঠিল রণের কারণ॥
এক লক্ষ ফৌজ যখন পন্থে মেলা দিল।
আশ্‌মান ছাইয়া পন্থের ধূলা যে উড়িল॥
কেহ সুয়ার হইল পিলে কেহ বা ঘোড়ায়।
দাপট[14] করিয়া কেহবা পন্থে হাইট্যা যায়॥*
উমর খাঁ চইল্যাছে আগে হয়্যা ফৌজের সর্দ্দার।
তার হুকুমে চলে ফৌজ কইরা মারমার[15]॥
এহিমতে সগল ফৌজ পন্থে মেলা দিয়া।
জঙ্গলবাড়ীর সীমানায় দাখিল হইল গিয়া॥

এইনা খবর যখন দেওয়ান ফিরোজ শুনিল।
ডঙ্কায় বাড়ি দিয়া যত ফৌজদার ডাকিল॥
রণের কারণে দেখো যত ফৌজদারগণ।
সিপাই লইয়া আইল দেওয়ানের সদন॥
তারপরে ফিরোজ দেওয়ান রণের সাজ করিয়া।
আন্দর মণ্ডলে * গেল বিদায়ের লাগিয়া॥

১২। পরতিশোধ—প্রতিশোধ। ১৩। পিল—রণহস্তী।
১৪। দাপট—বিক্রম, দর্প। ১৫। মারমার—দ্রুতবেগে।

পাঠান্তর:—* কেউবা হাঁটিয়া চলে দাপটে রণে॥
পাঠান্তর:—* মায়ের নিকটে—।'

(১২)

ফিরোজ খাঁ রণে গেল রে ।
ঘরে পইড়া * কান্দে মায়
বুকে রইল শেল রে ।।—দিশা
সেলাম জানায়্যা ফিরোজ কয় মায়ের স্থানে
'বিদায় দেও গো মা জননী,
আমি যাইবাম্ আইজ রণে ॥
সিতাবি[১] বিদায় দেওখাইন্[২]
মাও গো, দিয়া পায়ের ধূলা ।
জঙ্গলবাড়ী সওর মাও গো,
আইজ ফৌজে ঘিরিলা ।।
উমর খাঁ দেওয়ান মাও গো,
বাদশার ফৌজ ত লইয়া ।
পরতিশেধ লইবার লাইগা
দাখিল হইল আসিয়া ।।
দেরী না সইব মাও গো,
তুমি শুন দিয়া মন ।
বিলম্ব করিলে মাও গো
নাই আশা জিতিবার রণ ।।"

১। সিতাবি—শীঘ্র। ২। দেওখাইন—দিন, প্রদান করুণ।

* কথা শুইনা ফিরোজ বিবি পুত্ররে কইল।+
"যাই না[৩] আমি ভাইবাছিলাম আখেরে[৪] তাই হইল ॥ +
বিষম রণ হইব জানি এই সাদীর কারণে। +
শেষকাডালে[৫] কি হইব রণে আল্লা তাহা জানে॥ +
ইশা খাঁয়ের বংশ পুত্র তুমি রাইখ্যা আইবা মান। +
দারুণ দুশমন্ জাইন্য উমর খাঁ দেওয়ান॥" +
এই না বইলা ফিরোজা বিবি
খোদার দোয়া[৬] যে মাগিল। +
চৌক্ষের পানি আইঞ্চলে মুইছা
পুত্ররে বিদায় দিল॥ * +

৩। যাই না = যাহা।
৪। আখেরে = শেষে।
৫। শেষকাডালে = শেষকালে।
৬। দোয়া = আশীর্বাদ।

পাঠান্তর :—*—* সেন মহাশয় সম্পাদিত পালায় এই স্থলে নিম্নের বর্ণনা আছে। (ভূমিকাদ্রষ্টব্য)।—

এই কথা শুনিয়া মাও কয় যে পুত্রেরে।
না যাও পরাণের পুত্র তুমিত রণেরে॥
আন ডাকাইয়া আছে যত ফৌজদারগণ।
সকলে পাঠাও তুমি করিবারে রণ॥
তুমি পুত্র কলিজার লৌ যে আমার।
কেমনে থাকবাম না দেখিয়া চান্দমুখ তোমার॥
তোমারে পাঠাইতে রণে ডরে কাঁপে বুক।
আইজ হইতে ভাঙ্গে যেমন জনমের সুখ॥
এই কথা শুনিয়া কয় মায়ের গোচরে।
আর দেরী না সয় মাগো বিদায় দেওখাইন মোরে॥

মায়ের চরণের ধূলা ফিরোজ মস্তকে লইল। +
সাত সেলাম কইরা মাওরে বিদায় হইল॥ +

তারপরে চলিল সায়েব সখিনার ঘরে।
জঙ্গে যাইবার লাইগা বিদায় লইবারে।
'শুন গো সখিনা বিবি, শুন দিয়া মন।
ফৌজ লয়্যা তোমার বাপ আইছে কইরতে রণ॥
বাদশাহী ফৌজ আইছে হাজারে বিজারে।[৭] +
তোমারে ত ধইরা লইব দিল্লীর সওরে॥ +
সেইত রণে যাইবাম আমি বিদায় দেও আমারে।
সাবধানে থাইক্য কইন্যা, বলি যে তোমারে॥
মায়েরে বুঝায়্যা রাইখ্য আন্দরে বসিয়া।
শীঘ্র কইরা দেও কইন্যা, মোরে বিদায় করিয়া॥"

এইনা কথা শুইনা বিবি কি কাম করিল।
পঞ্চপীরেরর দরগার মাটি খসমের শিরে তুইলা দিল॥

৭। হাজারে বিজারে=হাজারে হাজারে, অসংখ্য।

আমি ছাড়া ফৌজগণ জঙ্গে না পারিব।
আমি সঙ্গে গেলে মাগো রণে জিতিব॥
আমারে দেখিলে তারা চিত্তে সুখী হইব।
পিষ্টে পরাণে মাগো রণ করিব॥
খুসী হইয়া ফৌজগণ রণ করিলে।
রণ জিত্যা আইবান জাইন্ত তোমার যে কোলে॥
আমি যদি না যাই রণে গই সই করিয়া।
জঙ্গলবাড়ী লইব মাগো দুষমণে জিনিয়া॥
এই কথা বলিয়া মায়ে সেলাম করিল।
পায়ের ধূলা লইয়া শিরে বিদায় হইল॥

আরজ[৮] জানাইল কইন্যা কুম্মারের গোচরে।
'জঙ্গ জিনিয়া শীঘ্র আইও[৯] সাহেব, ঘরে॥'
কন্যারে কইল কুমার,—"খোদার ফজলে[১০]।
একদিনে রণ জিইন্যা আইব সগলে॥"
এই কথা বলিয়া কুমার বিদায় লইল।
পন্থপানে সখিনা বিবি চাহিয়া রইল॥
দুই চৌক্ষু ভইরা পানি পড়ে দরদরি।
পাষানে বান্ধিল মন খসমে বিদায় করি॥ *
দূরে ত শির্‌গাল[১১] ডাকিল,
গোয়ালে ডাকে গাই। +
ঘরের ছাদে ডাকিল কাউয়া[১২]।
কইন্যা কিছু শুনে নাই॥+

(১৩)

শুতিয়া[১] আছিল সখিনা বিবি পালঙ্ক উপরে।
এমুন সময় দরিয়া আইসা দাখিল হইল ঘরে॥
দরিয়ারে দেইখ্যা কইন্যা উইঠ্যা বসিল। +
রণের বারতা কইন্যা বান্দীরে জিগাইল॥ +
"কও কও দরিয়া বিবি, আইজ রণের খবর। +
দুই দিন হইয়া যায় দেওয়ান না আইল ঘর॥ +

৮। আরজ=আবেদন, অনুরোধ। ৯। আইও=আসিও।

১০। ফজলে=কৃপায়। ১১। শির্‌গাল=শিয়াল। ১২। কাউয়া=কাক পাখি। ১। শুতিয়া=শয়ন করিয়া।

পাঠান্তর:—* পাষাণে বান্ধিয়া মন দিলাম বিদায় করি॥

কত দূরে হইছে রণ কেমুন রণ করে। +
তুমি যাহা জান তাহা কওত আমারে ॥" +

দরিয়া কইল,—"বিবিজান, শুন দিয়া মন। +
কেল্লা তাজপুরের দিগে চইলাছে বিষম রণ ॥ +
হইট্যা[২] গেল বাদ্‌শার ফৌজ ছাইড়্যা জঙ্গলবাড়ী। +
এই জঙ্গ চলিব আর দিন দুই চারি ॥" +

পাঁচপীরেরে সখিনা সেলাম জানাইল।
হাসিমুখে দরিয়ারে কইতে লাগিল ॥
"শুন শুন দরিয়া, আরে কই যে তোমারে।
তুইলা আইন চম্পা গোলাপ মালা গাস্থিবারে ॥
লড়াই জিইত্যা আইলে স্বামী মালা দিবাম্ গলে।
অজুর পানি[৩] তুইলা রাখো সোনার গুইছালে[৪] ॥
আবের পাঙ্খা আইনা রাখো পালঙ্ক উপরে।
রণ জিইত্যা আইলে স্বামী বাতাস করবাম তারে ॥
ভাণ্ডে আছে আতর গোলাপ রাখোত আনিয়া।
সোনার বাটায় সাজাও পান পতির লাগিয়া ॥
আমার পইরণের লাইগা আশ্‌মানতারা শাড়ী। +
সাট্টিনের কাঁচুলি আর মস্‌লিনের চুলি[৫] ॥ +
বাইর কইরা রাইখ্য তুমি খুলিয়া পেটারি ॥ +
পাঁচপীরের সিন্নি দিবাম্ হাজার ট্যাকা মূল[৬]। +
যোগাড় কইরা রাইখ্যো তুমি না কইর ভুল ॥" +

২। হইট্যা=হটিয়া, পশ্চাদপসরণ করিয়া। ৩। অজুর পানি=হাত পা ধুইবার জল। ৪। গুইছাল=হাতপা ধুইবার জল রাখা হয় যে পাত্রে—ঝারি বা বদ্‌না। (সেন মহাশয়ের মতে 'গুইছাল গোছলখানা=স্নানাগার।') ৫। চুলি=বক্ষআবরনী। ৬। মূল=মূল্য।

(১৪)

হায় রে মিছাই তুনিয়াদারী।—ধুয়া+
আইজ যার লাইগা কান্দ রে ভাই.
দেখবা কাইল সে ফক্কিকারি॥+
সুখের আশায় বান্ধ রে ঘর
ভাই, কত না যতন করি।+
কোন করমে কিবান্ হইব
রইছে নসিব আইন্ধারী॥

জঙ্গে হইল কিবা শুন সভাজন।+
বিদায় লইয়া কুমার করিল গমন॥+
ফৌজগণ সঙ্গে ফিরোজ জঙ্গেতে আসিয়া।
তুই দিন বাইন্ধ্যা[১] গেল রণ ত করিয়া॥
তুই দলে সমান সমান ফৌজ যে মরিল।
কেউ নাই ত জিতে রণে কেউ না হারিল॥
তিন দিনের দিন হায় রে কি কাম হইল।
কামানের গোলায় ফিরোজ জখম হইল॥
পইড়া গেল ঘোড়ারতনে রণথলার মাঝে।+
ফিরোজরে ঘিরিয়া লইল উমর খাঁর ফৌজে॥+
ফিরোজ খাঁ দেওয়ান ভাইরে, বান্ধা যে পড়িল।
ফিরোজের ঘোড়া ছুইট্যা জঙ্গল বাড়ী গেল॥+
ফিরোজরে বাইন্ধ্যা আইন্‌ল কেল্লা তাজপুর সরে।
জঙ্গলবাড়ীর ফৌজ যত হায় হায় করে॥

১ বাইন্ধ্যা=এক লাগাড়ে।

১৩

তারপর কি হইল শুন বিবরণ ।+
দরিয়া ত বইসা আছিল খবরের কারণ ॥+
ছুইটা আইল দেওয়ানের ঘোড়া
পিষ্ঠে দেওয়ান নাই ত আছে ।+
ঘোড়ার গায়ে দেখে দরিয়া
তাজা লৌ[2] ঝইর্‌তাছে ॥+
ঘোড়ার পিষ্ঠেতে দেইখ্যা লৌয়ের নিশান[3] ।
খালি ঘোড়া দেইখ্যা বান্দীর উড়িল পরাণ ॥

বইসা আছিল সখিনা বিবি পালঙ্ক উপরে ।
এমুন সময় দরিয়া আইসা দাখিল হইল ঘরে ॥
দরিয়ারে দেইখ্যা বিবি হাসি মুখে কয় ।+
"কি খবর লইয়া আইলা কইবা সমুদয় ॥"+

কথা নাই ত কয় দরিয়া
তার চৌক্ষে ঝরে পানি ।+
দেইখ্যা সুন্দর কইন্যার
আইজ উড়িল পরাণি ॥+
"কও কও কও দরিয়া
মোরে জঙ্গের খবর কও ।+
চুপ কইরা না থাইক তুমি
দরিয়া, আমার মাথা খাও ॥+
রণ জিইত্যা আইব দেওয়ান*
তুমি দেখবা মনের সুখে ।

২ । তাজা লৌ = টাটকা রক্ত । ৩ । নিশান = চিহ্ন ।

পাঠান্তর :—* '—স্বামী— ।'

আইজ কেনে দরিয়া তর
হাসি নাই লো মুখে ॥
মুখ হইছে অইন্ধকার
তর চৌক্ষে ঝরে পানি ।+
কিবান্ খবর পাইয়া হইল
এমুন আকুল পরাণি ॥+
বুইঝাছি বুইঝাছি দরিয়া,
আমার কপাল ভাইঙ্গ্যা গেছে ।+
সেই কথা বলিতে দরিয়া,
তর পরাণ কান্দিছে ॥+
কও কও কও লো দরিয়া,
কও কি হইয়্যাছে রণে ।
আইজ পাষাণে বাইন্ধলাম রে বুগ
আমি না মইরবাম্ পরাণে ॥"
*—*এই কথা শুইনা দরিয়া
মুইছা চৌক্ষের পানি ।+
কইতে লাগিল কথা
দরিয়ার আকুল পরাণি ॥+

পাঠান্তর :—*—* সেন মহাশয়ের সম্পাদনায় এই স্থলে নিম্নোক্ত বর্ণনা আছে,—

কান্দিয়া দরিয়া বান্দী কহিতে লাগিল ।
এত দিনে কন্যা তোমার নছিব বোরা[১] হইল ॥
ছুট্যা আইল রণের ঘোড়া লোওর নিশান লইয়া ।
কি কর সখিনা বিবি পালঙ্কে বসিয়া ॥
শিরসের সিন্দুর বিবি কানের সোনা দানা ।

১। বোরা = ভাঙ্গা, মন্দ ।

"শুন শুন সখিনা বিবি,
আমি কই যে তোমার ঠাঁই।+
পরাণে বাঁইচ্যা আছে দেওয়ান
এন্তেকাল করে নাই[৪] ॥+
দুই দিন লড়াই কইরা দেওয়ান
দুশ্‌মন হটাইল।+
তিন দিনের দুইপর কালে
বিপদ ঘটাইল॥+
কেমুন কইরা কি হইল
না জানে কোনো জনে।+
আপন ফৌজ ছাইড়া দেওয়ান
পইড়ল দুশ্‌মনের মইধ্যখানে॥+

৪। এন্তেকাল করে নাই=মরে নাই।

পালঙ্ক ছাড়িয়া কর জমিনে বিছানা॥
পিন্ধন[২] শাড়ী খুল্যা ফালাও কাট্যা ফালাও কেশ।
আইজ হইতে ধর কন্যা দিগম্বরী বেশ॥
বাহু হইতে খুল কন্যা বাজুবন্ধ তার।
গলা হইতে খুল কন্যা হীরামতের হার॥
পাও হইতে খুল কন্যা নৌউর পাঞ্জনী[৩]।
কোমর হইতে খুল কন্যা ঘুংঘুর ঝুনঝুনি॥
গৈরব না শোভে কন্যা সোনার ঠোঁটে হাসি।
ছুরৎ[৪] যৈবন তোমার হইয়া গেলে বাসি॥

২। পিন্ধনের=পরণের। ৩। নোউর পাঞ্জনী=নূপুর ও পাঞ্জনি অলঙ্কার। ৪। ছুরৎ=রূপ।

শুন শুন সখিনা বিবি,
আমি কই যে তোমারে।
তোমার সোয়ামী বন্দী হইল
আইজ কেল্লা তাজপুর সরে॥
জঙ্গলবাড়ীর পন্থে আইছে
দুশ্‌মন ফৌজের দল।+
কে করিব রক্ষা আইজ
তোমার আন্দর মহল।"*—*+
আরে, এই কথা শুনিয়া বিবি
উইঠ্যা খাড়া হইল।
আশ্‌মান ভাঙ্গিয়া যেমুন
আইজ শিরেতে পড়িল॥
মরণ ঠাডার[৫] পইড়ল হায়রে,
যেমুন গোলাপের বাগে।
মিলাইল ঠোঁটের হাসি
দেইখ্যা দরদ লাগে॥
আউলাইল মাথার কেশ
আরে কেশ মাটিতে লুটায়।
তারে দেইখ্যা বান্দীগণ
করে হায় হায়॥

৫। ঠাডার=বজ্র।

বিয়ানে[৫] ফুটিয়া ফুল হাঞ্জাবেলা[৬] ঝরে।
আর নাহি সাজে কন্যা পালঙ্ক উপরে॥
শোনো শোন বিবি আরে কহি যে তোমারে।
তোমার স্বামী হইল বন্দী কেল্লা তাজপুর সরে॥

৫। বিয়ানে=প্রভাতে। ৬। হাঞ্জাবেলা=সন্ধ্যাকালে

রক্ত বরণ আঙ্খি দুইডা
কইন্যার শরীল হইল কালা।+
আঙ্খির দিষ্টিতে কইন্যার
বন-আগুনের[৬] জ্বালা—+
কইন্যা উইঠ্যা হইল খাড়া ॥+
দরিয়া বান্দীরে বিবি
ডাইক্যা কহিল।
"না কান্দিও দরিয়া বহিন,
তুমি চৌক্ষু মুইছা ফেল ॥+
যে হউক সে হউক দরিয়া
আইজ আমার কথা ধর।
শীঘ্র কইরা রণের ঘোড়া
তুমি আইনা খাড়া কর ॥
আমার স্বামীরে বন্দী করে,
দেখবাম্ দুশ্‌মনের * কত জোর।
সাজাও দেখি রণের ঘোড়া
দুশ্‌মন আইল কতদূর ॥**
ডঙ্কায় বাড়ি দিয়া জানাও
জঙ্গলবাড়ী সওরে।+
যেই জনা মরদের বাচ্চা
আইবা দুশ্‌মন জিনিবারে ॥+

৬। বন আগুনের=দাবানলের।

পাঠান্তর :—* '—শরীলের—'।
** সাজাও দেখি রণের ঘোড়া গেল কতদূর।

সিপাই তীরন্দাজে সিতাবি
কইবা ত ডাকিয়া।
রণে ত যাইবাম্ রে আমি
ঘোড়ায় সোয়ার হইয়া॥
আওরাত[৭] হইয়া রে আমি
আইজ যাইবাম্ এই রণে।
এই কথা দরিয়া তুমি
রাখিবা গোপনে॥
লোকে যদি জিজ্ঞাস করে
কইয়া বুঝাও তারে।
দেওয়ানের মামানী[৮] ভাই
যাইব লড়াই করিবারে॥"

এই কথা বলিয়া সখিনা পইরণ[৯] খুইলা ফালাইল।+
পুরুষের জঙ্গীবেশ অঙ্গেতে পরিল॥+

(১৫)

তবে ত সখিনা বিবি কোন কাম করিল।
রণের সাজ সাইজ্বা বিবি* শাউড়ীর কাছে গেল॥
পালঙ্ক ছাইড়া ফিরোজা জমিনে লুটায়।
পুত্রের লাগিয়া মাও করে হায় হায়॥+

৭। আওরাত=নারী। ৮। মামানী=মামাত।
৯। পইরন=পরিধেয়, পোশাক।

পাঠান্তর :—* বিদায় লইতে বিবি—'।

রণের পইরণ পইর়া সখিনা শাউড়ীর ঘরে আইল ।+
হস্তে ধইরা শাউড়ী মাওরে পালঙ্কে বসাইল ॥+
"শুন শুন মা জননী,
আমি কই যে তোমারে ।+
আমি যাইতাম্[১] এই না রণে
বিদায় দেও আমারে ॥+
মৈলান হইল মাথার কেশ
তোমার চৌক্ষে বহে পানি ।
জমিন ছাইড়্যা উইঠা বইস
তুমি আমার মা জননী ॥
বিদায় দেও গো মা জননী,
আইজ বিদায় দেও আমারে ।
জঙ্গ, জিনিতে যাইতাম আমি
আইজ কেল্লা তাজপুর সরে ॥
আমার সোয়ামী বন্দী কইরাছে
দেখবাম্ কেমুন বুকের পাটা ।
জঙ্গেতে বুঝিয়া লইবাম্
তারা কেমুন বাপের বেটা ॥
দোওয়া[২] কর মাও গো আমার
আইজ্যা দোওয়া কর মোরে ।
জঙ্গে জিইন্যা পুত্র তোমার
আমি আইনা দিবাম ঘরে ॥"

১। যাইতাম=যাইতেছি। ২। দোওয়া=আশীর্ব্বাদ।

অবাক্যি[3] হইল ফিরোজা
আইজ সখিনারে দেখিয়া ।+
এই সখিনা সেই সখিনা নয়
যারে করাইছে বিয়া ॥+
আগুন জ্বইলতাছে কইন্যার
দুই আখির তারা ।+
বাঘিনী গর্জাইতাছে যেমুন
হইয়া শাবক হারা ॥+
চউক্ষের পানি মুইছা বিবি
কয় সখিনার আগে ।
"তোমার কথা শুইনা মাও গো,
আমার দিলে দরদ লাগে ॥
মরদ হইয়া পুত্র আমার
আইজ রণে বন্দী হইল ।
এমুন বিষম রণে যাইতে
তোমারে কেবান্ সল্লা[4] দিল ॥
*—*পলাইয়া যাও মাও গো
তোমারে দুশমনে ধরিব ।
কয়েদ করিয়া তোমারে
দিল্লী সওরে চালান দিব ॥"*---*

৩। অবাক্যি—অবাক, বিস্মিত। ৪। সল্লা—পরামর্শ।

পাঠান্তর :—*—* আন্ধাইর ঘরের বাতি তুমি অন্ধের যে লড়ি।
লহমার ল'ইগ্যা তোমায় ছাড়িতে না পারি ॥
পাউরিবাম পুত্র শোক তোমার মুখ দেখিয়া।
জঙ্গেতে যাইতে তোমায় না দিবাম ছাড়িয়া ॥
(পাউরিবাম—পাসরিব, ভুলিব।)

এইনা কথা শুইন্যা কইন্যা
কইল মায়ের ঠাঁই ।*
"ইশা খাঁর বংশের বউ আমি
পলায়্যা যাইতাম নাই[৫] ।।**
মানা না করিও মাও গো,
বিদায় দেও আমারে ।
জঙ্গে জিইন্যা সোয়ামী লয়্যা
আমি আইবাম্ ফিইরা ঘরে ।।
দুশ্‌মনের হস্তে আমি
ধরা নাই ত দিব ।+
মরণের ভয় না থাকিলে
দুশ্‌মন কি করিব ।।+
নসিব যদি বোরা[৬] হয় মা,
আমি রণে যদি মরি ।
সোয়ামীর লাইগ্যা রণে মইরতে
আমি দুখুঃ নাই ত করি ।।
সোয়ামীরে খালাস লাইগ্যা
আইজ জঙ্গে যাইতাম ।***
বিদায়ের কালেতে মাওগো,
জানাই শতেক সেলাম ।।"

৫। যাইতাম নাই = যাইব না। ৬। বোরা — ভাঙ্গা, মন্দ।

পাঠান্তর :— * এই কথা শুনিয়া কন্যা কহিতে লাগিল।
** আরবার রণে যাইতে বিদায় মাগিল।
*** সোয়ামীর লইগ্যা আমি তেজিবাম জান।

শাউড়ী বউয়ে কান্দে দুয়ে গলা ধরাধরি।
আন্ধাইরে ঘিরিয়া লইল সোনার জঙ্গলবাড়ী॥

(১৬)

হায়রে মিছাই দুনিয়াদারী।—ধুয়া+
বাপ হইয়া দুশ্‌মন হইল
কারে কি কইতে পারি।*

পিল[৭] সাজে ঘোড়া সাজে
আর সাজে ফৌজগণ।
জঙ্গলবাড়ী সওর সাজে
আইজ করিবারে রণ॥**
সাইজা পইরা দুলাল[৮] ঘোড়া
দুয়ারে হইল খাড়া।
সওয়ার হইয়া বিবি
শূন্যে দিল উড়া।
জঙ্গলবাড়ীর সিপাই ফৌজদার
যত আগে পাছে ধায়।
পায় পাছানিতে[৯] পন্থের ধুলা
আশ্‌মানে উড়ায়॥

৭। পিল=রণ হস্তী। ৮। দুলাল=ফিরোজ খাঁর নিজস্ব প্রিয় ঘোড়ার নাম। ৯। পায় পাছানিতে=গমনাগমনে।

পাঠান্তর:— * বাপ হইয়া দেখ দুষমণ হইল।
** সাজ সাজ রব হইল রণের কারণ॥

আশ্‌মানেতে চান্দ সূরুয্‌
পন্থের ধূলায় ঢাকিল।
বাসা ছাইড়া পশু পঙ্খী
উইড়্যা মেলা দিল॥
দিনের পথ বাইয়া[১০] ফৌজ
এক দণ্ডে যায়।
এই না সেই কেল্লা তাজপুর
সামনে দেখা যায়॥
কেল্লা তাজপুর সরে ফৌজ
যখন দাখিল হইল।
ঘেরাও করিতে কেল্লা
বিবি হুকুম দিল॥
আড়াই দিন হইল লড়াই
কেউ না জিতে হারে।
আগুন লাগাইল বিবি
কেল্লা তাজপুর সরে॥
বড়ো বড়ো ঘর দরজা
পুইড়া হইল ছাই।
রণে হাইর্‌ল বাদ্‌শার ফৌজ
সরমের সীমা নাই॥
দিনের দুইপর গোঁয়াইল[১১]
হালিয়া[১২] পড়ে বেলা[১৩]।

১০। বাইয়া = অতিক্রম করিয়া। ১১। গোঁয়াইল = অতিক্রান্ত হইল। ১২। হালিয়া = হেলিয়া। ১৩। বেলা = এখানে অর্থ হইবে—সূর্য।

ঘোড়ার উপর থাইক্যা বিবি
লড়িছে একেলা ॥

এমুন সময়ে শুন সবে
কোন কাম হইল।
কেল্লা তাজপুরতনে[১৪] এক নফর
আইসা সেলাম জানাইল ॥
সেলাম জানাইয়া নফর
কইল বিবির ঠাঁই।+
"দেওয়ান ফিরোজের নফর অমি
এখন তোমারে জানাই ॥+
কে তুমি দরদী দোস্ত
আইলা বুঝিতে না পারে।
দেওয়ান পাঠাইল মোরে
তাই তোমার গোচরে ॥
হানিফা[১৫] জিনিয়া তুমি
মস্ত বড়ো পালোয়ান।
জঙ্গলবাড়ী সরে নাই বীর
তোমার সমান ॥
ত্বশ মনে করিল নাশ
সোনার জঙ্গলবাড়ী।
আপোষ কইরাছে দেওয়ান
সে কারণে তড়াতড়ি ॥

১৪। তনে=হইতে।

১৫। হানিফা=প্রাচীনকালে আরব দেশে 'হানিফা' শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা ছিলেন।

আপোষনামা লইয়া আইলাম
তোমারে দেখাইবারে* ।
জঙ্গলবাড়ীর নফর আমি
জানাই যে তোমারে ॥
ফিরোজ খাঁ দেওয়ান মোরে
দিলাইন্ পাঠাইয়া ।
খবর জানাইতে তোমায়
এখন শুন মন দিয়া ॥
যার লাইগা জ্বইলাছে আগুন
আইজ জঙ্গলবাড়ী সরে ।
তালাক দিয়াছে দেওয়ান
সেই ত সখিনারে ॥
বাঁকি যত বাদশার খিরাজ[১৬]
হপ্তার মধ্যে দিবে ।
লড়াই হইল সাঙ্গ খবর জানিবে ॥"

এত বলি তালাকনামা তুইলা দিল হাতে ।
পাঞ্জা-মওরার[১৭] ছাপ** কইন্যা দেখিল যে তাতে ॥
তালাকনামা পড়ে বিবি বইসা ঘোড়ার উপরে ।
সাপেতে ডংশিল[১৮] যেমুন বিবির যে শিরে ॥

১৬। খিরাজ=প্রাপ্য খাজনা ইত্যাদি। ১৭। পাঞ্জা মওরার=শীলমহরের। ১৮। ডংশিল=দংশন করিল।

পাঠান্তর :—* '—দেখা করিবারে।
** পাঞ্জামরের চিহ্ন—'।

ঘোড়ার পিষ্ঠ হইতে বিবি ঢলিয়া পড়িল।
পরাণ পঙ্খী বিবির হায়রে, উইড়্যা পলাইল ॥+
সিপাই লস্কর আইসা ঘিরিল চৌদিকে।
অবাক হইয়া তারা চাইয়া চাইয়া দেখে ॥+

হায় রে, ঘোড়ার পিষ্ঠ ছাইড়্যা
কইন্যা জমিনে লুটায়।
তারে দেইখ্যা লোক লস্কর
করে হায় হায় ॥
শিরে বান্ধা সোনার তাজ
ভাইঙ্গ্যা হইছে গুড়া।
রণথলাতে তারে দেইখ্যা
কান্দে দুলাল ঘোড়া ॥
আউলায়্যা পইড়াছে কইন্যার
সেইনা মাথার দীঘল কেশ।
পিন্ধন হইতে খুইলা পড়ে
কইন্যার পুরুষালীর বেশ ॥
আশ্‌মান হইতে খইস্যা তারা
যেমুন জমিনে পড়িল।
সোনার পরতিমা[১৯] হায়রে,
ধূলায় ভাইঙ্গ্যা পড়িল ॥+
সিপাই লস্কর সবে দেখিয়া চিনিল।
হায় হায় কইরা সবে কান্দিতে লাগিল ॥

১৯। পরতিমা = প্রতিমা।

(১৭)

তবে ত পৌছিল খবর কেল্লা তাজপুর গিয়া।
উমর খাঁ দেওয়ান আইল ফিরোজ খাঁরে নিয়া॥
আইসা দেখে সোনার চান্দ জমিনে লুটায়।
তারে দেইখ্যা উমর খাঁ করে হায় হায়॥
ভাঙ্গা পুত্‌লা[১] কোলে কইরা ছাওয়াল[২] যেমুন কান্দে।
সখিনারে কোলে লইয়া তেমুন উমর খাঁ কান্দে॥+

"আগে যদি জানতাম্ মাও গো,
আইজ হইব এমন।
যাইচ্যা আমি দিতাম সাদী
তোমার সুখের কারণ॥
আগে যদি জানতাম মাও গো,
এমুন হইবার পারে *।
ফিরোজ খাঁরে লেইখ্যা দিতাম[৩]
কেল্লা তাজপুর সরে॥
আগে যদি জানতাম মাও গো,
তুমি যাইবা ছাড়িয়া।
জঙ্গলবাড়ী যাইতাম আমি
তোমারে লইয়া॥

১। পুত্‌লা = পুতুল। ২। ছাওয়াল = ছোট ছেলে-মেয়ে
৩। লেইখ্যা দিতাম = দলিল করিয়া দান করিতাম।

পাঠান্তর :—* '—এমন হইব পরে।'

না বুঝিলাম না শুনিলাম
আমি তোমার দিলের আশ ।+
আপন খেয়ালে করলাম আমি
হায়রে এমন সর্বনাশ ।। +
উঠ উঠ সখিনা মাও গো,
একবার আঙ্খি মেইল্যা চাও । +
আমি অভাগ্যা বাপে ডাকি
তুমি উইঠ্যা কথা কও ।।"+
উমর খাঁর কান্দনে ভাইরে নদীনালা ভাসে ।
আসমানের চাঁদ সুরুজ তারা যেন খসে ।।

- ফিরোজ খাঁ দেওয়ান কান্দে সখিনারে দেখিয়া । +
আকাম[৪] কইরাছে তারে তালাকনামা দিয়া ।। +
মাথা থাপাইয়া[৫] কান্দে ফিরোজ খাঁ দেওয়ান ।
"কাঁচের লাগিয়া ছাড়্লাম এমুন কাঞ্চন ।। +
যার লাইগ্যা ফকির হয়্যা ঘুরলাম বনে বনে ।+
তালাকনামা দিয়া তারে বধিলাম পরাণে ।। + *-*
কি বইলা বুঝাইব আমি অভাগী মায়েরে ।
আর না যাইবাম আমি জঙ্গলবাড়ী সরে ।।
দেওয়ানীতে কাজ নাই আমি ফকির হইব ।
তোমার গান গাইয়া আমি ভিক্ষা মাইগ্যা খাব ।।

৪। আকাম্ = কুকর্ম । ৫। থাপাইয়া = করাঘাত করিয়া ।

পাঠান্তর :—*—* ফিরোজ খাঁ দেওয়ান কান্দে কন্যা কোলে লইয়া ।
আমারে ছাড়িয়া গেলে কোন দোষ পাইয়া ।।
ফকীর হইলাম আমি তোমার কারণ ।
দেওয়ানা হইয়া আমি ঘুরলাম জঙ্গল বন ।।

মাওরে কইও তোমরা আমি হইলাম ফকির।
না যাইব জঙ্গলবাড়ী মন কইরাছি থির ॥
কয়ব্বরে থাকবামরে আমি সখিনারে লইয়া।
কি কইরলে মনের দুঃখ যাইব ঘুচিয়া ॥"

উজির কান্দে নাজির কান্দে কান্দে কতজন।
বনের পশু পঙ্খী যত জুইড়াছে কান্দন ॥
রণথলার লোক লস্কর কাইন্দ্যা জার জার[৬]।
জঙ্গলবাড়ী সাওরে গেল এই সমাচার ॥
বাইশ জন কোদালিয়া[৭] মাটি যে কাটিল।
জানাজা[৮] পড়িয়া সখিনারে কয়ব্বরে শুয়াইল
কবর যে দিয়া সবে বুকে দুঃখ লইয়া।
যার যার বাড়ীতে সবে গেলত চলিয়া ॥
রণথলাতে পইড়া রইল সখিনার কয়ব্বর। +
এত দিনে জঙ্গলবাড়ী হইল আইন্ধকার ॥

* * * *

মাননীয় দীনেশ চন্দ্র সেন মহাশয় তাঁহার সম্পাদনায় এই পালার শেষে গায়েনের প্রার্থনা-উক্তি ছাপাইয়াছেন। ·সাধারণত দেখা যায়, এই সব পালার গায়ক 'গায়েন' বা 'বরাতী' পালার প্রারম্ভে বন্দনা ও সমাপ্তির প্রার্থনা গীত গানের আসর অনুযায়ী

৬। জার জার—জর্জর।   ৭। কোদালিয়া = মাটি কাটা মজুর।
৮। জানাজা = মৃত দেহ কবর দেবার প্রার্থনা মন্ত্র।

রচনা করিয়া গাহিয়া থাকেন। ইহারই একটি সুন্দর নমুনা এখানে দিয়াছেন। এ গান পালা রচয়িতা কবির রচনা নহে। ইতি—

সম্পাদক।

বাঁচ্যা যদি থাকি সাহেবগণ ফিরা বচ্ছ আইয়া[১]।
নয়া নবিলা[২] পালা যাইবাম শুনাইয়া॥
তাল যন্ত্র নাই মোর নানা দোষে দোষী।
গান গাইয়া আমি হইলাম অপযশী[৩]॥
কি গান গাইব আমি কি মুরাদ[৪] আমার।
সভার জনাবে ছেলাম জানাই আমার॥
আস্থাছি নতুন খেউরাল[৫] নয়া তালিমদার[৬]।
বেতালা লাগাইয়া গানে করিছে হর্দার[৭]॥
এত দোষ ক্ষেমা মোরে দেও সভাপতি।
সভার চরণে আমি জানাই মিন্নতি॥
কর্মকর্তা রঙ্গমিয়া করঞ্চাইন নামজারি।
খাদেমন্ত[৮] মিয়া তার কাজলকোনা বাড়ী॥
ফিরোজখাঁর পালা গাইয়া পাইছি পরিষ্কারি[৯]।
মওরমের[১০] চান্দে আমরা আইলাম তানার বাড়ী॥

১। আইয়া = আসিয়া। ২। নয়া নবিলা = নূতন নবীন। ৩। অপযশী = অপযশের ভাগী। ৪। মুরাদ = সামর্থ্য। ৫। খেউরাল = পাছ দোহার। ৬। তালিমদার = শিক্ষানবীশ। ৭। হর্দার = রস ভঙ্গ। ৮। খাদেমন্ত = বিখ্যাত, যশস্বী। ৯। পরিষ্কারি = পুরস্কার। ১০। মওরমের = মহরমের।

ধুতি পাইছি চান্দর পাইছি আর পাইছি ধান।
রাঙ্গ মিয়ার গোচরে আমি জানাই ছেলাম ॥
ধন পুত্র বাড়ুক তার আর নাতি পুতি।
সরু শস্তি[১১] ভইরা উঠুক তার চৈন্দ আড়া ক্ষেতি ॥
দোয়া দিয়া[১২] বাড়ীৎ যাই শুন মিয়াগণ।
যার যেই কামনা আল্লা করুকাইন পূরণ ॥
আল্লাহু অকবর।।

১১। সরু শস্তি = শীতের ফসল। ১২। দোয়া দিয়া = আশীর্বাদ করিয়া।

সমাপ্ত

পরীবানু বেগমের পালার ভূমিকা

পরীবানু বেগমের পালাটিতে ছত্র সংখ্যা ১৯২। মাননীয় দীনেশ চন্দ্র সেন মহাশয় যাহা প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহার অতিরিক্ত কিছু আমি পাই নাই। সেন মহাশয়ের সম্পাদনার সঙ্গে এই সম্পাদনায় শব্দের বানানে কিছু পার্থক্য দেখা যাইবে।

এই পালা সম্পর্কে সেন মহাশয় তাঁহার ভূমিকায় লিখিয়াছেন, "এই পালাগানটিতে অতি সংক্ষেপে করুণ রসের ধারা অব্যাহত রাখিয়া সুজা বাদসাহের শেষ কয়েকটা দিনের কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। ঘটনাগুলি সম্পূর্ণ সত্য কিনা বলা যায় না, কিন্তু পরীবানুর অনুপম সৌন্দর্য্যই যে, সুজার জীবনের এই বিসদৃশ পরিণতি ঘটাইয়াছিল, তাহাতে সংশয় নাই। * * মোটের উপর এই পালাগানটিকে মোগল ইতিহাসের কয়েক পৃষ্ঠা বলা যাইতে পারে।"

এই পালাগানের রচয়িতা কবির নাম পাওয়া যায় না। তবে পালাটির ভাষা ও বর্ণনা পড়িলে বুঝা যায়, কবি ধর্মে মুসলমান ছিলেন, এবং তিনি সুজা বাদসাহের সঙ্গে হাতির উপরে পরীবানু বেগমকে যাইতে দেখিয়াছিলেন। ঐদেশে ঘুরিয়া লক্ষ্য করিয়াছি, পালাটি এখনও জনপ্রিয়, ইহার গায়ক অধিকাংশই মুসলমান।

এই পালাটির জনপ্রিয়তার প্রধান হেতু, ইহার মনোরম 'সাইগরী ঝাঁপ' ও 'মুড়াই' সুর। নোয়াখালী জেলায় পালাটি সাইগরী ঝাঁপ সুরে গাওয়া হয়। মুড়াই সুরে এই পালা শুনা যায় ত্রিপুরা ও চট্টগ্রাম জেলায়।

মাননীয় দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় এই পালাটিকে 'হাঁহলা' শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। তাহার কারণ বোধহয় ইহার ছন্দ।

'হাঁহলা' বা হাঁওলা রচনার বৈশিষ্ট্য—পালার প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত ছন্দ একই প্রকার হইবে। পূর্ববঙ্গের পল্লীকবি বিবাহাদি উৎসবে মহিলাদের গাহিবার জন্য হাঁওলা রচনা করেন। করুণ রসাত্মক কোনো ঘটনা হাঁওলা রচনায় থাকে না।

আগমেশ্বরীপাড়া রোড
নবদ্বীপ

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক

পরীবানুর গান (হাঁহলা)

ধুয়া—সাইগরে[১] ডুপাইলি[২] পরীরে[৩] ।
হায় হায় দুখ্খে মরি রে,
সাইগরে ডুপাইলি পরীরে ॥

কি ভাবে গাইব ঐ দুখ্খের বিবরণ ।
কি হালে[৪] হইল সেই পরীর মরণ ॥
কেম্‌নে সে দুখ্খের কথা বয়ান[৫] করি রে ।
সাইগরে ডুপাইলি পরীরে ॥

ভোজের বাজি দুনিয়া রে কেবল বেড়া জাল ।
কাডাকাডি[৬] মারামারি আর যত জঞ্জাল ॥
মিছা রাজ্য মিছা ধন মিছা ট্যাকা কড়ি রে ।
সাইগরে ডুপাইলি পরীরে ॥

বার বাংলার[৭] বাদ্‌শা সুজা রাজ্যের ওর[৮] নাই ।
বাপের দিন্না তক্তর[৯] লাগি করিল লড়াই ॥
মার পেডের[১০] ভাই হইল কাল পরাণের বৈরী রে ।
সাইগরে ডুবাইলি পরীরে ॥

১। সাইগরে = সাগরে । ২। ডুপাইলি = ডুবাইলি ।
৩। পরীরে = পরীবানুকে । ৪। হালে = অবস্থায় ।
৫। বয়ান = ভাষায় প্রকাশ । ৬। কাডাকাডি = কাটাকাটি ।
৭। বার বাংলা = বারো ভাগে বিভক্ত বাংলা দেশ । ৮। ওর = সীমা ।
৯। বাপের দিন্না তক্তর = বাপের দেওয়া সিংহাসনের । ১০। পেডের = পেটের ।

ভাইয়ে চাইল ভাইয়ের লউ[১১] মিছা রাইজ্যর লাগি।
গরীব-গুইন্যা[১২]বেশী ভালা যারা খায় মাগি[১৩] ॥
কিসের রাইজ্য কিসের ধন কিসের ট্যাকা কড়ি রে।
সাইগরে ডুপাইলি পরীরে ॥

লড়াইতে হটিয়া সুজা হইল পেরেসানি[১৪]।
পরিবার লইয়া সঙ্গে করিল মেলানি[১৫] ॥
ধন দৌলত কিছু কিছু নিল সঙ্গে করি রে।
সাইগরে ডুবাইলি পরীরে ॥

সুজা বাদ্‌শার আওরাত সেই না পরীবানু নাম।
চাড্ডিগাঁতে আসিল তারা বদরের মোকাম[১৬] ॥
বহুত খয়রাত্‌ দিল সোনা ভরি ভরি রে।
সাইগরে ডুপাইলি পরীরে ॥

পইখ্‌-পহালী[১৭] ভালা থাকে গাছত্‌ বাসা বাঁধি।
বাদ্‌শার পোলা দেশে দেশে ঘুরে কাঁদি কাঁদি ॥
সুগ্‌[১৮] নাইরে কন কাইতে[১৯] পদে পদে অরি রে।
সাইগরে ডুপাইলি পরীরে ॥

১১। লউ = রক্ত। ১২। গরীব-গুইন্যা = দরিদ্র ও অক্ষম।
১৩। মাগি = ভিক্ষা করিয়া। ১৪। পেরেসানি = বিপদগ্রস্ত।
১৫। মেলানি = দূরদেশে যাত্রা, বিদায় গ্রহণ। ১৬। বদরের মোকাম = চট্টগ্রামে অবস্থিত বিখ্যাত পীর বদরের দর্‌গায়। ১৭। পইথ-পহালী = পোথ পাখালী, ছোটো বড়ো পাখি। ১৮। সুগ্‌ = সুখ। ১৯। কন কাইতে = কোন দিকে।

নসীবের লেখা হায় হুন্[20]কভু না যায় খণ্ডন।
চাড়ি গাঁ ছাড়িতে বাদশা করিল মনন॥
দহিনমিক্যা[21]আইল তারা হাত্তির উয়র[22]চড়ি রে।
সাইগরে ডুপাইলি পরীরে॥

মধ্যে বইস্তে সুজা বাদ্শা বাঁয়ে পরীজান।
জেনে[23] বইস্তে দোনো[24] কন্যা পুন্নুমাসীর চান্॥
ধীরে ধীরে যায় তারা মুড়ার[25] পন্থ ধরি রে।
সাইগরে ডুবাইলি পরীরে॥

মুড়ার পন্থ ধরি তারা দহিন মিক্যে যায়।
পিন্ পিন্ পিন্ শাড়ী পরীর বয়ারে[26] উড়ায়।
চুম্‌কি বাদ্‌লা[27] কত শাড়ীর পরে ঝরি ঝরি রে
সাইগরে ডুপাইলি পরীরে॥

পরীর হাতত্ লাল বাখরি[28] মাঝে মাঝে লেখা[29]।
ঝুম্‌কামালা কানত্[30] পরীর চান্-বোলাক্‌টা[31] বেঁকা॥
পাড়াল্যা[32] মা ভৈনে আসি চাইল নয়ান ভরি রে।
সাইগরে ডুপাইলি পরীরে॥

২০। হায় হুন — হায় রে। ২১। দহিনমিক্যা — দক্ষিণ দিকে।
২২। উয়র — উপর। ২৩। জেনে — ডাহিন দিকে।
২৪। দোনো — দুই জন। ২৫। মুড়ার — পাহাড়ের।
২৬। বয়ারে — বাতাসে। ২৭। চুম্‌কি বাদ্‌লা — শাড়ীর কারুকার্যে জরির টুকরা ও ফুল। ২৮। বাখরি — অলঙ্কার বিশেষ। ২৯। লেখা — নক্‌সা।
৩০। কানত্ — কানে। ৩১। চান্-বোলাক — চাঁদের মত নাকের অলঙ্কার।
৩২। পাড়াল্যা — পাড়াগাঁয়ের।

হাত্তির উয়র[৩৩] হাওদা দেখে সোনাত্ তৈয়ার।
পরীর ছুরত্ চোগে ধান্ধা লাগাই দেই যার[৩৩ক] ॥
কোন হুঁরপরী যায় রে এই পন্থে গড়াগড়ি রে।
সাইগরে ডুপাইলি পরীরে ॥

কোন্ দিগ্-দি কণ্ডে[৩৪]যাইব নাই রে ঠিকানা।
কেহ দেয় পন্থ দেখাই কেহ করে রে মানা ॥
ধীরে ধীরে যায় তারা মুড়ার পন্থ ধরি রে।
সাইগরে ডুপাইলি পরীরে ॥

কেহ বলে, আমার বাড়ীত্ আইস পরীজান।
তুলসীমালার[৩৫] ভাত দিয়ম্ ছালৈন্[৩৬] নানান ॥
সাঁচি বরর পান আর দিয়ম্ বাট্টা ভরি রে।
সাইগরে ডুপাইলি পরীরে ॥

কেহ বলে দহিন মিক্যে ন[৩৭] যাইও আর।
ঢালার[৩৮] মুয়ত্ জাইন্য বাইঘ্যা লেজরি ঘুরার[৩৮] ॥
সেই পন্থে গেলে বাইঘ্যা খাইব ধরি ধরি রে।
সাইগরে ডুপাইলি পরীরে ॥

৩৩। উয়র = উপর। ৩৩ক। দেই যার = দিয়া যায়।
৩৪। দিক-দি কণ্ডে = দিক দিয়া কোথায়।
৩৫। তুলসীমালা = চট্টগ্রাম অঞ্চলে উৎপন্ন উৎকৃষ্ট চাউলের নাম।
৩৬। ছালৈন = ব্যঞ্জন। ৩৭। ন = না।
৩৮-৩৮। ঢালার-ঘুরার = পাহাড়ের উৎরাইয়ের মুখে জানিও বাঘ লেজ ঘুরাইতেছে।

বড় বড় দইরন্যা[৩৯] পাইবা গেলে তারপর।
ডাঙ্গর ডাঙ্গর কুম্ভীর আছে আর আছে হাঙ্গর॥
কনে [৪০] দিব তোম্‌রারে দইরন্যা পার করি রে।
সাইগরে ডুপাইলি পরীরে।

পেরাবন[৪১] আছে সেথায় নানান্ সাপের বাসা।
একবার ডংশিলে আর পরাণের নাই আশা॥
ফায়দা[৪২] কি পাইবা তোমরা হুদাহুদি[৪৩] মরিরে।
সাইগরে ডুপাইলি পরীরে॥

ন যাইও ন যাইও পরী, রোসাঙ্গ্যার[৪৪] দেশে।
ধন দৌলত হারাইবা জান যাইব শেষে॥
সে মিক্যে ন যাইও পরী, মুড়ার পন্থ ধরি রে।
সাইগরে ডুপাইলি পরীরে॥

ন যাইও ন যাইও পরী মুরুঙ্গ্যার[৪৫] ঠাঁই।
মাইন্‌সের গোস্ত খায় তারা হিঁজাই হিঁজাই[৪৬]॥
এক পাও যাইতে আর আমি মানা করি রে।
সাইগরে ডুপাইলি পরীরে॥

৩৯। দইরন্যা — দরিয়া, নদী। ৪০। কনে — কোন জনা।
৪১। পেরাবন — সমুদ্রের তীরবর্তী পেরাবন জঙ্গলময় জলাভূমি।
৪২। ফায়দা — লাভ, উপকার। ৪৩। হুদাহুদি — শুধু শুধু।
৪৪। রোসাঙ্গ্যা — চট্টগ্রাম অঞ্চলে আরাকান বাসীদের 'রোসাঙ্গ্যা' বলে।
৪৫। মুরুঙ্গ্যা — একটি পার্বত্য জাতি। ৪৬॥ হিঁজাই হিঁজাই — ছিঁড়িয়া ছিঁড়িয়া, (সেন মহাশয়ের মতে—সিদ্ধ করিয়া)।

পশ্চিম মিক্যে ন যাইও সাইগরের পাড়ে।
আমার কথা মনত্[৪৭] রাইখ্য কহি বারে বারে ॥
হার্মাত্মারা[৪৮] লয়্যা যাইব গলাও বাঁধি দড়ি রে।
সাইগরে ডুপাইলি পরীরে ॥

ন শুনিল কথা বাদশা ন মানিল মানা।
নাহি চিনে পন্থ তারা বেগর ঠিকানা[৪৯] ॥
ধীরে ধীরে যায় তারা হাত্তির উয়র চড়ি রে।
সাইগরে ডুপাইলি পরীরে ॥

(২)

তের দিন তের রাইত ভর্‌মণা[১] করিয়া।
সাম্‌নে পাইল সুজা বাদশা বেবান্[২] দরিয়া ॥
কূলেতে পড়িয়া ঢেউ যায় গড়াগড়ি রে।
সাইগরে ডুপাইলি পরীরে ॥

৪৭। মনত—মনে। ৪৮। হার্মাদ্যা—মঘ ও পর্তুগীজ জলদস্যুদের মিলিত দল 'হর্মাদ্' নামে কথিত।
৪৯। ঠিকানা বেগর—ঠিকানাহীন।

১। ভরমণা—ভ্রমণ ২। বেবান—সীমাহীন, অকূল।

আকাশ পাতাল বাদশা ভাবে বারে বার।
এমন দরিয়া আমায় কে করিব পার ॥
সঙ্কটে পইড়্যাছি এখন উপায় কি করি রে।
সাইগরে ডুপাইলি পরীরে ॥

এই রূপে তিন দিন তারার গুজারিয়া[৩] যায়।
চাইর দিনে রোসাইঙ্গ্যা এক আইল তথায় ॥
বাদশার অবস্থা সেই জাইন্ল ভালা করি রে।
সাইগরে ডুপাইলি পরীরে ॥

রোসাঙ্গ্যার সঙ্গে বাদশা কি কাম করিল।
রোসাং সহরে আইস্যা দাখিল[৪] হইল ॥
সংবাদ পাইয়া রাজা কয় তাড়াতড়ি রে।
সাইগরে ডুপাইলি পরীরে ॥

"বার বাংলার বাদশা সুজা আইল আমার ঠাঁই
তান্ সঙ্গে হইব এখন বিষুম লড়াই ॥
চট্ করি সাজিলও রোসাং নগরী রে।"
সাইগরে ডুপাইলি পরীরে ॥

পরে ত জানিল রাজা সুজা বাদশার হাল[৫]।
দেশ ছাড়ি রাইজ্য ছাড়ি পন্থের কাঙ্গাল ॥
নছিবের দোষে তান্[৬] ভাই হইয়ে[৭] বৈরীরে।
সাইগরে ডুপাইলি পরীরে ॥

৩। গুজারিয়া = অতিবাহিত হইয়া। ৪। দাখিল = উপস্থিত।
৫। হাল = অবস্থা। ৬। তান্ = তাঁহার। ৭। হইয়ে = হইয়াছে

রাজার সঙ্গেতে তান্ দুস্তি[৮] হইল শেষে।
ঘর বাড়ী ছাড়ি সুজা রইল রোসাং দেশে॥
তার পরে কি হইল কেম্নে বয়ান[৯] করি রে।
সাইগরে ডুপাইলি পরীরে।

দুনিয়াতে জাইন্য ভাই রে লালছে[১০] পড়িয়া।
মানুষে মানুষর বুকে বিন্ধে ছুরি দিয়া॥
দুইদিন্যা[১১] দুনিয়া খোদা দিয়ে দুখ্খে ভরিরে।
সাইগরে ডুপাইলি পরীরে॥

(৩)

একদিন পরীবানু দোমাহালার ঘরে।
খসমের কাছে বস্যা হাসতামসা করে॥
শত দুখঃ বাদশা তখন গেল যে পাসরি রে।
সাইগরে ডুপাইলি পরীরে॥

রোসাঙ্গ্যার রাজা তখন সেইনা পন্থ দিয়া।
হাবা[১] খাইতে যাইতে-আছিল হাত্তিত্ চড়িয়া॥
আতাইক্যা[২] দেখিল এই অপরূপ সোন্দরীরে।
সাইগরে ডুপাইলি পরীরে॥

৮। দুস্তি = বন্ধুত্ব। ৯। বয়ান = ভাষায় বর্ণনা। ১০। লালছে = লালসায়, লোভে। ১১। দুইদিন্যা = দুইদিনের।

১। হাবা = হাওয়া। ২। আতাইক্যা = আচমকা, অকস্মাৎ

সোন্দরী পরীর তখন দোলে নাগর[৩] নথ।
মন-মনুরা[৪] দিল উড়া দেইখ্যা ছুরত॥
হাত্তির উয়রে রাজা যায় গড়াগড়ি রে।
সাইগরে ডুপাইলি পরীরে॥

ভোকালুয়ে[৫] ভাত চায় তিয়াসিয়ে[৬] পানি।
পানিরে পাইলে নদী বুকে লয় টানি॥
আসকে[৭] ভাবে কেম্‌নে বাঞ্ছা পূর্ণ করি রে।
সাইগরে ডুপাইলি পরীরে॥

আসকের মন জাইন্য বারিষার ঢল[৮]।
পরীর লাগিয়া রাজা হইল পাগল॥
নসিবের দোষে সুজার দোস্ত হইল অরি রে।
সাইগরে ডুপাইলি পরীরে॥

আদিগুড়ি[৯] কথা সুজা যখনে শুনিল।
কাঁদিয়া পরীর কাছে কহিতে লাগিল॥
দোনো চোখে পানি তান্ পড়ে ঝরি ঝরি রে।
সাইগরে ডুপাইলি পরীরে॥

৩। নাগর = নাকের ৪। মন মনুরা = মন-চিত্ত, হৃদয়। 'মনুরা' 'মনুয়া' প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে দেখা যায়। ৫। ভোকালুয়ে = ক্ষুধার্তে। ৬। তিয়াসিয়ে = তৃষ্ণার্তে ৭। আসকে = কামার্তে। ৮। বারিষার ঢল = বর্ষার প্লাবন। ৯। আদিগুড়ি = আগাগোড়া।

"দেশ নাই রে রাইজ্য নাইরে ন আছিল দুখ্‌।
ভরা রাইখাছ তুমি আমার খাইল্যা[১০] বুক ॥
তোমারে ছাড়িয়া আমি কেম্‌নে পরাণ ধরি রে।
সাইগরে ডুপাইলি পরীরে ॥

সুজার কাঁদনে পরীর বুক ফাড়ি[১১] যায়।
দুখ্‌খের উপরে দুখুঃ দিল যে আল্লায় ॥
রোসাঙ্গ্যার রাজা হইল কাল পরাণের বৈরী রে।
সাইগরে ডুপাইলি পরীরে ॥

কাঁদিয়া কাটিয়া পরে মন করি থির।
পোহাইত্যা রাতুয়া তারায়[১২] হইল বাহির ॥
পিছে ফিরি নাহি চায় চলে তড়াতড়ি রে।
সাইগরে ডুপাইলি পরীরে ॥

সাইগরের পাড়ে আইসা বাদশা পরীজান।
দোনো কন্যার লাগি তারার[১৩] ঝরিল নয়ান ॥
দুনিয়ার দুখুঃ আর ন সইল তারার শরীরে।
সাইগরে ডুপাইলি পরীরে ॥

মাছ ধরে রোসাঙ্গ্যা ভাই ছোড[১৪] একখান নাও।
বাদসা বলে, তোমার সুকা[১৫] মোরে আজি দেও ॥
সঙ্গে লয়্যা যাইয়ম আমি তোমার এই তরী রে।
সাইগরে ডুপাইলি পরীরে

১১। ফাড়ি = ফাটিয়া। ১২। পোহাইত্যা রাতুয়া তারায় = প্রভাতীরাত্রের তারা উদিত হইলে। ১৩। তারার = তাহাদের। ১৪। ছোড়ো = ছোটো। ১৫। সুকা = নৌকা।

রোসাঙ্গ্যার হাতে পরী দিল সোনার হার।
সুজা বাদ্‌সা মাঝি হইয়্যা নৌকা সে বাহার[১৬] ॥
পর্‌থম জোয়ারের পানি আইসে হুহু করি রে।
সাইগরে ডুপাইলি পরীরে ॥

বেবান[১৭] দরিয়ার মাঝে নয়া এক মাঝি।
আওরতে লইয়্যা সঙ্গে পারি দিল আজি ॥
ঢেউ যেন ডাকে তানে[১৮] গুজরি[১৯] গুজরি রে।
সাইগরে ডুপাইলি পরীরে ॥

বাদশার মুখর পানে পরী রইল চাহি।
মাঝ দরিয়ায় চলে সুজা ছোডো নৌকা বাহি ॥
হাত নাহি চলে অঙ্গ কাঁপে থরথরি রে।
সাইগরে ডুপাইলি পরীরে ॥

পোয়াইয়া গেল রাইত হইল বেয়ান[২০]।
কণ্ডে যার্‌গই[২১] নয়া মাঝি নাই রে গেয়ান[২২] ॥
পরাণ উড়ি গেল রে তান্ শিহরি শিহরি রে।
সাইগরে ডুপাইলি পরীরে ॥

১৬। বাহার = নৌকা যে বাহে তাহাকে 'বাহার' বলে।
১৭। বেবান = সীমাহীন, অকূল। ১৮। তানে = তাঁহাদের
১৯। গুজরি = গর্জন করিয়া ২০। বেয়ান = প্রভাত
২১। কণ্ডে যাবুগৈ = কোথায় যাইতেছে। ২২। গেয়ান = জ্ঞান, জানা।

মনে মনে পাড় লইল ফজরের নমাজ।
বাদশা বলে, শুন পরী শেষ দেখা আইজ॥
ঢেউর বাড়ি খাই নৌকা লইল গড়াগড়ি রে।
সাইগরে ডুপাইলি পরীরে॥

আসমানে উড়িল সূরুজ বরণ তার লাল।
পরীর মুখ চাহি সুজা দিল এক ফাল [২৩]॥
ওরে, দেখা নাই সে গেল আর সেই ছোড়ো তরীরে
সাইগরে ডুপাইলি পরীরে॥

ডুপিল ডুপিল নৌকা সুজা পরীজান।
দরিয়ার মাঝে হায় দিল রে পরাণ॥
মরণেও রইল তারা বুক জড়াজড়ি রে।
সাইগরে ডুপাইলি পরীরে॥
হায় হায় দুখ্‌খে মরিরে।
সাইগরে ডুপাইলি পরীরে॥

২৩। ফাল = লম্ফ, ঝাঁপ।

সুজা তনয়ার বিলাপ

ভূমিকা

মাননীয় দীনেশচন্দ্র সেন ডিঃ লিট্ মহাশয় তাঁহার সম্পাদিত 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা' তৃতীয় খণ্ডে 'সুজা তনয়ার বিলাপ' প্রকাশ করিয়াছেন। ইহার ছত্র সংখ্যা ৩০।

১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দ হইতে পূর্ববঙ্গে প্রাচীন পল্লীগাথা সংগ্রহ আরম্ভ করিয়া ১৯৪৩ পর্যন্ত বড়ো গাথাগুলির প্রতিই আমার লক্ষ্য ছিল। ১৯৪৩-এ যখন বুঝিলাম, ভিন্ন রাষ্ট্রের নাগরিক আমার পক্ষে ইস্‌লামিক রাষ্ট্র পাকিস্তানে শ্রীমদ্‌ভাগবত পাঠ ও প্রাচীন পল্লীগাথা-সাহিত্য অনুসন্ধান করা নিরাপদ নহে, তখন হাতের কাছে যাহা পাইয়াছি তাহাই সংগ্রহ করিতে চেষ্টা করিয়াছি। এরূপ করিয়াও ১৯৩৬ সালের মধ্যে 'সুজা তনয়ার বিলাপ' আমার হাতে পড়ে নাই। এই গান ও 'পরীবানু বেগমের পালা (হাঁওলা)' সম্পর্কে ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে কুমিল্লা কলেজের একজন অধ্যাপক আমাকে জানাইয়াছিলেন সেই ধরণের পালা বা গান এখন আর পাওয়া যাইবে না। কারণ, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ভারতে মুসলিম শাসন-যুগের ইতিহাস নূতন করিয়া লেখা হইয়াছে ও হইতেছে। সে ইতিহাসে বাদশাহ আওরঙ্গজেব পরম ধার্মিক, ইসলামের রক্ষক, ন্যায়বিচারক, পিতৃভক্ত, বৃদ্ধ রুগ্ন পিতার সেবাপরায়ণ, উন্মার্গগামী ভ্রাতাদের চরিত্র সংশোধনকারী আদর্শ মহাপুরুষ রূপে দেখানো হইয়াছে। এ প্রকার নিষ্কলঙ্ক মহাপুরুষের চরিত্রে কালির ছিটা লাগিতে পারে, এমন কোনো গাথা ও গান পাকিস্তানে কেহ শোনে না, গায়ও না। অধ্যাপক মহাশয়

কয়েক খানা স্কুল-কলেজ-পাঠ্য ইতিহাস পুস্তক দেখাইলেন। দেখিলাম, ব্যাপারটা ঐ প্রকারই।

১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দ হইতে এবিষয়ে আমার অনুসন্ধানকার্য চলে পূর্বঙ্গ হইতে আগত উদ্‌বাস্তুদের মধ্যে। এই গানটি সম্পর্কে আগরতলায় কয়েকজন চট্টগ্রাম জেলার উদ্‌বাস্তু আমাকে জানাইলেন, 'এই গান এবং এরূপ বহু গান ত্রিপুরা ও চট্টগ্রাম জেলার শ্রমজীবী মুসলমানদের মধ্যে পাওয়া যায়। ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষের পর চট্টগ্রাম, ত্রিপুরা প্রভৃতি জেলার বহু শ্রমজীবী মুসলমান আসামে বসতি স্থাপন করিয়াছে। তাহাদের মধ্যে খোঁজ করিতে হইবে।' এই পরামর্শানুযায়ী আসাম করিমগঞ্জ হইতে আরম্ভ করিয়া ধুবড়ী গোপালগঞ্জ পর্যন্ত বহু পল্লীর মুসলমানের সঙ্গে আলাপ করিয়া দেখিয়াছি, যদিও তাহাদের অধিকাংশের কথ্য ভাষা পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন জেলার পল্লী অঞ্চলের ভাষা, এমন কি অনেকে কোনো অসমীয়া ভাষাও জানে না, তথাপি তাহারা যে, কোনো কালে বা কোনো পুরুষে পূর্ববঙ্গে ছিল, তাহাও স্বীকার করে না। এরূপ অবস্থায় পূর্ববঙ্গের ঐতিহ্য জ্ঞাপক কোনো কিছু তাহাদের নিকট আশা করা বৃথা।

এই গানের কিছুই আমি সংগ্রহ করিতে পারি নাই; মাননীয় সেন মহাশয় যাহা প্রকাশ করিয়াছেন এবং এই গান সম্পর্কে জ্ঞাতব্য যাহা তিনি ভূমিকায় লিখিয়াছেন তাহাই এখানে প্রকাশ করিলাম। কারণ, পূর্ববঙ্গ ও বাঙ্গালীর ইতিহাসে ইহার প্রয়োজন আছে।

সেন মহাশয় ভূমিকায় লিখিয়াছেন,—"এই পালাগানটি সম্পর্কে ইহার সংগ্রাহক শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী মহাশয় আমাদিগকে নিম্নলিখিত বিবরণটি পাঠাইয়া দিয়াছেন :—

'সাহসুজার জীবনেতিহাসের শেষ অধ্যায় তিমিরাচ্ছন্ন। মুসলমান ঐতিহাসিকগণ এবং মোগল আমলের সমসাময়িক সেই ফরাসী পর্য্যটক বার্ণিয়ার এই হতভাগ্যের পরিণাম সম্বন্ধে বিভিন্ন রকম সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। সুজা আপন অশুভ অদৃষ্টের বিড়ম্বনায় বিতাড়িত হইয়া ঢাকায় কিছুকাল অবস্থান করেন। এই পর্যন্ত সমস্ত ঐতিহাসিকগণের মধ্যে ঐক্যভাব দেখা যায়। বার্ণিয়ারের মতে, তৎপরে তিনি পর্তুগীজ পরিচালিত জাহাজে চড়িয়া ঢাকা হইতে আরাকানে গমন করেন। চার্লস ষ্টুয়ার্ট নানাবিধ পারসীগ্রন্থ পর্যালোচনা করিবার পর মুসুলমান ঐতিহাসিকগণের সহিত একমত হইয়া বলিয়াছেন যে,—ঢাকা হইতে সুজা হস্তিপৃষ্ঠে আরোহন করিয়াই চট্টগ্রাম বন্দরে উপনীত হইয়াছিলেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ তখন মৌসুমবায়ু প্রবাহিত হইতেছিল। এইখানে তাঁহার মক্কা যাওয়ার আশা বিলীন হয়। উল্টা বাতাসে কোনো জাহাজ বা সুলুপের অধিকারী সমুদ্রপথে মক্কা যাইবার সাহস করিল না। মীরজুমুলার সৈন্যদল পশ্চাদ্ধাবন করিতেছে, এই আশঙ্কা তাঁহাকে পদে পদে সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিয়াছিল। তিনি দ্রুতগতিতে চট্টগ্রামের পার্বত্যভূমি অতিক্রম করিয়া আরাকানাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।'

"ভারতব্যাপী ভ্রাতৃদ্বন্দের যুগে তখন ত্রিপুরার রাজপরিবারের মধ্যেও এই রকমের একটি বিদ্রোহানল প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিতেছিল। মহারাজ গোবিন্দমাণিক্য তদীয় বৈমাত্রেয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছত্রমাণিক্য কর্তৃক সিংহাসনচ্যুত হইয়া চট্টগ্রামের পার্বত্য অঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূতপূর্ব ডেপুটি কমিশনার লেউইন (Lewin) সাহেব এই বাসভূমির অবস্থান নির্দেশ করিয়াছেন। এই স্থানে ভ্রাতৃদ্বন্দে বিতাড়িত সম অবস্থাপন্ন মহারাজ গোবিন্দমাণিক্যের সহিত সুলতান সুজার সাক্ষাৎ হয়। অতি অল্প সময়ের মধ্যে

উভয়ের এত প্রীতির ভাব জন্মিয়াছিল যে বিদায়কালে সুজা কৃতজ্ঞতার চিহ্ন স্বরূপ বহুমূল্য 'নেমচা' হার ও একটা হীরকাঙ্গুরীয় মহারাজ গোবিন্দমাণিক্যকে উপহার প্রদান করেন। সুজার শোচনীয় পরিণামের পর গোবিন্দমাণিক্য গোমতী নদীর তীরে একটি মসজিদ নির্মাণ করিয়া বন্ধুর স্মৃতি-তর্পণ করিয়াছেন। কুমিল্লা সহরের অনতিদূরে ঐ 'সুজা মসজিদ' এখনও অতীতের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। কুমিল্লার অন্তর্গত সুজানগর গ্রামটি এক সময়ে এই মসজিদের ওয়াকফ (wakf) সম্পত্তি ছিল বলিয়া 'রাজমালায়' উল্লেখ আছে।

"সুলতান সুজা কিছুকাল চট্টগ্রামে অবস্থান করিয়াছিলেন। সহরের বক্ষস্থলে আন্দরকিল্লার অনুচ্চ পাহাড়ের উপর যে সুবৃহৎ মসজিদ দৃষ্টিগোচর হয়, অনেকেই উহাকে সুজা-মসজিদ নামে অভিহিত করেন। চট্টগ্রাম সহরে 'সুজা-কাট্‌গর' নামে একটি মহল্লা আছে। এইসকল প্রামাণিক তথ্যের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে বার্ণিয়ারের উক্তি খণ্ডন করিবার সাহস হয়। বিশেষতঃ তখন সমুদ্রপথ নিরাপদ ছিল না। অপরিমিত ধনরত্ন লইয়া পর্তুগীজ জলদস্যুর সঙ্গে ঢাকা হইতে সমুদ্র-পথে সুজা যে আরাকান রওনা হইয়াছিলেন, এরূপ বর্ণনা সম্ভবপর বলিয়া মনে হয় না। আমরা এখানে বার্ণিয়ারের সঙ্গে একমত না হইয়া স্থিরভাবে বিশ্বাস করি যে, সুজা মেঘনা নদী পার হইয়া হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ করেন, এবং ত্রিপুরা ও চট্টগ্রামের পার্বত্যভূমি অতিক্রম করিয়া চট্টগ্রামের দক্ষিণ সীমায় নাফ্ নদীর তীরে উপনীত হন। চার্লস ষ্টুয়ার্ট লিখিয়াছেন যে, সুজা নাফ্‌নদীর পরপারে উপস্থিত হইলে আরাকানের রাজপ্রতিনিধি তাঁহাকে অতিশয় সম্মানের সহিত গ্রহন করিয়াছিলেন। প্রথমতঃ সুজার প্রতি আরাকান রাজের সহৃদয়তার কথা সমস্ত ঐতিহাসিকের মুখে শুনা যায়। সুজা ও তাঁহার পরিজনবর্গের বাস করিবার জন্য আরকানরাজ একটি রমণীয় প্রাসাদ

নির্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু এই বন্ধুত্ব অধিকদিন স্থায়ী হইল না, সুজার কন্যার রূপে বিমোহিত হইয়া আরাকানরাজ যখন তাহার পাণিগ্রহণের প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন, তখন বন্ধুত্বের ভিতর মতলবের চালবাজি চলিতে লাগিল। এইখানে একটি খণ্ডযুদ্ধের উল্লেখ আছে। বার্ণিয়ার বলেন, সুজা একজন খোজা, একজন স্ত্রীলোক ও দুইজন শরীর-রক্ষীর সমভিব্যাহারে আরাকানের পার্বত্য প্রদেশে পালায়ন করেন। এমন কি আগ্রায় পর্যন্ত এই জনশ্রুতি পৌছিয়াছিল। আওরঙ্গজীব একদিন পরিহাসচ্ছলে বলিয়াছিলেন, 'সুজা মক্কায় গমন করিয়া হাজী হইয়াছেন'। তখনও আগ্রার লোকের বিশ্বাস ছিল যে, সুজা কনস্টান্টিনোপলে প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করিয়া পারস্যে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন, এবং বিপুল বাহিনীসহ ভারত আক্রমণে উদ্‌যোগী হইয়াছেন। এই সময় আর একটি জনশ্রুতি অতি দৃঢ়তার সহিত প্রচারিত হইয়াছিল যে, পেগু ও শ্যামের রাজা কর্তৃক উপহৃত রক্তবর্ণের পতাকা সুশোভিত দুইখানি জাহাজ সহ সুজা সুরাট বন্দরের নিকট দিয়া গমন করিয়াছেন। এইসমস্ত আখ্যানের কোনো ভিত্তি না থাকিলেও সতত সশঙ্ক আওরঙ্গজীবের অন্তঃকরণে তখন ভীতির সঞ্চার হইতেছিল। ষ্টুয়ার্টের মতে, খণ্ডযুদ্ধে পরাজিত হওয়ার পর সুজাকে বন্দী করা হয়, এবং বঙ্গোপসাগরের তরঙ্গবিক্ষোভিত সুনীল জলধিগর্ভে তাঁহার সমাধি রচিত হইয়াছিল।

"আরাকানের প্রাচীন ইতিবৃত্ত অনুসন্ধান করিলে এ সম্বন্ধে আরও কিছু তথ্য আবিষ্কৃত হওয়ার আশা করা যায়। আশ্রয়দাতৃস্বরূপ আপন কর্তব্য বিস্মৃত হইয়া যে আরকানরাজ হতভাগ্য সুজাকে বঙ্গোপসাগরের লবন সলিলে ডুবাইয়া মারিয়াছিলেন, তাঁহার নাম 'সন্দ সুধর্ম্ম' বলিয়া রাজমালায় উল্লেখ আছে। আরাকানের এই সুধর্ম নরপতির কথা সমসাময়িক মুসুলমান কবি আলওয়াল ও দৌলত

কাজীর বর্ণনায় মাঝে মাঝে দৃষ্টিগোচর হয়। 'ছয়ফলমুল্লুক' নামক অতিশয় প্রাচীন এক কাব্যগ্রন্থে সুধর্ম নরপতির প্রশংসার বাণী আছে। যথা—

'ক্ষিতি তলে অনুপাম রোসাং সহর নাম
শ্রীমন্ত সুধম্ম নরপতি।'

এইগ্রন্থে সুজার আরাকান বাসের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। যথা—

'পরদেশী আইসে শুনি হরষিত নৃপমণি
স্নেহকরি সাদরে আনন্ত।'

পরদেশীর পরিচয় প্রসঙ্গে বর্ণনা আছে—

'পশ্চিমে মুল্লুক ভার চিন না পায় তার
ভুবনে নাহিক সম বীর॥
দক্ষিণে সাগর সীমা উত্তরে পর্বত হিমা
মধ্যে যত পর্বত কানন।

* * * *

নৃপতি মহত্ত্ব শুনি ভক্তি ভাবে মনে গণি
সুখে থাকে দিয়া রাজকর।'

রাজমালার গ্রন্থকার কৈলাসচন্দ্র সিংহ লিখিয়াছেন,—'সুজার পত্নী পরিভানুর রূপ ও গুণগাথা এক সময় বঙ্গের পল্লীতে পল্লীতে গীত হইত। সেইসকল গ্রাম্যগীতি এখন বিস্মৃতি সাগরে বিলীন হইয়াছে। সুজাপুত্রীর এই বিলাপোক্তির ক্ষুদ্র গীতিকাটিও এই জাতীয়। ইহা একটি বৃহৎ পালাগানের ভগ্নাংশ বলিয়া আমার মনে হয়। রচনাভঙ্গী ও গ্রাম্য শব্দের বহুলতা দেখিলে বুঝা যায় যে,

সমসাময়িক কোনো অজ্ঞাতনামা চাষাকবির দ্বারা এই গীতিকাটি বিরচিত হইয়াছিল। সুজার পরিবারবর্গের শোচনীয় পরিণাম এবং বঙ্গোপসাগরে সেই বিয়োগান্ত নাটকের শেষ দৃশ্যপট এই অঞ্চলের অধিবাসীবৃন্দের হৃদয়ে দারুণ আঘাত প্রদান করিয়াছিল। তখন চট্টগ্রামে দলে দলে মুসলমানগণ উপনিবিষ্ট হইতেছিল। ইতিহাসের দিক হইতে অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় তখন এই অঞ্চলের মুসলমান-গণ আরাকানের মগের উপর অতিশয় ঈর্ষার ভাব পোষণ করিত। হয় ত আরাকানের সভাসদ মুসলমান কবি রাখিয়া ঢাকিয়া সসঙ্কোচে যে বর্ণনাটুকু করিয়াছেন, সেইদিকে ভ্রুক্ষেপ না করিয়া নিরক্ষর নির্ভীক চাষা কবি সতেজ ভাষায় সহজ সুরে গান গাহিয়া মনের আগুন নির্বাপিত করিয়াছেন।

* * * *

"বিশুদ্ধ বাংলায় 'নাইয়র' শব্দটির প্রতিশব্দ খুঁজিয়া পাওয়া বড়ই দুস্কর। কোনো আত্মীয়ের বাড়ীতে স্ত্রীলোকেরা কিছুদিনের জন্য গমন করিলে তাহাকে 'নাইয়র করা' বলা হয়। সুজাপুত্রীকে আরাকান-রাজ-অন্তঃপুরে নাইয়র দেওয়া হইয়াছিল, এই গীতিকায় প্রথম ছত্রের এই উক্তি হইতে বুঝা যায় যে, হয়ত প্রথমেই উভয়ের বন্ধুত্ব অতিশয় জমাট বাঁধিয়া গিয়াছিল। আরাকানরাজের উপর এতদূর প্রত্যয়স্থাপন অস্বাভাবিক বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু নানাদেশ হইতে বিতাড়িত ও বিড়ম্বিত সুজার পক্ষে এই কার্য একেবারেই অসম্ভব বলিয়া ধারণা হয় না। ঘটনার পর ঘটনার আঘাতে তাঁহার মনকে ভগ্নপ্রায় করিয়া তুলিয়াছিল। এমন সময় আরাকানরাজের আশ্বাসবাণীতে ও আশ্রয়দানে সুজার মন গলিয়া পড়া অসম্ভব নহে। কিন্তু পরে যখন আরাকানরাজ এই কন্যার সহিত বিবাহের প্রস্তাব

করেন, তখন সুজা শিহরিয়া উঠিলেন, তখন তাঁহার বংশমর্যাদার কথা মনে হইল এবং শিরায় শিরায় উষ্ণ শোণিত উছলিয়া উঠিল।"

*　　*　　*　　*　　*

মাননীয় দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় তাঁহার ভূমিকায় পালাসংগ্রাহক আশুতোষ চৌধুরী মহাশয় লিখিত যে পত্র প্রকাশ করিয়াছেন তাহার প্রয়োজনীয় অংশ এখানে উদ্ধৃত করিলাম। ইহার পর সেন মহাশয় লিখিয়াছেন,—

"এই পালাগানটি সম্বন্ধে মোটামুটি সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয়ই আশুবাবুর উদ্ধৃত লেখায় পাওয়া যাইবে। ত্রিপুরেশ্বর গোবিন্দ-মাণিক্যের সঙ্গে আরকানাধিপতি রাজা সুধর্মের সভায় সুজার যে সাক্ষাৎকার হয়, তৎসম্বন্ধে রাজমালায় লিখিত হইয়াছে যে, ত্রিপুরার রাজা গোবিন্দমাণিক্য তদীয় বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ছত্রমাণিক্য কর্তৃক বিতাড়িত হইয়া আরাকানে আগমন করেন। এই সময়ে আওরঙ্গজেবের সঙ্গে যুদ্ধে পরাভূত হইয়া শ্রীভ্রষ্ট সাহসুজাও আরাকানে আসিয়াছিলেন। গোবিন্দমাণিক্য আরাকান রাজসভায় একটি সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন। সাহসুজা এই সময় সভায় উপস্থিত হইলে ত্রিপুরারাজ সসম্মানে সিংহাসন হইতে উঠিয়া সাহসুজাকে তথায় বসিতে অনুরোধ করেন। গোবিন্দমাণিক্যের এই ব্যবহারে আরাকান রাজা বিস্মিত হইয়া তাঁহাকে গোপনে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি 'একজন ম্লেচ্ছকে এত সম্মান দেখাইয়া সিংহাসন ছাড়িয়া দিলেন কেন?' উত্তরে গোবিন্দমাণিক্য বলিলেন, 'মহারাজ, এই সাহসুজা অতি প্রবল সম্রাট। আমার ও আপনার ন্যায় অনেক রাজা ইহার অধীন, এমন অনেক প্রবল রাজা আছেন, যাঁহারা সাহসুজার মন্ত্রীর নিকটেও বসিতে সাহসী হইবেন না।'

"সুজা বাদশাহকে সিংহাসন ছাড়িয়া দিয়া গোবিন্দমাণিক্য অপর এক সিংহাসনে উপবিষ্ট হইলেন এবং সভা শেষ হইলে ত্রিপুরারাজ সুজার সঙ্গে একত্র বাহির হইয়া গেলেন। পথে উভয়ের মধ্যে আলাপ সালাপ চলিল। সাহসুজা বলিলেন, 'আপনি আজ মগ রাজসভায় আমাকে বিশেষ সংবর্দ্ধনা করিয়াছেন। আপনি আমার বর্তমান অবস্থা সকলই অবগত আছেন। আমি আপনাকে আমার বর্তমান অবস্থায় কি আর পুরস্কার দিতে পারি?' এই বলিয়া সাহসুজা তাঁহার বক্ষ বিলম্বিত বহুমূল্য 'নিমচা' খানি রাজাকে উপহার দিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে আর একটি মূল্যবান হীরার আংটিও প্রদান করিলেন। রাজমালা-বর্ণিত এই বৃত্তান্ত আশুবাবু অতি সংক্ষেপে উল্লেখ করিয়াছেন।

"পালাগানটি ক্ষুদ্র হইলেও আমরা ইহা হইতে জানিতে পারি যে, রাজা সুধর্ম সাহসুজাকে তাঁহার পত্নী পরিভানু ও একটি কন্যা সহ সমুদ্রে নিক্ষেপ করিয়া নিহত করেন। আরাকানে সর্বত্র এই প্রবাদ প্রচলিত আছে। তাঁহাদের জীবন নাশ করিয়া মগরাজা সুজার অপ্রমেয় ধনভাণ্ডার লুণ্ঠন করিয়াছিলেন এবং তাঁহার এক কন্যাকে বলপূর্বক তাঁহার অন্তঃপুরে বন্দী করিয়াছিলেন। সম্ভবত এই কন্যাকে লইয়াই সাহসুজার সহিত আরাকানাধিপতির মনোমালিন্যের উৎপত্তি হইয়াছিল। জগজ্জয়ী মোগলসম্রাট সাজাহানের পৌত্রী 'নাপ্পী' খাইতে, 'কালো থামী' পরিতে এবং কর্ণে সোনার 'নাধং' ব্যবহার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, ইহা যে কতবড় দুঃখের বিষয় তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। * * *। আমরা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইয়াছি, সাহসুজার পত্নী পরিভানু সম্বন্ধেও চট্টগ্রাম অঞ্চলে অনেক পালাগান বিদ্যমান আছে। ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র সিংহ মহাশয়ও তাহাদের উল্লেখ করিয়াছেন। এই পালা গানগুলি

উদ্ধার করিতে পারিলে হতভাগ্য সাহসুজা ও তাঁহার স্বজনবর্গের শেষ জীবনী সম্বন্ধে অনেক ঐতিহাসিক তথ্য আবিষ্কৃত হইবে বলিয়া মনে করি।"

মাননীয় সেন মহাশয়ের ভূমিকায় শেষের দিকের এই আশা পূর্ণ হওয়ার সম্ভাবনা বোধ হয় আর নাই। কেন নাই—তাহা আমি এই ভূমিকার প্রথমেই লিখিয়াছি। অধিকন্তু 'জগজ্জয়ী মোগলসম্রাট সাজাহানের পৌত্রী'কে কাফের মগরাজ 'বলপূর্বক তাঁহার অন্তঃপুরে বন্দী করিয়াছিলেন' এবং বিবাহ করিয়া 'নাপ্পী খাইতে, কালো থামী পরিতে এবং কর্ণে সোনার নাধং ব্যবহার করিতে বাধ্য' করিয়াছিলেন, এই শ্রেণীর ঐতিহাসিক কাহিনী বোধ হয় পূর্ববঙ্গে ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের পর সম্পূর্ণ লোপ পাইয়াছে।

এই সম্পর্কে আমার নিজস্ব জানা কথা কিছু লিখিতেছি। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম দিকে তৎকালের বিপ্লবী অনুশীলন পার্টির একটা কাজে চট্টগ্রামে গিয়া দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত মহাশয়ের গৃহে কিছুদিন ছিলাম। সেই সময়ে কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তির মধ্যে আলোচনা প্রসঙ্গে শুনিয়াছিলাম, কক্সবাজারে বৌদ্ধ মগদের ধর্মমন্দির 'কিয়াং' ঘরে একখানা হস্তলিখিত বিরাট পুঁথি আছে। সেই পুঁথিতে মগ জাতির আরাকানে আগমন, বসতি স্থাপন, তাহাদের একাংশের দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করিয়া ইসলাম গ্রহণ প্রভৃতির বর্ণনা এবং রাজা সুধর্ম ও সাহসুজার কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে।

সম্ভবত ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে কক্সবাজারে গিয়া কিয়াং মন্দিরে পুঁথিখানা আমি দেখিয়াছিলাম। পুঁথির ভাষা 'কম্বোজী'। মন্দিরের যাজক পুঁথিতে আমার প্রয়োজনীয় অংশ

পড়িয়া ব্যাখ্যা করিয়া শুনাইলেন। ঘটনার কাল সম্পর্কে কোনো উল্লেখ নাই। লিখিত বর্ণনায় শুনিলাম,—

মগজাতির আদি বাসস্থান সূর্যোদয়ের দেশে। তাহাদের জীবিকা মৎস্য শিকার, কৃষি ও কাষ্ঠশিল্প। প্রাচীন কালে এক দল মগ জীবিকা অন্বেষণে আরাকান অঞ্চলে আসিয়া বসতি স্থাপন করে। পরে তাহাদের দেশ হইতে রাজবংশের একজন আসিয়া রাজ্য স্থাপন করেন।

কালক্রমে তাহাদের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া জীবিকাসঙ্কট দেখা দিলে এক দল জলপথে উত্তর দেশে গমন করে। কিছুকাল পরে তাহারা প্রচুর ধনসম্পদ লইয়া দেশে ফিরিলে মগ জাতির জাতীয় দেবতা 'ফরাতারা' যাজক মারফত রাজাকে আদেশ করিলেন, 'উহারা উত্তর দেশে গিয়া দস্যুবৃত্তি করিয়া ধনসম্পদ লইয়া আসিয়াছে। অতএব উহাদের রাজ্য হইতে বিতাড়িত করিতে হইবে।' রাজা দেবাদেশ পালন করিলেন।

দেশ হইতে বিতাড়িত মগের দল উত্তর দেশে আসিয়া ধর্মান্তর গ্রহণ করিল, এবং দস্যুবৃত্তি ও বলপূর্বক অপহৃত নর-নারী বিক্রয়ের ব্যবসা আরম্ভ করিল। দেবতা ফরাতারার কোপে পড়িয়া উহারা কোথাও ভূভাগে গৃহনির্মাণ করিয়া বসতিস্থাপন করিতে পারিল না, পুরুষানুক্রমে নৌকায় বাস, নৌকায় জন্ম, নৌকায়ই উহাদের মৃত্যু।

উক্ত গ্রন্থের এই বর্ণনানুযায়ী আমার মনে হয়, পূর্ববঙ্গের জলপথে 'বারোমাইস্যা শামদার' নামে পরিচিত একটি যাযাবর জাতির বহু নৌবহর দেখা যায়, এই জাতিটি ব্রিটিশ শাসন কালে 'অপরাধপ্রবণ জাতির তালিকাভুক্ত ছিল, ইহাদেরই পূর্বপুরুষ আরাকান হইতে বিতাড়িত মগ এবং দক্ষিণবঙ্গকে মগের মুল্লুকে পরিণতকারী জলদস্যু। এবিষয়ে আমি সুযোগ ও সময়ের অভাবে কোনো অনুসন্ধান করিতে

পারি নাই। যদি কোনো উৎসাহী ঐতিহাসিক পূর্ববঙ্গে এই যাযাবর শামদারদের ইতিহাস অনুসন্ধান করেন তবে আশাকরি বহু মূল্যবান ঐতিহাসিক তথ্য পাওয়া যাইতে পারে। শামদাররা যদিও ধর্মে মুসলমান, তথাপি পারিবারিক ব্যবহারে ও বিবাহাদিতে মুসলিম শরিয়তের অনুশাসন মানিতে দেখা যায় না, বরং এসব ব্যাপারে আরাকানী মগদের সঙ্গে বহুলাংশে মিল আছে।

কক্সবাজারে কিয়াং মন্দিরে রক্ষিত পুঁথিতে লেখা আছে, পশ্চিম দেশীয় এক মুসালমান রাজপুত্র প্রাণভয়ে সপরিবারে পলাইয়া আসিয়া আরাকানের রাজা ছন্দসুধম্মের আশ্রয় গ্রহণ করেন। উক্ত মুসলমান রাজপুত্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা পিতাকে বন্দী করিয়া সিংহাসন অধিকার করণান্তর নিজেকে নিষ্কটক করিবার জন্য আরাকানাধিপতির সভায় দূত প্রেরণ করিয়া দাবি করেন যে, তাঁহার আশ্রিত রাজপুত্রকে সপরিবারে বন্দী করিয়া ঢাকায় অবস্থিত রাজপ্রতিনিধির হস্তে অর্পণ করিতে হইবে। এই সংবাদ পাইয়া রাজা ছন্দসুধম্মের পরামর্শানুযায়ী মুসলমান রাজপুত্র সপরিবারে জলযানে আরোহন করতঃ পূর্বদেশে যাইতে চেষ্টা করিয়া সামুদ্রিক ঝড়ে সাগরসমাধি লাভ করেন। তাঁহার একটি কন্যাকে ধীবরেরা সমুদ্রবক্ষ হইতে উদ্ধার করিয়া রাজা ছন্দসুধম্মের হস্তে অর্পণ করিলে তিনি কন্যাটিকে বিবাহ করিয়াছিলেন।

ঐতিহাসিক বার্ণিয়ার ও ষ্টুয়ার্ট—কেহই রাজা সুধর্ম কর্তৃক বলপূর্বক সুজা-কন্যার বিবাহের কথা বলেন নাই। আরাকানের এই সুধর্ম নরপতির কথা সমসাময়িক মুসলমান কবি আলওয়াল ও দৌলত কাজীর বর্ণনায় মাঝে মাঝে 'দৃষ্টিগোচর' হইলেও তাঁহারাও ঘটনাটা, এই গান, আশুতোষ চৌধুরী মহাশয়ের গবেষণা ও দীনেশ সেন মহাশয়ের মন্তব্যের অনুকুলে কিছু লিখেন নাই। 'পরীবানু বেগমের পালা'য় দেখা যায়—

'* * একদিন পরিবানু দোমাহালা ঘরে।

খসমের কাছে বসি রং তামাসা করে॥ * *

* * রোসাঙ্গ্যার রাজা তখন সেই পন্থ দিয়া যায়॥ * *

* * পরীর লাগিয়া রাজা হইল পাকল॥

নছিবের দোষে সুজার দোস্ত হইল অরি রে * *

* * কাঁদিয়া কাডিয়া পরে মন করি থির।

পৌহাইত্যা রাতুয়া তারা হইল বাহির॥ * *

* * সাইগরের পারে আইল বাদসা পরীজান।

দোনো কন্যার লাগি তারার ঝরিল নয়ান॥ * *

* * মাছ ধরে রোসাঙ্গ্যা ভাই ছোড একখান নাও।

বাদসা বলে তোমার নুকা মোরে আজি দেও॥ * *

* * সুজা বাদসা মাঝি হৈয়া সে নৌকা বাহায়। * *

* * আওরতের লইয়া সঙ্গে পাড়ি দিয়ে আজি॥ * *

* * ডুপিল ডুপিল নুকা—সুজা পরীজান।

দরিয়ার মাঝে হায় দিল রে পরাণ॥ * * '

(সেন মহাশয়ের সম্পাদনা হইতে উদ্ধৃত।)

সেন মহাশয় ও আশুবাবু—এই উভয়ের মতেই 'সুজাতনয়ার বিলাপ' ও 'পরীবানুর হাঁহলা' মুসলমান কৃষক কবি রচিত।

১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে কর্ণফুলি নদীতে এক রোসাঙ্গ্যা মাঝির মুখে একপালা সুজা-পরীবানুর গান শুনিয়াছিলাম। তখন আমি অন্য ব্যাপারে অতিশয় বিব্রত থাকায় পালাটি লিখিয়া লইতে পারি নাই। সে পালার বর্ণনা যতটুকু আমার মনে আছে তাহাতে—

ঢাকায় সুবাদার আরাকানের রাজার নিকটে দূত পাঠাইয়া সপরিবারে সুজাকে বন্দী করিয়া ঢাকা পাঠাইবার জন্য দাবি করিলে আরাকানের রাজা ভীত হইয়া সেই দাবি অনুযায়ী কার্য্য করিতে মনস্থ করেন। শাহসুজা ব্যাপারটা বুঝিতে পারিয়া রাত্রের অন্ধকারে একখানা বর্মী সাম্পানে উঠিয়া সপরিবারে সমুদ্রপথে ব্রহ্মদেশ অভিমুখে পালায়ন করেন। প্রভাতে সুজা দেখিলেন, অনেকগুলি নৌকা তাঁহাদের অনুসরণ করিতেছে। ইহাতে ভীত হইয়া তিনি তাঁহার দুই কন্যা ও বাঙ্গালী বেগম পরীবানুকে সমুদ্রগর্ভে নিক্ষেপ করিয়া নিজেও প্রাণত্যাগ করেন। প্রকৃতপক্ষে যে নৌবহর দেখিয়া সুজা ভীত হইয়াছিলেন, উহা সমুদ্রে মৎস্যশিকারী ধীবরদের নৌকা। ধীবরেরা সুজার একটি মৃতকল্প কন্যাকে সমুদ্র বক্ষে পাইয়া তাহাকে আরাকানের রাজার হস্তে অর্পণ করিলে রাজা কন্যাটিকে বিবাহ করিয়াছিলেন।

এই সব কাহিনীতে দেখা যায় শাহসুজা ও তাঁহার বেগম পরীবানুর সমুদ্র-সলিল-সমাধি ও সুজার একটি কন্যার সঙ্গে আরাকানাধিপতির বিবাহ ঘটনায় সকলেই একমত। 'সুজা তনয়ার বিলাপ' রচয়িতা কবি কন্যাটির বিবাহ সম্পর্কে যে বলপ্রয়োগ বা অন্যায় সুযোগ গ্রহণের ইঙ্গিত করিয়াছেন এবং আরাকান-রাজ-অন্তঃপুরের বর্বর পরিবেশে কন্যাটির দুর্দশার যে চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন, উহা তাঁহার স্বকপোল-কল্পিত বলিয়াই মনে হয়। সেন মহাশয় ও আশুবাবুর মতানুযায়ী এই গানের রচয়িতা কবি যদি মুসলমান হন, তবে এই প্রকার কল্পনা তাঁহার পক্ষে অত্যন্ত স্বাভাবিক। আবহমানকাল হইতে দেখা যায়, অতি সাধারণ ঘরের একটি মুসলমান কন্যার বিবাহ কোনো ভিন্ন ধর্মাবলম্বীর সঙ্গে সংঘটিত হইলে মুসলীম সমাজ অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ হন, ইহা লইয়া একাল পর্যন্ত বহু বিপর্যয়ও ঘটিয়া গিয়াছে। এরূপ অবস্থায় সেই ভারতব্যাপী মুসলীম

আধিপত্যের যুগে শাহান্‌সাহ সাজাহানের পৌত্রীকে আরাকানের অধিপতি বৌদ্ধ সুধর্ম বিবাহ করায় তৎকালে মুসলিম সমাজ যে কি প্রকার ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন, তাহারই একটি পরোক্ষ চিত্র এই তিরিশটি ছত্রে প্রকাশ পাইয়াছে। এই গানের ভাষায় বুঝা যায়, কবি চট্টগ্রাম অঞ্চলের অধিবাসী, এরূপ স্থলে তৎকালের সুদূর দুর্গম ভিন্ন রাষ্ট্রের ভিন্ন ধর্মাবলম্বী রাজার অন্তঃপুরে সুজাতনয়ার তথাকথিত দুঃখ-দুর্দশার কথা পল্লী কৃষক মুসলমান কবির জানার সম্ভাবনা কোথায়?

পৃথিবীর বুকে নানা দেশে, পৃথক পৃথক পরিবেশে ও বিভিন্ন ধর্মে মানুষের খাদ্য, পরিচ্ছদ, অলঙ্কার, ভিন্ন জাতি ও ধর্মের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গী পৃথক। নাফ্‌পির গন্ধ আমাদের অসহ্য, অপর দিকে নাফ্‌পিপ্রিয় বর্মীদের নাকে ঘিয়ের গন্ধ অসহ্য। সিনেমা স্টারদের স্নানের পোষাক, মুসলমান মহিলাদের সালোয়ার বোরখা, মারোয়াড়ী মহিলাদের উন্মুক্ত-উদর ঘাগ্‌রি-একাঙ্গী-ওড়না, তৈলঙ্গী মহিলাদের চোদ্দ হাত শাড়ীর কাঁছা, পূর্বদক্ষিণ এশিয়ার মহিলাদের থামি, প্রভৃতির মধ্যে কোন পরিচ্ছদটি যে সুন্দর তাহার বিচার নিরর্থক। অলঙ্কারের বেলায়ও ঐ একই মন্তব্য করা যায়। আচার ব্যবহার ও সভ্যতা সম্পর্কে হিন্দুর দৃষ্টিতে অপর সকলেই 'ম্লেচ্ছ', মুসলমানের দৃষ্টিতে 'কাফের', খ্রীষ্টানের দৃষ্টিতে 'হিদেন', চিনের দৃষ্টিতে 'কুই (ভূত) ইরানীর দৃষ্টিতে 'ছায়া'', ইংরেজের দৃষ্টিতে 'নেটিভ', আমেরিকানদের দৃষ্টিতে 'মুইছেন্স'।

সুজা তনয়ার বিলাপ

ধুয়া—নছিবে একি ছিল রে,—
কি নাইয়র[1] করাইলি মাও বাপ,
আমি ঠেইক্‌লাম মইঘ্যার হাতে।
এত দুখ্‌খুঃ খোদা মোর লেখিলা বরাতে ॥
মা-ভইনরে[2] হারাইলাম হারাইলাম বাপ, তরে।
মইঘ্যা রাজায় ছল করি লুইট্যা লইল মোরে—
রে হায়, লুইট্যা লইল মোরে ॥

হায় নছিবে একি ছিল রে,—
কু-ছায়াতে[3] আইলি রে বাপ্‌
এই না মইঘ্যা রাজার দেশে।
কুলও দিলি, মানও দিলি, জানও দিলি শেষে ॥
ধন দৌলত লইয়্যা রে তুই পোলাইলি[4] কার ডরে।
সোনার জেয়র[5] হীরা মোতি রাখ্‌লি কার ঘরে—
রে হায়, রাখলি কার ঘরে ॥

হায় নছিবে একি ছিল রে,—
দেশে দেশে ঘুইরলাম রে কত
মুল্লুকে মুল্লুক।

১। নাইয়র = মেয়েদের আত্মীয় বন্ধুগৃহে বাস। ২। ভইন = বহিন।
৩। কু-ছায়াতে = কুক্ষণে ৪। পোলাইলি = পলায়ন করিলি।
৫। জেয়র = জরোয়া গহনা।

কন সতীনর পুতর সঙ্গে করলি রে ছুল্লুক[৬] ॥
কি লালছে[৭] আইলি শেষে রোসাং সহরে।
মা-ভইনরে ডুপাইলি[৮] শেষে ডুপিলি সাইগরে—
রে হায়, ডুপিলি সাইগরে ॥

হায় নছিবে একি ছিল রে,—
দুরগইত্যা[৯] পরাণ আমার
হায় রে, ন যায় নিকলি[১০]।
তুইষর আইল্যা[১১] হইয়রে বুগ[১২]উডের্[১৩] জ্বলি জ্বলি ॥
বারে বারে কইলম, রে বাপ, নাইয়রে ন দিস্ মোরে।
জীয়ত[১৪] রাখি মোরে কেনে মাডি[১৫] দিলি গোরে[১৬]—
হায় রে, মাডি দিলি গোরে ॥

৬। ছুল্লুক=শলা পরামর্শ। ৭। লালছে=লালসায়, আশায়। ৮। ডুপাইলি=ডুবাইলি। ৯। দুরগইত্যা=দুর্দশাগ্রস্ত। ১০। নিকলি=বাহির হইয়া। ১১। তুইষর আইল্যা=পল্লীগ্রামে গৃহস্থ গৃহে তামাক খাইবার আগুন রাখিবার জন্য মাটির হাঁড়িতে তুষ ভরিয়া তাহার মধ্যে ঘুটা ও কাঠ কয়লার আগুন রাখা হয়। এই প্রকার আগুনের পাত্রকে তুষের আইল্যা বলে। এই প্রকারে আগুন ৩০-৪০ ঘণ্টা থাকে।

১২। বুগ=বুক। ১৩। উডের্=উঠে। ১৪। জীয়ত=জীবিত। ১৫। মাডি=মাটি। ১৬। গোরে=কবরে।

হায় নছিবে একি ছিল রে,—
খিধা তিষ্টা মালুম নাই রে
মুঁই কাঁদির্ রাইত দিন।
মইঘ্যা রাজার খানা খাইতে মনত্ আইয়ে ঘিন্[১৭] ॥

এক সোনাই[১৮] রাঁধে রে ভাত বাড়ীহুদ্দা খায়।
বাছন[১৯] ভরা নাঁপ্ফিপোঁচা[২০]* গিলা[২১]ত ন যায়—
হায় রে, গিলা ত ন যায় ॥

হায় নছিবে একি ছিল রে—
রাইতে দিনে চোগর পানিত্[২২]
বালুশ[২৩] ভিজাই আমি।

১৭। আইয়ে ঘিন্ = ঘৃণা আসে। ১৮। সোনাই = মঘ পাচিকা।
১৯। বাছন = বাসন, পাত্র। ২০। নাঁপ্ফি পোঁচা = পচামাছযুক্ত ব্যঞ্জন।
২১। গিলা = গলাধঃকরণ করা। ২২। চোগর পানিত্ = চোখের জলে।
২৩। বালুশ = বালিশ।

* নাঁপ্ফিপোচা—আরাকানের দিকে সামুদ্রিক ছোটো ছোটো মাছকে 'ঙা' বলে। এই শ্রেণীর মাছ প্রচুর ধরা পড়িলে সমুদ্র তীরে শুখ্নো বালির উপরে দরমা পাতিয়া তাহার উপরে গাদা দিয়া পাঁচ-সাত দিন রাখিবার পর কাঠের মুগুর দিয়া মাছগুলি পিটাইয়া প্রয়োজনীয় ওজন মত পিণ্ড প্রস্তুত করিয়া শুখানো হয়। এই পিণ্ডই 'ঙাপ্ফি' বা নাঁপ্ফি। বাজারে নাঁপ্ফি বিক্রেতা বিক্রয়ের ২০—৩০ ঘণ্টা আগে নাঁপ্ফি পিণ্ড জলে ভিজাইয়া ধানের ভিজা খড় (আউশ ধানের খড় হইলেই ভালো হয়) চাপা দিয়া রাখে। এই প্রকার চাপা দিয়া পচানো নাঁপ্ফিকেই 'ঙাপ্ফি পোঁচা' বলে। সমগ্র পূর্ব-দক্ষিণ এশিয়ার মোঙ্গলীয় জাতির অন্তর্গত সমস্ত ধর্মাবলম্বী অধিবাসীদের ইহা একটি প্রিয় খাদ্য।

পিন্‌বার[২৪] লাগি মইঘ্যা রাজা দিয়ের্ কালা থামি[২৫]॥*
দশ মঘিনী আইসা আমার বইসে গায়র[২৬] কাছে।
কানত্ দিতাম্ কহি[২৭] আমার সোনার নাধং[২৮] যাচে—
হায় রে, সোনার নাধং যাচে[২৯]॥ **

হায় নছিবে একি ছিল রে—
আছ্‌মানেরই[৩০] ফুল রে ছিলাম
আছমানেরই ফুল।
মইঘ্যা রাজার হাতত্[৩১] পড়ি দিলাম জাতি কুল॥
সাইগরের তলাত্[৩২] মা-বাপ করলি রে কয়ব্বর।
হার্মাদ্যার[৩৩] মুল্লুকে আমার কে লইব খবর—
হায় রে বাপ, কে লইব খবর॥

২৪। পিনবার = পরিধানের।
২৫। দিয়ের্ কালা থামি = দিয়েছে কালো থামি।
২৬। গায়র = গায়ের। ২৭। কানত্ দিতাম কহি = কানে দিব বলিয়া।
২৮। নাধং = কানের অলঙ্কার। ২৯। যাচে = প্রার্থনা করে, অনুরোধ করে।
৩০। আছমান = আশ্‌মান, স্বর্গ।
৩১। হাত্‌ত – হাতে। ৩২। তলাত্ = তলে।

* থামি—দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় সাধারণ গৃহস্থ ঘরের মহিলাদের প্রধান পরিধেয় বস্ত্রকে আরাকান অঞ্চলে 'থামি' বলে। ইহা পুরুষের লুঙ্গির মত। পুরুষে লুঙ্গি পরে কোমরে, মেয়েরা থামি পরে বুকের উপরে। লুঙ্গি অপেক্ষা থামি পরিমাণমত বহরে বেশী। মেয়েদের রুচিমত নানা রঙের থামি পাওয়া যায়।

** কানত্ দিতাম্ কহি আমার সোনার নাধং যাচে = কানে দিব বলিয়া আমার সোনার নাধং প্রার্থনা করে। (এই ছত্রটিতে বোধ হয় ভুল আছে। সম্ভবতঃ ইহার পাঠ হইবে—'কানত্ দেওনলাগি মোরে সোনার নাধং যাচে।' ইহার অর্থ 'কানে দিবার জন্য সোনার নাধং আনিয়া আমাকে অনুরোধ করে'।)

—ইতি—সম্পাদক।

ছুরত জামাল-অধুয়া সুন্দরী পালার

ভূমিকা

মাননীয় দীনেশচন্দ্র সেন ডি, লিট্‌ মহাশয় 'ছুরত জামাল-অধুয়া' পালাটি তাঁহার সম্পাদিত 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা' দ্বিতীয় খণ্ডে প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহার সম্পাদনায় পালাটির ছত্র সংখ্যা ৮৭২; এই সম্পাদনায় ছত্র সংখ্যা ১০১৭। সেন মহাশয় সম্পাদিত সবগুলি ছত্রই এই সম্পাদনায় গৃহীত হইয়াছে। তাহার মধ্যে ৭৭টি ছত্রের সঙ্গে এই সংগ্রহের ছত্রে তাৎপর্যে পার্থক্য ঘটায় সেন মহাশয়ের পাঠ যথাস্থানে পাদটিকায় দেওয়া হইল। শব্দের বানান ঘটিত পাঠান্তর ও ছত্রের অগ্রপশ্চাৎ ঘটিত পাঠান্তর উল্লেখ করা হইল না। নূতন সংগ্রহ বুঝাইতে ছত্রের শেষে '+' চিহ্ন দেওয়া হইয়াছে।

এই পালার রচয়িতা ফৈজু ফকিরের নাম, গানের ভণিতায় কয়েকবার উল্লেখ আছে। অন্ধ ফকির ফৈজু নিজে পালার গায়ক ছিলেন, ইহা নবম অধ্যায়ের শেষে দুই ছত্রে বুঝা যায়। কিন্তু এই পালার সবটাই ফৈজু ফকিরের রচনা কিনা, এবং পূর্ববঙ্গের প্রাচীন পল্লীগাথার রচনা-ঐতিহ্যানুযায়ী ঘটনার অব্যবহিত কাল পরেই এই পালা—যাহা আমরা বর্তমান কালে যে আকারে পাইতেছি—সেই আকারে রচিত হইয়াছিল কিনা, সে বিষয়ে আমর সন্দেহ আছে। এ সম্পর্কে পরে আলোচনা করিব।

মাননীয় দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় তাঁহার সম্পাদিত গ্রন্থে এই পালা সম্পর্কে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ তথ্য-সমৃদ্ধ বিস্তৃত ভূমিকা

লিখিয়াছেন। এ বিষয়ে আমার অযোগ্যতা স্মরণ করিয়া সেন মহাশয়ের ভূমিকার প্রয়োজনীয় অংশ এখানে উল্লেখ করিতেছি।—

"জঙ্গলবাড়ীর দেওয়ানদিগের ন্যায় বানিয়াচঙ্গের দেওয়ানেরাও পূর্বে হিন্দু ছিলেন। চতুর্দশ শতাব্দীতে বানিয়াচঙ্গের ব্রাহ্মণরাজা গোবিন্দ খাঁ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়া হবিব খাঁ নাম ধারণ করেন। বানিয়াচঙ্গ শ্রীহট্টের একটি গণ্ডগ্রাম; এই গ্রামের লোকসংখ্যা এখনও (১৯২৬ খ্রীঃ) ত্রিশ হাজার। হবিব খাঁ শুধু বানিয়াচঙ্গের অধিপতি ছিলেন না, পার্শ্ববর্তী লাউড় পরগণাও তাঁহার অধীনে ছিল। তিনি শ্রীহট্টের ২৪টী পরগণার মালিক ছিলেন। বানিয়াচঙ্গের অবস্থিতি এইরূপ—উত্তরে ২৪°—৩১´, পূর্বে ৯১°—২০´। লাউড়ের জঙ্গলে এখনও বানিয়াচঙ্গ হাবলি নামক দুর্গের ভগ্নাবশেষ বিদ্যমান রহিয়াছে। উহা বানিয়াচঙ্গের দেওয়ানদিগের লাউড়ের উপর অধিপত্যের সাক্ষ্যপ্রদান করিতেছে। দেওয়ান পরিবারের পূর্বগৌরব এখনও (১৯২৬ খ্রীঃ) ক্ষীণভাবে বর্তমান রহিয়াছে, দেওয়ান আজমান খাঁ এই প্রসিদ্ধ বংশের বর্তমান প্রতিনিধি।—

"এই দেওয়ানদিগের একটি আখ্যায়িকা অবলম্বনে পালাটি রচিত হইয়াছে। দেওয়ানদের বংশলতায় আলাল খাঁ, দুলাল খাঁ ও জামাল খাঁ এই তিনটি নাম পাই নাই। ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হবিব খাঁর পঞ্চম বংশধর রূপে আমরা এক জামাল খাঁর নাম পাইতেছি। কিন্তু বংশলতায় জামাল খাঁর পিতার নাম আহম্মদ খাঁ পাওয়া যায়, পালায় কথিত আলাল খাঁ নহে। সুতরাং এই দুই জামাল খাঁ একই ব্যক্তি, এরূপ মনে হয় না। তবে দেওয়ানদিগের সাধারণ্যে প্রচলিত নামান্তর থাকিতে পারে, এবং কবির পক্ষে সরকারী কাগজপত্রে ব্যবহৃত অপেক্ষাকৃত বড় নামগুলি বর্জন করিয়া সহজ ডাকনাম ব্যবহার করাও অসম্ভব নহে।—

"শ্রীহট্ট জেলার মৈনা-কানাইবাজার নিবাসী পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অচ্যুত-চরণ তত্ত্বনিধি মহাশয়কে আমি এসম্বন্ধে লিখিয়াছিলাম। শ্রীহট্টের ইতিহাস সম্বন্ধে তাঁহার উক্তিই অনেকটা প্রমাণ্য। তিনিই এখন (১৯২৬ খ্রীঃ) এক্ষেত্রে সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। বাংলা ১৩২৯ সালের ১লা অগ্রহায়ণ তত্ত্বনিধি মহাশয় আমার প্রশ্নের জবাবে যে চিঠি দিয়াছিলেন, তাহার কিয়দংশের মর্ম নিম্নে প্রদান করিতেছি।—

'বানিয়াচঙ্গের আলাল ডুলালকে দিয়া আপনি কি করিবেন? শ্রীহট্টের ইতিহাস সম্বন্ধে আমার গ্রন্থ চার খণ্ডে দুই হাজার পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হইয়াছে। এই গ্রন্থে বানিয়াচঙ্গের সব কথাই আছে। তবে দেওয়ানদিগের বংশলতায় আলাল ডুলালের নাম নাই। বর্তমান দেওয়ানেরা এসম্বন্ধে কোনো তথ্য দিতে পারেন নাই। আলাল-ডুলাল নাম দুইটি হিন্দু ঘরেরও হইতে পারে। অত্যধিক প্রশ্রয় প্রাপ্ত ছেলেকে পল্লীগ্রামে 'আলালের ঘরের ডুলাল' বলিয়া থাকে। সুতরাং ইহাও সম্ভব হইতে পারে যে, উক্ত নামধারী দেওয়ানদ্বয় বাল্যকালে পিতামাতার অতিরিক্ত আদুরে ছিলেন বলিয়া আলাল-ডুলাল নামে পরিচিত হইয়াছিলেন। আমার মনে হয় জামাল খাঁ-কামাল খাঁই সাধারণের নিকট ঐ নামে পরিচিত ছিলেন। ১৭৪৯ খ্রীষ্টাব্দের একটি দলিলে আদম খাঁর নাম পাওয়া যায়। কিন্তু এই নামে কোনো দেওয়ান ছিলেন, বংশলতায় তাহার আভাস নাই। এই সময়ে যে দুইজন দেওয়ান জীবিত ছিলেন, তাঁহাদের নাম আহম্মদ খাঁ ও মামুদ খাঁ। এই আহম্মদ খাঁরই নামান্তর আদম খাঁ হইবে।—

'জামাল খাঁ ও কামাল খাঁ আলাল-ডুলাল নামে পরিচিত ছিলেন, এই সিদ্ধান্তের অপর একটি প্রমাণ মিলিতেছে। এখানে একটি প্রবাদ আছে যে এই দেওয়ানদ্বয় ডুবরাজ নামক দক্ষিণভাগের

এক রাজার সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করেন। দক্ষিণভাগ নামটি এই সময়েরই সৃষ্টি। এই স্থান আসাম-বেঙ্গল রেলওয়ের একটি ষ্টেশন, শ্রীহট্ট হইতে তের মাইল দূরে অবস্থিত। দুবরাজের নাম এখন লোকস্মৃতি হইতে অপসারিত হইলেও এই রাজার সম্পর্কে অনেক ঐতিহাসিক তথ্য একসময় পল্লীগ্রাম অঞ্চলে বিদিত ছিল, ইহা ২০০ বৎসরের কথা। এই দক্ষিণভাগ নামের সঙ্গে কোনও সামাজিক ঘটনার সংস্রব ছিল।—

'শ্রীহট্টে দুবরাজ নামটি নূতন নহে। শ্রীহট্টে দুবরাজ নামধেয় জনৈক বৈষ্ণব কবি ছিলেন। দুইশত বৎসর পূর্বে তিনি 'নিমাই সন্ন্যাস' নামে একখানি কাব্য রচনা করেন। এই কাব্য ভক্তি ও করুণ রসের উৎস স্বরূপ। চৈতন্যদেবের জন্মের পূর্বে তাঁহার পিতা-মাতা শ্রীহট্ট পরিদর্শন করেন। কাব্যে সেই কথা বর্ণিত হইয়াছে। দ্বাদশ বৎসর পূর্বে আমি ইঁহার একখানি হস্ত লিখিত পুঁথি পাইয়াছিলাম, কাব্যখানি এখনও অপ্রকাশিত রহিয়াছে।—

'কবি দুবরাজ বৈষ্ণব সাধু ছিলেন। এই দুবরাজের চরিত্র-মাহাত্ম্য দেওয়ান কামাল খাঁ ও জামাল খাঁর শ্রদ্ধার উদ্রেক করিয়া থাকিতে পারে। সময়ের দিক দিয়া মিল থাকার দরুণ আমার এইরূপ অনুমান হয় যে, আপনার কথিত আলাল খাঁ ও দুলাল খাঁ এই কামাল খাঁ জামাল খাঁ হইতে অভিন্ন।—

'শ্রীহট্ট এককালে ভট্টদিগের গীতের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। বিশেষত বানিয়াচঙ্গের ভাটদিগের খ্যাতি দেশদেশান্তরে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। ভট্টশিরোমণি মকরন্দের গান এখনও শ্রীহট্টবাসীর মুখে শোনা যায়।—

'দেওয়ান আলাল দুলালের দুবরাজের সঙ্গে বন্ধুত্বের কথা আপনাদের কোনও পালাগানে পাইয়াছেন কি? এরূপ পালা পাইয়া থাকিলে তাহার ঐতিহাসিকত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ করিবেন না।

আমাদের দেশের বহু ঐতিহাসিক ঘটনা এই সমস্ত অখ্যাতনামা নিরক্ষর পালাকর্তাদের গানের মধ্যে লুকাইত আছে।'—(ইহার পর সেন মহাশয় লিখিতেছেন,—)

"পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত তত্ত্বনিধি মহাশয় এখনও এই পালাটির (ছুরত জামাল অধুয়া পালাটির) সন্ধান জানেন না। তাঁহার লিখিত ঐতিহাসিক মন্তব্য-সমূহ সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ বক্তব্য কিছু না থাকিলেও এইটুকু স্বীকার করিতে পারি যে, তাঁহার শেষ কথাটি বাস্তবিকই সত্য। প্রধান প্রধান ঐতিহাসিক ঘটনা অবলম্বনে এই সমস্ত গ্রাম্য কবি অনেক সময় নূতন গাথা রচনা করিয়াছেন। ইঁহাদের বিবরণ গ্রাম্যতাদোষদুষ্ট হইলেও কোনো কোনো স্থলে অনেক ঐতিহাসিকদিগের বিবরণ অপেক্ষা অধিকতর বিশ্বাসযোগ্য। তবে পালার রচয়িতারা অনেক সময় ইতিহাস ও উপকথার সংমিশ্রণ করিয়া ফেলিতেন। বর্তমান পালাটিরও এই দোষ দেখা যায়। অন্ততঃ পালার প্রারম্ভ ভাগটা উপকথা বলিয়াই মনে হয়। জ্যোতিষীদিগের উপদেশানুসারে সদ্যজাত রাজকুমারদিগকে মৃত্তিকাগর্ভস্থ আবাসে রক্ষা করা, এবং অনিশ্চিত বিপদের আশঙ্কায় বহুদিন যাবৎ সন্তানের মুখ সন্দর্শন না করা,—এইরূপ ঘটনামূলক উপাখ্যান আমরা বহুবার শুনিয়াছি। কিন্তু পালার প্রারম্ভ কাল্পনিক হইলেও পরবর্তী উপখ্যানভাগ অর্থাৎ অধুয়া সুন্দরীর জামাল খাঁর প্রতি প্রেমের কাহিনী ও তৎসংশ্লিষ্ট অপরাপর ঘটনাবলী অবিশ্বাস্য বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় না। এই কাহিনীর নিশ্চয়ই কোনো ঐতিহাসিক ভিত্তি ছিল। এই সমস্ত আখ্যায়িকার অসার অংশ বর্জন করিয়া সার সঙ্কলন করিলে দেশের প্রকৃত ই'িহাস লিখিত হইতে পারে; এই জন্যই এগুলি মূল্যহীন নহে॥" * * *

মাননীয় সেনমহাশয় তাঁহার ভূমিকায় পণ্ডিত অচ্যুতচরণ তত্ত্বনিধি মহাশয়ের পত্রের যে অংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাতে জানা গেল, পণ্ডিত মহাশয় ২০০০ পৃষ্ঠার চারিখণ্ড শ্রীহট্টের ইতিহাস লিখিয়া ছাপাইয়া প্রকাশ করিলেও, এবং 'আমাদের দেশেয় বহু ঐতিহাসিক ঘটনা এই সমস্ত অখ্যাতনামা নিরক্ষর পালাকর্তাদের গানের মধ্যে লুক্কাইত' থাকিলেও, তিনি শ্রীহট্ট জেলার অধিবাসী হইয়া ঐ জেলার কৃষক ও সাধারণ বৃত্তিজীবিদের মধ্যে বহুল প্রচারিত ছুরত জামাল-অধুয়া ও আলাল-তুলাল-মদিনা বিবির পালার কথা জানেন না। আমি কিন্তু ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে হাইলাকান্দী গিয়া কানাই কর্মকারের বাড়ীতে থাকিয়া স্থানীয় বাজারে ছুরত জামাল-অধুয়ার পালা শুনিয়াছিলাম, গায়ক ছিলেন গায়েন হয়দর মাঝি। এই হয়দর মাঝির মুখে শুনিলাম, দক্ষিণভাগে তুবরাজের বাড়ীর স্মৃতিচিহ্ন এখনও আছে। কানাই কর্মকার ও আরও কয়েকজনের মুখে শুনিলাম, এই পালার কাহিনী রূপকথা আকারে দেশে প্রচলিত আছে, এবং সে রূপকথায় অধুয়ার কাহিনী এই পালার কাহিনী হইতে অন্যপ্রকার। দেশের একশ্রেণীর অধিবাসী রূপকথাআকাবে কথিত অধুয়া সম্পর্কীয় ঘটনাই বিশ্বাস করেন, পালায় বর্ণিত ঘটনার সর্বাংশ বিশ্বাস করেন না।

তৎকালে আমার উপরে একটি গুরুতর দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল বলিয়া ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দের আগে এই পালা সম্পর্কে কোনো অনুসন্ধান করিতে পারি নাই। তবে এই সময়ের মধ্যে দীনেশ সেন মহাশয় প্রকাশিত পালা ও ভূমিকা পড়িয়া লইয়াছিলাম। ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে ঐ অঞ্চলে গিয়া পালা ও কাহিনী শুনি। কাহিনী যাহা শুনিলাম তাহাতে এই সম্পাদনার নবম অধ্যায় পর্যন্ত একই প্রকার।

পার্থক্য—ছুরৎ জামালের প্রতি অধুয়ার প্রেম ও হুবরাজের ইসলাম কবুল করিয়া মক্কায় গমন ঘটনা লইয়া।

কাহিনীটি এখানে লিখিতেছি।—চাচাসাহেব দুলাল দেওয়ান ও তাঁহার অনুচর লেংড়ার ভয়ে ফতেমা বিবি সাত বৎসর বয়সের পুত্র জামালকে লইয়া যে বৎসর দক্ষিণভাগ সহরে রাজা হুবরাজের আশ্রয়ে বাস করিতে আরম্ভ করেন সেই বৎসর রাজকন্যা অধুয়ার জন্ম হয়। অনেকগুলি পুত্র সন্তান লাভের পর একমাত্র কন্যা অধুয়ার জন্ম হওয়ায় সে সকলেরই প্রিয়পাত্রী ছিল। রাজকুমারী বাল্য বয়সে রাজবাড়ীর বাহিরেও খেলা ও ভ্রমণ করিত। এই সময় জামাল অধুয়াকে দেখে।

জামালের বয়স যখন কুড়ি বৎসর, তখন সে হুবরাজের সামরিক বিভাগে প্রবেশ করিয়া যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করে, এবং বাইশ বৎসর বয়সে হুবরাজের সামরিক সাহায্যে বানিয়াচঙ্গের দেওয়ানী অধিকার করে। দেওয়ানী অধিকার করিয়া একবৎসর পরে জামাল কৃতজ্ঞতা জানাইবার জন্য রাজা হুবরাজের গৃহে আসিয়া স্নানের ঘাটে পরমা-সুন্দরী ষোড়শী যুবতী অধুয়াকে দেখিতে পায়।

দক্ষিণভাগ হইতে বানিয়াচঙ্গে ফিরিয়া জামাল তাঁহার উজীরকে পাঠাইলেন রাজা হুবরাজের নিকটে। উজির জামালের সঙ্গে রাজকন্যা অধুয়ার বিবাহের প্রস্তাব উত্থাপন করিলে ক্রুদ্ধ রাজা উজিরকে অপমান করিয়া তাড়াইয়া দিলেন। অপমানিত উজির ফিরিয়া আসিয়া সবকথা বলিলে জামাল দেওয়ান ভাবিয়া দেখিলেন, যুদ্ধে হুবরাজকে পরাজিত করিয়া অধুয়াকে হস্তগত করা সহজ হইবে না, সেজন্য অতর্কিতে অপহরণ করাই সঙ্গত মনে করেন। কিন্তু জামাল দেওয়ানের সে প্রচেষ্টা স্নানের ঘাটে অধুয়ার পাঁচটি রণরঙ্গিণী ভ্রাতৃবধূ ব্যর্থ করিয়া দিলে তিনি হুবরাজের রাজ্য দক্ষিণভাগ

আক্রমণের জন্য সৈন্য সমাবেশ করিতে থাকেন। এই সময়ে বিতাড়িত দুলাল দেওয়ান মক্কা হইতে আলাল দেওয়ানকে সঙ্গে লইয়া দেশে ফিরিয়া আসেন।

আলাল দেওয়ান ও দুলাল দেওয়ান দেশে ফিরিয়া পথেই শুনিতে পাইলেন জামাল দেওয়ানের কার্যকলাপের কথা। ইহাতে দুলাল দেওয়ানের আরও সুবিধা হইল। তিনি 'নিমকহারাম পুত্র' জামাল দেওয়ানের বিরুদ্ধে পিতা আলাল দেওয়ানকে বিশেষভাবে উত্তেজিত করিয়া দোস্ত দুবরাজের সাহায্য গ্রহণের পরামর্শ দিলেন, এবং বানিয়াচঙ্গ না গিয়া দক্ষিণভাগে রাজা দুবরাজের গৃহে উপস্থিত হইলেন।

ইহার পর আলাল দেওয়ান দুবরাজের সৈন্য লইয়া বানিয়াচঙ্গের উপকণ্ঠে উপস্থিত হইলে, বানিয়াচঙ্গের জনসাধারণ ও ফৌজ আলাল দেওয়ানের পক্ষে যোগ দিল। জামাল দেওয়ান বিপাকে পড়িয়া পিতার বশ্যতা স্বীকার করিলে, ক্রুদ্ধ পিতা তাহাকে বন্দী করিয়া বিচার সাপেক্ষে কারাগারে প্রেরণ করিলেন।

জামাল দেওয়ান যখন কারাগারে তখন দিল্লী হইতে তলব আসিল, দশ হাজার সৈন্য, হাতি, ঘোড়া, প্রভৃতি লইয়া বানিয়াচঙ্গের দেওয়ানকে বাদশার সাহায্যার্থে দিল্লী যাইতে হইবে। কে দিল্লী যাইবে, তাহা লইয়া যখন পরামর্শ চলিতেছিল, তখন দুবরাজ প্রস্তাব করিলেন, জামাল তাঁহার নিকটে শিক্ষিত সাহসী যোদ্ধা। তাহাকে দিল্লী পাঠাইলে যুদ্ধে কৃতিত্ব দেখাইয়া বাদশাহের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারিবে। অধিকন্তু বাদশাহের সামরিক বিভাগে কিছুকাল থাকিলে তাহার চরিত্র সংশোধিত হইবে।

আলাল দেওয়ান দোস্ত দুবরাজের পরামর্শ গ্রহণ করিয়া জামালকে সেনাপতি করিয়া দিল্লী পাঠাইলেন। বানিয়াচঙ্গ হইতে দিল্লী যাত্রার

প্রাক্কালে জামাল অধুয়ার প্রণয় প্রার্থনা করিয়া একখানা পত্র ও একটি হীরার অঙ্গুরী উজিরের হাতে দিয়া গেলেন। সুচতুর উজির সেই পত্র ও অঙ্গুরী অধুয়ার হাতে পৌঁছিয়া দিবার ব্যবস্থা করেন।

ছয়মাস পরে আলাল দেওয়ান বাদশাহের পত্রে জানিতে পারিলেন যুদ্ধে জামালের মৃত্যু ঘটিয়াছে। পুত্রের মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া ফতেমা বিবির মৃত্যু হইল। এই প্রকার অবস্থায় আলাল দেওয়ান যখন শোক-বিহ্বল তখন 'কানকাটা উজির' আসিয়া তাঁহাকে জানাইল, ছুবরাজের 'বে-আবরু' কন্যা অধুয়া সরল কুমার জামালকে প্রলোভিত করিয়াছিল। সেই প্রলোভনে পড়িয়া জামাল যাহা করিয়াছে তাহার ফলে নির্দোষ উজিরের কান কাটা গিয়াছে, এবং দুশ্‌মন ছুবরাজের কুপরামর্শে জামাল দেওয়ান বিদেশে প্রাণ হারাইলেন।

উজিরের মুখে এই সমস্ত শুনিয়া অতিশয় ক্রুদ্ধ আলাল দেওয়ান দুলাল দেওয়ানকে হুকুম দিলেন, দক্ষিণভাগ সহর ধ্বংস করিয়া ছুবরাজ ও তাঁহার কন্যা অধুয়াকে বন্দী করিয়া বানিয়াচঙ্গের দেওয়ানী দরবারে হাজির করিতে হইবে। দেওয়ান আলাল অপরাধীদের বিচার করিয়া উপযুক্ত শাস্তি বিধান করিবেন।

জামালের মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া ছুবরাজ শোকার্ত দোস্তকে সান্ত্বনা দিবার জন্য বানিয়াচঙ্গে আসিবার পথে দুলাল দেওয়ানের হাতে বন্দী হইলেন। অতর্কিত আক্রমণের সম্মুখে যুদ্ধ করিয়া ছুবরাজের পাঁচটি পুত্র নিহত হইলেন। দক্ষিণভাগ সহর আগুনে ভস্মীভূত হইল। কাষ্ঠনির্মিত রাজবাড়ীর একাংশে আগুন জ্বালিয়া উঠিলে পুরমহিলারা প্রথমে দেবমন্দিরে আশ্রয় গ্রহণ করেন। পরে যখন সুরক্ষিত দেবমন্দির আক্রান্ত হইল, তখন তাঁহারা প্রজ্জ্বলিত গৃহে প্রবেশ করিয়া প্রাণ ত্যাগ করিলেন।

রাজকন্যা অধুয়া কিন্তু অগ্নিতে প্রবেশ করিল না। তাহার অন্তরে তখন জ্বলিয়া উঠিয়াছে প্রতিহিংসার আগুন। সরল বুদ্ধি রাজকুমারী ভাবিয়াছিল, বন্দী হইয়া, দেওয়ানী দরবারে গিয়া বিচারে কাহার দোষ তাহা প্রমাণ করার পর বিষপান করিবে। সেজন্য রাজকুমারী অধুয়া জামালের পত্র ও অঙ্গুরী লইয়া প্রস্তুত হইয়া চণ্ডীদেবীর মন্দিরে যখন শেষ পূজা করিতেছিল, তখন দুলাল দেওয়ান তাহাকে বন্দী করিয়া বানিয়াচঙ্গের দেওয়ানী দরবারে চালান দিলেন।

অধুয়ার পাল্‌কি দেওয়ানী দরবারে উপস্থিত হওয়া মাত্রই আলাল দেওয়ান তাঁহার ঘোড়ার সহিস কেরামুল্লার সঙ্গে রাজকুমারীর সাদীর হুকুম দিলেন, এবং সহিস কেরামুল্লাকে ডাকিয়া অধুয়াকে কেশে ধরিয়া পাল্‌কি হইতে বাহির করিয়া লইয়া যাইতে বলিলেন। অধুয়া পাল্‌কির মধ্যে থাকিয়া দেওয়ানের বিচার ও রায় শুনিল, এবং বুঝিল, এখানে ন্যায় বিচারের কোনো প্রত্যাশা নাই। তখন সে তাহার বিষের কৌটা খুলিয়া বিষ খাইল। কেরামুল্লা যখন তাহার চুল ধরিয়া টানিয়া পাল্‌কি হইতে বাহির করিল, তখন সে মরিয়া গিয়াছে।

মৃত রাজকুরামীর অঞ্চলে বাঁধা জামালের পত্র ও অঙ্গুরী দেখিয়া আলাল দেওয়ান বুঝিলেন দুবরাজ নির্দোষ, তখন তাঁহাকেও মুক্তি দিলেন। দক্ষিণভাগ সহর আগুনে পুড়িয়া শেষ হইয়া গিয়াছে, রাজপরিবারের আর কেহ জীবিত নাই, এই সংবাদ শুনিয়া রাজা দুবরাজ 'পন্থের ফকির' হইয়া তীর্থ ভ্রমণে যাত্রা করিলেন। স্ত্রীপুত্রের শোকে আলাল দেওয়ানও পুনরায় ফকির সাজিয়া মক্কায় চলিয়া গেলেন।

১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে প্রায় প্রতি বৎসর আমি ভাগবত পাঠ উপলক্ষে শ্রীহট্ট জেলার নানা স্থানে যাইতাম। এই পালা ও কাহিনীর কথা সর্বত্রই শুনিয়াছি। তবে সে শোনা কোনো উচ্চশিক্ষিত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির মুখে নহে, এই কামার, কুমার, ছুতার, কৃষকদের মুখে। ইহাদের মধ্যে বৃদ্ধেরা আমাকে বলিতেন, ফৈজু ফকিরের রচিত পালায় রাজকন্যা অধুয়া সম্পর্কিত বর্ণনা এই কাহিনীর অনুরূপই ছিল, এবং তাঁহারা বাল্যকালে পালাগানটি ঐ প্রকারই শুনিয়াছেন, পরে অধুয়ার কাহিনীর রূপান্তর ঘটিয়াছে। এই রূপান্তর লইয়া এককালে কিছু বাদ প্রতিবাদ হইয়াছিল। যাহার ফলে হিন্দু গায়েনরা এই পালাটি গান করা ছাড়িয়া দিয়াছেন। বৃদ্ধদের মুখে এই কথা শুনিয়া সেই হইতে ১৯৬৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বহু হিন্দু গায়েনের নিকটে পালাটির সন্ধান করিয়াছি, কিন্তু কোথাও পাই নাই। ইহার কারণ, যাঁহারা এইসব পালাগানের গায়ক ও শ্রোতা, তাঁহারা সকলেই সাধারণ শ্রমজীবি ও কৃষক সম্প্রদায়ের মানুষ। এইসব পালার ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিক মূল্যবোধ তাঁহাদের নিকটে আশা করা যায় না। মাননীয় রায়বাহাদুর দীনেশচন্দ্র সেন ডি লিট্ মহাশয় এ বিষয়ে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ না করা পর্যন্ত, এমন কি শ্রীহট্টের ইতিহাস সঙ্কলক পণ্ডিত অচ্যুতচরণ তত্ত্বনিধির মত ব্যক্তিও এই ঐতিহাসিক পল্লীগাথাগুলি সম্পর্কে অবহিত ছিলেন না। ফলে গায়েনদের হস্তলিখিত পুরাতন খাতাগুলি অপ্রয়োজনীয় বোধে লোপ পাইয়াছে।

এই পালার ভাষা ও শব্দের বানান সম্পর্কে মাননীয় সেন মহাশয় তাঁহার ভূমিকায় লিখিয়াছেন,—'এ সম্বন্ধে একটি বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে। বর্তমান পালার অন্ধ কবি এবং নিরক্ষর গায়ক সম্প্রদায় স্বাভাবিক উচ্চারণ বজায় রাখিয়া কথ্য ভাষায় ব্যবহৃত শব্দগুলি প্রয়োগ

করিয়াছেন। ভাষাতত্ত্ববিদ্‌গণ এ বিষয়টি লক্ষ্য করিতে পারেন। শব্দের লিখিত আকৃতির সঙ্গে অন্ধ অথবা নিরক্ষর কবিগণের পরিচয় না থাকায় তাঁহারা শুধু শ্রুতিশক্তির দ্বারা শব্দের ধ্বনি উপলব্ধি করেন, এবং প্রয়োগকালে অবিকল তাহাই ব্যবহার করেন। এইজন্য বর্তমান পালা-রচক অন্ধ কবি শব্দের কথ্যভাষায় ব্যবহৃত উচ্চারণ বজায় রাখিয়াছেন এবং নিরক্ষর গায়েনেরাও কবির ব্যবহৃত কথিত ভাষা অবিকৃত ভাবে রক্ষা করিয়া কবির কথাতেই পালা-গানগুলি গাহিয়া গিয়াছেন। যে ক্ষেত্রে পালারচকের সামান্য পরিমাণেও অক্ষরবোধ থাকিত, সে স্থানে তৎকর্তৃক লিখিত ভাষার অনুযায়ী উচ্চারণ অনুসরণ করিবার প্রয়াস করা স্বাভাবিক। কিন্তু এখানে নিরক্ষর অন্ধ কবি ও নিরভিমান মূর্খ গায়েনের হাতে স্বাভাবিক উচ্চারণের বিকৃতি ঘটে নাই। সুতরাং পালাগানে ছোটকে 'ছুড়ু', প্রজাকে 'পরজা', চাঁদকে 'চান', হইবে-কে 'অইব', শোন, শোক, সভা ও সাহেবকে যথাক্রমে 'ছোন, ছোক, ছভা, ছাহেব,' দুঃখুকে 'দুক্কু', বৃদ্ধকে 'বির্দ্ধি', সূর্য্যকে 'সুরুজ'—ইত্যাদি আকৃতিতে ব্যবহার করা হইয়াছে।'

এইসব পল্লীগাথার কবিগণ 'নিরক্ষর' 'মূর্খ' এবং তাঁহাদের লিখিত খাতা ছিল কিনা, সে সম্পর্কে আমার সম্পাদিত 'প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা' প্রথম খণ্ডের গ্রন্থ ভূমিকায় আলোচনা করিয়াছি। পালার ভাষা, শব্দের উচ্চারণ ও বানান সম্পর্কে মাননীয় সেন মহাশয় যাহা মন্তব্য করিলেন, তদনুযায়ী তাঁহার সম্পাদিত এই পালার সপ্তম অধ্যায় এবং এই সম্পাদনার দশম অধ্যায় হইতে পালা সমাপ্তি পর্যন্ত লক্ষ্য করিলে বুঝা যাইবে, পালাটি যে-আকারে সেন মহাশয় ও আমি পাইয়াছি তাহা একই কবির রচনা হইতে পারে না। পালায় অধুয়ার প্রসঙ্গ উপস্থিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে রচনার অধিকাংশ ছত্রের

ভাষা ও শব্দের উচ্চারণ ভঙ্গী আধুনিক হইয়া গিয়াছে। যে ছত্রগুলিতে প্রাচীন রচনার ছাপ আছে, আমার বিশ্বাস, ঐ অধ্যায় গুলির রচয়িতা নিষ্প্রয়োজন বোধে উহার পরিবর্তন করেন নাই।

এই পালার বর্ণিত ঘটনা কোন শতাব্দীতে ঘটিয়াছিল তাহা সুবিজ্ঞ সেন মহাশয় সাধ্যমত চেষ্টা করিয়াও নির্ণয় করিতে পারেন নাই। পালার কবি অন্ধ ফৈজু ফকির কোন কালে জীবিত ছিলেন, সে সম্পর্কেও কিছু লিখেন নাই। কয়েকটি পারিপার্শ্বিক ও ঐতিহাসিক কারণ, এবং পালার প্রথমার্ধের রচনায় শব্দ প্রয়োগ দেখিয়া আমার ধারণা হইয়াছে, ঘটনাটি ঘটিয়াছিল খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের মধ্যে, এবং ফৈজু ফকির পালা রচনা করিয়াছিলেন অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দশক হইতে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদের মধ্যে।

ঘটনার কাল সম্পর্কে আমার এই প্রকার ধারনার হেতু, যে সময়ে এই ঘটনা ঘটিয়াছিল, তখন দক্ষিণভাগে রাজা ছুবরাজ স্বাধীন নরপতি ছিলেন, তাহা না হইলে দিল্লীর বাদশাহ তাঁহাকেও যুদ্ধে সাহায্য করিতে তলব দিতেন। দক্ষিণভাগে রাজার যে সামরিক সামর্থ্য ছিল, তাহার একাংশের সহায়তায় জামাল খাঁ বালিয়াচঙ্গের দেওয়ানকে পরাজিত করিয়া দেওয়ানী অধিকার করিয়াছিলেন। দিল্লীর সুলতান আলাউদ্দিন খিলজি সাম্রাজ্যে অমুসলমান প্রজা শাসনে যে নীতি প্রবর্তন করিয়াছিলেন, সে নীতি পরবর্তীকালের সমস্ত সুলতান-বাদশাহ অল্পাধিক মানিয়া চলিয়াছেন। এই নীতির একটি হইল, সাম্রাজ্যের মধ্যে যাহাতে কোনো অমুসলমান সামরিক শক্তিতে শক্তিমান না হইতে পারে, সে বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখা। খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ দশক হইতে সুদূর পূর্ববঙ্গে এই নীতি বজায় রাখা দিল্লীর বাদশাহ এবং বাদশাহী শাসনের ধারক বাহক

মুসলমান দেওয়ানদের পক্ষে সম্ভবপর হয় নাই। ভুবরাজের পরাজয় ও দক্ষিণভাগ ধ্বংসের হেতু সামরিক শক্তিহীনতা নহে। উহা ভুবরাজের হিন্দুসুলভ বন্ধুত্বের উপরে অত্যধিক আস্থা ও অতর্কিত আক্রমণের ফল।

ফৈজুফকিরের কাল সম্পর্কে আমার ধারণার হেতু, এই পালার প্রথম অর্ধাংশ—যাহা আমি মনে করি; ফৈজুর নিজের রচনা—তাহার মধ্যে বর্তমান কালের মৈমনসিংহ জেলার উত্তর অঞ্চলের ভাষা 'বইয়া আছুইন', জঙ্গলবাড়ী অঞ্চলের মুসলমানী ভাষা 'সিতাবি,' ঢাকা জেলার 'পোষাইলে', নোয়াখালী-ত্রিপুরার 'করলা,' চট্টগ্রামের 'মাডি'‘কুডি', সব অঞ্চলের গ্রাম্য কথ্য ভাষার মিশ্রণ দেখা যায়। ইহাতে আমার মনে হয়, ফকির ফৈজু প্রথম জীবনে ঐ সব অঞ্চলে ভ্রমণ করিয়াছেন, এবং শেষজীবনে পালা রচনা করিয়া নিজেই গায়েন হইয়া দেশে দেশে গান করিতেন। এই কারণে ব্রহ্মপুত্র নদের উভয় তীরবর্তী গ্রামাঞ্চলের কথ্য ভাষা ও ত্রিপুরা-চট্টগ্রাম-নোয়াখালী জেলার কথ্য ভাষায় শব্দ-উচ্চারণভঙ্গী কবির রচনায় প্রবেশ করিয়াছে। দেশের পথঘাট কথঞ্চিত সুগম ও নিরাপদ না হইলে ফৈজু ফকিরের পক্ষেও এই দূর দূরান্তরের পথে গমনাগমন করা সম্ভব হইত না। খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দশক হইতে ঐসব অঞ্চলের পথঘাট সুগম হইতে থাকে। ইহার পূর্বে অবস্থা কি প্রকার ছিল, তাহা 'দস্যু কেনারাম,' 'মানিকতারা ডাকাইত,' 'নেজাম ডাকাইত' প্রভৃতি পালার পল্লীকবি বর্ণনা করিয়াছেন।

এই পালাগানে ও ঐ অঞ্চলের সাধারণ হিন্দু সমাজে প্রচলিত কাহিনীর মধ্যে অধুয়া সম্পর্কিত ঘটনা বর্ণনায় যে পার্থক্য দেখা যায়, তাহার মধ্যে কোনটি বাস্তবানুগ তাহা নির্ণয় করিতে হইলে পালায় বর্ণিত কতকগুলি ঘটনা সমসাময়িক বাস্তবের পরিপ্রেক্ষায় বিশ্লেষণ করিয়া দেখা প্রয়োজন।

পালার বর্ণনা অনুযায়ী,—সাত বৎসর বয়সে জামালখাঁ দক্ষিণ-ভাগে আসিয়া রাজা ছুবরাজের আশ্রয়ে আঠার বৎসর বাস করেন। ষোল বৎসর বয়সের যুবতী রাজকন্যা অধুয়া ফুল তুলিতে যাইবার পথে তরুণ যুবক জামালকে দেখিয়া প্রেমোন্মাদিনী হইল, এবং ইহার কিছুদিন পরে ফুলের মালা ও প্রেমপত্র দিয়া দূতী পাঠাইল। জামাল দেওয়ান সেই প্রেমপত্র পাইয়া 'রঙ্গের ভাওয়াইল্যা' নামে সুপরিচিত সুবৃহৎ প্রমোদতরনীতে আরোহণ করিয়া দক্ষিণভাগে যে ঘাটে রাজপুরমহিলারা স্নান করেন সেই ঘাটে রঙ্গের ভাওয়াইল্যা বাঁধিয়া বসিয়া থাকিলেন। অধুয়া তাহার পাঁচটি ভ্রাতৃবধূ ও বহু সুন্দরী যুবতী দাসী সঙ্গে করিয়া স্নানের জন্য ঘাটে আসিয়া চারি চক্ষুর মিলন হইল। জামাল দেওয়ান অধুয়াকে দেখিয়াই রঙ্গের ভাওয়াইল্যা লইয়া গৃহে গিয়া 'বৃদ্ধ' উজিরকে পাঠাইলেন রাজার সভায় বিবাহের প্রস্তাব করিতে। ব্রাহ্মণ রাজা বৃদ্ধ উজিরের কান কাটিয়া তাড়াইয়া দিলেন। তাহারপর জামাল খাঁ যুদ্ধে যাইবার পথে এক সুদীর্ঘ প্রেমপত্র ও হাতের অঙ্গুরী অধুয়ার নিকটে পাঠাইয়া দিয়া দিল্লী গেলেন, এবং সেখানে তাঁহার মৃত্যু হইল। জামালের মৃত্যু সংবাদ পাইয়া তাঁহার মায়ের মৃত্যু হইলে আলাল দেওয়ান যখন অত্যন্ত শোকাভিভূত তখন বৃদ্ধ উজির আসিয়া জানাইলেন যে, অধুয়ার ব্যাপারে জামালের কোন দোষ নাই, অধুয়াই প্রেমপত্র লিখিয়া তাহাকে প্রলোভিত করিয়াছিল। ফলে বিবাহের প্রস্তাব করিতে গিয়া উজিরের কান কাটা গিয়াছে, এবং দুশমন ছুবরাজের কুপরামর্শে জামাল প্রাণ হারাইল। মন্ত্রীর এই কথা শুনিয়া ক্রুদ্ধ আলাল দেওয়ান তাঁহার সামরিক বিভাগকে হুকুম দিলেন, দক্ষিণ-ভাগের অধিবাসীদের হত্যা করিয়া নগর আগুনে পুড়াইয়া ছুবরাজ ও অধুয়াকে বাঁধিয়া আনিতে হইবে। এদিকে অধুয়া জামালের

পত্র পাইয়া মনের আনন্দে পত্র কেশে বাঁধিয়া ও অঙ্গুরী হাতে দিয়া গেল চণ্ডীর মন্দিরে চণ্ডী পূজা করিতে। সে যখন চণ্ডীপূজা করিতেছিল তখন আলাল দেওয়ানের লোকলস্কর ধরিয়া বানিয়াচঙ্গে চালান দিল। অধুয়া বানিয়াচঙ্গের পথে শুনিতে পাইল জামালের মৃত্যু হইয়াছে। এই সংবাদ শুনিয়া সে বিষ খাইল। অধুয়ার পাল্‌কি দেওয়ানের সন্মুখে উপস্থিত হইবামাত্রই আলাল দেওয়ান ঘোষণা করিলেন, তাঁহার ঘোড়ার সহিস কেরামুল্লার সঙ্গে রাজকন্যার বিবাহ হইল, তাহাকে পালকি হইতে কেশে ধরিয়া বাহির করিতে হইবে। হুকুম পালিত হইল, কেশে ধরিয়া রাজকন্যাকে যখন বাহির করা হইল তখন সে বিষে মৃতপ্রায়। তাহার কেশে বাঁধা জামালের পত্র পড়িয়া ও হাতে জামালের অঙ্গুরী দেখিয়া আলাল দেওয়ান ও দুবরাজ হাহাকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। আলাল দেয়ান আবার ফকির হইয়া মক্কায় চলিলেন। ব্রাহ্মণ রাজা দুবরাজও মুসলমান হইয়া মক্কায় গেলেন।

এই বর্ণনার সত্যাসত্য নির্ণয় করিতে হইলে প্রথমত সম্ভ্রান্ত হিন্দু পরিবারের কয়েকটি প্রাচীন প্রথা উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করি। প্রাগ্‌মুস্‌লিম যুগে হিন্দু সমাজের নারীর সামাজিক ও ব্যবহারিক মর্যাদা ছিল প্রায় পুরুষের সমান। বর্তমান কালের মতই তাঁহারা স্বাধীনভাবে সর্বত্র গমনাগমন ও ঘরে বাহিরে সব কর্মেই অংশ গ্রহণ করিতে পারিতেন। অন্তঃপুরে অবরোধ ও পর্‌দা প্রথা হিন্দু সমাজে গৃহীত হয় মুস্‌লিম যুগে, মুসলিম আদর্শে। সেই সঙ্গে সম্ভ্রান্ত ঘরে যুবতীদের বিপদে নারীধর্ম রক্ষা করিয়া প্রাণ বিসর্জন দিবার জন্য সর্বদা তীব্র বিষ সঙ্গে রাখার প্রথা প্রচলিত হয়। ক্রমে এই প্রথা হিন্দুসমাজের সাধারণ গৃহস্থ ঘরেও প্রচলিত হয়। বাংলাদেশের প্রাচীন গাথা ও লোকসাহিত্যে ইহার যথেষ্ট প্রমাণ

আছে। এই অবস্থায় বিগত উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত সম্ভ্রান্ত হিন্দু পরিবারের মহিলারা ছিলেন মুসলমান পরিবারের মহিলাদের মত অসূর্যম্পশ্যা। সে যুগে যেমন কোনো সম্ভ্রান্ত মুসলমান ঘরের ষোড়শী সুন্দরী কন্যার দৃষ্টিপথে কোন জীবন্ত হিন্দু যুবক পড়া অসম্ভব, এবং সে প্রকার গল্প অবাস্তব; এই পালায় বর্ণিত ফুল তুলিতে যাইবার পথে জামালকে দেখিয়া অধুয়ার প্রেমোন্মাদিনী হওয়ার গল্প এবং যে ঘাটে বানিয়াচঙ্গের যুবক দেওয়ান জামাল খাঁ রঙ্গের ভাওইল্যা বাঁধিয়া বসিয়া আছেন সেই ঘাটে স্নানের জন্য সুন্দরী যুবতী অধুয়াকে সঙ্গে লইয়া সাজিয়া গুজিয়া অধুয়ার পাঁচটি ভ্রাতৃবধূর আগমনের গল্পটিও সেই প্রকার অসম্ভব ও অবাস্তব। এই বাস্তব পরিপ্রেক্ষায় প্রেমপত্র ও ফুলের মালা দিয়া জামালের নিকটে দূতী প্রেরণ অধুয়ার পক্ষে অসম্ভব গল্প হইয়া পড়ে। তথাপি অধুয়া ও জামালকে লইয়া একটা ঘটনা যে ঘটিয়াছিল, তাহা অস্বীকার করা যায় না। ইহার সমাধান করিতে হইলে হিন্দুদের মধ্যে প্রচলিত কাহিনী সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে হয়। ছদ্মবেশে বা গুপ্তভাবে থাকিয়া সম্ভ্রান্ত হিন্দু পরিবারের মহিলাদের দেখার সখ দিল্লীর বাদশাহ আকবর হইতে নবাব সিরাজুদ্দৌলা পর্যন্ত ঐতিহাসিক ঘটনা।

এই পালা বর্ণনায় ঘটনা পরম্পরার কাল ও একস্থান হইতে অন্য স্থানের দূরত্ব নির্ণয় সম্পর্কে মাননীয় দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় তাঁহার লিখিত ভূমিকায় মন্তব্য করিয়াছেন,--- "* * সেখ ফৈজুর বর্ণনা অনেক স্থলে একঘেয়ে ও বাহুল্য দোষদুষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। বিশেষত বিভিন্ন অধ্যায়ে পরস্পর বিরোধী বর্ণনা দ্বারা কবি সামঞ্জস্য বোধের অভাবের পরিচয় দিয়াছেন। তিনি একস্থলে বলিয়াছেন, বনিয়াচঙ্গ হইতে দক্ষিণভাগ সাত দিনের পথ, অন্যত্র পাঁচ দিনের পথ, আবার শেষের দিকে বলিয়াছেন দেওয়ান আলাল দক্ষিণভাগের রাজাকে

বার ঘণ্টার মধ্যে হাজির করিবার জন্য আদেশ দিতেছেন। এক স্থলে মক্কা সহরকে বানিয়াচঙ্গ হইতে ছয় মাসের পথ, অন্যত্র দিল্লী নগরীকেও সমান ব্যবধানে বলা হইয়াছে। * * এক জায়গায় কথিত হইয়াছে, তেড়ালেংড়া একদিনে হাইলাবনে চলিয়া গিয়াছিল, আবার এই হাইলাবনই ছ'মাসের পথ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। এইরূপ গরমিল উপকথায়ও অমার্জনীয়। তবে সর্বদাই আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, এই পালাগানগুলি নিরক্ষর কৃষক কবির রচিত, এবং অক্ষরজ্ঞানহীন গায়েনদের দ্বারা গীত হইত। সুতরাং অসামঞ্জস্য গুলি অস্বাভাবিক নহে।"

সেন মহাশয়ের শেষোক্ত মন্তব্য সম্পর্কে প্রশ্ন উঠে, অন্যান্য প্রাচীন গাথার 'নিরক্ষর কৃষক কবির' রচনায়, এবং অক্ষরজ্ঞানহীন গায়েনদের দ্বারা গীত' পালাগুলিতে তো 'এইরূপ অমার্জনীয় গরমিল' দেখা যায় না। এই পালাটিতে ইহা ঘটিল কেন ? ইহার উত্তর পাইতে হইলে পালার শেষের চারটি অধ্যায়ে ঘটনার বর্ণনা লক্ষ্য করিতে হইবে।

দেওয়ান আলাল খাঁ দিল্লী যাইবার জন্য জামাল খাঁকে আদেশ করিলে জামাল অধুয়ার উদ্দেশ্যে একখানা প্রেমপত্র লিখিয়া 'অধুয়ার কাছে জন' মারফত পাঠাইয়া দিল্লী যাত্রা করিলেন। তাহার পর—

'জামালের পত্র পাইয়া কন্যা কোন কাম করে।
শীঘ্র করি চলে কন্যা চণ্ডীর মন্দিরে ॥
ভিজা চুল দিয়া কন্যা মন্দির মুছিল।
পূজার সামগ্রী যত দাসীরা আনিল।
গলায় কাপড় বান্ধি অধুয়া সুন্দরী।
চণ্ডীরে করয়ে পূজা যতন যে করি ॥
হেন কালে ফৌজ আসি দক্ষিণবাগেতে ;
অধুয়ারে বান্ধিয়া লয় বাপের সহিতে ॥' ১৯ অঃ

ইহা কি প্রকারে সম্ভব ? প্রথমত জামাল খাঁ দিল্লী যাওয়ার পর—

'এক মাস দুই মাস কইর‍্যা ছয় মাস গেল।
মল্লুকের বাদ্শা যে তবে খবর পাঠাইল ॥
আরজ খুইল্যা তবে আলাল খাঁ দেখিল।
জামালের মরণ কথা পত্রে লেখা ছিল ॥' ১৮ অঃ

তাহা হইলে জামালের পত্র অধুয়ার হাতে কি ছয়-সাত মাসের মধ্যে পৌঁছায় নাই।

বৃদ্ধ উজিরের মুখে জামাল ও অধুয়া ঘটিত কাহিনী শুনিয়া—

আলাল 'হুকুম করিল দেওয়ান লোকজন ডাকিয়া।
রাত্রি মধ্যে দুবরাজরে আনিবে বান্ধিয়া ॥
দক্ষিণবাগ সহর জুইড়া আগুন জ্বালাও।
গর্দান কাইট্যা সওরের লোক সায়রে ভাসাও ॥
সেই দেশের গাছ বিরিক্ষ নাহি থাকে মাটি।
লৌয়ের নদী বহাইয়া দেও লোকজন কাটি ॥' ১৮ অঃ

এই হুকুম প্রাপ্ত দেওয়ানী ফৌজ যখন দক্ষিণভাগ আক্রমণ করিয়াছিল তখন অধুয়া জামাল খাঁর পত্র পাইয়া তৎক্ষণাৎ স্নান করিয়া দাসীদের সঙ্গে পূজার সামগ্রী লইয়া চণ্ডির মন্দিরে পূজা করিতে বসিয়া গেল, আর 'হেন কালে ফৌজ আসি' তাহাকে 'বাপের সহিত বান্ধিয়া লইল'! ইহা কি প্রকারে সম্ভব !! তবে কি বানিয়াচঙ্গের ফৌজ চোরের মত নিঃশব্দে কেবল মাত্র রাজার পুরীতেই প্রবেশ করিয়াছিল ? তাহা তো নহে। কবি বলিতেছেন দক্ষিণভাগের লোকজনের গর্দান কাটিয়া রক্তের নদী বহাইয়া সমগ্র দক্ষিণবাগ আগুনে পুড়াইয়া রাজা দুবরাজকে বান্ধিয়া আনিবার ঢালাও হুকুম পাইয়া—

'একে ত জঙ্গের ফৌজ হুকুম পাইল।
জঙ্গলা পুড়াইতে যেন আগুন ধাইল ॥' ১৯ অঃ

এই আক্রমণের সম্মুখে দুবরাজ আত্মরক্ষার জন্য কি প্রকার চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহা কবি বর্ণনা করেন নাই। তথাপি ইহা ধরিয়া লওয়া যায় যে, বানিয়াচঙ্গের দেওয়ানী ফৌজ অপেক্ষা শক্তিশালী ফৌজের অধিকারী দুবরাজকে যেকোনো অবস্থায় পরাজিত ও বন্দী করিয়া তাঁহার পুরীতে প্রবেশ করিতে প্রচণ্ড যুদ্ধ হইয়াছিল, এবং তাহাতে যথেষ্ট সময়ও অতিবাহিত হইয়াছিল। এরূপ অবস্থায় জামালের পত্র পাইয়া পরমানন্দে চণ্ডীর মন্দিরে গিয়া পূজাকালে রাজকুমারী অধুয়ার বন্দী হওয়ার বর্ণনা অবাস্তব।

পালার কবি বর্ণনা করিয়াছেন, বন্দিনী অধুয়া বানিয়াচঙ্গ চালান যাইবার পথে জামালের মৃত্যু সংবাদ লোকমুখে শুনিয়া তাহার সঙ্গে আনিত বিষের কৌটা খুলিয়া বিষ খাইল, এবং দেওয়ান আলালের হুকুমে তাহার চুল ধরিয়া যখন পাল্কি হইতে বাহির করা হইল, তখন দেখা গেল,—'জামাল খাঁর পত্র' কন্যার 'কেশে বান্ধা ছিল'। এই বর্ণনাও অবাস্তব। কারণ, কবির বর্ণনা অনুসারে অধুয়া যখন ভিজা চুলে মন্দির মুছিয়া চণ্ডীপূজা করিতেছিল, তখন দেওয়ানী ফৌজে তাহাকে বন্দিনী করে। এরূপ অবস্থায় রাজকুমারী অধুয়া জামাল খাঁর প্রেমপত্র কেথায় পাইবে? শয়নগৃহ হইতে প্রেমপত্র আনিবার সুযোগ সে নিশ্চয়ই পায় নাই।

এই পালার আর একটি আশ্চর্য দুইটি ছত্রে ব্রাহ্মণ রাজা দুবরাজের ইসলাম কবুল করিয়া মক্কা যাত্রা। ধর্মান্তর গ্রহণের হেতু দেখা যায় পাঁচ প্রকার,— ১। নিজের পৈতৃক ধর্ম অপেক্ষা অপর ধর্মের আধ্যাত্মিক তত্ত্বজ্ঞানের উৎকর্ষ এবং সুদৃঢ় যুক্তিবাদের উপলব্ধি। ইহাতে উভয় ধর্ম সম্পর্কেই ধর্মান্তরিতের দার্শনিক যুক্তিজ্ঞান থাকে।— ২। কোনো ধর্মপ্রচারকের অলৌকিক ক্রিয়াকলাপে মোহিত হইয়া কেহ কেহ ধর্মান্তর গ্রহণ করে। এরূপে ধর্মান্তরিত ব্যক্তি প্রায়ই

পরবর্ত্তীকালে আধ্যাত্মিক সাধন ভজন বিশেষ কিছু করে না।—৩। জাগতিক কোনো প্রলোভনে পড়িয়া যাহারা ধর্মান্তরিত হয়, তাহারাও কোনো আধ্যাত্মিক সাধন ভজন করে না।—৪। ভয়ঙ্কর বিপদের চাপে পড়িয়া যাহারা ধর্মান্তর গ্রহণ করে, তাহারা সুযোগ পাইলেই পুনরায় পৈতৃক ধর্মে ফিরিয়া যায়। এই পুনরাগমনে যদি পৈতৃক ধর্ম বাধা দেয় তবে তাহারা পৈতৃক ধর্মের প্রতি বিদ্বেষী হয়।—৫। কোনো ধর্ম সম্পর্কেই কোনো জ্ঞান নাই, অপরের দেখাদেখি খেয়াল বশত ধর্মান্তর গ্রহণ। ইহাদের কোনো ধর্ম সম্পর্কে কোনো আস্থা নাই এবং ইহারা নিত্য নূতনের মোহগ্রস্ত। রাজা দুবরাজের পক্ষে ধর্মান্তর গ্রহণের এই পাঁচটি হেতুর কোনো হেতুই দেখা যায়না, বরং তাহার বিপরীত প্রবল বাধক হেতু আছে।

ব্রাহ্মণ রাজকন্যা অধুয়ার প্রতি জামাল খাঁর এই আকর্ষণ, দক্ষিণ-ভাগ ধ্বংসের জন্য আলাল দেওয়ানের নির্মম আদেশ ও বন্দিনী রাজকুমারীর প্রতি দুর্ব্যবহার সম্পর্কে মাননীয় দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় তাঁহার ভূমিকায় লিখিয়াছেন,—

'দেওয়ানদের মধ্যে অনেকেই পূর্বে হিন্দু ছিলেন, পরে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিলেও তাঁহাদের হিন্দুর সংস্কার ও হিন্দুসমাজের প্রতি অনুরাগ একেবারে লুপ্ত হইত না। হিন্দুসমাজ কিন্তু তাঁহাদিগকে ধর্মত্যাগী বলিয়া অস্পৃশ্য বোধে বর্জন করিতেন। সুতরাং প্রভূত ক্ষমতাশালী দেওয়ানেরা বলপ্রয়োগে হিন্দুসমাজের অপমানজনক আচরণের প্রতিশোধ লইবার যে চেষ্টা পাইতেন, তাহা স্বাভাবিক। বানিয়াচঙ্গের দেওয়ানেরা পূর্বে ব্রাহ্মণ ছিলেন। বৃদ্ধ মন্ত্রী দুবরাজের নিকট হইতে যেরূপ আচরণ পাইয়াছিলেন, তাহাতে পরস্পর সম্বন্ধহীন দুইটি

পবিবারের মধ্যেও ভীষণ শত্রুতার সঞ্চার হইতে পারিত। এক্ষেত্রে দুইটি পরিবার একই শাখা হইতে উদ্ভূত, সুতরাং অপমানের গ্লানি আরও তীব্র বোধ হওয়া অস্বাভাবিক নহে। সুতরাং জামাল খাঁ অভিযান করিয়া বলপূর্বক অধুয়া সুন্দরীকে হরণ করিবে, ইহাতে আশ্চর্যের বিষয় কিছুই নাই।

'এই সমস্ত মুসলমান যদি পারশ্য অথবা অন্য কোনো পাশ্চাত্য প্রদেশ হইতে আসিয়া এদেশে হিন্দুদের প্রতিবেশীরূপে বাস করিতেন, তাহা হইলে বোধহয় হিন্দুদের সহিত এরূপ বিবাদের সৃষ্টি হইত না। হিন্দু মহিলাদিগের প্রতিও হয়তো তাঁহাদের এরূপ লুব্ধ দৃষ্টি পড়িত না। রাজপুতনার ইতিহাসে অবশ্য এই নিয়মের অন্যথা হইতে দেখা যায়। কিন্তু সেক্ষেত্রে ইহা বলা যায় যে, বিজেতা পাঠানেরা নানাভাবে হিন্দুকে নির্জিত ও পদানত করিবার জন্যই এইরূপ অত্যাচার করিতেন, অন্য উদ্দেশ্যে নহে। উদার রাজনীতির বশবর্তী হইয়া আকবর হিন্দুদের সঙ্গে আত্মীয়তা করার প্রয়াসী ছিলেন।

'কিন্তু বঙ্গদেশে এইরূপ ব্যাপারের অন্য কারণ ছিল। উভয় সম্প্রদায় মূলতঃ একই জাতি, এবং সেইজন্য একই প্রকার রুচি ও সংস্কারের বশবর্তী ছিলেন, ইহাই বোধ হয় এইরূপ সংঘর্ষের কারণ হইত। সুতরাং এদেশে হিন্দু কন্যাদের প্রতি মুসলমানের আসক্তি কতকটা স্বাভাবিক ব্যাপার।'

মাননীয় সেন মহাশয়ের উপরোক্ত মন্তব্যের অনেকগুলি বহু শিক্ষিত বাঙ্গালী মুসলমানের মুখে আমি শুনিয়াছি। হিন্দু মুসলমানে বিরোধ ও হিন্দু কন্যার প্রতি মুসলমান যুবকদের আকর্ষণের আরও কয়েকটি কারণ তাঁহারা আমাকে বলিয়াছিলেন এবং সেই মন্তব্য হইতে কয়েকটি এখানে উল্লেখ করিতেছি।

খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর প্রথম হইতে একাল পর্যন্ত ভারতের

রাজনীতি ও রণনীতির ইতিহাসে মুসলমানের নিকটে হিন্দুর পরাজয় বরণ, এবং হিন্দুতীর্থস্থানে প্রসিদ্ধ মন্দিরগুলির মসজিদে রূপান্তরিত দর্শন, মনস্তত্ত্বের দিক দিয়া হিন্দুদের মনে মুসলিম্ বিদ্বেষের মূল হেতু। মুসলমানের পক্ষে হিন্দু বিদ্বেষের মূল হেতু, ইসলাম ধর্মের আবির্ভাবের পর মুসলমান সমরনায়কগণ যে সমস্ত দেশ জয় করিয়া শাসন ক্ষমতা অধিকার করিয়াছিলেন, একমাত্র হিন্দুভারত ব্যতিরেকে আর সব দেশের সমগ্র অধিবাসীকে তাঁহারা ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ভারতে সাম্রাজ্য স্থাপন ও পাঁচশত বৎসর নিরঙ্কুশ শাসন ক্ষমতা পরিচালনা করিয়াও জনসংখ্যায় এবং আর্থিক-ধনসম্পদে হিন্দুর তুলনায় হীনত্বের গ্লানি মুসলমান নেতৃবর্গ ও ধর্মপ্রচারকদের হিন্দু বিদ্বেষী করিয়াছে। জনসাধারণ নেতা ও ধর্ম যাজকদের প্রভাবাধীন।

১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দে ঢাকা নবাবপুরে কবিরাজ অনাদিচরণ ভিষক্শাস্ত্রী মহাশয়ের ঔষধালয়ে একজন সম্ভ্রান্ত পেনসনপ্রাপ্ত স্কুলইন্স্পেক্টর মুসলমানকে আমি প্রশ্ন করিয়াছিলাম,—মুসলমান সমাজে এই যে কথা উঠিয়াছে, ভারতে ইসলাম বিপন্ন, বিপন্ন ইস্লাম রক্ষার জন্য ভারতে পৃথক ইসলামিক রাষ্ট্র প্রয়োজন। ইহার হেতু কি? উত্তরে তিনি যাহা বলিয়াছিলেন তাহার নির্গলিতার্থ—

এক কালে শক, হুণ প্রভৃতি ভিন্ন ধর্মাবলম্বী জাতি, কেহ উদ্বাস্তু হইয়া, কেহ বা আক্রমণকারীরূপে ভারতে আসিয়া বসতি স্থাপন করার পর কয়েক পুরুষের মধ্যেই হিন্দুধর্ম ও সমাজের মধ্যে মিশিয়া একাকার হইয়া গিয়াছে। ইহার কারণ, তৎকালে হিন্দুসমাজে জাতিগত অস্পৃশ্যতা এবং সামাজিক আদানপ্রদানে বৃত্তিগত জাতি-ভেদের কঠোরতা ছিল না। সেই সুযোগে হিন্দুধর্মের বহিরাচরণের চমকপ্রদ জাঁকজমক ও আধ্যাত্মিক জগতের বিচারশীল দার্শনিক

মতবাদ বহিরাগতদের অল্পকালের মধ্যেই গ্রাস করিতে পারিয়াছিল। মুসলিম যুগে হিন্দু নেতারা অস্পৃশ্যতা ও জাতিভেদ প্রথা অত্যন্ত কঠোর করিয়াছিলেন। ফলে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে ধর্মীয় এবং সামাজিক আদানপ্রদানের পথ রুদ্ধ হইয়া গেল। খ্রীষ্টান ও মুসলমান ধর্মযাজকগণ হিন্দু সমাজের এই অস্পৃশ্যতা ও জাতিভেদের যতই বিরুদ্ধ সমালোচনা করুন না কেন, ঐ দুইটি প্রথা অহিন্দু জাতি ও তাহাদের ধর্মের সুদৃঢ় রক্ষাকবচ! সুচতুর ইংরেজ সরকার ব্যাপার বুঝিয়া হিন্দুর ঐ দুইটি প্রথা সযত্নে রক্ষা করিয়াছেন। স্বাধীন গণতন্ত্রী ভারতে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুসমাজ যদি আইন করিয়া ঐ দুইটি প্রথা তুলিয়া দিয়া হিন্দুধর্ম ও সমাজে প্রবেশের বন্ধ দরজা অহিন্দুর জন্য খুলিয়া দেন, তবে ভারতীয় অহিন্দু রক্ষা পাইবেন না। মানব মন রসপিপাসু ও যুক্তিবাদী, সে যেখানে তাহার মনের খোরাক পাইবে, সেখানেই ঝুঁকিয়া পড়িবে। আলোবাতাসহীন ঘরে টবে জন্মানো ফুলগাছ ও চিড়িয়াখানার পশু-পক্ষী অপেক্ষা যেমন উন্মুক্ত বাগানের ফুলগাছ ও বনের পশু-পক্ষী দেখিতে সুন্দর, মানুষের বেলায়ও তাহাই। এই কারণেই মুসলমান যুবকেরা হিন্দু মেয়েদের প্রতি আগ্রহশীল হয়। সব দেশে সব ধর্মেই দেখা যায় বিভিন্ন ধর্মের ছেলে মেয়েদের মেলামেশার ফলে শেষে যদি বিবাহ হয়, তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ছেলেটি মেয়ের সমাজ ও ধর্ম গ্রহণ করে: একমাত্র হিন্দু সমাজেই ইহার বিপরীত ঘটনা ঘটে। মূলতঃ হিন্দুধর্ম, সমাজ, সামাজিক রীতি, নীতি, আইন, প্রয়োজনানুসারে পরিবর্তনশীল ও ঘাতসহ; মুসলমান ধর্ম তাহা নহে। ইসলামিক আইন, রীতিনীতি ও মতবাদ কোনো পরিবর্তন বা আঘাত সহ্য করে না। এইজন্য ভারতীয় মুসলমানদের অস্তিত্ব রক্ষার প্রয়োজনে ভারতে স্বাধীন ইসলামিক রাষ্ট্রের দাবী করা হয়। এই দাবীর মূল হেতু কোনো

আইনগত রক্ষাকবচ বা গান্ধীজীর 'সাদাচেক' দিয়া দূর করা সম্ভব নহে।

মাননীয় সেন মহাশয় এই পালার কবিত্ব ও ঐতিহাসিক মূল্য সম্পর্কে তাঁহার ভূমিকায় লিখিয়াছেন,—

'মৈমনসিংহের অন্যান্য পালাগানের মত এই রচনায় তেমন কবিত্ব সম্পদ নাই। তবে ঐতিহাসিকতার দিক দিয়া বিচার করিলে এই পালাটির কতকটা মূল্য আছে। মুসলমান আমলের সমাজ সম্বন্ধে অনেক কথার সন্ধান আমরা এই পালার ভিতর দিয়া পাইতেছি। পালায় যে সমস্ত নিষ্ঠুর শাস্তি প্রদানের ব্যবস্থা উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা অতিরঞ্জিত নহে। স্বল্পকারণে নগর ও গ্রাম ধ্বংসকরণ এবং অধিবাসীদের হত্যা করার আদেশ প্রদান হইতে আমরা বুঝিতে পারি সেকালে স্বেচ্ছাচারী শাসনকর্তাদের হস্তে দেশ কিরূপ নিঃসহায় ছিল। সাধারণের রাজ্য শাসন ব্যাপারে কোনই হাত ছিল না। সুতরাং বহু অত্যাচার উৎপীড়ন জনসাধারণকে নীরবে সহ্য করিতে হইত। দুই এক স্থলে নিতান্ত অসহ্য হইলে একটা আশ্রয় পাইলে ভয়ে ভয়ে বিদ্রোহাচরণ করিয়াছে॥'

এই পালাটি অন্যান্য সত্যঘটনামূলক পালার মত ঘটনার অব্যবহিত কালে রচিত হয় নাই। তাহা যদি হইত, তবে সেন মহাশয়ের মতে 'আখ্যানটির প্রারম্ভভাগ সম্ভবত উপকথা হইতে গৃহীত' হইতে পারিত না। কারণ, জনসমক্ষে পালা গাহিবার সময় শ্রোতাদের মধ্যে ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ও প্রত্যক্ষদর্শী কেহ থাকিতে পারে। বোধ হয় ঘটনা ঘটিবার অন্ততঃ পঞ্চাশ-ষাট বৎসর পরে ফৈজুফকির তৎকালে প্রচলিত কাহিনী অবলম্বনে সম্পূর্ণ পালা রচনা করিয়াছিলেন, এবং তাহার বেশ কিছুকাল পরে সম্ভবত উনবিংশ শতাব্দীর শেষে অধুয়া সম্পর্কিত ঘটনার রূপ পরিবর্তিত হইয়াছে।

যাহার জন্য পালার প্রথম নয়টি অধ্যায়ের বর্ণনাভঙ্গী ও ভাষার সঙ্গে শেষের এগারটি অধ্যায়ের যথেষ্ট পার্থক্য দেখা যায়। এই কারণে পালাটিকে দুই খণ্ডে ভাগ করা হইল।

১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৯৩৩ পর্যন্ত অনুসন্ধান করিয়া কোনো হিন্দুর গৃহে এই পালাটি পাই নাই। মুসলমান গায়কদের কাছে যাহা পাইয়াছি তাহার শেষের এগারটি অধ্যায় ও সেন মহাশয়ের সংগ্রহ একই প্রকার, যাহা কিছু ভেদ, তাহা অবান্তর।

নবদ্বীপ
আগমেশ্বরী পাড়া রোড, শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক

ছুরত্ জামাল—অধুয়া সুন্দরীর পালা

প্রথম খণ্ড—ছুরত্ জামাল

বন্দনা :

পর্থমে[১] বন্দনা গো করি আল্লা নিরাঞ্জন।
তার পরে বন্দনা গো করি উস্তাদের চরণ ॥

গান আরম্ভ :

গুরু, কও কও একবার শুনি।—ধুয়া
যখন না ছিল আশ্মান, না ছিল জমিন্,
না ছিল রবি আর শশী,
তখন কোথায় ছিলাম আমি।
গুরু গো, কও কও একবার শুনি ॥
গুরু গো, ধানের মধ্যে ধুয়ারা[২] হইল
হর্ষ্যার[৩] মধ্যে ত্যাল্।
ডিম্বার মধ্যে বাচ্চা হইল
পরাণ* কেম্নে গ্যাল্[৪] ॥
গুরু গো, কও কও একবার শুনি ॥
গুরু গো, এ তিন সংসার মধ্যে বন্ধু কেউ ত নাই।
সার কেবল আল্লার নাম অসার দুনিয়াই ॥

১। পরথমে = প্রথমে।
২। ধুয়ারা = ধানে দানা বাঁধিতে প্রথমে দুধের মত রস হয় উহাকে ধুয়ারা' বলে। (সেন মহাশয়ের মতে ধুয়ারা = চাউল)।
৩। হর্ষ্যা = সরিষা। ৪। গ্যাল = গেল, প্রবেশ করিল।

পাঠান্তর :— * '—প্রাণী—' ॥

হিন্দু ভাই মইরা গেলে নিব গাঙ্গের ভাটি[৫]।
মোছলমান মইরা গেলে তারে পাইড়া দিব মাটি[৬]॥
আশ্‌মান কালা জামিন্ কালা
আর কালা দরিয়ার পানি।
সগল থাইকা অধিক কালা
ভাইরে, আখেরে[s] বেইমানী[৭]॥
ফৈজু ফকিরে কয়, আল্লা, আমি দীনহীন।
জন্ম থাইক্যা করলা[৮][r] আল্লা আমার অক্ষিহীন॥
নাই আমার ভাই বন্ধু নাই বাপ মাও।
তুনিয়া আখেরে আল্লা দিও তুটি পাও॥

৫। ভাটি = এখানে অর্থ হইবে তীরে।

৬। পাইড়া দিব মাটি = কবরে শোয়াইয়া মাটি দিয়া ঢাকিয়া দিবে

৭। আখেরে বেইমানী = শেষে অকৃতজ্ঞতা।

৮। করলা = করিলে।

s '—আথর—'॥

r '—কল্লা—'॥ সেন মহাশয় 'কল্লা = করিলেন' অর্থ করিয়াছেন। কিন্তু ঐ অঞ্চলে 'কল্লা' অর্থে 'দুষ্ট' বা 'গলার নলি' বুঝায়।

পালা আরম্ভ :

(১)

বানিয়াচঙ্গ্ মুলুকে আছিল ভাই দুইজন।
তাদের কথা এইবার শুন দিয়া মন॥
আলাল খাঁ বড়ো দেওয়ান ছুডু[১] দুলাল ভাই।
দেওয়ানগিরি করে দুয়ে ছভাতে[২] জানাই॥
ধার্মিক সুজন আলাল গুণে আলিছান[৩]।
পরজাগণে পালন করে রুস্তম[৪] সমান॥
হাতেমের[৫] সমান দাতা গুণের সীমা নাই।
কত বা কইবাম্ কথা কইবার সাধ্য নাই॥
ফাতেমা যে তার বিবি যেমুন হুরপরী।
আন্দেশে[৬] ছুরত্[৭] তার কহিতে নাহি পারি॥

একদিন ফতেমা যে কুয়ার[৮] দেখিল।
পুন্নুমাসীর চান্[৯] যেন কুলেতে[১০] লইল।
কুয়ার দেখিয়া বিবি উঠিয়া বসিল।
কুয়ারের কথা যত পতিরে কহিল॥
আরে ভাইরে—
এই কথা শুনিয়া আলাল কহিল বিবিরে।
'আইব সুন্দর পুত্র তোমার উদরে॥"

১। ছুডু = ছোটো। ২। ছভাতে = সভায়। ৩। আলিছান = বড়ো, মহান্। ৪। রুস্তম = আরবদেশের রাজা (?) ৫। হাতেম = আরবদেশের বিখ্যাত দাতা 'হাতেম'। ৬। আন্দেশে = আন্দাজে, অনুমান করিয়া ৭। ছুরত্ = রূপ। ৮। কুয়ার = স্বপ্ন। ৯। পুন্নুমাসীর চান্ = পূর্ণিমার চাঁদ। ১০। কুলেতে = কোলে।

আরে ভালা, এক মাস দুইমাস তিন মাস গেল।
আল্লার কুদ্‌রতে[১১] দেখ রক্ত মাংস হইল॥
গণকে আনিয়া দেওয়ান* গণা[১২] গণাইল।
গুণিয়া বাছিয়া গণক ছাহেবরে জানাইল॥
'তোমার কুলেতে হইব একটি নন্দন।'
ফির গুণিয়া কয় s 'শুন ছাহেবান্‌॥
রূপেতে হইব পুত্র ছুরত্‌ জামাল।
বাপের সমান বেটা বংশের দুলাল॥'

খুশী হয়্যা দেওয়ান আবার জিগায়[১৩]।+
নছিবে[১৪] কি আছে ঠাকুর, কইবা সমুদায়॥+

এই কথা শুনিয়া* *গণক লাগে গণিবারে।
গণিয়া বাছিয়া ফির কয়' ছায়েবেরে॥
'এক কথা শুন ছায়েব, কইতে লাগে ডর।
হইব তোমার পুত্র সাহা সেকান্দর[১৫]॥
কুড়িনা বচ্ছরের মধ্যে যদি দেখ পুত্রের মুখ।
পুত্রের কারণে তুমি পাইবা বড়ো ছোক[১৬]॥
রাজ্যে যতেক লোক দেখিলে পুত্ররে। **
তাহার কারণে তোমার পুত্র যাইব মইরে॥

১১। কুদ্‌রতে = কৃপায়। ১২। গণা = ভবিষ্যৎ গণনা। ১৩। জিগায় = জিজ্ঞাসা করে। ১৪। নছিবে = ভাগ্যে ১৫। সাহা সেকান্দর = সেকেন্দর শাহের মত বিখ্যাত। ১৬। ছোক = শোক।

পাঠান্তর :— *'—রাজা—'।
s 'গুণিয়া গনক কয়—'।
** এই কথা বলিয়া—'।

এইনা কথা আলাল দেওয়ান যখনে শুনিল।
কাইন্দ্যা জার জার ছায়েব ভূমিতে পড়িল।
গুণের ভাই দুলালরে ডাইক্যা কইল দেওয়ান।
পাত্র মিত্র ডাইক্যা ছায়েব সভাতে বইছান[১৭] ॥
উজির নাজির আর যত কোটালিয়া।
শল্লা[১৮] করেন দেওয়ান ছায়েব সবারে লইয়া ॥ S
দুলাল দেওয়ান কয়, 'ভাই ভাবনা কর কেনে। +
বিবিরে রাইখ্যা আইস দূরের হাইলাবনে[১৯] ॥ +
মোকাম[২০] বানায়্যা দেও মজ্‌বুত্ করিয়া। +
কুড়ি বচ্ছরের দানা পানি আইবা রাখিয়া ॥ +
মুল্লুকে জনায়্যা দেও কেউনা যাইব হাইলাবনে। +
পুত্র লয়্যা থাইক্‌ব বিবি সেইনা মোকামে ॥' +

আরে ভাইরে, শল্লা কইরা ছায়েব কি কাম করিল।
তেড়ালেংড়া[২১] কামেলারে ডাইক্যা আনাইল।

১৭। বইছান = বসিলেন। (সেন মহাশয়ের মতে 'বসান'।)
১৮। শল্লা = পরামর্শ। ১৯। হাইলাবন = একটি বনভূমির নাম।
২০। মোকাম = ভালো বাড়ী।
২১। তেড়ালেংড়া = জন্ম হইতেই যাহার দেহ নানা স্থানে বক্র ও পা খোঁড়া তাহকে 'তেড়া লেংড়া' বলা হয়। সেন মহাশয় 'তেড়া' শব্দের অর্থ করিয়াছেন —'টেরা' অর্থাৎ টেরা চক্ষু। তেড়ালেংড়া শব্দে রোগে দুর্বলও বুঝায়। 'মহুয়া' পালায় আছে—'তেড়ালেঙ্গা দেহখানি জ্বরে কইরাছে সারা।'

পাঠান্তর :—ছল্লা করেন সাহেব ছবারে লইয়া। (সেন মহাশয় 'ছল্লা' শব্দের অর্থ করেন নাই। 'ছল্লা' শব্দে 'ছলনা' বুঝায়, 'পরামর্শ' বুঝায় না)।

ছায়েবের ডাকে লেংড়া আসে তড়াতড়ি।
দুই পায়ে গোদ তার যেমুন কলাগাছের গুড়ি॥
নাতিপুতি বারো হাজার ঝি-এর জামাই।
য্যায়ছামাফিক কামেলা[২২] দেখো তিরভুবনে নাই॥
সঙ্গে আইল নাতিপুতি হাজার দুই চারি। +
দেওয়ানের কাম কইরব খুশ্‌দিল[২৩] ভারি॥ +
এক চৌক্ষে দেখে লেংড়া আর এক চৌখ্‌ কানা। +
মোকাম বানাইবার ফন্দি [২৪] ভালা আছে জানা॥ +
আরে ভালা—
আইসা কামেলাগণে সেলাম জানাইল।
বানিয়াচঙ্গ্‌ মুল্লুক তারা বেড়িয়া বসিল॥
চৈদ্দ মন গাঞ্জা ভইরা কল্‌কিত্‌ মাইরল টান।
বানিয়াচঙ্গ্‌ মুল্লুক জুইড়া ধুমায় ডাইকল বান[২৫] *

আলাল দেওয়ান কয় লেংড়ারে
'তুমি কর এক কাম।
খোদার হুকুমে তুমি ছালেমত্‌ জোয়ান[২৬]॥
আমার যে বিবি আছে তাহার লাগিয়া। +
মোকাম বানাইতে হইব মজ্‌বুত্‌ করিয়া॥ +

২২। কামেলা = মজুর, এখানে 'রাজমিস্ত্রী' অর্থ হইবে।
২৩। খুশ্‌দিল = আনন্দিত মন। ২৪। ফন্দি = কৌশল।
২৫। ধুমায় ডাইকল বান = বানডাকার মত ধুমায় ভরিয়া গেল।
২৬। ছালেমত্‌ জোয়ান = কর্ম্মকুশলী ও শক্তিশালী।

পাঠান্তর :— * বানিয়াচঙ্গ্‌ মুল্লুক জুইড়া ধুওয়া বান ডাকল॥

পর্‌সব[২৭] হইব বিবি সেইত মোকামে। +
কুড়ি বচ্ছর রইব বিবি সেই গইন[২৮] বনে॥ +
দশ মাস পুন্ন্[২৯] হইতে ছয় দিন আছে।
আইজকার দিন দেখো চইলা গিয়াছে॥
রাইত পুষাইলে[৩০] তুমি যাও হাইলাবনে।
সেইখানে যাইয়া তুমি লাইগ্যা যাইবা কামে॥ *
জমিন খুদিয়া এক পুরী তৈয়ার কর।
সানেতে বান্ধিয়া করবা যেমন পাথর॥
এক দিনের মধ্যে তুমি কাম করবা শেষ।
বক্‌সিশ্ দিয়াম্ যত চাও অবশেষ॥'

রাইত পুষাইলে লেংড়া কি কাম করিল।
নাতিপুতি লয়্যা লেংড়া হাইল্যার বনে গেল॥
ছয় মাইস্যা পথ জঙ্গল হাইট্যা না হয় পাড়ি।[৩১]
কামেলা সহিতে লেংড়া চলে তড়াতড়ি॥
বারো হাজার কুদালিয়া[৩২] কাইট্যা ফালায় মাডি।[৩৩]
সানেতে বান্ধিয়া লেংডা বানাইল কুডি॥[৩৪]
পাথর বিছায়্যা দিল সিঁড়িড় উপরে।
পুরী তৈয়ার কইরা লেংড়া ফিরে নিজ ঘরে॥
বাইশ পুরা জমিন লেংড়া লাখেরাজ[৩৫] পাইয়া।
সুখে বাস করে লেংড়া নাতিপুতি লইয়া॥

২৭। পরসব = প্রসব। ২৮। গহন = গহীন, গভীর। ২৯। পুন্ন্ = পূর্ণ।
৩০। পুষাইলে = পোহাইলে। ৩১। পাড়ি = অতিক্রম।
৩২। কুদালিয়া = কোদাল দিয়া মাটিকাটা মজুর। ৩৩। মাডি = মাটি।
৩৪। কুডি = কুঠি, উত্তম গৃহ। ৩৫। লাখেরাজ = নিষ্কর।

পাঠান্তর :—*সেইখানে যাইয়া তুমি কর এক কাম।

এদিগে হইল কিবা শুন দিয়া মন।
বিবিরে পাঠাইল ছায়ের সেই হাইলা বন ॥
কুড়ি বছরের খানা খোরাকি *[৩৬] সঙ্গে তার দিল।
এক বান্দী সঙ্গে বিবিরে রাইখ্যা আইল ॥

(২)

মিছা তুন্যাই[১] কর বান্দা রে।—ধুয়া
গোরের তলায় গেলে রে বান্দা,
কেউ ত কারো নয় রে ॥ +

উজির নাজির লয়্যা দেওয়ান রাজ্‌রাজত্বি করে।
বিবিরে বনে দিয়া দেওয়ান ঘরে কাইন্দ্যা মরে ॥ **
ঘর আন্ধাইর বাড়ীরে আন্ধাইর যেইনা দিগে চায়।
কাইন্দ্যা জারজার ছায়েব স্বুয়াস্তি † নাইক পায় ॥

একদিন আলাল দেওয়ান কয় ভাইয়ের স্থানে।
'দেওয়ানকি করিতে আমার নাই লয় মনে ॥
রাইজ্য রইল পরজা[২] রইল, রইল বাড়ী ঘর।
সগল ছাইড়্যা যাইবাম্ আমি করিতে ছফর[৩] ॥

৩৬। খানা খোরাকি = খাইবার দ্রব্যাদি।
১। তুন্যাই = সংসার যাত্রা।
২। পরজা = প্রজা। ৩। ছফর = সফর, বিদেশ ভ্রমণ।

পাঠান্তর :—'*—খান্ খুড়াকী—'।
**বিবিরে পাঠাইয়া দেওয়ান কুন কাম করে ॥
†'—শান্তি—' ॥

এইনা দেওয়ানগিরি মোর কোন কামে আইব।
মইর‍্যা গেলে কড়ার চিজ[৪] সঙ্গে না যাইব॥
আন্ধাইর কয়ব্বরে ভাইরে মরিব পচিয়া।
কীড়াতে[৫] খাইব গোস্ত টানিয়া ছিড়িয়া॥
যত দেখো স্তিরী পুত্র কইন্যা বন্ধু ভাই।
কামাই[৬] কইরলে খাউয়া[৭]* আছে সঙ্গে যাইবার নাই।
যে জন বানাইছে এইনা এ তিন সংসার।
ফকির হইবাম্ আমি নামেতে তাহার॥
আরে ভাই রে,—
ফকির হইয়া আমি যাইবাম্ মক্কার স্থানে।
হজরত আল্লার পাঁড়া[৮] পইড়াছে সেখানে॥
কুড়ি বচ্ছর আমার নামে কর্‌বা দেওয়ানগিরি।
কুড়ি বচ্ছর পরে আমি ফিইর‍্যা আইবাম্ বাড়ী॥'

এইনা কথা বইল্যা আলাল আশা[৯] লয়্যা হাতে।
আল্লার নামের তছবি[১০] বাইন্ধ্যা লইল মাথে॥
একলা চলিল দেওয়ান ছাইড়্যা বাড়ী ঘর।
রাইজ্যের যতেক লোক কাইন্দ্যা জারেজার॥

৪। কড়ার চিজ = একটা কড়ি মূল্যের দ্রব্য। ৫। কীড়াতে = কীটে।
৬। কামাই = উপার্জন। ৭। খাউয়া = খাইবার মানুষ।
৮। পাঁড়া – পদচিহ্ন।
৯। আশা = ফকিরের হাতে এক প্রকার বিশেষ পাঙ্গা বসানো লাঠি।
১০। তছবি = মুসলমানী মন্ত্র জপের মালা।

পাঠান্তর :—* '—খাউরা—'।

উকিল কান্দে নাজির কান্দে কান্দে যত ভাই।
হাত্তি কান্দে ঘোড়া কান্দে লেখা জুখা নাই॥
সগলে ত কয়,—ছায়েব, আমরা সাথে যাই।
গোলাম হইলাম আমরা তোমাকে জানাই॥'

আলাল খাঁ কয় কথা,—'আমি একলা যাইব।
রাইজ্যের কড়ার চিজ্ সঙ্গে না লইব॥'
এহিরূপে আলাল দেওয়ান কি কাম করিল।
ফকির হয়্যা দেওয়ান তবে* মক্কায় চলিল॥
পইড়্যা রইল রাজ-রাজত্বি সোনার ঘর বাড়ী।+
মনের দুক্ষে দেওয়ান ছায়েব লইল ফকিরী॥+
এহি দুনিয়া ফাঁকি বাজী কেও নয়ত কার।+
দুই চৌক্ষু বন্[১১] হইলে দেইখবা সগল আইন্ধকার॥+

(৩)

এক বান্দী সঙ্গে বিবি থাকেন জঙ্গলে।
তাহাব বির্তান্ত কথা কই শুন সগলে॥
দশ মাস দশ দিন পুন্নু[১] যে হইল।
বিষের জ্বালায় বিবি চেতন হারাইল॥
সোনার পালঙ্কে যে বা ** শুইয়া নিদ্রা যায়।
কপালের দোষে সেই মাটিতে ঘুমায়॥
বান্দী দাসী ছিল যার লেখা জুখা নাই।
এন[২] বিবি একলা থাকে কেম্নে জানি তাই॥

১১। বন্ = বন্ধ, মুদ্রিত।

১। পুন্নু = পূর্ণ। ২। এন = হেন।

পাঠান্তর :—* '—ভবে—'।
**—'সেবা—'

এক মাত্র বান্দী আছে সাথের সঙ্গিনী।
খিদা[৩] পাইলে যুগায় খানা পিয়াসে যুগায় পানি॥
দুঃক্ষে দুক্ষে ছয় দিন গত হইয়া গেল।
পুন্নুমাসীর চান্[৪] বিবি কোলেতে পাইল॥

পুত্র পায়্যা বনে বিবির মন খুশী হইল।
রাজ্য-রাজত্বির সুখের কথা সগলি ভুলিল॥*
এক দুক্ষু দিলে বিবির থাইক্যা গেল বড়।+
সোনার চান্ পুত্র পাইল না পাইল ঘর॥+
আইজ যদি দেওয়ান ছায়েব পুত্ররে দেখিত। **
আফ্‌ছোস্[৫] মিটায়্যা কত ধন বিলাইত॥
অইন্ধকারে কাঞ্চা সোনা জ্বলিল মাণিক।
কি কইব দুক্কের কথা মনের হইল ধিক॥

গলায় হীরার হার বিবি যতনে খুলিয়া।
বান্দী গলায় বিবি দিলাইন্[৬] পরাইয়া॥
'তুমি আমার মাও বাপ তুমি সে বহিন।
তোমার কুদ্‌রতে[৭] আমি তরি দরিয়া গহিন॥'
এক মাস দুই মাস তিন মাস গেল।
পুন্নিমার চান্দ শিশু বাড়িতে লাগিল॥

৩। খিদা = ক্ষুধা। ৪। চান্ = চাঁদ। ৫। আফ্‌ছোস্ = ক্ষোভ, মনের দুঃখ।
৬। দিলাইন = দিলেন। ৭। কুদ্‌রতে = কৃপায়।

পাঠান্তর :—* ভুলিল রাজ্যের কথা আর বান্দী দাসী।
** '—এই কথা শুনিত।'

খোদার কুদ্‌রতে দেখো এক বচ্ছর যায়।
হাঁম্‌কুড়[৮] দিয়া হাঁটে শিশু কাইন্দ্যা ডাকে মায়।
আন্ধাইরের মাণিক বাছা কইলজার শাল[৯]।
মাও ত রাখিল নাম ছুরত্‌ জামাল॥

(৪)

এহি দিগে হইল কিবা শুন বলি সবে।
দেওয়ানগিরি করে দেওয়ান বাইনাচঙ্গ্‌ মুল্লুকে॥
একদিন ছুলাল দেওয়ান কি কাম করিল।
লোক লস্কর লয়্যা ছায়েব শিগারেতে[১] গেল॥
আগে পাছে চলে লোক তুফান[২] যেমন।
হাইলা বনেতে যাইয়া দিল দরশন॥
কাঠ কাঠে কাঠুরিয়া পোলা-পুতি সাথে।
সেইখানে ছুলাল দেওয়ান দেখে অকর্‌স্মাতে[৩] *॥
কাঠুরিয়া বালক যত পন্থে করে খেলা।**
সেইনা পন্থে ছুলাল দেওয়ান কইর্য্যাছে ত মেলা[৪]॥***
পুন্নমাসীর চান্‌ যেন ছুরত্‌ জামাল।
চিচরানি[৫] খেলে সঙ্গে বনের রাখাল॥

৮। হামকুড় = হামাগুড়ি। ৯। কইলজার শাল = হৃদয়ের শেল।
১। শিগারেতে = শিকার করিতে। ২। তুফান = ঝড়।
৩। অকর্‌স্মাতে = অকস্মাৎ, হঠাৎ। ৪। মেলা = গমন।
৫। চিচরানি = কপাটি খেলা।

পাঠান্তর :—*'—আস্মাতে॥ **'—মেলা
***'—করিলেক মেলা।

সুন্দর কুমার দেইখ্যা লইগ্যা গেল তাক্[৬]।
না জানি এ কার ছাইল্যা[৭] কে বা মাও বাপ॥
আলাল খাঁর মুখের মত দেইখ্যা আক্কিতি[৮]।
মনে মনে দুলাল খাঁ যে হইল ভাবিত॥
'বনেতে এমন ছাইল্যা আর বান্ হইব কার।
চান্দের মতন শিশু এই সে বিবি ফতেমার॥
সাত বছরের শিশু দেখিতে সুন্দর।
এমন ছুরত্ না হয় দুনিয়া ভিতর॥'

আন্দেস্[৯] কইর‍্যা ছায়েব মনেতে ভাবিল।
'সাত বচ্ছরের কালে জংলায় দেখা হইল।
হায় আল্লা, কুড়ি বচ্ছর না হইতে পার
বালক হইল দরশন।*
গণক গইন্যাছে গণা[১০] নাজানি কেমন॥'
কিস্মতে[১১] কি আছে ** ছায়েব এইমত ভাবিয়া।
মুল্লুকে ফিইর‍্যা গেল দেওয়ান লোক লস্কর লইয়া॥

(৫)

আরে ভাই মিছাই দুনিয়াই।—ধুয়া +
আল্লা বিনে এ ছংছারে দোস্ত কেউ নাই॥ +
আইজ হইছে পরাণের দোস্ত
কাইল হইব দুশ্মন্। +
রাজ্-রাজত্বি ধনের লাইগ্যা বধিব জীবন॥ +

৬। তাক্ = বিস্ময়।
৭। ছাইল্যা = ছেলে। ৮। আক্কিতি = আকৃতি। ৯। আন্দেস্ = অনুমান।
১০। গণা = ভবিষ্যৎ। ১১। কিস্মতে = ভাগ্যে।

পাঠান্তর: —* (হায় আল্লা) কুড়ি বছরের মধ্যে হইল দরশন।
** কিসমতে যা থাকে—'।

তবে ত তুলাল দেওয়ান কি কাম করিল।
উজির নাজির সবে ডাইক্যা আনিল॥
সিতাবি[১] ধাইয়া আইল বির্দ্ধ যে উজির।
আইল কারকুন[২] মুন্‌সি আরাহি[৩] নাজির॥

আরে ভালা,—উজির নাজিররে দেওয়ান
ডাইক্যা কহিল।
জঙ্গলার যাও কথা সব শুনাইল॥
বির্দ্ধ উজির তার পইড়্যা গেছে দাঁত।+
চুপমাইরা রইল বুড়া না চালাইল বাত্[৪]॥+
আর যত শয়তানে মিইল্যা শল্লা[৫] যে করে।
ছুরত্ জামালরে কেম্‌নে ফালাইব মাইরে॥*

শল্লা কইরা যত সব তুনিয়ার তুশ্‌মন।+
তুলালরে কইল তারা, 'শুনখাইন[৬] ছায়েবান্॥+
বুড়া হইয়া তোমার ভাই বৈদেশেতে গেছে।
কি জানি এতেক কাল আছে কি মইরাছে॥
তুমি ত মুল্লুকের দেওয়ান কই যে তোমায়।
এহি যে রাইজ্যের সুখ সব তোমার দায়[৭]॥

১। সিতাবি = ব্যস্ত হইয়া, শীঘ্র। ২। কারকুন = প্রধান রাজস্ব আদায়কারী
৩। আরাহি = (?)।
৪। বাত = কথা, আলোচনা। ৫। শল্লা = পরামর্শ।
৬। শুনখাইন্ = শুনুন।
৭। দায় = দায়িত্ব, প্রাপ্য।

পাঠান্তর :— *কিরূপে জামাল খাঁ শিশু মারিব তাহারে॥

সুখেতে দেওয়ানী কর বাঁইচ্যা রইবা যত কাল।
কাইট্যা উজাড় কর দুশ্‌মনিয়া শাল[৮] ॥
যা কইরা সুলতান বাদশা রাজত্বি যে করে।
দেওয়ানগিরি করবা ছায়েব সেইপন্থ ধইরে ॥'

তবেত কইল দেওয়ান,—শুন পাত্র মিত্রগণ।
কেমন কইরা মারবাম্ শিশু কইব এখন ॥'
দুলালের কথা শুইনা সবে যুক্তি দিল। *
তেড়ালেংড়া কামেলা আনবার লোক পাঠাইল ॥
বির্দ্ধ উজির সেইনা কথা সগল শুনিয়া। +
উইঠ্যা গেল শয়তানের দরবার ছাড়িয়া ॥ +

আরে ভাইরে—
দরবারে ত আইসা লেংড়া জানাইল ছেলাম।
'কিয়ের[৯] লাইগ্যা ডাইক্যাছ ছায়েব,
আছে কোন বা কাম ॥'
দুলাল খাঁ দেওয়ান কইল,
'লেংড়া, তুমি আমার ভাই।
তুমি না কইরলে আছান[১০]
আমার আরত রক্ষা নাই ॥
আজব মুস্কিলে[১১] আমি পইড়া গেছি বড়ো।
সিতাবি যাইয়া তুমি এক কাম কর ॥

৮। শাল = শেল, বিপদের হেতু।
৯। কিয়ের = কিসের।
১০। আছান = বিপদুদ্ধার। ১১। আজব মুস্কিল = আশ্চর্য বিপদ।

পাঠান্তর :— * শুনিয়া নাজীর মুন্সী সবে যুক্তি দিল।

বারো হাজার নাতিপুতি সাংশ' বিবি আর। +
এরে লয়্যা দেখি আমি বড়ো ঝামেলা তোমার ॥ +
হাইলাবনে হামেলা[১২] বড় বন সব উখাড়িয়া[১৩] ।*
সুখে বাস কর তুমি নাতিপুতি লইয়া ॥ r
বহুত জমিন পাইবা দিবাম কইরা লাখেরাজ[১৪] । +
ফয়ছালা[১৫] যদি কইর্‌তে পার আমার একডা কাজ ॥ +
হাইলাবনে বাইন্ধ্যা দিছিলা বিবি ফতেমার ঘর। x
মাটি চাপিয়া দিবা তুমি তাহার উপর ॥
বাইরে না আইতে পারে এমন মাটি চাপা দিবা। **
কয়ব্বরের মাধ্যে তাগর্[১৬] রাইখ্যা আইবা ॥"***
এইনা কথা বির্দ্ধ উজির যখনে শুনিল।
দাড়ি বাইয়্যা † চৌক্ষের পানি জমিনে পড়িল ॥
ঘরে আইসা বির্দ্ধ উজির কি কাম করিল। +
বির্দ্ধ এক ঘোড়ায় চইড়া পন্থে মেলা দিল ॥ +
বির্দ্ধ ঘোড়া বির্দ্ধ উজির চলে দড় বড়ি। +
পন্থে যাইতে পানি খায় দোয়ে ঘড়ি ঘড়ি ॥[১৭]॥ +
ঘোড়ায় চাবুক মাইর‍্যা বির্দ্ধ সে উজির।
হাইলাবনেতে যাইয়া হইল হাজির ॥

১২। হামেলা = গোলমাল। ১৩। উখারিয়া = উচ্ছেদ করিয়া,
১৪। লাখেরাজ = নিষ্কর। ১৫। ফয়ছালা = নিস্পত্তি, সমাধান।
১৬। তাগর = তাহাদের। ১৭। ঘড়ি ঘড়ি = অল্প সময় অন্তর অন্তর, ঘন ঘন

পাঠান্তর :—

* যতেক হামেলা বন সব উথারিয়া।
r সুখে বাস কর তুমি ঘর বাড়ী বান্ধিয়া ॥
x আর বিবি ফতেমার সেথা বাইন্ধ্যা দিছ্‌লা ঘর
** বাহির না হইতে পারে মাটি চাপা দিয়া।
***কবরের মধ্যে তারে আসিবে রাখিয়া ॥
† ভাসিয়া—'।

(৬)

আরে ভাইরে, খোদায় যদি রাখে বান্দা
দুশ্‌মন্ কি কইর্‌তে পারে। +
খোদায় যদি লেখে নছিবে
দুক্ষ্ না যাইব ছংছারে ॥ +
আরে ভাইরে—
বইয়া আছুইন[১] ফতেমা বিবি বন্দীরে লইয়া।
এনকালে আইল উজির পেরাসিন[২] হইয়া ॥ +
আগে ত বির্দ্ধ উজির কইল নিজের পরিচয়। +
সগল কথা শেষে কাইন্দা ফতেমারে কয় ॥*
'কি কর কি কর বিবি কি কর বসিয়া।
সুখের দিন দেখি তোমার গিয়াছে ভাসিয়া ॥
দুশ্‌মন দুলাল খাঁ দেখো কি কামনা করে।
পুত্রের সহিতে তোমারে চায় মারিবারে ॥
দশ হাজার কামেলা লয়্যা লেংড়া আইছে ধাইয়া।
মাটি চাপা দিব তোমারে ঘরে ত রাখিয়া ॥'
এই কথা ফতেমা বিবি যখন শুনিল।
ব্যাকুল হইয়া বিবি কান্দিতে লাগিল ॥

১। বইয়া আছুইন = বসিয়া আছেন। ২। পেরাসিন = পরিশ্রান্ত।

পাঠান্তর:—

*মনের কথা কয় উজির কান্দিয়া কান্দিয়া ॥

জংলা হইতে ছুরত্ জামাল * খেলা যে করিয়া।
আইল মায়ের কাছে খিদা যে পাইয়া ॥**
আইসা দেখে কান্দে মাও শিরে দিয়া হাত।
কান্দিয়া দাসীরে জামাল পুছিল যে বাত্ ॥
'ভিন্ন[৩] পুরুষ আইছে দেখি কিসের কারণ ।r
কিসের লাইগ্যা কান্দে মাও কইবা বিবরণ ॥'

ব্যাকুল হইয়া বিবি পুত্র লইল কোলে।
শত শত চুম্পা[৪] দিল পুত্রের বদন কমলে ॥
'আহারে পরাণের পুত্র আইজ কি বলিব তরে।
ফাটিয়া যাইছে বুক কলিজা বিদরে ॥
সোনার রাইজ্য ছাইড়্যা আমি আইলাম রে বনে।
বরাতে আছিল দুঃখু খণ্ডাইব কেমনে ॥
দুশমন হয়্যা তোমার চাচা কি কাম্ করিল।
তর বাপের বির্দ্ধ উজির আইজ খবর আইনা দিল ॥'

উজিররে ছেলাম কইর‍্যা ছুরত্ জামাল।
তাহারে পুছিলx বারতা হইয়া বেকল[৫] ॥
'শুন শুন আরে বির্দ্ধ, আমি জিগাই তোমারে।+

৩। ভিন্ন — এখানে অর্থ হইবে অপরিচিত। ৪। চুম্পা — চুম্বন।
৫। বেকল — ব্যগ্র।

পাঠান্তর :— * (আরে ভাইরে) জংলা হইতে দেওয়ান—'।
** '—ক্ষুধা যে লাগিয়া।
r ভিন্ন পুরুষ দেখি ঘরে কিসের কারণ।
x মায়েরে পুছিল—'।

আপন বলিতে নাই কেউ আমার দুনিয়া ভিতরে ॥ *
কেবা বাপ কেবা ভাই কোথায় বাড়ী ঘর।
জিগাইলে মাও মোরে না দেয় উত্তর।'**
কান্দিতে সির্‌জিল বিবি অভাগী মায়েরে।
কি কারণে বনবাসী কইবা আমারে ॥ +
তুমি যদি জানো কও পূর্ব্ব সমাচার।'
উজিরের কাছে জামাল জিজ্ঞাসে আবার ॥

শুনিয়া উজির তবে কি কাম করিল।
বেদ-বির্ত্তান্ত যত সগল শুনাইল ॥
আরও শুনাইল তার বাপের মক্কা যাওনের কথা।
গণকে গণিল যাহা আজব বারতা ॥
'বনেতে কুঠরি বাইন্ধ্যা তোমার লাগিয়া।
মনের দুঃক্ষে বাপ গেল বৈদেশী হইয়া ॥
দুশ্‌মন হইল চাচা তোমারে কোতল৬ করিতে।***
লেংড়ারে পাঠায়্যা দিছে এইনা হাইলাবনেতে ॥
শুন শুন আরে কুমার বলি যে তোমারে। r
এইনা বন ছাইড়্যা পলাও এইনা রাইত ভোরে ॥'x

৬। কোতল = হত্যা।

পাঠান্তর :—

* (আরে মাগো।) আপন বলতে মার কেউ নাই দুনিয়া ভিতরে।

** 'ফুইদ করিলে মায় না দেয় উত্তর।' (সেন মহাশয় এই 'ফুইদ' শব্দের এখানে 'জিজ্ঞাসা' অর্থ করিয়াছেন। 'মলুয়া' প্রভৃতি অনেকগুলি পালায় 'ফুইদ' শব্দ পাওয়া যাইবে, সর্বত্র 'প্রকাশ' অর্থে 'ফুইদ' ব্যবহার হইয়াছে)।

*** (আরে ভাইরে) দুষমন হইল চাচা কুতল করিতে।

r জংলা ছাইড়া আজি রাইতের মধ্যেতে।

x জাংলা ছাইড়া যাও আইজের নিশিতে।

শুনিয়া ছুরত্ জামাল তবে লাগে কান্দিবারে।
কোন দেশে পলাইয়া যাইব দুক্ষু বলি কারে ॥*
মায়ে পুতে কান্দে তারা গলা যে ধরিয়া।
চৌক্ষের পানিতে গেল জমিন যে ভাসিয়া ॥
জামাল জিগায়, 'মাও গো, কোন বা দেশে যাই।'
মাও কইল, 'আল্লা বিনে আর গতি নাই' ॥

বারতা পুছিল মাও বির্দ্ধ উজিরের কাছে।
এমন কোনো বান্ধব নি কোনো দেশে আছে ॥+
এমন বিপদে আশ্রা[৭] দিব সেই জনে।+
উজির কইয়া দিল খুইজ্যা অনুমানে ॥
'আলালের আছিল দোস্ত ** দক্ষিণভাগ সরে।
ছুবরাজ হিন্দু রাজা কইয়া যাই তোমারে ॥
বড়োই ধার্মিক রাজা বড়ো দয়াদার[৮]।
ছুবরাজের কাছে আশ্রা মিলিব তোমার ॥
আইজ রাইতের মাঝে তোমরা যাও সেই স্থনে।
হাঁটিয়া যাইতে হইব সকাল বিয়ানে[৯] ॥
পরিচয় কথা রাজারে বুঝাইব আমি।
সঙ্গে ত চলিব উজির আদাব-পরদানি[১০] ॥
এইনা কথা বইলা উজির কি কাম করিল।+
নিশি রাইতের কালে তারা পন্থে মেলা দিল ॥+

৭। আশ্রা = আশ্রয়। ৮। দয়াদার = দয়ালু। ৯। সকাল বিয়ানে = অতি প্রভাতে, শেষ রাত্রে ১০। আদাব পরদানি = অপরিচিত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয় যে রাজকর্মচারী।

পাঠান্তর।—* এদেশে দরদী নাই দুক্ষু বলি কারে।
** তোমার বাপের ছিল দুস্ত—'।

এদিগে হইল কিবা কহি বিবরণ।+
দশ হাজার কামেলা লয়্যা লেংড়া করিল গমন॥+
চল্লিশ পুড়া জামিন রে ভাই, খাজনা খিরাজ[১১] নাই।
খাইয়া চলিল নেংড়া সঙ্গে যত ভাই॥
রাইতের পরভাতে তারা আইল হাইলাবনে॥+
পলাইয়া রইল তারা বনের গহিনে॥+
পরদিন রাইতে লেংড়া কি কাম করিল।+
ফতেমা বিবির কুঠি মাটি চাপা দিল॥+
দেওয়ান তুলালরে লেংড়া খবর পাঠায়।+
কাম হাসিল[১২] হইয়া গেল নাই কোনো ভয়॥+

(৭)

আল্লায় যদি রাখে বান্দারে
দুশ্‌মন কি করিবার পারে।+
আল্লায় না রাখিলে বান্দার
আশ্রা নাই তির্ সংসারে॥+
ভাই রে আল্লা রছুলের গুণ গাও॥+

তার পরে কি হইল কথা শুন দিয়া মন।+
রাইতের নিশি কালে মেলা দিছে তিন জন॥+
পাছে পইড়্যা রইল বন যত কাঠুরিয়া ভাই।
পরাণের ভয়ে চলে জামাল রাইতে অন্য ঠাই॥

১১। খিরাজ— নির্দিষ্ট খাজনার অতিরিক্ত যাদৃচ্ছিক আদায়ী অর্থ
১২। কাম হাসিল— কার্য নিষ্পন্ন।

আরে ভাই রে—
পরদা ঢাকা পাল্কি তাঞ্জাম
যেই না বিবি চইড়্যা যায়।
আইজ হাঁইট্যা চইলাছে বিবি
দারুণ দুশমনের দায়॥
কিছু কিছু হাঁটে বিবি খানিক গিয়া বইসে।
সাতদিনে উতরিল * বামুন রাজার দেশে॥

আসমানে হইল বেলা দ্বিতীয় পওর।
লাইগাছে দারুণ খিদা জ্বইলা যায় অন্তর॥
উজির যাইতে জামাল চলে আপন মনে।
পরবেশ করিল গিয়া বামুন রাজার ভবনে॥
পরীর মুলুক যেমন দেখিতে সুন্দর।
দুবরাজ রাজার পুরী তেঁই[১] মনোহর।

বইসা আছে বামুন রাজা পালঙ্ক উপর।
চাইর দিগে দাসী বান্দী রইছে বিস্তর॥+
বাইর দরজায় রইছে সিপাই পাওরা[২]।+
উজির সঙ্গে দুবস্ত্ জামাল সামনে হইল খাড়া॥
দুইজনে রাজারে তবে সেলাম জানায়।
জামালরে দেখিয়া রাজা চিনিতে না পায়।**

১। তেঁই — সেই প্রকার ২। পাওরা — পাহারা।

পাঠান্তর :— * '—উথারিল—'।
** জামালকে দেখিয়া রাজা করে হায় হায়।

জিজ্ঞাস করে, 'কার পুত্র কোন বা দেশে ঘর।
কিসের লাইগ্যা আইলা হেথা কও সুবিস্তর ॥'

বির্দ্ধ উজির তখন কাইন্দ্যা কহিল।
অখির পানি মুইছা তবে চিইন্যা[৩]* দিল ॥
'শুন শুন আরে রাজা, আমি কইযে তোমারে।+
বিপদে পড়িয়া আইলাম তোমার গোচরে ॥+
তোমার যে দোস্ত হয় আলাল দেওয়ান।
তার পুত্র জামাল খাঁ এই সাচা[৪] কহিলাম ॥
বড়ো দুক্কু পায়্যা জামাল আইল তোমার কাছে।
ফতেমা বিবি মাও তার সঙ্গেতে আইসাছে ॥
দুশ্‌মন হয়্যা চাচা দুলাল কোন কাম করে।
জঙ্গলায় পাঠাইল ফৌজ জামালরে বধিবারে ॥
উপায় না দেইখ্যা বালক আইছে তোমার ঘরে।+
আশ্রা দিয়া বাঁচাইবা রাজা, মাও আর পুত্তেরে ॥"+

এই কথা না শুইন্যা ** রাজা কি কাম করিল।
হাতে ধইরা জামালরে রাজা পালঙ্কে বসাইল ॥
দাসী বান্দা তাঞ্জাম পাঠায় বিবির লাগিয়া।+
আন্দরে গেলাইন বিবি তাঞ্জামে উঠিয়া ॥+
বাছা বাছা চিজ্ খানা খাইবারে দিল।
আতর গোলাপ কত অঙ্গে ছিড়াইল ॥
তারপরে ত বামুন রাজা কি কাম করিল।+
বারো দুয়াইর্যা ঘর এক যতনে বান্ধিল ॥ ?

৩। চিইন্যা— চিনাইয়া। ৪। সাচা— সত্য।

পাঠান্তর :— * '—চিনা—'।

সেইনা ঘরে রইল জামাল সঙ্গে মা আর উজির।
রাজার কাছে ত পাইল বহুত খাতির[৫] ॥+
দাসী বান্দী কত দিল লেখা জুখা নাই।
বামুন রাজার দেশে জামাল রইল শুন মোমিন ভাই ॥

সেই দেশে থাইক্যা জামাল দেখে এক চিত্তে।
এক দিন গেল জামাল দক্ষিণ দিগ্ দেখিতে ॥
দক্ষিণ দিগে বড়ো দীঘি পানি টলমল করে।+
চাইর পাউড়িতে মেওয়ার গাছ কত মেওয়া ধরে ॥+
শানেতে বান্ধিয়া দিছে ঘাট চারি খান।
ঘাটে ঘাটে উড়িতেছে সোনার নিশান ॥
কত কইন্যা সিনান করে আউলা মাথার কেশ।+
জামালরে দেইখ্যা কয়, 'ছাইল্যাডা বেশ বেশ' ॥+

এহি মতে কাইট্যা গেল বারোনা বছর।+
তারপরে কি হইল রে ভাই, শুন সে খবর ॥+

(৮)

উনিশ বচ্ছর পার হইয়া আর এক বচ্ছর আছে।+
নছিবের ফেরা[১] জামালের লাইগ্যা গেল পাছে ॥+
আরে ভাই রে,—
রাজার বাড়ীতে জামাল আছিল নানান সুখে*।
এক দিন মায়ের কাছে কইল মনের দুখে ॥

৫। খাতির — আদর যত্ন।

পাঠান্তর :— * '—মনের সুখে।

'শুন শুন মা জননী, আমি কই যে তোমারে।
ফকির হয়্যা যাইবাম আমি বাইঙ্গাচঙ্গ্ সওরে ॥
বাপের রাজত্বি আইবাম্ একবার চৌক্ষেত দেখিয়া।
বিদায় দেউখাইন্[২] মা জননী হরষিত হইয়া ॥'

এইনা কথা শুইনা বিবি কাইন্দ্যা জার জার।
'এত দুক্ষু দিলা খোদা নছিবে আমার ॥
এক পুনাই[৩] লয়্যা রে আমি বৈদেশেতে থাকি। +
সেহ পুত্র ছাইড়া যাইব আমার দুক্ষু কোথায় রাখি ॥ +
না যাইও না যাইও রে পুত্র, তুমি ঘরে বইসা থাক। +
আবাগী মায়ের কথা পুত্র, তুমি রাখো ॥ +
তোমারে লয়্যা রে আমি ভিক্ষা মাইগ্যা খাব।
দুশ্মনের দেশে তরে যাইতে নাই ত দিব ॥'

কত কথা কইয়া জামাল মায়েরে বুঝায়।
পুত্রের মর্জি বুইঝা বিবি দিলাইন বিদায় ॥ *
তবেত জামাল খাঁ কি কাম করিল।
রাইত নিশাকালে এক দিন ঘরের বাইর হইল ॥
ফকিরের পোশাক জামাল অঙ্গেত ধরিয়া। **
পরথমে হাইলার বনে দাখিল হইল গিয়া ॥
গিয়া দেখে হাইলার বনে গাছ বিরিক্ষি নাই।
বন জঙ্গল কাইট্যা লেংড়া কইরাছে সাফাই[r] ॥

পাঠান্তর :— * পরবোধ না মানে মায় কান্দে হায় হায়।
** সই সাবুদ দুস্ত কত সঙ্গেতে লইয়া। (ইহার অর্থ হইবে,— 'সঙ্গী সাথী' বন্ধু বহু সঙ্গে করিয়া।— ইতি সম্পাদক।)
r '—সরাই'। ('সরাই' শব্দের অর্থ সেন মহাশয় করেন নাই। 'সরাই' শব্দের অর্থ—পান্থ নিবাস। ইতি—সম্পাদক)।

জংলা কাইট্যা কইরাছে আবাদী জমিন।
তাহাতে বসতি করে কমজাত্[৪] কমিন[৫] ॥
যেখানে থাকিত জামাল মায়ের সহিতে।
মাটি চাপা দিছে লেংড়া তাহার উপরেতে ॥
চল্লিশ পুরা জমিন লেংড়া লাখেরাজ পাইয়া।
হাইলাবনে বাস করে নাতি পুতি লইয়া ॥
এই দেইখ্যা জামাল খাঁ মেলা যে করিল।
বাইন্যাচঙ্গ্ সওরে যাইয়া দাখিল হইল ॥

বাইন্যাচঙ্গ সওরে যায়্যা জামাল খাঁ ফকির।+
ঘুইর‍্যা ফিইর‍্যা দেখে তার নিজের বাড়ীঘর ॥+
গাঁও গেরাম ঘুইরা জামাল বহুত দেখিল।+
নয়া নবান ফকিররে দেইখ্যা কেউ না চিনিল ॥+
আলাল খাঁ দেওয়ানের কথা জিগায়্যা শুনিল।+
হায় হায় কইর‍্যা কাইন্দ্যা পরজাগণে কইল ॥+
'বড়ো ভালা আছিল দেওয়ান গুণের সীমা নাই।+
তাহারে হারায়্যা পরজা বড়ো দুক্ষু পাই ॥+
দুশমন দুলাল দেওয়ান দেখো কোন কাম করে।
পরজা[৬] লোক হইরা আইন্যা বেইজ্জৎ করে ॥
ঘরের মাইয়া টাইন্যা আনে দেখিলে সিয়ানা[৭]।
পরজার দুশমন দুলাল না মানে কোনো মানা ॥
খিরাজের লাইগ্যা কার বা কাটে নাক কান।
খাজনার লাইয়্যা কার বা কাইটা ফালায় গর্দান ॥

৪। কমজাত্ – হীন বংশে জাত। ৫। কমিন – স্বভাব দুর্বৃত্ত।
৬। পরজা – প্রজা। ৭। সিয়ানা – বয়স্থ, যুবতী।

শিঙ্গের পাগারে[৮] লোক রাখে বাছাইয়া।[৯]
মরিচের ধুমা দেয় দাড়িতে বান্ধিয়া॥ (ক)

আওরাত্ত জননী সবে বেইজ্জৎ করে।
দুক্ষু পাইয়া দেশের লোক বাড়ীঘর ছাড়ে॥
তাওয়াই[১০] হইল দেশ পরজা না পায় আছান[১১]।
বড়ো বেইমান এই ছুলাল খাঁ দেওয়ান॥+

এই সব দেইখ্যা জামাল কি কাম করিল।——
বামুন বাজার দেশে আবার ফিরিয়া আইল॥+
আসিয়া মায়ের কাছে কইল সমুদয়।*

৮। শিঙ্গের পাগারে = শিংমাছ পূর্ণ চৌবাচ্চার মধ্যে।
৯। বাছাইয়া = বাছাই করিয়া ব্যাক্তি বিশেষকে।
১০। তাওয়াই = ফাঁকা। (সেন মহাশয়ের মতে—'ধ্বংস')।
১১। আছান = স্বস্তি, নিরাপত্তা বোধ।

পাঠান্তর :— * আসিয়া মায়ের আগে বার্তা জানাইল।

(ক) 'পূর্বকালে অত্যাচারী ভূম্যধিকারীরা প্রজাগণকে ধরিয়া আনিয়া শিংমাছের কূপে ছাড়িয়া দিত এবং মনস্কামনা সিদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত এইরূপ নিষ্ঠুর ভাবে তাহাদিগের উপর অত্যাচার করা হইত। পোড়ালঙ্কার ভাণ্ড দাড়িতে বান্ধিয়া তাহার যন্ত্রণাদায়ক গন্ধে হতভাগ্যদিগকে জর্জরিত করার রীতিও জমিদারগণের একটা প্রাচীন দণ্ডবিধি।'—দীনেশচন্দ্র সেন কৃত পাদ-টীকা।

নবাব মুর্শিদকুলি খাঁ এই প্রকার এবং ইহা অপেক্ষাও যন্ত্রণাদায়ক কারাগারের নাম রাখিয়াছিলেন 'বৈকুণ্ঠ'। তৎকালে বহু হিন্দু জমিদার ও ধনী এই বৈকুণ্ঠ-বাসের ভয়ে ইসলাম কবুল করিয়া রক্ষা পান। তাঁহাদের পরিবারে মহিলারা প্রায় ক্ষেত্রেই সসন্তান 'ভরাডুবি' অর্থাৎ বাড়ীর ঘাটে বাঁধা বজরা নৌকা ডুবাইয়া প্রাণ ত্যাগ করেন। ইতি—সম্পাদক।

'পরজার চুক্ষু দেইখ্যা মাওগো থাকন্ নাইত যায় ॥+
যেমূনে পারি করবাম আমি দেওয়ানী দখল ।+
বেইমান চাচারে আমি দিবাম পর্তিফল[১২] ॥+

এইনা কথা বইলা** জামাল কোন কাম করে ।
ফৌজ হইয়াr গেল জামাল লড়াই শিখিবারে ।
ঢাল তরোয়াল আর হাতের চালান ।
বামুন বাজার দেশে হইল বড়ই সুনাম ॥x
কুড়িনা বচ্ছর কালে জামাল কি কাম করিল ।
শিগারে[১৩] যাইব বইলা মায়ের কছে গেল ॥
'বিদায় দেও গো মা জননী, বিদায় দেও মোরে ।
হাইলার বনেতে আমি যাইবাম্ শিগারে ॥
বাজারে কইয়া আমি লয়্যাছি লস্কর ।
হাত্তি ঘোড়া লয়্যাছি সঙ্গে লোক বহুতর ॥
পায়ে ধরি মা জননী রাখো মোর কথা ।
যাইব শিগারে আমি না হইব অন্যথা ॥'

জামালের কথা শুইন্যা বিবি কোন কাম করে ।
কাইন্দ্যা কাইন্দ্যা বিবি rজামাল খাঁরে বলে ॥
দুক্ষিনীর ধন বাছা অন্ধের একখান লড়ি[১৪] । ***
আল্লায় রাখুন বাছা এই দুয়া[১৫] করি ॥'

১২। পর্তিফল— প্রতিফল। ১৩। শিগারে— শিকারে।
১৪। লড়ি— ক্ষুদ্র লাঠি। ১৫। দুয়া— প্রার্থনা।

পাঠান্তর :—** ষোল বচ্ছর কালে—'। r '—লইয়া—'।
x বামন দেশেতে হইল বড়ই সুনাম। r '—রাণী—
*** '—লৌড়ি।

(৯)

একদিন জামাল খাঁ যাত্রা যে করিল।
হাইলার বনে গিয়া দরশন দিল ॥
লেংড়ার যতেক লোক করে মার মার।
ফৌজ লইয়া জামাল হইল আগুসার ॥
ধরিয়া যতেক লোক গর্দানায় কাটিল।
লেংড়ার বসতি সব পুড়াইয়া দিল ॥
দশ হাজার নাতি পুতি গেল পলাইয়া।
লেংড়ারে বান্ধিয়া লইল গলায় ছিকল দিয়া ॥
লেংড়ারে বান্ধিয়া জামাল কোন কাম করে।
হাতে গলায় বাইন্ধ্যা লয় বাইন্যাচঙ্গ্ সওরে।

তবে ত চলিল জামাল বাইন্যাচঙ্গ্ মুল্লুকে।
রাইজ্যের যতেক পর্জা উদুত্ হয়্যা[1] দেখে ॥
হাত্তি ঘোড়া কত চলে নাই লেখা জোখা।
কোন দেশের পালোয়ান আইল করিবারে দেখা ॥
ঘোড়ারে চাবুক মারে ধূলা উইড়া যায়।
বাইন্যাচঙ্গ্ মুলুকের লোক চায়্যা দেখে তায় ॥
আইসাছে জামাল খাঁ যখন পর্জারা[2] শুনিল।
ফৌজের সঙ্গেতে যত পরজা যোগ দিল ॥
হাউলি[3] করিল বন্দী যত ফৌজ লইয়া।
দুশ্মন দুলাল দেওয়ান গেল পলাইয়া ॥

১। উদুত্ হয়্যা = ঝুঁকিয়া, আগ্রহে গলা বাড়াইয়া   ২। পরজা = প্রজা।
৩। হাউলি = হাভেলি, জেনানা মহল।

বাপের দেওয়ানী জামাল দখল করিল ।*
বির্দ্ধ উজিরের বাড়ী সংবাদ পাঠাইল ॥**
অতি বির্দ্ধ উজির সেইনা মইরা ত গেছে ।+
দুলাল দেওয়ানের লোক সব পলাইছে ॥+
নয়া উজির নয়া নাজির নয়া ফৌজদার লইয়া ।+
জামাল খাঁ দেওয়ান হইল দরবারে বসিয়া ॥+

তারপরে ত জামাল দেওয়ান কোন কাম করে ।+
তাঞ্জাম পাঠায়া দিল মায়ের গোচরে ॥
আইল ফতেমা বিবি দোলায় চড়িয়া ।
আল্লার কাছে দুয়া[4] মাগে পুত্রের লাগিয়া ॥+

কথা শুইনা বামুন রাজা খুশী হইল মনে ।
জামাল খাঁ রাজত্বি করে অতি সাবধানে ॥
ফৈজু ফকিরে কয় 'ভাই রে, আল্লার কেরামৎ ।
দুনিয়ার কে জানে কও আল্লার কুদরৎ[5] ॥
বনের ফকির দেখো জামাল আছিল ।
হইয়া আপন চাচা দুশমনি করিল ॥
সেইনা জামাল খাঁ দেওয়ান হইয়া ।+
রাজত্বি করে সুখে দরবারে বসিয়া ॥+
দুশ্‌মন দেওয়ান চাচা পলাইয়া গেল ।+
পন্থের ফকির হয্যা ভিক্ষা মাগিয়া খাইল ॥+

৪। দুয়া — কৃপা, আশীর্বাদ। ৫। কুদরৎ — অনুগ্রহ, ক্রিয়াকলাপ।

পাঠান্তর :— * বাপের রাজত্বি দেওয়ান দখল করিল
** বির্দ্ধ উজীরে তবে সম্বাদ যে দিল।

এয়ার থিক্যা[৬] তাজ্জব কথা, গাইবাম্ এইক্ষণ। +
গোল না কইর মমিন ভাই, শুন দিয়া মন। +
জারি গাও খেলুয়ার[৭] ভাই রে,
তালে রাইখ্যো পাও।
এইনা দিশা[৮] ছাইড়্যা তোমরা
এহন অন্য দিশা যাও॥'

৬। এয়ার থিক্যা – ইহা অপেক্ষা। ৭। খেলুয়ার – খেলোয়াড়, এখানে অর্থ হইবে পাছ দোহার। ৮। দিশা – গানের সুরতান, এখানে অর্থ— বিষয়।

দ্বিতীয় খণ্ড —অধুয়া সুন্দরী

(১০)

ভাই রে, আল্লার নাম কর সার।—ধুয়া
আল্লা আল্লা কইরা ভাইরে, নবী কইরা সার ॥ +
মিছা দুনিয়াই ছাইড়্যা হইবা ভব নদী পার
রে ভাই, আল্লার নাম জাইন্য সার ॥ +

দুবরাজ রাজার কইন্যা অধুয়া সোন্দরী।
তার ছুরতে[১] লাজ পায় যত হুর পরী ॥
আশ্‌মানের দিগে কইন্যা যদি চৌখ মেইল্যা চায়
সরমে সুরুয্‌ চান্দ্‌ আবেতে[৩] লুকায় ॥
আরে ভাই রে,
বাপের ত দুলালী কইন্যা মায়ের পরাণি।
পাঁচ ভাইয়ের সেইনা এক আদুরিয়া ভগিনী ॥
সোনার পালঙ্কে কইন্যা শুয়্যা নিদ্রা যায়।
গোলাপী পানের বিরি শুয়্যা শুয়্যা খায় ॥
পঞ্চনা ভাইয়ের বউ আবের কাকই[২] লয়্যা।
লোটন খোপা অধুয়ার দেয় ত বান্ধিয়া ॥
আরে ভাই রে,
আশমানের কালা মেঘ দরিয়ার কালা পানি।
যেই দেখে সেই ভুইলা যায় কইন্যার চাহনি ॥

১। ছুরতে = রূপে। ২। আবেতে = অভ্রে, খণ্ড খণ্ড সাদা মেঘে।
৩। আবের কাকই = অভ্র খচিত চিরুণী।

গঙ্গাজলি শাড়ী পরে অধুয়া সোন্দরী।
দেখিতে সুন্দর রূপ হাইর মানে পরী॥
হাইট্যা যাইতে কেশ কইন্যার জমিনে লুডায়।
দেইখ্যা কইন্যার রূপ ভুলন ত না যায়॥
ষোল বচ্ছর বয়েস কইন্যার পরথম যইবতী[৪]।
দক্ষিণবাগ দেশে নাই এমন রূপবতী॥
একেত বামুনের কইন্যা তাতে রাজার ঝি।+
সেহি কইন্যার রূপের কথা আর কইবাম্ কি॥+

একদিন পরভাতে অধুয়া ফুল তুলিতে যায়।
চান্দের সমান জামালরে পন্থে দেখতে পায়॥
জামালের রূপ কইন্যা চৌক্ষে ত দেখিয়া।
মনে মনে চিন্তা করে পাগল হইয়া॥
"কিবা রূপ অপরূপ আহা মরি মরি।
না দেখি এমন রূপ ত্রিভুবন জুড়ি॥"
দাঁড়াইয়া অধুয়া যে চৌক্ষু মেলি হেরে।
কোটি শশী জিনি রূপ ঝলমল করে॥
আরে ভাই রে,—
এক দিন দুই দিন তিন দিন গেল।
ভাবিয়া চিন্তিয়া কইন্যা শয্যায় শুইল॥
পাঁচ ভাইয়ের বধূ কয়, 'শুন ননদিনী।
এমন হইল কেন কিছুই ত না জানি॥
কি সাপে ডংশিল[৫] তোমার কোমল পরাণি।
কি রূপ দেখিয়া তুমি হইলা পাগলিনী॥

৪। পরথম যইবতী = প্রথম যুবতী। ৫। ডংশিল = দংশন করিল।

বিয়া না হইতে বুঝি দেইখ্যাছ* নাগর।
একেলা বিরহে তার হইয়াছ কাতর॥"

মায়ে বুঝায় বাপে বুঝায় বুঝায় পঞ্চ ভাইয়ে।
বুঝাইলে না বুঝে কইন্যা সদাই থাকে শুইয়ে॥
ফুকাইয়া৬ কান্দে কইন্যা একাকিনী থাকিয়া।
স্বপ্নে দেখে ছুরত্ জামালরে মায়ের কোলে শুইয়া॥

এহি মত কাইন্দ্যা কইন্যার.এক বচ্ছর গেল।+
জামাল হয়্যাছে দেওয়ান কর্ণে ত শুনিল॥+
ফজরে৭ উঠিয়া কইন্যা কি কাম করিল।
তুলিয়া বাগের ফুল মালা যে গান্থিল॥
গোপনে লিখিল পত্র অধুয়া সুন্দরী।
মুছিয়া আঞ্খির জল দেখিলেক পড়ি॥
স্বপন নামেতে দাসীরে ডাকিয়া কহিল সুন্দরী।
"রাখিবা আমার কথা এহি ভিক্ষা করি॥
আইজ দিনে যাও তুমি বাইন্যাচঙ্গ্ সওরে।
এহি ত গলার হার আমি দিলাম তোমারে॥
এই পত্র নিয়া তুমি জামাল খাঁরে দিও।
আমার মনের দুঃখ তাহারে জানাইও॥"

পত্র লয়্যা স্বপন দাসী করিল গমন।
সাত দিনে উত্তারিল সত্তর বাইন্যাচং॥

৬। ফুকাইয়া = ফোঁপাইয়া। ৭। ফজরে = প্রভাতে।

পাঠান্তর :—* '—ধরিয়াছে—'।

ঘোড়ায় চড়িয়া জামাল চৌঘুড়ি[৮] খেলায়।
হাঁটিয়া যাইতে স্বপন পন্থে লাগাল পায়॥
মালা পত্র লিয়া দাসী* ছেলাম জানাইল।
যাহার কারণে আইল সগলই কহিল॥s

"শুন শুন শুন ছায়েব, বলি যে তোমারে।
সাত দিন হাটিয়া আইলাম তোমার গোচরে।r
দক্ষিণ-বাগ রাজার কইন্যা x অধুয়া সুন্দরী।
দেখিয়া কইন্যার রূপ লাজ পায় পরী॥
পর্থম যইবতী কইন্যা রূপেতে আগল[৯]।
দেখিয়া তোমারে ছায়েব, হইয়াছে পাগল॥
আঠার বচ্ছর রইলা তুমি দক্ষিণবাগ সহরে।
রাজত্বি পাইয়া সুখে মনে নাই পড়ে॥
পুরুষ বেইমান বড়ো জানিলাম সার।
অধুয়া পাঠাইছে লিখন এই সমাচার॥
আরে ছায়েব, একদিন যাও তুমি দক্ষিণবাগ সরে[১০]।
পরাণ ভরিয়া একবার কইন্যা দেখিব তোমারে॥

৮। চৌঘুড়ি খেলা = ইহা পোলো খেলার মত, 'আইন-ই-আকবরী' গ্রন্থে এই খেলার বিবরণ আছে। ৯। আগল = অগ্রগণ্যা। ১০। সরে = সহরে।

পাঠান্তর :— * '—ধাই—'।

s যাহার কারণে ধাই সহরে আসিল।

r আমি ত ভিন্ দেশী নারী জানাই তোমারে॥

x দাক্ষণবাগ সহর মধ্যে—'।

দক্ষিণবাগ সহরে যত বাছা বাছা ফুলে।
মালা গাইন্থ্যা দিল কইন্যা আসিবার কালে॥"

এতেক বলিয়া স্বপন পত্রখানি দিল।
পত্রনা পাইয়া ছায়েব পড়িবার লাগিল॥
পত্রনা পড়িয়া ছায়েব কোন কাম করে।+
ভাল কথা বলিয়া ছায়েব স্বপনরে বিদায় করে॥+
স্বপনরে বিদায় করিয়া দেওয়ান চলিল নগরে।
কইন্যার রূপ ভাবিয়া ছায়েব পাগল অন্তরে॥+
সাপের বিষেতে যেমন অঙ্গ অবশ হইল।
মায়েরে না বলিল কিছু কেহ না জানিল॥

(১১)

ঘাটেতে আছিল বান্ধা রঙ্গের[১] ভাওয়ালিয়া[২]।
পরভাতে উঠিল জামাল মাঝি মাল্লা লইয়া॥
উজান বাতাস পায়্যা * ভরা পাল উঠে।
তিন দিনে গেল জামাল অধুয়ার ঘাটে॥
স্বপন দাসীরে খুইজা খবর পাঠাইল।+
সিনানের ঘাটে রঙ্গের ভাওয়াইলা আইল॥+

পরভাতে উইঠ্যা অধুয়া কি কাম করিল।
দাসী বান্দী লয়্যা বিবি ঘাটেতে চলিল॥

১। রঙ্গের — কারুকার্য সুসজ্জিত।

২। ভাওয়ালিয়া = প্রাচীনকালে ঢাকা জেলার, ভাওয়াল পরগনার শিল্পী-দের আদর্শে প্রস্তুত প্রমোদ তরণী।

পাঠান্তর :—* '—ভাহ্—'।

পাঁচনা ভাইয়ের বউ চলিল সহিতে।
বালিকা সগলে চলে হাসিতে হাসিতে॥
সুগন্ধি ফুলের তৈল কেশে ত মাখিয়া।
সোনার কলসী কাঙ্কে লইল উঠাইয়া॥
কোনো সখী যায় দেখ হেলিয়া ঢুলিয়া।
যইবনের ভারে ভাঙ্গে আটখানা হইয়া॥
লোটন[৩] বাইন্ধ্যাছে কেহ কারও কেশ খোলা।
কহারও গলায় গান্থা চাম্পা ফুলের মালা॥
আঙ্খিতে কাজল কারও কারও কপালে সিন্দুর।
কাঙ্কালে বাজিছে কারও রতন ঘুঙ্গুর॥
কারও পিন্ধনে পাটের শাড়ী কারও নীলাম্বরী।
আইল নদীর ঘাটে যতেক সুন্দরী॥
তারমধ্যে অধুয়া যে দেখিতে কেমন।
তারার মধ্যেতে যেমন চান্দের কিরণ॥
ভাবনা চিন্তায় অঙ্গ হইয়াছে মৈলান।
তবু অঙ্গে জ্বলে রূপ অগ্নির সমান॥
তৈল কাঁকই বিনা কেশ হইয়াছে জটা।
তবু ত জিনিয়া রূপ যেমন চান্দের ছটা॥

জলের ঘাটেতে অধুয়া দেখে দাঁড়াইয়া।
নদীর ঘাটে আছে বান্ধা রঙ্গের ভাওয়ালিয়া॥

৩। লোটন = একপ্রকার খোঁপার নাম।

ভাওয়াইল্যার উপরে জামাল দেখিতে কেমন।
রাইত পোষাইলে[৪] ভানু দেখিতে যেমন॥

চাইর দিগে ফুইট্যা রইছে নানান জাতের ফুল।
তাহার উপরে দেখ ভ্রমরার রুল[৫]॥
ভাওয়াল্যা হইতে জামাল অধুয়ারে দেখে।
দেইখ্যা কইন্যার রূপ তাক্ লাগি[৬] থাকে॥
কইন্যারে দেইখ্যা জামাল পাগল হইল।
লইয়া খোদার নাম ভাওয়াইলা ছাড়ি দিল॥
চাইর চৌক্ষু এক হইল যাইবার কালে।
ভ্রমরা উড়িয়া যায় ছাইড়্যা যেমন ফুলে॥
ছিনান করিয়া কইন্যা সঙ্গে সখিগণ।
মন্দিরে পরবেশ কইরল বিরস বদন॥

(১২)

জামালরে দেইখ্যা কইন্যা পাগল হইল।
ব্যাকুল হইয়া কন্যা কান্দিতে লাগিল॥
কন্যারে কোলে লইয়া জিজ্ঞাসেন রাণী।
"কি কারণে কান্দ মাগো কও কও শুনি॥
পালঙ্ক ছাড়িয়া কেন শুইলে ধরায়।
দেখিয়া তোমার দুখুঃ বুক ফাটিয়া যায়॥
তুমি ত গুণের ঝি আঞ্চলের ধন।
প্রাণের অধিক মোর যত্নের রতন॥

৪। পোষাইলে = পোহাইলে। ৫। রুল = রোল, গুঞ্জনধ্বনি।
৬। তাক লাগি = অবাক হইয়া।

পাঁচ না ভাইয়ের মধ্যে তুমি আদরিণী।
যেন কালে ডাক মোরে বলিয়া জননী ॥
অন্তর জুড়ায় মাও গো তোমার ডাকেতে।
দুখুঃ কেলেশ মাও গো পালায় দূরেতে ॥
কি কারণে কান্দ মাও গো কও একবার।
খুলিয়া মনের কথা দেহ সমাচার ॥
জিন্[৭] পরী কিছু নাকি দেখিছ নয়নে।
রাত্র নিশাকালে কিছু দেখিছ স্বপনে ॥
কি দোষ করিয়াছি আমি বুঝিতে না পারি।
অন্তরের কথা মাও গো কও শীঘ্র করি ॥"
ফৈজু ফকিরে কহে দোষ তোমার নাই।
পীরিতে পড়িয়াছে কন্যা পীরিত বালাই ॥

(১৩)

বাড়ীতে আসিয়া জামাল কি কাম করিল।
নয়া উজিররে তবে ডাইক্যা পাঠাইল ॥
'এহি পত্র লিয়া[১] যাও দক্ষিণবাগ সওরে।
যথায় ছুবরাজ রাজা বাস্তাবিয়্য করে ॥
আছে যে তাহার কইন্যা অধুয়া সুন্দরী।
দেইখ্যা কইন্যার রূপ লাজ পায় পরী ॥
সভায় বইসা তুমি পত্র রাজারে দিবা।
কিছু কিছু সমাচার রাজারে কইবা ॥

৭। জিন = অপ্‌সর, গন্ধর্ব।
১। লিয়া = নিয়া।

হিন্দু মোছলমান দেখ আছে তুনিয়ায়।
এক আল্লার সর্জন[২] জানাইও সভায় ॥
বাইন্যাচঙ্গের জামাল দেওয়ান পাঠাইছে তোমরে।
অধুয়া সুন্দরী কইন্যা বিয়া দেও তারে ॥
পত্র লয়্যা বির্দ্ধ উজির গমন করিল।
হস্তী ঘোড়া জহরত্ বহুত সঙ্গেত লইল ॥
পাঁচদিনে উতারিল উজির দক্ষিণবাগ সরে।
সভাতে বসিয়া উজির কোন কাম করে ॥
আতর মাথায়্যা পত্র দিল রাজার থানে[৩]।
কইন্যার বিয়ার কথা কইল সেই ক্ষেণে ॥

এইনা কথা শুইন্যা বামুন রাজা উঠিল জ্বলিয়া।
জ্বলন্ত আগুনি যেন উঠিল ফুল্‌কিয়া[৪] ॥
জহ্লাদ ডাকিয়া রাজা কোন কাম করে।
সাত দিন রাখে তারে অন্ধ কারাগারে ॥
বুকেতে পাষাণ দিয়া করিল বন্ধন।
পিপড়া মান্দাইল[৫] সব হইল বিছান[৬] ॥
দাড়ি উপাড়িয়া তারে মারে বেড়া পাক।
এক কান কাটিয়া তার করিল বিপাক ॥
লোহা পুড়াইয়া তার অঙ্গে দাগ দিল।
গর্দানা ধরিয়া তারে রাজ্যের বাহির করিল ॥

২। সরজন = সৃজন। ৩। থানে = স্থানে।
৪। ফুলকিয়া = ফোয়ারার মত। ৫। মান্দাইল = এক শ্রেণীর বিষাক্ত পীপিলিকা, মাঝালি। ৬। বিছান = শয্যা।

বাগ্গাচঙ্গ সহরে তবে উজির পৌছিয়া।
জামাল খাঁরে বার্ত্তা জানায় কান্দিয়া কান্দিয়া ॥
'যা ছিল কপালে মোর করিল দুশ্‌মন।
তোমার লাগিয়া মোর হইল এমন ॥
তোমার লাগিয়া মোর কাটা গেল কান।
সভাতে পাইলাম আমি দারুণ অপমান ॥'

বাতাস পাইয়া যেমন আগুন জ্বলিল।
সাজাইতে রণের ঘোড়া আদেশ করিল ॥
আল্লাতাল্লা বলি সাজে যত সেনাগণ।
হস্তী ঘোড়া সাজায় কত করিবারে রণ ॥
তীর বর্শা হাতে লয় ঢাল তরোয়াল।
সাজিয়া চলিল রণে যেন যম কাল ॥
উড়িয়া মঞ্চের[৭] বালু আশ্‌মানে হইল ধুলা।
যতেক নবীর বংশ[৮] পন্থে কৈল মেলা ॥
আল্লাতাল্লা বলি সবে করয়ে চিৎকার।
দেখিয়া রাজ্যের লোক লাগে চমৎকার ॥
ঘোড়ার উপরে জামাল সওয়ার হইল।
পাছেতে লস্কর যত কুঁদিয়া[৯] চলিল ॥

৭। মঞ্চের = জমির, পার্থিব।

৮। নবীর বংশ = এদেশে সাধারণ মুসলমানের ধারণা তাহারা সকলে হজরত মহম্মদ নবীর বংশধর এবং আরব হইতে এদেশে আসিয়াছে।

৯। কুঁদিয়া চলিল = আস্ফালন করিয়া চলিল।

(১৪)

জামাল খাঁ কাইড়্যা লইল দুলাল খাঁর দেওয়ানী ।+
পন্থের ফকির দুলাল চৌক্ষে ঝরে পানি ॥+
ভাইব্যা চিন্তা দুলাল খাঁ কোন কাম করিল ।
ফকির হয়্যা দেওয়ান ছায়েব *মক্কায় চলিল ॥
ছয়মাস ঘুইর‍্যা ফিইর‍্যা মক্কার পন্থে পন্থে ।
আলাল খাঁর দেখা পাইল সওরের মধ্যেতে ॥
আলালের দেখা পায়্যা দুলাল কোন কাম করে ।+
গলায় কাপড় বাইন্ধ্যা উবুত্[১] হয়্যা পড়ে ॥
কাইন্দ্যা কাইন্দ্যা কয় দুলাল ভাইয়ের গোচরে ।
যেইনা দুক্ষু পাইল মিয়া বাইনাচঙ্গ্ সওরে ॥+

'শুন শুন ভাই ছায়েব আমি কই যে তোমারে ।
তোমার দুশ্মন পুত্র ফকির কইর‍্যাছে আমারে ॥s
গর্দান ধইর‍্যা কইর‍্যা দিল রাইজ্যের বাইর ।
তোমার পুত্রের লাইগ্যা আমি হইলাম গো ফকির ॥
রাইজ্যের যতেক লোক গেছে পলাইয়া ।
যইবতী জনানা[২] সবে রাইখ্যাছে বান্ধিয়া ॥
মান ইজ্জত্ নাই আর বাইনাচঙ্গ্ সহরে ।
হেন পুত্র রাইখ্যা তুমি আছ মক্কা সওরে ॥'

এই কথা আলাল খাঁ যখন শুনিল ।
সর্বাঙ্গে আগুন যেন জ্বলিয়া উঠিল ॥

১। উবুত=উপুর। ২। জনানা=নারী।

পাঠান্তর :— * ফকির হইয়া বেটা—' ॥
s তোমার দুষমণ পুত্র যে করিল মোরে ॥

ভাইয়েরে যে লিয়া সাথে ফিরিলেক দেশে।
দক্ষিণবাগ সহরে যে আসিয়া পর্‌বেশে[৩] ॥
আইসা দক্ষিণবাগে আলাল খাঁ দেওয়ান।+
পন্থে শুইন্যা আইল জামাল খাঁর কারখান ॥+
লুট্যা লইব দোস্তের কইন্যা অধুয়া সোন্দরী।+
সে কারণে জামালের সঙ্গে জঙ্গ্ হইব ভারি ॥+
ছুবরাজ রাজা সাজে লড়াই করিবারে।+
এন কালে দুই দেওয়ান আইল দরবারে ॥+
দুই দোস্তে কোলাকোলি হইল মিলন।
বহুত বচ্ছর * পরে এই দরশন ॥

তবে ত আলাল খাঁ দোস্তেরে কহিল।
পুত্রের যতেক কথা জিজ্ঞাসা করিল ॥
দুশ্‌মন হইয়া রাজা কহে ঝুট্‌বাৎ।
মিথ্যা সাক্ষী দিল রাজা হইয়া বেমাৎ ॥[৩ক]

তবে ত আলাল খাঁ দেওয়ান কোন কাম করে।
ছুবরাজের সঙ্গে যায় বাইন্যাচঙ্গ সহরে ॥
পরখাইয়া[৪] লইল সৈন্য হাত্তি আর ঘোড়া।
চলিল যতেক সৈন্য হাতে ঢাল খাঁড়া ॥**

৩। পরবেশে = প্রবেশ করিল।

৩ ক। বেমাৎ = সুযোগ পাইয়া। সেন মহাশয়ের মতে 'ঈর্ষাপরায়ণ'।

৪। পখরাইয়া = পরীক্ষা করিয়া।

পাঠান্তর :—* '—উমর—'। (সেন মহাশয় 'উমর' শব্দের অর্থ করিয়াছেন 'বৎসর'। কিন্তু ঐ শব্দটির অর্থ—'বয়স'। ইহার ব্যবহার—'তোমার উমর কত ?' এই প্রকার)

**— কাড়া।

চলিল যতেক সৈন্য না যায় গণনা।
তুফান উঠিল যেমন উতাল বাহানা[৫] ॥
পাহাড় পর্বত ভাইঙ্গ্যা যেমন আইসে নদীর পানি।
ছাম্‌নাছাম্‌নি দুই দল দেখায় কেরদানি[৬] ॥

তবে ত বাইন্যাচঙ্গের লোক যখন শুনিল।
দুবরাজের সঙ্গে দেওয়ান আলাল খাঁ আইল ॥+
আল্লা আল্লা বইলা সব কুঁদিয়া[৭] উঠিল।
শুইন্যা জামাল খাঁ দেওয়ান কোন কাম করিল।
হাতে ছিল ঢাল তরোয়াল জমিনে রাখিল ॥
হাঁটিয়া চলিল জামাল বাপের সাক্ষাতে।
পিতা পুত্রে দেখা হইল সরজমিনেতে[৮] ॥

শুক্‌না ডালেতে যেমন আগুন ধরিল।
কুমারে বান্ধিতে আলাল হুকুম করিল ॥
হাতে গলায় বাইন্ধ্যা লয় যতেক দুশ্‌মনে।
চান্দেরে ধরিয়া যেমন খায় রাহুগণে ॥

তবে ত আলাল খাঁ দেওয়ান কি কাম করিল।
বানিয়াচঙ্গ মুল্লুকে গিয়া উপস্থিত হইল ॥
বাইন্যাচঙ্গ গিয়া দেওয়ান হুকুম জারি করে।*
জহ্লাদ আইসা জামালরে নিল কারাগারে ॥**

৫। উতাল বাহানা = উত্তাল ঢেউ। ৬। কেরদানি = কৃতিত্ব।
৭। কুঁদিয়া = আস্ফালন করিয়া ৮। সরজমিনেতে = ঘটনাস্থলে।

পাঠান্তর :— * তবে ত আলাল খাঁ দেওয়ান হুকুম করিল
**আসিয়া জহ্লাদগণে কারাগারে নিল ॥

লোহার ছিকল দিয়া হাতে পায় বান্ধে।
বিপাকে পড়িয়া জামাল আল্লা বইলা কান্দে॥
পাষাণ চাপাইয়া দিল জামালের বুকে।
সাত দিন থাকে জামাল এইমত দুঃখে॥
সাত দিন পরে হবে বিচার তাহার।
আল্লার কুদ্রত্[১] শুন বলি আর বার॥

(১৫)

ছয়মাসের পথ দেখো হাইট্যা যাইতে।
মল্লুকের বাদশা দেখো রহেন তাহাতে॥
লেখিল জরুরি পত্র কিবা সমাচার।
কেউ না পড়িতে পারে এবারৎ[১] তাহার॥
চিঠির পিষ্টেতে দেখে দুই দিক সাদা।
এরে দেইখ্যা আলালের যে লাগিল ধান্ধা॥

উজির নাজির সবে করে টানাটানি।
হরফ্ না খুইজ্যা পায় এমন লিখনি॥
এমন ছলিকার[২] পত্র লিখিল কোন জনা।
বুইঝ্যা শুইন্যা কাম না কইরলে যাইব গর্দানা॥
আশ্বি শুনে পশ্বি[৩] শুনে, শুনে লোক লস্করে।
জামাল খাঁ শুনিল ভাইরে থাইক্যা কারাগারে॥

৯। কুদ্রত্ = চক্রান্ত।
১। এবারৎ = লিখিত বিষয় তাৎপর্য। ২। ছলিকার = ছলনার, কৌশলের। ৩। আশ্বি পশ্বি = আশেপাশের মানুষ।

এই কথা শুনিয়া জামাল কোন কাম করিল।
লিখন দেখিতে মিয়া মনোযোগী হইল॥
তারবাদে শুন ভাই রে, চিঠির কারণে।
বাপের যে ধারে[৪] পাঠায় পহরী এক জনে॥
খবর পাইয়া আলাল পত্র লইয়া সাথে।
পাত্র মিত্র দোস্ত গেল তাহার সঙ্গেতে॥
আন্ধাইরা ঘরেতে পত্র জামালেরে দিয়া।
চেরাগ[৫] আনিতে একজন দিল পাঠাইয়া॥

হেনকালে জামাল খাঁ কোন কাম করিল।
চিঠিখানা থুইলা তার সামনে ধরিল॥
আন্ধাইর ঘরেতে আখর ঝিলি মিলি করে।
জামাল খাঁ পড়িল পত্র বাপের গোচরে॥
"শুন শুন বাপ্‌জান্ শুন সমাচার।
মুল্লুকের বাদশা চায় ফৌজ যে তোমার॥
দশ হাজার ফৌজ দিবা আরও দিবা ঘোড়া।
দিলেতে জানিও হুকুমের না হইব লড়াচড়া[৬] *॥
সাত রোজ মধ্যে তথায় দাখিল হইবা গিয়া।
আইনলে[৭] গর্দান যাইব স্ত্রী-পুত্র লইয়া॥"

এই কথা শুনিয়া আলাল ভাবে মনে মনে।
"সাত রোজের মধ্যে আমি কেম্‌নে যাই রণে॥

৪। ধারে = নিকটে। ৫। চেরাগ = প্রদীপ।
৬। লড়াচড়া = নড়চড়, ব্যতিক্রম। ৭। আনইলে = তাহা না হইলে।

পাঠান্তর :— *—কথার নাহি হয় লড়া।

বাদশার হুকুম যদি করি গো লঙ্ঘন।
জনবাচ্চা[৮] সহিতে হায় রে যাইবে গর্দান ॥"

(১৬)

ভাইব্যা ব্যাকুল আলাল রাইতে নিদ্রা নাইত হয়। +
পরভাতে উঠিয়া দেওয়ান দরবার বসায় ॥ +
উজির আইল নাজির আইল, আইল রাজা যুবরাজ। +
পাত্র মিত্র আইল সবে আছে জরুরি কাজ ॥ +
দরবারে বইসা আলাল দেওয়ান কি কাম করিল। +
সগলের কাছে দেওয়ান শল্লা[১] যে চাহিল ॥ +
"তোমরা কি কও উজির, কি বুদ্ধি দেও মোরে।
রণের কারণে কারে পাঠাই দিল্লীর সওরে ॥"

দেওয়ানের পরস্তাব[২] শুইনা উজির ভাবিত হইল। +
নাজির, দুলাল দেওয়ান, কথা না কহিল ॥ +
হেন কালেতে ভাবে মনে দুশ্‌মন যুবরাজ।
"জামাল না মরিলে আমার হইবে কোন কাজ ॥
বিচারে জামালের নাই সে যাইবে পরাণি।
যেমন কইরা পারি তারে পাঠাইব রণি[৩] ॥"
এই কথা ভাবিয়া যুবরাজ কয় আলালেরে।
"ভাবনা কি গো দোস্ত সাহেব, পাঠাও জামালেরে ॥
তোমার পুত্র জান্য রণে পরম পণ্ডিত।
জামাল যুদ্ধেতে গেলে হইবে তার জিত ॥"

৮। জনবাচ্চা = সপরিবারে।
১। শল্লা = পরামর্শ। ২। পরস্তাব = প্রস্তাব ৩। রণি = রণে।

এই কথা শুনিয়া আলাল কয় পুত্রের কাছে।
"এই কররে জামাল যাতে স্ত্রী পুত্র বাঁচে॥"
বাপের হুকুম তবে জামাল ধরিয়া ত শিরে।
ফৌজ লইয়া হইল রওনা দিল্লীর সহরে॥
আন্দর মহলে থাইকা তবে শুনে মা-জননী।
কান্দিয়া উঠিল হায় মায়ের পরাণি॥
মায়ের কাছে আইসে জামাল যেন বিদায়ের কালে।
এই খবর পাঠাইল মাও কাইন্দ্যা জামালে॥

মায়ের কাছে আইল জামাল মাও কাইন্দ্যা উঠিল।
হাহাকার কইর‍্যা মাও পুত্ররে দেখিল॥
হায় পুত্র বইল্যা বিবি পড়িলেন ঢলি।
ধুলায় গড়াইয়া কান্দে পুত্র পুত্র বলি॥
"আহারে পরাণের পুত্র, তুমি যাইবা কোন ঠারে[৪]।
কি কথা কইয়া যাইবা অভাগিনী মায়েরে॥
আরে পুত্র, আঁখির না তারা তুই পরাণ পুতলি।
কেমন কইর‍্যা যাইবা পুত্র, মায়ের বুক কইরা খালি।
আর কি দেখিবাম্ চক্ষে তোমার চান্‌বদন।
আর কি শুনিবাম পুত্র, তোর মধুর বচন॥
আর না ডাকিবা পুত্র, মাও যে বলিয়া।
আর না লইবাম তোরে কোলেতে টানিয়া॥
মায় সে জানে পুত্রের বেদন আর জানিব কে।
প্রাণের পুত্র ছাড়া মায়ের আর বা আছে কে॥

৪। কোন ঠারে = কোথায়

কার বা ফলন্ত[৫] গাছ আমি ফালাইলাম কাটি।
কিসের কারণে হইলাম আমি পুত্রশোগী॥
কার বা ঘরের ধন আমি কইরাছিলাম চুরি।
কি পাপে হারাই পুত্র বুঝিতে না পারি॥
তুই পুত্র বিনে আমার নাহি অন্য জন।
ঘুম থাইক্যা উইঠ্যা দেখ্‌বাম্ কার চান্‌বদন॥
অঞ্চলের নিধিপুত্র অন্ধের যে লড়ি[৬]।
আইজ হইতে শূন্য হইল আমার এই পুরী॥"*

এইরূপে কান্দে বিবি আক্ষেপ করিয়া।
তার পর কিবা হইল শুন মন দিয়া॥
মায়ের চরণে জামাল ছেলাম জানাইল।
কান্দিয়া মায়ের আগে কহিতে লাগিল॥
"শুন শুন মা জননী বিদায় দেও গো মোরে।
জঙ্গেতে যাইবাম্ আমি বলি যে তোমারে॥
দুয়া[৭] যে করিও মোরে আমি যেন ফিরি।
রণ জিতিয়া আইস্যা তোমায় সেলাম করি।"
আরে ভাই রে,—
মায়ের পায়ের ধূলা আর চক্ষের পানি।
অঞ্চল দিয়া মুছায় মুখ পুত্ররে মাজননী॥

৫। ফলন্ত=ফলবান।
৬। লড়ি=ছোট লাঠি। ৭। দুয়া=প্রার্থনা, আশীর্বাদ।

পাঠান্তর :— * আজ হইতে গিরবাস কারে লইয়া করি।

(১৭)

রণেতে চলিল জামাল বিদায় হইয়া।
অধুয়া সুন্দরীর কথা শুন মন দিয়া॥
চট্টানে[১] আসিয়া জামাল কি কাম করিল।
সঙ্গের যত ফৌজ জামাল জিরাইতে[২] বলিল॥
পত্র লিখিল জামাল অধুয়ার কাছে।
জামালের কথা কি কন্যার মনে আছে॥

"শুন শুন অধুয়া গো, বলি যে তোমারে।
জঙ্গেতে চলিলাম আমি দিল্লীর ছহরে॥
নিচিন্ত[৩] হইয়া তুমি আছ যে ছুইয়া[৪]।
জন্মের মত যাই আমি বিদায় যে হইয়া॥
আজি হইতে তোমার বুক হইল যে খালি।
একদিন না লইলাম তোমায় কোলের মধ্যে তুলি॥
নিজের হাতে পানের খিলি তুইল্যা নাহি দিবা।
দেওয়ানা[৫] ফকিরে আর চক্ষে না দেখিবা॥
হায় হায় অধুয়া গো ফাইট্যা যায় যে বুক।
আর না দেখিবাম্ আমি তোমার চান্দ মুখ॥
আর না হইব দেখা কর্মের লিখন।
আর না হইব দেখা থাকিতে জীবন॥
বড়ো আশা ছিল মনে তোমাকে লইয়া।

১। চট্টানে=উন্মুক্ত প্রান্তরে, যেখানে সৈন্য সমাবেশ করা ও শিক্ষা দেওয়া হয়
২। জিরাইতে=বিশ্রাম করিতে। ৩। নিচিন্ত=নিশ্চিন্ত।
৪। ছুইয়া=শুইয়া। ৫। দেওয়ানা=অর্ধোন্মাদ।

সুখেতে করিব বাস জলটুঙ্গি[6]* বান্ধিয়া ॥
যাইবার কালে দেখা না হইল আর।
আর না হইব দেখা সঙ্গেতে তোমার ॥
তবে যদি ফিইর‍্যা আসি আল্লার ফজলে[7]।
তবে ত কোলের ধন লইবাম কোলে ॥"
পত্র না লিখিয়া জামাল মুছে আক্ষির পানি।
সাপের জারেতে[8] যেন ছট্‌কিল[9] পরাণি ॥
হাতের আঙ্গুরী আর পত্রখনি দিয়া।
অধুয়ার কাছে জন দিল পাঠাইয়া ॥

পরে ত চলিল জামাল ফৌজের সাথে।
বাহিরিয়া অযাত্রা তবে দেখে পথে পথে ॥
যাত্রাকালে হাঁচি তার বামেতে পড়িল।
আক্ষির উপরে মাছি উড়িয়া বসিল ॥
চলিতে রণের ঘোড়া উষ্ঠা[10] খাইল পায়।
কাঠুরিয়াগণ দেখে কাঠ লইয়া যায় ॥
'রহ রহ' তিন ডাক পিছনে শুনিল।
ছামনেতে মড়া এক চক্ষেতে দেখিল ॥
পুরে[11] সে কান্দন শুনে লাগে খেজালত।
অযাত্রা দেখিয়া জামাল চলিলেক পথ ॥

৬। জলটুঙ্গি=জলাশয়ের মধ্যে গ্রীষ্মাবাস। ৭। ফজলে=কৃপায়।
৮। জারেতে=বিষে। ৯। ছট্‌কিল=আচ্ছন্ন করিল।
১০। উষ্ঠা=হোঁচট্। ১১। পুরে=গৃহে, নগরে।

পাঠান্তর :— *'—মুনছ—' (সেন মাহাশয় অর্থ করিয়াছেন—'মঞ্চ')।

চিন্তাযুক্ত হইরা জামাল ভাবে মনে মনে।
কান্দিয়া আর্‌দশ্‌[১২] করে খোদাতাল্লার স্থানে ॥

(১৮)

এক মাস দুই মাস কইর‍্যা ছয় মাস* গেল।
মুল্লুকের বাদাশা যে তবে খবর পাঠাইল ॥
আরজ[১] খুইল্যা তবে আলাল খাঁ দেখিল।
জামালের মরণ কথা পত্রে লেখা ছিল ॥
কাত্যানির[২] বানে[৩] যেমন কলাগাছ পড়ে।
বিছাইয়া পড়িল দেওয়ান জমিনের উপরে ॥
হায় হায় কইর‍্যা কান্দে উজির নাজিরগণ।
বহুত ক্ষণ পরে দেওয়ান পাইল চেতন ॥

বানিয়াচঙ্গ্‌ মল্লুকে উঠে কান্দনের ধ্বনি।
লোক লস্কর কান্দে যত আকুলকাতরানি[৪] ॥
গজ কান্দে অশ্ব কান্দে কান্দয়ে গোধন।
বন জংলায় কান্দে যত পশুপক্ষীগণ ॥
মালিয়া নিল[৫] মীকান্দে মুখে বলে বোল[৬]।
ভাবে মনে কার গলে গাস্থ্যা দিবে ফুল ॥

১২। আর্‌দশ্‌=প্রার্থনা।

১। আরজ=লিখিত বিবরণ। ২। কাত্যানির=আশ্বিন কার্তিক মাসের

৩। বানে=ঝড় ও বন্যায়। ৪। কাতরানি=যন্ত্রণায় অস্ফুট ক্রন্দন ধ্বনি।

৫। মালিয়া=মালী। ৬। বোল=উক্তি।

পাঠান্তর :—*—তিন মাস—'।

হাহাকার কইরা পরজা কান্দে ঘরে ঘরে।
হাহাকার শব্দ হইল বাইনাচঙ্গ্ সহরে॥

হাউলির মধ্যে যখন সংবাদ পৌছিল।
শুনিয়া ফতেমা বিবি অজ্ঞান হইল॥
কাছে ছিল দাসী বান্দী মুখে দেয় পানি।
তিন দিন পরে বিবি তেজিল পরাণি॥
দারুণ পুত্রের শোক না যায় ভুলন।
বিবির মৃত্যুতে আলাল করিছে ক্রন্দন॥
ফৈজু ফকির কহে না কর ক্রন্দন।
আল্লার নামেতে সবে শান্ত কর মন॥

হেন কালে বৃদ্ধ উজির আসিয়া কহিল।
"তোমার দোষেতে তুমি সকল খুয়াইলে[৭]॥"
আরে ভাই রে,—
কান্দিয়া কান্দিয়া উজির কহিতে লাগিল।
পূর্বাপর ছমাচার যত কিছু ছিল॥
"মক্কায় চলিলে ভাই হইল দুশ্ মন।
দুলাল খাঁ করিল যত শুন বিবরণ॥
লেংড়ারে পাঠাইল দেখ হাইলাবনেতে।
দশ হাজার লস্কর দিয়া জামালে মারিতে॥
আল্লার কুদ্‌রতে দেখ জামাল পরাণে বাঁচিল।
পস্থের ফকির যেমন কান্দিয়া চলিল॥

৭। খুয়াইলে = হারাইলে।

তুবরাজের দেশে জামাল রহে বহুত দিন।
হাইলাবনে লেংড়া জামালের না পাইল চিন্[৮] ॥
আঠার বচ্ছর থাকে জামাল তুবরাজের দেশে।
করিয়া বহুত জঙ্গ্ রাইজ্য পাইল শেষে ॥
তুবরাজের কইন্যা এক অধুয়া সুন্দরী।
দেখিতে তাহার রূপ যেন হুরপরী ॥
জামালে দেখিয়া কন্যা অজ্ঞান হইল।
আপনি যাচিয়া কন্যা পত্র যে লিখিল ॥
লইয়া সাদীর কথা*গেলাম রাজার স্থানে।
আমার কথা শুইনা রাজা বলে কোটালগণে ॥
তুশ্‌মন হইয়া রাজা করে অপমান।
সেই ত দোষেতে মোর কাইট্যা দিল কান ॥
সেই ত কারণে রাজা গোস্বা[৯] ত হইয়া।
জামালরে প্যঠাইল রণে তোমারে শল্লা দিয়া" ॥+

এই কথা আলাল খাঁ দেওয়ান যখন শুনিল।
পুত্র শোকের আগুন জ্বলিয়া উঠিল ॥
হুকুম করিল দেওয়ান লোক জন ডাকিয়া।
"রাত্রি মধ্যে তুবরাজরে আনিবে বান্ধিয়া ॥
দক্ষিনবাগ সহর জুইড়্যা আগুন লাগাও।
গর্দান কাইট্যা সওরের লোক সায়রে[১০] ভাসাও॥

৮। চিন্=চিহ্ন, খোঁজ।
৯। গোস্বা=অসন্তুষ্ট, ক্রুদ্ধ। ১০। সায়রে=বড়ো নদীতো।

পাঠান্তর ঃ—* লইয়া সঙ্গীর কথা—'।
+জামালে পাঠায় রণে সল্লা যে করিয়া ॥

সেহি দেশের গাছ বিরিক্ষ নাহি থাকে মাটি।
লৌয়ের[১১] নদী* বহাইয়া দেও লোক জন কাটি।"

একে ত জঙ্গের ফৌজ তাতে হুকুম পাইল।
জঙ্গলা পুড়াইতে যেন আগুন জ্বলিল॥

(১৯)

জামালের পত্র পাইয়া কন্যা কোন কাম করে।
শীঘ্র করি চলে কন্যা চণ্ডীর মন্দিরে॥
ভিজা চুল দিয়া কন্যা মন্দির মুছিল॥
পূজার সামগ্রী যত দাসীরা আনিল॥
আতপ তণ্ডুল আর ঘির্ত[১] কেলা[২] চিনি।
চন্দন সিন্দূর যত সবে দিল আনি॥
গলায় কাপড় বান্ধি অধুয়া সুন্দরী।
চণ্ডীরে করয়ে পূজা যতন যে করি॥
হেন কালে ফৌজ আসি দক্ষিণ বাগেতে।
অধুয়ারে বান্ধিয়া লয় বাপের সহিতে॥
রজনী পোহাইলে যায় বাইন্যাচঙ্গ সহরে।
পন্থেতে অধুয়া দেখ কোন কাম করে॥

১১। লৌয়ের=রক্তের।
১। ঘির্ত=ঘৃত। ২। কেলা=কলা।

পাঠান্তর :— * লাউয়ের নদী—'। (সেন মহাশয় 'লাউয়ের' শব্দটির অর্থ করিয়াছেন='লাউড়=শ্রীহট্টের একটি প্রসিদ্ধ নগর'।

বাইনাচঙ্গ সহরে শুনে প্রজার কান্দন।
মনে মনে করে কন্যা পতির চিন্তন ॥
জামালের মৃত্যু কন্যা যখন শুনিল।
কেশে বান্ধ্যা বিষের কটুয়া খুলিয়া লইল ॥

তবে ত আলাল দেওয়ান লোক জনে কয়।
"আমার ঘোড়ার সহিস কেরামুল্লা হয় ॥
অধুয়ারে বিয়া দিয়াম[৩] তাহার সহিতে।
আমার মনের দুঃখ খণ্ডিবে তাহাতে ॥"

অধুযারে বাইর কইরল দেওয়ানের হুকুমে।
পাল্কির দুয়ার দেখ খুলি লোক জনে ॥
কেশে ধরি অধুয়ারে বাহির করিল।
বিষেতে অবশ অঙ্গ সকলে দেখিল ॥
দীঘল চাঁচর কেশ পড়িছে জমিনে।
পুন্নিমার চাঁদ যেন ছাড়িয়া আশ্‌মানে ॥
দেখিয়া কন্যার মুখ ফাট্যা যায় বুক।
অন্তরে জ্বলিয়া উঠে মরা পুত্রের শোক ॥
জামাল খাঁর পত্র দেখে কেশে বান্ধা ছিল।
এহি পত্র আলাল খাঁ দেওয়ান দেখিতে পাইল ॥
কন্যার আঙ্গুলে দেখে হীরার আঙ্গুরী।
দেখিয়া আলাল কান্দে হাহাকার করি ॥
এহিত আঙ্গুরী দেখ জামালের ছিল।
সেই ত অঙ্গুরী কন্যা কেমনে পাইল ॥

৩। দিয়াম = এখনই দিব!

(২০)

তবে ত যুবরাজ আইসা দোস্তেরে জানায় ।
পূর্বাপর সগল কথা কইল সমুদায় ॥
দুই দোস্তে গলাগলি জুড়িল ক্রন্দন ॥
অন্তর জ্বলিল যেন জ্বলন্ত আগুন ॥
পুত্র কন্যার শোকে দুইই পাগল হইল ।
দুলালে ডাকিয়া আলাল কহিতে লাগিল ॥
"সুখেতে বসিয়া ভাই কর দেওয়ানগিরি ।
আবার যাইয়া আমি লইব ফকিরী ॥
আর না আসিব আমি বাইন্যাচঙ্গ্ সহরে ।
পুত্রশোকের আগুন দহিল আমারে ॥"

উজির নাজিরের কাছে বিদায় হইয়া ।
মক্কায় চলিল দেওয়ান ফকির সাজিয়া ॥
পাত্র মিত্র কান্দে যত জমিনে পড়িয়া ।
মুল্লুকের লোক কান্দে দেওয়ানরে ঘিরিয়া ॥
বনে কান্দে পশু পক্ষী জলে কান্দে মাছ ।
পাগল হইয়া কান্দে যত আর্দাছ[১] ॥
বান্দী গোলাম কান্দে মাথা থাপাইয়া[২] ।
হাতী ঘোড়া না খায় ঘাস তার পানে চাইয়া ॥
বাইন্যাচঙ্গ মুল্লুক জুইড়্যা কান্দে সর্বলোক ॥
শিরে হাত দিয়া কান্দে সবে হেঁট মুখ ॥

১। আর্দাছ=ভৃত্যবর্গ । ২। থাপাইয়া=করাঘাত করিয়া ।

বামুন আছিল দুববাজ কি কাম করিল।
মুছলমান হইয়া দুবরাজ মক্কায় চলিল ॥
উজির নাজির দেখ কাইন্দ্যা জার জার।
মক্কায় চলিল দেওয়ান হইয়া ফকির ॥
মুল্লুকের দেওয়ান দেখ ফকির হয়্যা যায়।
কান্দিয়া সকল লোক করে হায় হায় ॥
ফৈজু ফকিরে কহে কান্দিলে হবে কি।
যার তার নছিবের লেখা লেখছুইন্[৩] আল্লাজী ॥
আল্লা আল্লা বল ভাই পালা হইল সায়।
সার কেবল আল্লার নামটি অসার দুনিয়ায় ॥

—সমাপ্ত—

৩। লেখছুইন=লিখেছেন

কবরের কান্না পালার

ভূমিকা

এই পালাগানটি মাননীয় ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় তাঁহার সম্পাদিত 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা চতুর্থখণ্ডে 'নুরন্নেহা কবরের কথা' নাম দিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন। চট্টগ্রাম অঞ্চলে 'নূর-উন্নিছা' শব্দটি জনসাধারণের মুখে 'নুরন্নেহা' রূপেই উচ্চারিত হয়।

সেন মহাশয় কর্তৃক প্রকাশিত পালার ছত্র সংখ্যা ৬২৪; এই সংগ্রহ ও সম্পাদনার ছত্রসংখ্যা ৬৬৮। সেন মহাশয় প্রকাশিত সবগুলি ছত্রই এই সম্পাদনায় পাওয়া যাইবে, তন্মধ্যে ১৪টি ছত্রের সঙ্গে এই সংগ্রহের ছত্রের তাৎপর্যে পার্থক্য থাকায় সেন মহাশয়ের পাঠ তৎতৎ স্থলেই পাদটীকায় দেওয়া হইল। যে ছত্রগুলি সেন মহাশয়ের প্রকাশনায় নাই সেগুলি বুঝাইতে ছত্রের শেষে '+' চিহ্ন দেওয়া হইল। ছত্র ও শব্দের অগ্রপশ্চাৎ ঘটিত পাঠান্তর উল্লেখ করা হইল না, শব্দের উচ্চারণ ও বানান ঘটিত পাঠান্তরও উল্লেখ করা হয় হয় নাই।

এই পালাগান ও কাহিনী বাংলাদেশের পূর্ব-দক্ষিণে জনসাধারণের সুপরিচিত। বিশেষ করিয়া হিন্দু-মুসলমান মাঝিমাল্লা ও ধীবরদের অত্যন্ত প্রিয়। কিন্তু ইহার রচয়িতা কবির নাম কেহই জানেন না। ঘটনা ও তাহা অবলম্বনে পালা রচনাও খুব বেশী প্রাচীন বলিয়া মনে হয় না। অনুসন্ধান করিয়া যতটুকু জানিতে পারিয়াছি তাহাতে চট্টগ্রাম কালেক্টরীর কাগজপত্রে ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দে 'নয়াচর রংদিয়া'য় প্রথম প্রজাবসতির কথা উল্লেখ আছে। পালায় বর্ণিত 'আজগর' সম্ভবত ঐ সময়েই 'দেওগাঁ' হইতে রংদিয়া আসিয়া

বসতি স্থাপন করেন, এবং নূর-উন্নিছা-মালেক ঘটিত ঘটনা খ্রীষ্টীয় ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের মধ্যে ঘটিয়া তাহার অব্যবহিত কালের মধ্যেই পালাটি রচিত হইয়াছিল। এরূপ ক্ষেত্রে এমন একটা জনপ্রিয় পালার রচয়িতা কবির নাম-পরিচয় মাত্র এক শতাব্দীর মধ্যে বিস্মৃতির গর্ভে বিলীন হওয়া একটু অস্বাভাবিক বলিয়াই মনে হয়। এই পালার নায়ক ও নায়িকার জন্মসম্বন্ধ-নৈকট্য, এতদ্‌বিষয়ে ইসলামিক অনুশাসন এবং প্রচলিত সামাজিক প্রথা, যাহা এই পালার বর্ণনায় আছে, তাহাতে বোধহয় পালাটি রচনা করিয়া জনসমাজে প্রচার কালেই কবি তাঁহার নাম-ধাম গোপন রাখিয়াছিলেন। আমার এই ধারণার সমর্থনে লক্ষ্য করিয়াছি, ঐ অঞ্চলের মোল্লা-মৌলবি সম্প্রদায় পালাটির প্রতি অত্যন্ত বিরূপ মনোভাবাপন্ন। শিক্ষিত হিন্দুসমাজ, যতদিন পর্যন্ত মাননীয় দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় এদিকে দৃষ্টিপাত না করিয়াছেন, ততদিন এই অপূর্ব পল্লী-গাথা-সাহিত্য-সম্পদের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন; যাহার জন্য এই কাব্যসম্পদের অনেক কিছুই লোপ পাইয়াছে।

পশ্চিমবঙ্গের প্রাচীন কবি 'দ্বিজ' চণ্ডীদাসই বোধহয় গানের শেষে ভণিতায় কবির নাম-পরিচয় প্রকাশ করার প্রথা প্রথম প্রবর্তন করেন। খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দী হইতে আরম্ভ করিয়া ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত পশ্চিম ও মধ্যবঙ্গের কবিসমাজে এই প্রথা বহুল প্রচলিত থাকিলেও পূর্ববঙ্গের পল্লীকবিগণ অনেকেই এই প্রথা গ্রহণ করেন নাই বা গ্রহণ করিতে সাহস পান নাই। ইহার কারণ, পশ্চিমবঙ্গের ও মধ্যবঙ্গের কবিগণের গান ও কাব্যের বিষয়বস্তু ছিল পৌরাণিক ও কাল্পনিক, আব পূর্ববঙ্গের কবিগণের বিষয়বস্তু ঐতিহাসিক ও সমসাময়িক ঘটনা। এরূপক্ষেত্রে প্রাগ্‌বৃটিশ যুগে পশ্চিমবঙ্গের কবিগণের সমসাময়িক ঘটনা অবলম্বনে গান বা গাথা

রচনার মত দুঃসাহস ছিল না, অপরপক্ষে জল-জঙ্গল নদীনালায় ভরা দুর্গম পূর্ববঙ্গের কবিগণ সে সাহস করিলেও নাম-ধাম প্রকাশের সাহস পান নাই। 'মহুয়া', 'চন্দ্রাবতী', 'লীলা-কঙ্ক' প্রভৃতি কয়েকটি পালায় যে, কবির নাম ভণিতায় পাওয়া যায়, তাহার হেতু, ঐ প্রকার ঘটনা অবলম্বনে পালা রচনা করিয়া তৎকালে রাজরোষে পড়ার সম্ভাবনা ছিল না; হিন্দু সমাজ তো চিরকালই সর্বপ্রকার বিরুদ্ধ সমালোচনা নিরুত্তাপে শুনিতে অভ্যস্ত।

১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে চাঁদপুর 'রেলঘাট'-এ আমি প্রথম শুনি 'কবরের কান্না' পালা। সেই রাত্রের ঘটনা এখনও আমার স্মৃতির পাতায় একটি সমুজ্জ্বল আনন্দঘন চিত্র। ভারতে অনেকগুলি প্রদেশের পল্লীসঙ্গীত আমি শুনিয়াছি। আমার সে শোনাও বনফুলের চারা ধনীগৃহে টবে উৎপন্ন করিয়া ফুল দেখার মত নহে; কারণ, আমি দরিদ্র। পল্লীপরিবেশেই শুনিয়াছি। কিন্তু পূর্ববঙ্গে আম-কাঁঠাল-বাঁশবাগানঘেরা সাধারণ গৃহস্থ গৃহের উন্মুক্ত প্রাঙ্গনে, ছোটো বড়ো নদ-নদীর বুকে রাত্রের আলো-অন্ধকারে, হাট-বাজারের জনকোলাহল গভীর রাত্রে নিস্তব্ধ হইলে, ভাগ্যক্রমে যে পল্লীসঙ্গীতের সুরঝঙ্কার শুনিয়াছি, তাহার কাছে সব ঝঙ্কারই যেন ম্লান হইয়া যায়। তবে আমি বাঙ্গালী, আমার কানে বাংলাদেশের নিজস্ব পল্লীগীতির সুর সর্বাপেক্ষা মধুর বোধ হওয়া অত্যন্ত স্বাভাবিক।

চাঁদপুর রেলঘাটায় নৌকার মধ্যে শুইয়াছিলাম। রাত্রি এগারটা বাজিয়া গেল। নানা দুশ্চিন্তায় চোখে ঘুম ছিল না। হঠাৎ কানে আসিল চমৎকার দোতারার সুর। একটু পরেই গানের প্রথম কলি,—

'পাকৃলা মন রে,—
বাঁধিলে বাঁধন না যায় মন এমুন বৈরী।

রাইত নিশিতে বিছানাতে
আমি ভাবি ভাবি মরি রে
ও পাক্‌লা মন রে॥'

ভুলিয়া গেলাম আমার সে সময়ের কার্যকলাপের কথা, যাহা পুলিশে কোনো সূত্রে জানিয়া আমাকে ধরিতে পারিলে ইংরাজের বিচারে ফাঁসির দড়ি যদি গলায় নাও নামিয়া আসে কালাপানির এপারে আর বাস করা সম্ভব হইত না। নৌকার বাহিরে আসিয়া দেখিলাম, অল্প দূরেই খোলা যায়গায় গানের আসর বসিয়াছে।

এগিয়ে গেলাম। শ্রোতা সকলেই নৌকার মাঝিমাল্লা, স্টীমারের খালাসি আর দিনমজুর। বসিবার আসনের বালাই নাই, সকলেই ধূলাবালি পাথুরেকয়লার গুঁড়া অগ্রাহ্য করিয়া বসিয়া পড়িয়াছে। হট্টগোল থামাইবার জন্য কাহারও চিৎকার করার প্রয়োজন নাই, বোধহয় দোতারার প্রারম্ভিক ঝঙ্কারই সকলকে নীরব করিয়া দিয়াছে। সম্মুখে গিয়া বসিবার জন্য বিলম্বে আগতদের অভদ্র উল্লম্ফন প্রয়াস নাই, যে যখন আসিতেছে অপর শ্রোতার কোনো প্রকার অসুবিধা না করিয়া নীরবে বসিয়া পড়িতেছে। আমিও বসিয়া গেলাম।

গায়ক মুসলমান, বয়স ষাঠের কাছাকাছি, মাথায় কাবুলী ছাঁটের বাব্‌রি চুল, তার উপরে কালো রঙের ছোটো টুপি, মুখে লম্বা দাড়ি, পরণে রঙিন 'চারখানা' লুঙ্গি, গায়ে সাদা ফতুয়ার উপরে কালো কোর্তা; দেখিলেই বুঝা যায়, লোকটি কোনো বড়ো ব্যবসায়ীর বড়ো নৌকার প্রধান মাঝি। গায়কের বাদ্যযন্ত্র তাঁহার গলায় ঝুলানো একটিমাত্র দোতারা। গায়কের একপাশে বসিয়া চারজন গানের ধুয়া ও লহর টানিতেছিলেন। গায়ক তাঁহার চারিপাশে শ্রোতাদের দিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া গাহিতে লাগিলেন। গান শেষ হইল রাত্রি প্রায় তিনটায়।

গান শেষ হইলে গেলাম গায়কের সম্মুখে। তিনি জানিতে

চাহিলেন, গান কেমন শুনিলাম। ইহার উত্তরে বোধহয় একটিমাত্র শব্দ আমার মুখ হইতে বাহির হইয়াছিল 'চমৎকার'। আমার উত্তর শুনিয়া গায়ক জানাইলেন, 'আমিনা বিবি—নছর মালুম' নামে আর একটা পালা তাঁহার জানা আছে। আমি যদি সে পালা শুনিতে ইচ্ছা করি, তবে পরের রাত্রে তিনি আমাকে শুনাইতে পারেন। তাঁহার কথার ভাবে বুঝিলাম, দেশের জনসাধারণ যাঁহাদের 'ভদ্রলোক' আখ্যা প্রদান করেন তাঁহারা এই সব মাঝি-মাল্লা-কৃষক-মজুর-শ্রেণীর গায়কের মুখে পালাগান বড়ো একটা শোনেন না। অথচ এই সব গায়ক যদি আমার মত তথাকথিত ভদ্রলোক-শ্রোতা পান, তবে খুবই খুশী হন। মনে পড়িল 'মৈমনসিংহ গীতিকা' গ্রন্থের ভূমিকায় মাননীয় ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের ক্ষোভোক্তির কথা। আমাদের ভদ্র-সমাজের এই ঔদাসীন্য লক্ষ্য করিয়া সেন মহাশয়ের ক্ষুব্ধ লেখনী অনেক কিছু লিপিবদ্ধ করিলেও কেন যে তাঁহার সম্পাদিত 'পূর্ববঙ্গগীতিকা' তিন খণ্ড বাঙ্গালী পাঠক-পাঠিকা সমাজে সুপরিচিত হইতে পারে নাই, তাহার হেতু মাননীয় 'জাতীয় অধ্যাপক' ডক্টক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ডিঃ লিট্ মহাশয় আমার সম্পাদিত 'প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা' প্রথম খণ্ডের 'পরিচয়' ভূমিকায় উল্লেখ করিয়াছেন; আমিও ঐ গ্রন্থের গ্রন্থ-ভূমিকায় বলিতে চেষ্টা করিয়াছি।

সেদিন সেই চাঁদপুর রেলঘাটে গায়ক ওমের আলি আমাকে আর এক রাত্রি থাকিয়া 'আমিনা বিবি—নছরমালুম' পালা শুনিতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু সেবার অন্তরে আকুল আগ্রহ লইয়াই গায়ক ওমের মাঝির নিকটে বিদায় লইতে হইল।

'চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন' ঘটনার পর সেকালের সেই বিপ্লব প্রচেষ্টা স্তব্ধ হইয়া গেলে আমি শ্রীমদ্‌ভাগবত পাঠক গোস্বামী হইয়া ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে গেলাম চাঁদপুর। মহাদেব সাহার গদীতে গিয়া

শুনিলাম, ওমের আলী মাঝির কাজে অবসর গ্রহণ করিয়া মক্কাসরিফে গিয়া হাজী হইয়া আসিয়াছেন। তাঁহার পুত্র কেরামত আলী সে-সময় গদীর প্রধান মাঝি। হাজীসাহের রংদিয়াচরে নিজ গৃহে বাস করিতেছেন।

সংবাদটা শুনিয়া একটু চিন্তিত হইলাম, তথাপি চাঁদপুর শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর শ্রীঅঙ্গনে পনরো দিন পাঠান্তে কেরামত আলীর সঙ্গে গেলাম রংদিয়া চরে। হাজীসাহেব আমার পরিচয় পাইয়া প্রথম অত্যন্ত খুশী হইলেন, কিন্তু পরক্ষণেই বিষণ্ণ মুখে বলিলেন, —'বাবু, গদীর বুড়াকোর্তা পাঁন্‌শ' ট্যাহা খরচ করি মোরে হাজী বানাই ছ্যাছেন। অহন গাহন কল্লি গুণা হবি, জাইত যাবি। বাবু, ঐ ছ্যাহেন আমার দোতারা হান। আমার উড্‌তি বসে ওডা বাজাতি হিকি। ওডা আমার কইল্‌জার লউ। অহন আমি আর ওডা ছুতি পারি না'—বলিতে বলিতে হাজীসাহেবর চোখে জল আসিয়া গেল।

চাঁদপুরের গদীর ধনী বুড়ো কর্তা তাঁহার প্রিয় মাঝি ওমের আলীকে হাজী করিয়া নিজের জন্য কতখানি পূণ্য সঞ্চয় করিয়াছেন এবং ওমের আলীর জন্য বেহেস্তে সুখের ব্যবস্থা কতখানি হইয়াছে, তাহা আমি জানি না, জানিবার আগ্রহও আমার নাই; কিন্তু সেদিন এটা বেশ ভালো করিয়াই বুঝিয়াছিলাম, স্বভাব সুর-শিল্পী ওমের আলী হাজী হইলেও তাঁহার অন্তরাত্মা কাঁদিয়া মরিতেছে ঐ আবাল্যসঙ্গী দোতারাটির জন্য।

হাজী সাহেব গ্রামের হিন্দুধীবর পল্লীতে আমার থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। চার দিন থাকিয়া ধীবর পল্লীতে ভাগবত পাঠ করিলাম ও ওমের আলীর খাতা হইতে পালা দুইটি লিখিয়া লইলাম। গানের সুর সম্পর্কে ওমের আলী আমাকে জানাইলেন, প্রথম গানটির সুর বিশুদ্ধ 'মুড়াই'। অপর গানগুলি 'সাইগরী' ও মিশ্র 'মুড়াই' সুরে।

গাহিবার রীতি আছে। এই মিশ্র মূড়াই সুরের আর একটি নাম 'পাহাইড়্যা' দিলখুশ্'। মেঘনা নদীর উজানে হবিগঞ্জ ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ঐ দিকে এই পাহাইড়্যা দিলখুশ্ সুর শোনা যায়। ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দে আমি হবিগঞ্জ গিয়া লক্ষ্য করিয়াছিলাম, এইসব সুরের নাম লোপ পাইতে চলিয়াছে। দুই একজন বৃদ্ধ গায়ক ছাড়া নবীন গায়কদের মধ্যে প্রায় কেহই কোনো পল্লিগীতের সুরের নাম জানেন না। সব সুরের নামই তাঁহারা বলেন 'বিচ্ছ্যাদ' বা 'ভাট্যালী'। ১০ম অধ্যায়ে ধীবর মাঝিদের গানটির সুর 'হাল্‌দা ফাটা'।

সেদিন ওমের আলী যে গানটির সুর 'হাল্‌দাফাটা' বলিলেন, সে গান আমি হাতিয়া, ভোলা ও বরিশাল জেলার দক্ষিণ অঞ্চলের ধীবরদের গাহিতে শুনিয়াছি। গানে উল্লিখিত স্থান করণখালি, ধান্‌চিবান্ধা, আণ্ডার চর, লালদিয়া প্রভৃতি সবগুলিই নোয়াখালী ও চট্টগ্রাম জেলার সমুদ্রোপকূলবর্তী ছোট ছোট দ্বীপ। ভোলা, হাতিয়া ও বরিশাল জেলার দক্ষিণ অঞ্চলের ধীবররা ঐ সব জায়গায় মাছ ধরিতে আসে। একক বা 'ছুটাগান' হিসাবে গানটি তাহাদেয় গাহিতে শোনা যায়। নোয়াখালী ও চট্টগ্রামের সমুদ্রোপকূলবর্তী বাসিন্দা ধীবরদের মধ্যে খোঁজ করিয়া দেখিয়াছি তাহারা গানটি 'কবরের কান্না' পালায় ও 'উত্তুইরা জাইলাগর মুয়ে' নিজেরা গায় না। ইহাতে আমার মনে হয় এই গান এই পালার নহে, ইহা একটি ছুটা গান। গানটির ভাষা লক্ষ্য করিলেও বুঝা যায়, এই পালার ভাষা অপেক্ষা প্রাচীন।

রংদিয়া অবস্থানকালে একদিন অপরাহ্ণে হাজী ওমের আলীর সঙ্গে দেখিতে গেলাম নুরুন্নিছার কবর-স্থান। চারিদিকে জনবসতি থাকিলেও স্থানটি জঙ্গল। সমুদ্র সেখান হইতে দূরে সরিয়া গিয়াছে। জঙ্গলের মধ্যে কোথায় কবর তাহা ওমের আলী নির্দেশ করিতে পারিলেন না, কোনো চিহ্নও নাই। ইহার কারণ বোধহয় নুরুন্নিছার মৃত্যুর পর

মোল্লা-মৌলবীদের বিরোধীতায় জনসাধারণ বেশ কিছুকাল ঘটনাটার প্রতি বিরূপ মনোভাবাপন্ন ছিল। ওমের আলীও আমার ধারণা সমর্থন করিলেন। আমার এই ধারণা যদি সত্য হয়, তবে এই পালার কবিকে দুঃসাহসী বলিতে হইবে। এবং সেই সঙ্গে ইহাও বুঝা যাইবে, মরমী কবি এ জগতে মানুষের সৃষ্ট সমস্ত বিধি নিষেধ বাধার উর্ধ্বে স্থান দিয়াছেন নায়ক-নায়িকার অমর প্রেমকে। আমরা যখন সেখানে উপস্থিত হই তখন, নিকটবর্ত্তী বসতির কয়েক ব্যক্তি উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদের মুখে শুনিলাম, এখনও নাকি মাঝে মাঝে গভীর রাত্রে বনের মধ্যে সুরুন্নিছার কান্না শোনা যায়।

রংদিয়া হইতে বিদায়ের সময় হাজী ওমের আলীর সেই অশ্রুপূর্ণ সরল মুখখানি এখনও মাঝে মাঝে আমাকে ভাবিয়ে তোলে, মানুষের পক্ষে ধর্মীয় বিধি-নিষেধ কি অপরিবর্তনীয়? যদি অপরিবর্তনীয় হয়, তবে নবাব-বাদশাহদের দরবারে মুসলমান ও হিন্দু সুরশিল্পীদের এত সমাদর হইত কেন? তবে কি শক্তিমান ধনীর জন্য একপ্রকার আর দরিদ্র মাঝি ওমের আলীর মত ব্যক্তিদের জন্য ধর্মশাস্ত্র আর একপ্রকার ব্যবস্থা দিয়াছেন?

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক

কবরের কান্না
বা
নুরুন্নিছা ও মালেকের পালা

বন্দনা।

পর্থমে মানম্[১] আমি আল্লা রছুল।+
বিছ্মিল্লা কইও রে ভাই না কইর ভুল॥+
চাইর দিক মাইন্যা আমি মন কইরল্লাম থির।
মাথার উপরে মানম্ আশী হাজার পীর॥
আশী হাজার পীর মানম্ নয় লাখ পেকাম্বর[২]।
শিরের উপরে মানম্ চাডিগাঁর বদর[৩]॥
নাছিরাবাদেতে মানি সাহারে সোলতান।
যেহানে[৪] আইসে রে ভাই মোমিন[৫] মোছলমান॥
তারপরেত মানি আমি ফকির সেখ ফরিদ।
নেজাম আউলিয়ারে মানম্ তান্ সাহারিদ্[৬]॥
কাঁইচার মুহেতে[৭] মানি গেরাম আর বন্দর।
বটতলী মৌজায় মানি মোহছেনের কব্বর॥
ছড়া ছড়ি[৮] মাইন্যা কই ডলু সোতানলী[৯]।

১। মানম্=মান্যকরি, বন্দনা করি। ২। পেকাম্বর=পয়গম্বর।
৩। বদর=পীর বদর। চট্টগ্রামের পীর বদরের দরগা প্রসিদ্ধ, নৌকা ছাড়িবার সময় মাঝি মাল্লারা এই পীর বদরের দোহাই দিয়া নৌকা ছাড়ে।
৪। যেহানে=যেখানে। ৫। মোমিন=বিশ্বাসী।
৬। তান্ সাহারিদ=তাঁহার সাক্রেদ।
৭। কাঁইচার মুহে=কর্ণফুলি নদীর মোহনায়।
৮। ছড়া=পার্বত্য ছোটো নদী, ছড়ি=নালা।
৯। ডলু, সোতানলী=দুইটি নদীর নাম।

হাইত্যার থম্‌থমী[১০] মানম্‌ চুন্‌তী পাকলী[১১] ॥
চাষখোলা গেরামে মানম্‌ মা-বুড়া-ছিরিমাই[১২] ।
রাগন্যার ইছামতী[১৩] শিলক ঠাকুর[১৪] ভাই ॥
হেঁদু আর মোছলমান একই পিণ্ডর দড়ি ।[১৫]
কেও বলে আল্লারছুল কেউ বলে হরি ॥
দোনো জনের জিকির রে ভাই একই জন শুনে । +
ইমান ঠিগ্‌ রাইখ্‌লে ভাই বুঝ্‌বা আপন মনে ॥ +
বিছ্‌মিল্লা আর ছিরিবিষ্টু একই গিয়ান[১৬] ।
দোফাক্‌[১৭] করি দিলা পর্‌ভু[১৮] রাম রহিমান ॥

পালা আরম্ভ

নায়কের গান :—

(১)

ও রে পাক্‌লা[১] মন রে—। (ধুয়া)
বাঁধিলে বাঁধন না যায়
মন এমুন বৈরী ।
রাইত নিশিতে বিছানাতে ভাবি ভাবি মরিরে—
আমি ভাবি ভাবি মরি ॥

১০ । হাইত্যার থম্‌থমি=হাইতা নামক গ্রামের স্থির জলের হ্রদ ।
১১ । চুনতি ও পাকলী দুটি নদীর নাম ।
১২ । মা-বুড়া-ছিরিমাই=ছিরমাই নদীর দেবতা ।
১৩ । রাগন্যার ইছামতী=রাগন্যা গ্রামের নদী ।
১৪ । শিলক ঠাকুর=শিলক নদীর দেবতা ।
১৫ । পিণ্ডর দড়ি=হৃৎপিণ্ডের রক্তবাহী শিরা । ১৬ । গিয়ান=জ্ঞান ।
১৭ । দোফাক=দুইভাগ । ১৮ । পর্‌ভু=প্রভু, পরমেশ্বর
১ । পাক্‌লা=পাগ্‌লা ।

বুগত্[২] নাইরে পানির তেষ্টা
পেডত্[৩] নাই রে খিদা।
দিনে রাইতে তোমার কথা
ভাবি আমি হুদা[৪] রে—
ভাবি আমি হুদা॥
খানা পিনায় সুখ ন[৫] পাই
চৌক্ষে নাইরে ঘুম।
রজাই-কেঁথা[৬] গায়ত্ দিয়া
ন পাই আমি উম্[৭] রে—
ন পাই আমি উম্॥
নসিব আমার ভালা রে আইজ
নসিব আমার ভালা।
এমনি কালে পন্থে তোমার
পাইলাম একেলা রে—
আজি নসিব আমার ভালা॥
লড়ে ভালা আঁইচল খানি[৮]
তোমার দহিণালী[৯] বায়।
তোমার মিক্যা[১০] চাইতে আমার
কইল্জ্যা[১১] ফাডি[১২] যায় রে—
আমার কইল্জ্যা ফাডি যায়॥

২। বুগত্=বুকে। ৩। পেডত্=পেটে। ৪। হুদা=শুধু, অনবরত।
৫। ন=না। ৬। রজাই কেঁথা=শালের মত কাঁথা, বালাপোষ।
৭। উম্=গরম। ৮। আঁইচল খানি=অঞ্চল খানি।
৯। দহিণালী বায়=দক্ষিণা বাতাসে। ১০। মিক্যা=দিকে, প্রতি।
১১। কইল্জা=হৃদয়, হৃৎপিণ্ড। ১২। ফাডি=ফাটিয়া।

ছিবাতলায়[১৩] টিবা টিবি[১৪] ছোড়ু কালের[১৫] খেলা ;
অহন[১৬] তুমি পথর[১৭] হয়্যা
ভুলি কেন রে গেলা রে—
হায় ভুলি ক্যামনে গেলা ॥
আরে—চৈতের চৈতালী মিষ্টা[১৮]
আর মিষ্টা কোইলার রাও[১৯] ।
এমনি কালে ক্যান্ রে তুমি
এইনা পন্থে যাও রে
ক্যানে এইনা পন্থে যাও ।
কার আশায়বান্ একলা যাও রে
তুমি নাকে দোলাই[২০] নথ ।
আমার কথা কিছু তোমার
উডে নি মনত্[২১] রে
তোমার পড়ে নি মনত্ ॥
হায়, পাক্‌লা মন রে—' ॥

১৩। ছিবাতলা = বাঁশ বাগান।
১৪। টিবাটিবি = এক প্রকার খেলার নাম।
১৫। ছোড়ু কালের = ছোটো কালের।
১৬। অহন = এখন।
১৭। পথর = পাথর।
১৮। চৈতের চৈতালী মিষ্টা = চৈত্র মাসের মনক দক্ষিণা হাওয়া মিষ্ট
১৯। কোইলার রাও = কোকিলের ডাক।
২০। দোলাই = দুলাইয়া।
২১। উডে নি মনত্ = উঠে নাকি মনে।

নায়িকার উক্তি—

'তোমার কথা মনত্ আমার
উড়ে পৈত্য[22] দিন।
তোমার মনর মাঝত্ পাইবা
আমার মনর চিন্[23] ॥
ছাড়ি দেও রে পন্থ অহন[24]
তুমি পন্থ দেও রে ছাড়ি ।
কেলাগাছর হেরত্ ছাহ[25]
ঐনা আমার বাপর [26] বাড়ী ॥
যাইও আমার বাপর বাড়ীত্
তুমি হইও মোসাফির[27] ।
মোরগর ছালোন[28] খাইবা তুমি
আর খাইবা দুধর[29] ক্ষীব[30] ॥
খাইবা তুমি ভালা মতন্
দিব আমি রাঁধি রে।
বাপ মাও রাজি হইলে
হইব তহন সাদীরে ॥
অহন পন্থ দেও ছাড়ি বে ॥'

২২। পৈত্য = প্রতি। ২৩। মনব চিন = মনের চিহ্ন বা কথা।
২৪। অহন = এখন।
২৫। কেলা গাছর হেরত্ ছাহ = কলাগাছের ফাঁকে বা কাছে দেখ।
২৬। বাপর = বাপের। ২৭। মোসাফির = অতিথি।
২৮। মোরগর ছালোন = মোরগ মাংসের ব্যঞ্জন।
২৯। দুধর = দুধের। ৩০। ক্ষীর = ঐ অঞ্চলে পায়েসকে ক্ষীর বলে।

(২)

কন্ গিরস্তর কইন্যা এই রে
কন্ বা গ্যাশে ঘর।
পন্থর মাঝ্ত গ্যাহা[১] হইল
এ কন্ বা নাগর।
অর্[১ক] কন্ বা গ্যাশে ঘর ॥

* *

ওরে দেওয়াঙ্গর মুড়ার বিছে[২]
বাহার দরিয়া[৩]।
নয়া চর পইড়ল এক না
তার নাম রংদিয়া ॥
আরে—নয়া চরে নয়া বস্তি
চারা চারা গাছ।
পেরাৰনত্[৪] জাগ্ দি[৫] থাকে
কত লৈট্যা রিশ্যা মাছ ॥

১। গ্যাহা=দেখা। ১ক। অর=উহার।
২। দেওয়াঙ্গর মুড়ার বিছে=দেওয়াং পাহাড়ের কাছে বা সম্মুখে।
৩। বাহার দরিয়া=বাহির সাগরে।
৪। পেরাবনত্=সমুদ্রতীরবর্তী জলজঙ্গলভরা স্থানকে স্থানীয় ভাষায় 'পেড়াবন' বলে।
৫। জাগ দি=গাদা দিয়া।

** সেন মহাশয়ের সম্পাদনায় এই স্থানে নিম্নের দুইটি ছত্র আছে :—
'পরিচয় কথা কই শুন দিয়া মন।
শোর গোল ন করিও যত সভাজন ॥'
এই দুই ছত্র আমি পাই নাই। সম্ভবত ইহা গায়েনের রচনা, মূল কবির রচনা নহে। —ইতি সম্পাদক।

নয়া চরত্ বলা[৬] জমিন্
জমিনত্ হুনা হয় রে ধান।
নূনা মারার[৭] ডরে মাইন্‌ষে
দিয়ে মাড়ির বান্[৮] ॥
বলী[৯] বলী গরু মইষর
গায়ত ভাসে ত্যাল[১০]।
গড়্‌কি[১১] আর মড়্‌কি[১২] আইলে
সব এক্কইবারে গ্যাল্[১৩] ॥
রংদিয়ার চর্‌ত ভাই রে
মাছে মানুষ খায়।
হাঙ্গর কুমইর[১৪] দৌড়ে ফিরে
কত বাহার দরিয়ায় ॥
লৈট্যা, রিশ্‌শ্যা, ভাইল্যা, ফাইশ্‌শ্যা,
কোড়াল আর বোয়াল।
চাঁদা, ছুরি, ইঁচা, বাইলা,
কত মাছর টালাটাল[১৫] ॥

৬। বলা=শক্তিশালী, উর্বর।
৭। নূনা মারার=নোনা জল ঢুকিয়া জমি লবণাক্ত করাব।
৮। মাড়ির বান্=মাটির বাঁধ। ৯। বলী=বড়, বলবান।
১০। গায়ত্ ভাসে ত্যাল=গায়ে যেন তেল ভাসে, তেল চকচকে।
১১। গড়কি=সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাস। ১২। মড়কি=মড়ক।
১৩। এক্কইবারে গ্যাল=একেবারেই নিঃশেষ হইয়া গেল।
১৪। কুমইর=কুমির।
১৫। মাছর টালাটাল=মাছের গাদা, মাছের প্রাচুর্য।

ওরে কত জাইল্যা ঘর বাঁধিল
নয়া রংদিয়ার চরে।
রোসাঙ্গ্যা ক্ষেত্যাল[১৬] আসি
তারা বলা[১৭] জমিন ধরে॥
রংদিয়ার চরত্ ভাই রে
এম্নি মাডির বল।
এক কানি[১৮] জমিনে হয় ভাই
শতর উপর[১৯] ফসল॥
পূগ কূলরথুন[২০] আসি আরে
ক্ষেত্যাল আজগর।
রংদিয়ার চরত রে ভাই বাঁধে নয়া ঘর॥
নয়া ঘর বাঁধি আজগর দিল উলু ছনের ছানি[২১]।
ছোডো[২২] করি কাডে পহির[২৩] ডাবর[২৪] মতন পানি॥
ক্ষেতি করে ক্ষেত্যাল আজগর জমিন আউলায়[২৫]!
হে-রা-তি-থি[২৬] ডাক ছাড়ি মইষর হাল বায়॥

১৬। রোসাঙ্গ্যা ক্ষেত্যাল=আরাকানের দক্ষিণ রোসাং অঞ্চলের মুসলমান মঘকৃষক।

১৭। বলা=উর্বর। ১৮। এক কানি=সওয়া দুই বিঘায় এক কানি।

১৯। শতর উপর=একশত মনের বেশী। (ঐ অঞ্চলে সেকালে ৬০ তোলা সেরের ওজন ছিল।)

২০। পূগ কূলরথুন=পূর্বদিকের উপকূল হইতে।

২১। ছানি=ছাউনি। ২২। ছোডো=ছোটো।

২৩। কাডে পহির=কাটে পুকুর। ২৪। ডাবর—ডাব নারিকেলের।

২৫। আউলায়=মাটি ভাঙ্গিয়া আল্গা করে।

২৬। হে-রা-তি-থি=ঐ অঞ্চলে লাঙ্গল বহিতে গরু তাড়াইবার বোল।

এক কইন্যা আছিল আজগরর নূরুন্নেছা নাম।
দেখিতে সোন্দর কইন্যা চান্নির সোমান[২৭] ॥
হাতর মাঝত্‌ রূপার খাড়ু কুলুপ দেওয়া তার।
পাড়াইল্যা মা-ভইনে[২৮] তারে বাহারি চাহার[২৯] ॥
কইন্যার ছুরত[৩০] দেখি লোকে করে কানাকানি।
পরাণ কাড়ি লয় কইন্যার নথের ঢুলানি ॥
বুড়া ক্ষেত্যালের কইন্যা, কইন্যার উডন্ত যইবন[৩১]।
ক্ষেতর কাম করে কইন্যা হাসিখুশী হামিস্কণ[৩২]
পর্চিমে[৩৩] সাইগরের ডাকে চৈতালীর বায়।
আপন যইবন কইন্যা ফিরি ফিরি চায় রে--
কইন্যা ফিরি ফিরি চায় ॥

(৩)

এম্‌নি কালে কি হইল শুন বিবরণ।
পুরাণা বন্ধের[১] সঙ্গে হইল দরশন।

ও পাক্‌লা পিরীত রে—
তোর কোন বা দেশে ঘর।+

২৭। চান্নির সোমান=চাঁদের মত।
২৮। পাড়াইল্যা মা ভইনে=পাড়ার মা ও ভগ্নী স্থানীয় মহিলাগণ।
২৯। বাহারি চাহার=বাহবা দিয়া চাহিয়া দেখে। ৩০। ছুরত=রূপ।
৩১। উডন্ত যইবন=বর্ধমান যৌবন, প্রথম যৌবন।
৩২। হামিস্কণ=হামেশা, সর্বদা। ৩৩। পর্চিমে=পশ্চিমে।
১। পুরানা বন্ধের=পূর্বের প্রণয়ী বন্ধুর।

আপন করি টাইন্যা আনিস রে
অচিনা ও পর ॥ — ধুয়া ।+

আরে ছোড কাইল্যা পিরীত রে ভাই
যেমুন কাঁট্টলের[২] আঠা ।
ছাড়াইলে ছাড়ন না যায়
এম্নি বিষম ল্যাঠা রে—
পিরীত কাঁট্টলের আঠা ॥

ছোড কাইল্যা পিরীত রে
যেমুন কোইলার রাও[৩] ।
উতলি উতলি* উড়ি
কইল্জাতে মারে ঘাও[৪] ॥

ছোডো কাইল্যা পিরীত রে
যেমুন নাইরক্যালের তেল ।
জমি আছিল শীতর রাইতে
রোইদে উনাই গেল্[৫] ॥

ছোডো কাইল্যা পিরীত রে
যেমুন গাঁজা-ভাঙ্গর নিশা ।
যদি একবার লাগ্‌ত্[৬] পাইল
ন থাকে আর দিশা[৭] ॥

২। কাঁট্টল = কাঁঠাল। ৩। কোইলার রাও = কোকিলের কুহু রব
৪। ঘাও মারে = আঘাত করে। ৫। উনাই গেল = গলিয়া গেল।
৬। লাগত্ পাইল = ধরিতে পারিল, দেখা পাইল।
৭। দিশা = দিগ্‌বিদিক জ্ঞান।

পাঠান্তর :— *উতরি উতরি—'

ছোডোকালের পিরীতের কহি বিবরণ।
কেম্‌নে ভিজি গেল দোনোজনার মন॥
বঁধুর নাম মালেক দেওগাঁও বাড়ী।
কচর্‌গ্যা[৮] জোয়ান-মর্দ মুখে চাপদাড়ি॥
বাঁইর হাতে রূপার তাবিজ বাঁধা রেশম দিয়া।
বয়স উত্তরি গেই[৯] ন হইছে রে বিয়া॥
মালেকের বাপ আছিল পাড়ার মাদ্‌বর[১০]।
দেওগাঁয় জাগাজমিন আছিল বিস্তর॥
নাম তান্‌[১১] নজুমিয়া মানুষ আছিল সোজা[১২]।
সরামতে[১৩] নামাজ পইড়্‌ত পাইল্‌ত তিরিশ রোজা॥
হেপজ্‌[১৪] আছিল দিলে[১৫] কোরাণ হাদিজ্‌।
ভালামতে কইর্‌ত তানি এন্‌ছাপ্‌-তরবিজ[১৬]॥
গোলা ভরা ধান আর পহির[১৭] ভরা মাছ।
বাড়ীর পিছে বাগ্‌বাগিচা নানান পদর[১৮] গাছ॥
বালাম-নুকা[১৯] ভরিয়া রে শতে শতে ধান।
বেপার[২০] করিত নজু কাঁইচার[২০ক] উজান॥

৮। কচরগ্যা = উচ্ছল যৌবন। ৯। উতরি গেই = উত্তীর্ণ হইতেছে।
১০। মাদ্‌বর = মাতব্বর, প্রধান। ১১। তান্‌ = তাঁহার।
১২। সোজা = সরল। ১৩। সরামতে = মুসলমানী শাস্ত্র মতে।
১৪। হেপজ = কণ্ঠস্থ। ১৫। দিলে = অন্তরে।
১৬। এন্‌ছাপ-তরবিজ = বিচার-আচার। ১৭। পহির = পুকুর।
১৮। পদর = পদের। ১৯। বালাম নুকা = বালাম নামক বড়ো নৌকা।
২০। বেপার = ব্যবসা।
ক। কাঁইচা = কর্ণফুলি নদীর আঞ্চলিক নাম 'কাঁইচা'।

নসিব হইল মন্দ রে ভাই, নসিব হইল মন্দ।
সোনামুখর হাসি খোদা করি দিল বন্ধ ॥
ফাউনে[২১] দরিয়া আগুন উতলা বয়ার[২২]।
ধানর নুকা লই নজু কাঁইচা হয় রে পার ॥
টেকর বাঁকে যায় রে নুকা বড়ো বিষম পারি।
উল্টা বয়ারে পানির ঢেউ করে বাইড়াবাইড়ি ॥
বাইছা দিল[২৩] নজুর বালাম ধানেতে বোঝাই।
ঘুরণপাকে পইড়্ল নুকা মাঝ দরিয়ায় যাই ॥
পাছিলে[২৪] বসি আছিল নজু নাই সে মানে হাইল।
বয়ারের জোরে বালাম নুকার ফাডি গেল্‌রে পাল ॥
দড়ি কাছি ছিড়ি গেল্‌গৈ নুকা করে টলমাটাল।
গলই উডিল উপর মিক্যা[২৫] পাছিল হইল তল ॥
কন্‌তে[২৬] গেল্‌গৈ বালাম নুকা হাজার আড়ি ধান।
কাঁইচাতে ডুপি নজুমিয়া হারাইল জান ॥

(৪)

মাও নাই রে বাপও নাই রে ন আছে সোদর ভাই।
দাদী বিনে-মালেকের ঘরে আর কেউ নাই ॥
আশী বছরর বুড়ী দাদী দুই আক্ত[১] রাঁধে।
সাইগরে জোয়ার আইলে বুগ্ কুডি[২] কাঁদে ॥

২১। ফাউন = ফাল্‌গুন মাস।
২২। বয়ার = ঝাপ্‌টা হাওয়া।
২৩। বাইছা দিল = চালাইল।
২৪। পাছিলে = নৌকার পিছনে।
২৫। মিক্যা = দিকে।
২৬। কন্‌তে = কোথায়।
১। দুই আক্ত = দুই বেলা।
২। বুগ্ কুডি = বুক্ কুটিয়া।

কাঁদে বুড়ী ডাকছাড়ি শুনিতে অদ্ভুত।
হাড়ি কুমরীর[৩] মত আওয়াজ করে 'হুত্ হুত্' ॥

"জোয়ারে ন আইলি পুত রে
তুই ভাডায় ন আইলি।
কন্ হাঙ্গরে কন্ কুমইর রে
আমার পুত্‌রে খাইলি রে—
পুত ঘরে ন আইলি ॥
ঘরে পড়ি কাঁদি রে আমি
ঘাটে বসি কাঁদি ।+
ছেম্‌ড়া নাতীরে মোর তুই
ন করাইলি সাদী রে—
আমি ঘরে পইড়া কাঁদি ॥
ঘর রে আঁধার বাইর রে আঁধার
আমার ফুরাই আইল দিন ।+
কন্ সায়রের বুগে রইলি
ন পাইলাম চিন্[৪] রে—
আমার ফুরাই আইল দিন ॥+
ঘরে ফিরি আয় রে পুত
তরে আর ন দিব ছাড়ি।+
বিষম বেবান[৫] দরিয়ায়
তুই কেন বা দিলি পাড়ি রে—
পুত, আয় রে ঘরে ফিরি ॥"+

৩। হাড়ি কুমরী=মানুষখেগ কেঁদো কুমির।
৪। চিন্=চিহ্ন, খোঁজ। ৫। বেবান=এলোমেলো।

আধা পাগেলা* বুড়ী রে সেই পাড়া আউল[৬] করে।
পুতব শোকে কাঁদি কাঁদি গেলরে হায় মইরে ॥
তারপরে কি হইল শুন সে খবর।
দেওগাঁয় বসতি তখন কইর্ত আজগর ॥
নজুর সাথে আজগরের ছিল আড়া-আড়ি[৭]।
মদ্দি একখান ধানের কোড়া[৮] ছামনা ছামনি বাড়ী ॥
নজুর সাথে আজগরের ন বনিত হায়।
সবুর করন সভাজন কইব সমুদায় ॥
কেরমে কেরমে কইব আমি কিস্তা[৯] মজাদার।
পিরীত আসল চিজ্ এই দুনিয়ার মাঝার ॥

একলা ঘরে থাকে মালেক আর কেউ তার নাই।
ভাত রাঁধি দিত নুর[১০] মাঝে মাঝে যাই ॥
ছেমড়া মালেকের দুঃখে ফাডি যায় রে বুগ।
খেত্যাল[১১] আজগর দিলে পাইল বড়ো দুখ্ ॥
ভুলিল আগের কথা ভুলিল সগল।
মালেক করিল তার সাদা দিল দখল ॥

মালেকের দুঃখে নুরের পুড়িত পরাণ।
লেপি মুছি দিত সদাই ঘর বাড়ীখান ॥
মাডির কলসী ভরি আনি দিত পানি।
মালিকের দেখি নুর ঘোম্টা দিত টানি ॥

৬। আউল=তোলপাড়। ৭। আড়া-আড়ি=মতবিরোধ
৮। ধানের কোডা=ধানের ক্ষেত। ৯। কিস্তা=কাহিনী।
১০। নুর=নুরউন্নিছা। ১১। খেত্যাল=চাষী।

পাঠান্তর :— * আড়াপহল-

আইজ কইন্যা ফুটা ফুল কাইল আছিল কলি ।*
ওরে ভন্‌ভনায়া উড়ে ভমরা আইসে ফিরি ফিরি ॥§
কিসের ঘর কিসের বাড়ী কিসের বাঁধা বাড়া ।
রশির টানে কষি কষি পড়ি গেল্‌গৈ গিরা ॥
আড় নয়ানে চায় রে কইন্যা আড় নয়ানে চায় ।
বিজলী চমকি যেমুন মেঘের পানে ধায় ॥
পড়িল ঠাডার[১২] মাথায় আরে পড়িল ঠাডার ।
সোন্দরীর মিক্যা মালেক চায় রে বারে বার ॥

(৫)

ওরে পাক্‌লা[১] মন রে—
তুমি কন্‌ বা দেশে রও । +
যে দেশে পিরীত রইছে
সেইনা দেশে যাও
পক্‌লা মন রে—॥ ধুয়া +
ওরে পিরীত এমন ধন গলি যায় রে মন
এহন[২] হইল বিষম জ্বালা ।
দিনে দিনে মালেকের শরীল হইল কালা রে—
পিরীত বড়ো জ্বালা ॥

১২ । ঠাডার=বজ্র ।
১ । পাক্‌লা=পাগ্‌লা ।
২ । এহন=এখন ।

পাঠান্তর :— * আইজ যে দেখি ফুটা ফুল কাইল দেইখ্যাছি কলি ।
§ ওরে ভন ভনাইয়া উড়েরে ভোমরা মধু খাইত বলি ॥

চলে কইন্যা সিনা[৩] খুলি   বুগে চুলি[৪]
ও তার নয়ানে কাজল ।
মাস্থকে[৫] করিল হায় রে আসকে[৬] পাকল রে—
দেখি তার নয়ানের কাজল ॥
পিরীতির এমুন টান   ও তার পরাণখান
ভাবি করে রে ধড়্‌ফড়্‌ ।
লাজসরম ন থাকে ন থাকে রে ডর
পরাণ করে রে ধড়্‌ফড়্‌ ॥
পিরীতির সমান ধন তিরভুবনে নাই ।
মাইয়ামানুষের দিলে পিরীত খোদার পয়দাই[৭] ॥
ওরে, বাড়ীর শোভা বাগ্‌বাগিচা
ঘরর শোভা নারী ।
কচরগ্যা জোয়ানের শোভা
মুখর চাপদাড়ি ॥
গাছের শোভা পাতারে ভাই,
পাতার শোভা ফুল ।
মাথার শোভা সিন্থার সিঁদুর
কানর শোভা দুল ॥
নাকর শোভা সোনার নথ
যহন দুলে ঘন ঘন ।
সগল শোভার আসল জাইন্য
পিরীত করি মিলন ॥

৩। সিনা=বক্ষ।   ৪। বুগে চুলি=বুকে কাঁচুলি।
৫। মাস্থকে=নাগরকে।   ৬। আসকে=আসক্তিতে, লোভে
৭। পয়দাই=সৃষ্টি।

পর্‌থম পিরীত রে ভাই
যেমুন তিয়াসীর[৮] পানি।
শয়নে স্বপ্পনর্ মাঝে পড়ি
করে টানাটানি ॥
চৌক্ষে পড়ে ঝিলিমিলি
পরাণ করে আনচান্।
হোঁতর টানে[৯] কতইক্ষণে
আর থাকে বালুর বান্ ॥
মুরুম্নিছার মাও মালেকর নিত ঘরে ডাকি।
আদর করি খাওয়াই দিত তরমুজ ক্ষিরা বাকি[১০] ॥
মৈষর দই দিত আর কুশ্যালের মিডা[১১]।
দুধর সঙ্গে মিশাই দিত পাক্কনের পিডা[১২] ॥
থিল দুইপরে[১৩] ক্ষেত্যাল আজ্‌গর ক্ষেতে দিত মই।
মালেক যাইত ক্ষেতের ধারে[১৪] হোঁক্কা বদ্‌না লই ॥*
চিংড়ি মাছর ছালোন আর গিরিম চাউলর ভাত।
মোচা[১৫] বাঁধি নিত মালেক† দিয়া কলার পাত ॥
আইলর পাড়ত্ বসি আরে তারা দোনো জন।
খুশী দিলে খাইত রে ভাত বাপপুতর মতন ॥

৮। তিয়াসীর=তৃষ্ণার্তের। ৯। হোঁতর টানে=স্রোতের টানে।
১০। বাকি=বাঙ্গি, ফুটি। ১১। কুশ্যালের মিডা=আখের গুড়।
১২। পাক্কনের পিডা=পাক করা পিঠা। ১৩। থিল দুইপরে=ঠিক দুপুরে।
১৪। ধারে=নিকটে। ১৫। মোচা=পুঁটুলি।

পাঠান্তর :— *মালেক যাইত পিছে হোক্কা বেনা লই।
†'—নিত খেত্যাল—' ॥

যইবন উড়ে বসন ফাড়ি কল্‌সী কাঁকে লই।
চোগে[১৬] চোগে চাহি নুর চলি যাইতগৈ ॥
ঘাঁডার আগত্[১৭] তেঁতই[১৮] গাছডা তেঁতই বেঁকা বেঁকা
হাঁজর কালে[১৯] যাইত মালেক পন্থে হইত দেখা ॥
উডানেতে মৈয়া গাড়ি[২০] গরু বৈলায়[২১] নুর।
পহির পাড়ত্[২২] বসি মালেক বাঁশিত্ দিত সুর ॥
দিনে ত ঘুমায় মালেক একলা থাকি ঘরে।
হিতানে[২৩] বসি রে নুর পাঙ্খা হাবা করে ॥
লঙ্গ্ এলাচি দিয়া মিডা গোলাবী পানর খিলি।
রইস্যা ভইনে[২৪] খাবাই দিত ঘুমর থুন্[২৫] তুলি ॥
পর্‌থম যইবনের রূপ হাবায়[২৬] খেলায়।
ভাসি ভাসি চলিল মালেক পিরীত দরিয়ায় ॥

(৬)*

তোফান হইল সেইনা বছর খোদার গজব।
গড়্‌কিতে[১] ভাসাই নিল ঘর বাড়ী সব ॥

১৬। চোগে=চোখে। ১৭। ঘাঁডার আগত্=পথের সম্মুখে।
১৮। তেঁতই=তেঁতুল। ১৯। হাঁজর কালে=সন্ধ্যা কালে।
২০। মৈয়া গাড়ি=ধান মাড়াই করিবার জন্য পোঁতা খুঁটি।
২১। বৈলায়=দড়ি দিয়া বাঁধে। ২২। পহির পাড়ত্=পুকুর পাড়ে।
২৩। হিতানে=শিয়রে। ২৪। রইস্যা ভইনে=রসিকা ভগ্নী।
২৫। থুন্=হইতে। ২৬। হাবা=হাওয়া।
১। গড়্‌কি=সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস।

* ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

হাইলা চাষার মারে জালা[২]　　　পানির ঠৈলা
ধানের ঝরে ফুল।
ঢলর পানিত[৩] মরে মানুষ
হাঁতুরী[৪] ন পায় কূল॥
ভাসি গেল্‌গৈ যত ক্ষেতি　　　[৫]ফেইন্যা, বেত্তী,
বীজমালী, বালাম।
চিন্নাল, গিরিম্,　　　বিন্নী, পিড়িম্[৫]
কত কইব আর নাম॥
দেশর মাঝে হইল কহর[৬]　　　পানির বহর[৭]
পরাণ বাঁচন দায়।
দেশর সোনার মাডি　　　টুড্‌ল ফাডি
গড়্‌কি নামি যায়॥+
আশ্‌মানে দেবায় ডাকে[৮]　　　গুড়ুম ধুরুম
বিজলী দেয় চড়ক্[৯]।
দেশে হইল কাণ্ড　　　লণ্ড ভণ্ড
মাইনসের আচানক্[১০]॥
যত সব হাট ঘাট　　　দোকান পাট
গড়্‌কি ভাসাই নিল।
হায় রে হায় দারুণ তোফান　　　কইর্‌ল বেবান[১১]
সব শেষ করি দিল॥

২। জালা=ধানের চারা। ৩। ঢলর পানিত্=অতি বৃষ্টির ফলে বন্যার জলে।
৪। হাঁতুরা=সাঁতার দিয়া। ৫-৫। এগুলি নানা জাতি ধানের নাম।
৬। কহর=দুর্ভিক্ষে মড়ক। ৭। বহর=বিস্তার।
৮। দেবায় ডাকে=মেঘ গর্জন করে। ৯। চড়ক্=চমক।
১০। আচানক্=হঠাৎ চমকিয়া। ১১। বেবান=ফাঁকা।

আলীমের[১২] কুরাণ গেল রিহাল[১৩] ভাইস্‌্‌ল
বারোইর গেল পান।
দোকানীর বেসাত্‌ গেল ঝালুই[১৪] গেল
গিরস্থ ঘরর ধান॥
তোয়াঙ্গরের[১৫] ধন গেল জন গেল
আর গেল মান্স মাত্তা।
জাইলার জাল গেল জোলার তাঁত গেল
ধোবার গেল তক্তা[১৬]।
নাপিতের হুঁজ[১৭] গেল কামারের ভাতি।
উড়াই নিল গাছ-গাছালি তাল খাজুরর মাথি॥
শতে শতে মইরল মানুষ কারে কনে চায়[১৮]।
ঘরর চালত্‌ ভাসি কেউ পইড়্‌ল দরিয়ায়॥
গরু মইরল মইষ মইরল তোফান হইল ভারী।
ধানর দর চড়ি হইল ট্যাকায় পাঁচ আড়ি॥
কেউ বেচে স্তিরী পুত্র কেউ বেচে মাইয়া[১৯]।
পেড ফুলি মরে কেউ পাতা সিদ্ধ খাইয়া॥
আজগরের দুঃখের কথা কি বলিব হায়।
ঘরত্‌ নাই রে ক্ষুদরকণা উবাসে দিন যায়॥

১২। আলীম=মুসলমান পণ্ডিত।
১৩। রিহাল=কোরাণ রাখিবার কাঠের আধার।
১৪। ঝালুই=ব্যবসায়ীর ঝুড়ি। ১৫। তোয়াঙ্গর=ধনী।
১৬। তক্তা=কাপড় কাচিবার পাট।
১৭। হুজ=ক্ষৌরীর ক্ষুর কাঁচি রাখার থলি।
১৮। কারে কনে চায়=কাহাকে কে দেখিবে। ১৯। মাইয়া=কন্যা।

ভিড়াঁত নাই রে ঘরর ঠুনি[20] আর নাই চাল।
গড়্কিতে ভাসি গেল্‌গৈ যত মালামাল ॥
জাগাজমিন পড়ি রইল ন হইল চাষ।
গাঙ্গে ভাসে বিলে ভাসে শতে শতে লাস ॥
হালের গরু মইরা গেছে, মইরা গেছে গাই।
নাঙ্গল জুয়াল বীজর ধান কিছু তার নাই ॥
ভাবি চিন্তি আজগর কি কাম করিল।
রং দিয়া চরেতে যাইয়া উপনীত হইল ॥
নয়া চরে পানির দরে জাগাজমির দাম।
এক দোণ[21] পেরা জমিন[22] পাইল ইনাম ॥
নজর[23] ছাড়া জমিন পাইল আর পাইল গরু।
বীজর লাগি পাইল ধান দশ আড়ি লমরু[24] ॥
রংদিয়ার চর রে ভাই, এমুন মাডির বল।
ছিডাই[25] দিলে ফলে মাডিত্ সোনার ফসল ॥
স্তিরী কইন্যা লয়্যা আজগর থাকে রংদিয়ায়।
সুখে দুখে একমতন দিন কাডি যায় ॥

(৭)

গড়্কিতে ভাসি মালেক দেওগাঁ ছাড়িল। +
কন মতে চালায় বসি পরাণে বাঁচিল ॥ +
কন বা দেশে ভাসি আইলন ছিল তার জানা। +
দেশে দেশে ঘুরে মালেক হইয়া দেওয়ানা[1] ॥ +

২০। ঠুনি=গজারী কাঠের খুঁটি। ২১। এক দোন=২০ বিঘা।
২২। পেড়া জামিন=জংলা জমি। ২৩। নজর=জমিদারের প্রাপ্য অর্থ।
২৪। লমরু=এক জাতি ধানের নাম। ২৫। ছিডাই=ছিটাইয়া।
১। দেওয়ানা=ভিখারী ফকির।

বহুত জাগা ঘুরি মালেক আইল তারপর।
দেওগাঁ আসি দেখে ভিডাত[২] নাইরে ঘর ॥+
ছাড়া ভিঁডাত নাইরে ঘর নাই সে জ্বলে বাত্তি।
আগের কথা ভাবি মালেকের ফাডে বুগর[৩] ছাতি
নুরন্নেছার লাগি রে মন করে ধড়ফড়।
বাঁচি আছে ন মরি গেছে কনে বান্‌ল[৪] ঘর ॥+
ঘুরিতে ঘুরিতে মালেক কোন কাম করে।
মোছাফের[৫] হইয়া আইল রংদিয়ার চরে ॥

শুন শুন সভাজন কহিয়া জানাই।
আগের কথা কইলাম কিছু ঘুরাই ফিরাই ॥
এখন শুন আসল কথা নাল করি[৬] কই।
পিরীত সাইগরে মালেক হাঁতুরি যারগৈ[৭] ॥
ওরে তার লাগি নুরুন্নেছার মনে আছে দাগ।
এক বচ্ছর পরে আইজ বন্ধের পাইল লাগ[৮] ॥
পর্চিমে সাইগরের মাঝে ঢেউয়ে খেলায় পানি।
ঘরে আর বাইরে নুর করে আনাগুনি ॥
হাঁজার বাত্তি জ্বালাই দিল থির নয় রে মন।
মায়ে দিছে রাঁধিবারে নানান ছালোন ॥

২। ভিডাত = ভিঁটায়। ৩। বুগর = বুকের।
৪। কনে বান্‌ল = কোথায় বাঁধিল।
৫। মোছাফের = ঠিকানা হীন অতিথি।
৬। নাল করি = ক্রম অনুযায়ী।
৭। হাঁতুরি যারগৈ = সাঁতার দিয়া যাইতেছে।
৮। বন্ধের পাইল লাগ = বন্ধুর দেখা পাইল।

মালেকের সঙ্গে কথা বাপ মায় কয়।
বেড়ার ফাঁক্‌দি নুর ফুক্যামারি চায়[৯] ॥

বহুত দিন পরে দেখা আজগরের কাছে বসি।+
মালেক কইছে কথা সগলর মন খুশী ॥+
ন উডিল বিয়ার কথা ন উডিল কিছু।
মালেক ভাবিত হইল মাথা করি নীচু ॥
জিব্বার আগাত্‌[১০] কথা আনি ন কহিল আর।
ভিতরর আগুনে হায় রে কইল্‌জা পুড়ি জার[১১] ॥
কইল্‌জা পুড়ি জার রে তার কইল্‌জা যায় পুড়ি।
ভাবিতে ভাবিতে মালেক পড়ে ঝুরি ঝুরি[১২] ॥

আজগর কয় "ওরে মালেক বাপ্‌জান।
খাইয়া দাইয়া এখন চল লইগা বিছান্‌[১৩] ॥
হারাদিন ত খাও নাই পেডত্‌ লাগ্‌ছে ভোক[১৪]।
ঠাণ্ডা পানি দিয়া আগে ধুইয়া ফেলাও চোখ ॥"

খাইতে বইল দোনোজনে ছাম্‌না-ছাম্‌নি হই।
নুরুন্নেছা আইল তহন ভাতের বাসন লই ॥
বেতী চাইলের চিকন ভাত ধুমা উড়ি যায়।
নুরুন্নেছার মিক্যা[১৫] মালেক ঠাহরি ঠাহরি চায়[১৬] ॥

৯। ফুক্যা মারি চায় উঁকি দিয়া দেখে।
১০। জিব্বার আগাত্‌=জিহ্বার অগ্রভাগে। ১১। জার=জর্জর।
১২। পড়ে ঝুরি ঝুরি=ভাঙ্গিয়া পড়িল। ১৩। লইগা বিছান=শয্যা গ্রহণ করি।
১৪। ভোক্‌=ক্ষুধা। ১৫। মিক্যা=দিকে, প্রতি।
১৬। ঠাহরি ঠাহরি চায়=অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে পুনঃ পুন তাকায়।

পেডত্ ডিম্ব তাজা রিশ্যা গায়ে গায়ে তেল।
গণ্ডা পাঁচেক মালেকের পাতত্ দিয়া গেল্॥
হাঁসের আণ্ডা রাঁধি ভালা নুন মরিচ কড়া।
লৈট্যা মাছর ঝোল আর মাছর ডিম্বর বড়া॥
নানান ছালোন আর মোরগের গোছ্[১৭]।
খাইয়া দাইয়া মালেকের মনত্[১৮] হইল খোশ্[১৯]॥
নানান্ পদর্[২০] খানা রাঁধি খানা হইল ভারী।
ছেমাই পিডা খাই মালেক বাসন দিল ছাড়ি॥
হোঁক্কা আনি দিল রে নুর মালেক দিল টান।
বহুত দিনের পরে পাইল সেইনা হাত্তর্ পান॥
শুইতে দিল ডেহেরিতে[২১] শীতল পাড়ি পাতি।
কি ভাবে পোষাই[২২] যাইব এইনা দীঘল রাতি॥
আধা রাইতে আওলাতে[২৩] শুইয়া পড়্ল নুর।
চৌখে ঘুম নাই রে তার বুগে দুর্দুর॥
মনর মাঝে নানান্ কথা নানান্ ভাবে উড়ে।
হরা-চাপা[২৪] দিলে রে ভাত যেমন করি ফুডে॥
"দহিনালী বয়ার[২৫] ভালা রে
আর ভালা কোইলার রাও।[২৬]
নাইরকল তেল দি বাইন্লাম খোঁডা[২৭]
আইসা দেইখ্যা যাও॥

১৭। গোছ্=গোস্ত, মাংস। ১৮। মনত্=মনে। ১৯। খোশ=আনন্দ।
২০। নানান্ পদর=নানা রকমারী। ২১। ডেহেরিতে=বাহিরের ঘরে।
২২। পোষাই=পোহাইয়া, অতিবাহিত হইয়া।
২৩। আওলাতে=অন্দর মহলে। ২৪। হরা চাপা=সরা চাপা।
২৫। দহিনালী বয়ার=দক্ষিণা হাওয়া।
২৬। কোইলার রাও=কোকিলের কুহু ডাক। ২৭। খোঁডা=খোঁপা।

ঘাঁডার আগত্[২৮]ডালিম গাছড়া
লট্‌কি[২৯] পড়ে রে আগা।
ছোডো কালে পিরীত করি
বন্ধু, ন দিও রে দাগা॥
লাউপাতা[৩০] খস্‌খস্যা জাইন্য
কদুর[৩১] পাতা নরম।*
বুগর আউন[৩২] চাপা দিব
আমার কন্ মত সরম[৩৩]।"

ভাবি ভাবি কইন্যা আরে
হইয়া গেল ফানা[৩৪]।
অবুঝ মন কনো মতে
ন মানিল মানা রে—
ন মানিল মানা॥
মাও ঘুমায় বাপত্ ঘুমায়
ডাকে তারার[৩৫] নাক।
ঘরর বাইর হইল কইন্যা
কেওয়ার[৩৬] করি ফাঁক॥

২৮। ঘাডার আগত্ = পথের ধারে। ২৯। লট্‌কি = হেলিয়া।
৩০। লাউপাতা = পূর্ববঙ্গে লাউ বলিতে মিষ্টি কুমড়া বুঝায়।
৩১। কদু = পশ্চিমবঙ্গের লাউ। ৩২। বুগর আউন = বুকের আগুন।
৩৩। কন্ মত সরম = কত শক্তি ধরে সেই লজ্জা।
৩৪। ফানা = অর্ধোন্মাদ, আত্মহারা। ৩৫। তারার = তাহাদের।
৩৬। কেওয়ার = বাঁশের চাটাই দিয়া প্রস্তুত দুয়ারের কবাট।

পাঠান্তর :— * লাউ পাতা খস্ খস্যা জাইন্য পুঁইপাতা নরম।—(পূর্ববঙ্গের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে সাধারণ গৃহস্থ পঁচিশ বৎসর পূর্বে 'পুঁই' কাহাকে বলে জানিত না।—সম্পাদক।)

এক পাও আগে চলে কইন্যা
ফিরি তাকায় পিছে।ক
উতলা হইছে কইন্যা
আজি দারুণ মাথার বিষে ॥
রাইতর নিশি ঘুর[৩৭] হইয়ে
তখন ঘর বাড়ী নিঝুম।
চম্‌কি উডিল মালেকের বুগ
চৌখে ন আছিল ঘুম ॥
ঘরর বাইর হই মালেক
দেখে নুরুন্নিছা খাড়া।
দহিনালী বাও দিল
আশ্‌মানে জ্বলে তারা ॥

(৮)

রংদিয়ার পচ্চিমে রইছে বেবান সাইগর[১]।
লাম্‌ছি[২] দিয়া বাড়ে সদাই নয়া নয়া চর* ॥
ডেউ করে বাইড়া বাইড়ি আইলে জোয়ার।
কত গধু, বালাম[৩] চলে নাই রে সুমার[৪] ॥

৩৭। ঘুর=ঘোর, গভীর।
১। বেবান সাইগর=কূল কিনারা হীন সাগর।
২। লামছি=(রংদিয়া চরের) নীচ অর্থাৎ দক্ষিণ দিয়া।
৩। গধু বালাম—দুই শ্রেণীর সমুদ্র গামী নৌকার নাম।
৪। সুমার=গণনায় সংখ্যা।

পাঠান্তর :—
ক'—আর এক পাও পিছে
*'—সদাই নয়াবাদি চর।

সেইনা সাইগরের মাঝে হার্মাত্থার[৫] দস্য।
বাঁকে বাঁকে ঘুরে সদাই বড়ো বেয়াক্কল[৬] ॥
লুড্ তরাজ করে তারা করে দাগাবাজি।
সাইগরে হার্মাত্থার ডরে কাঁপে নায়ের মাঝি ॥
পাঁচগৈড়া[৭] ছাড়ি গেলে
ওরে ভাই পাঁচগৈড়া ছাড়ি।
বেবান+ সাইগরের মাঝে কালা পাইন্যার পাড়ি[৮] ॥
মুড়ার[৯] সমান ঢেউ বাতাসে খেলায়।
উপরে তুমি রে সুকা[১০] নীচুতে ফেলায় ॥
দম্কা হাওয়া ছুটে যহন
আরে দম্কা হাওয়া ছুটে।
পাঁচগৈড়ার বিষম ঢেউ
আশ্মান ধরি ছুটে রে ভাই,
আশ্মান ধরি ছুটে ॥

৫। হার্মাদ=মঘ ও পর্তুগীজ জলদস্যুর মিলিত নাম।
৬। বেয়াক্কল=কাণ্ডজ্ঞানহীন।
৭। পাঁচ গইড়া=কক্সবাজার ও মইষাখালি দ্বীপের মধ্যবর্তী প্রণালী যেখানে বাহির সাগরে পড়িয়াছে, সেখানে পাঁচটা বড়ো ঢেউ সব সময় থাকে। সেজন্য ঐ স্থানটির নাম পাঁচগৈড়া। বড়ো ঢেউকে 'গৈড়া' বা 'গড়ান' বলে।
৮। কালা পাইন্যাব পারি=বহিঃ সমুদ্রের জল নীল দেখায় বলিয়া দেশী ভাষায় 'কালাপানি' বলে। কালাপানি পার হইতে বিপদ ঘটে—ইহাই বুঝাইতেছে।
৯। মুড়া=ছোটো পর্বত। ১০। সুকা=নৌকা।

+ বেমান—' ॥

বেবান সাইগর সেইনা কালা কালা পানি।
পালর[১১] বালাম চলি যাইতে পরাণ টানাটানি ॥
কালা পাইন্যা পাড়ি দিতে বড়ো বিষম ঢেউ।
পীরের নামে হাজার ট্যাকা সিন্নি মানে কেউ ॥
হিঁদু ডাকে জয় কালী মঘে ডাকে 'ফরা'[১২]।
এইবার পর্‌ভু নিরঞ্জন সঙ্কটেতে তরা ॥
এই না পাড়ি পার হইলে ঠাণ্ডা যে সাইগর।
পূগর[১৩] কূলে দেখা যায় রে নয়া নয়া চর ॥
নয়া চরে ধূ ধূ বালু গাছ বিরিক্ষ নাই।
হার্মাদ্যার কথা এহন[১৪] শুন কিছু কই ॥

ফিরিঙ্গী বোম্বাট্যা আর মঘ ডাকু মিলি।
হার্মাদ্যা সাইগরে চলে স্লুপে[১৫] পাল তুলি ॥
পরাণের লালছ[১৬] নাইরে বড়ই জাহিল[১৭]।
সাইগরে লড়িতে তারা না হয় কাহিল ॥
বৈদেশে কামাইয়া[১৮] আইসে যত সদাইগর।
বাওটা[১৯] তুলি ধরে হার্মাদ্যা ডিঙ্গার উপর ॥
লুড তরাজ করিয়া রে ডিঙ্গা ডুপাইত।
মাঝিমাল্লা বাঁধি তারার সঙ্গে করি নিত ॥

১১। পালর = পালউড়া।
১২। ফরা = মঘ জাতির উপাস্য দেবতা বা ঈশ্বর।
১৩। পূগর = পূবের। ১৪। এহন = এখন।
১৫। স্লুপ = এক শ্রেণীর দেশী জাহাজের নাম। ১৬। লালছ = লালসা।
১৭। জাহিল = দুর্দান্ত বদমাশ। ১৮। কামাইয়া = উপার্জন করিয়া।
১৯। বাওটা = জাহাজ থামাইবার সঙ্কেত নিশান।

❀ শরর—' ॥

উজান চরের বাঁকে রে সেই উজান চরের টেঁকে।
দলে দলে যত ডাকু খাপ্ দি[20] বসি থাকে॥
দুরন্ত হার্মাদ্মা ডাকু কিনা কাম করে।
তেলের মত* নাও রে তারার পঙ্খীর মত উড়ে॥

এই না সময় হায় রে কথা শুন সভাজন।
মালেক নুরের কিছু কহি বিবরণ॥
পিরীতির রসে তারা ভাসে দিন রাইত।
রংদিয়া আইল একদিন হার্মাদ্মা ডাকাইত॥
ঘরেতে পর্বেশিল ডাকু খুলিল সিন্দুক।
কাঁদি কাঁদি আজগর ভাঙ্গি ফেলায় বুগ॥
ট্যাকা কড়ি যত ছিল সব লইল লুড়ি।
নুরুন্নেছা কাইন্তে লাগিল মাথা কুডি কুডি॥
জাহিল হার্মাদ্মা ডাকু কিনা কাম করে।
কইন্যারে বাঁধি লইল কাঁধের উপরে॥
মালেকরে লইল তারা হাতে পায়ে বাঁধি।
দুলা[21] কইন্যা লইল সঙ্গে করাইব কি সাদী?
কাঁদিতে লাগিল হায় রে বুড়া ক্ষেতিয়াল[22]।
সুখের সংসার তার হইল বেনাল[23]॥
আওরাত[24] কাঁদে তার বুগত্ কিল দিয়া।
"কন্তে[25] আমার কইন্যা নুর কনে[26] দিব বিয়া॥"

২০। খাপ্দি=ওৎপাতিয়া। ২১। দুলা = বিবাহের বর।
২২। ক্ষেতিয়াল=কৃষক। ২৩। বেনাল=বেসামাল।
২৪। আওরাত=স্ত্রী। ২৫। কন্তে=কোথায়। ২৬। কনে=কেবা।

পাঠান্তর:— * তেলছমাতি—'।

(৯)

হার্মাদ্থার নুকা[১] সেই ঢেউয়ের তালে তালে।
চিল্লা-উড়ানি উড়ে রে নুকা বাতাস লাগি পালে॥
বেহোঁস হইল রে কইন্যা কাঁদিয়া কাঁদিয়া।
নুকার ডেহেরায়[২] তারে রাইখাছে বাঁধিয়া॥
বেপরদা রইছে কইন্যা অঙ্গে নাই রে বাস।
মাথার কেশ আউল কইরল দারুন বাতাস॥
মালেকরে দিয়া তারা পিছমোড়া বাঁন্[৩]।
হাতের দরদে তার নিকলি যায় জান॥

কইন্যার ছুরত্ দেখি ডাকুর ছর্দার।
মালেকের কাছে গিয়া পুছে সমাচার॥
"ছুরতের বাহার কইন্যা তোর হয় রে কি?
কন দেশে শ্বশুরের ঘর কন বা বাপর ঝি?"
চাহিয়া রহিল মালেক মুখে নাই রে রাও।
ডাকুর ছর্দার তহন হাতে লইল দাও॥
আতাইক্যা[৪] মা বলি মুর উডিল ঝিঙ্কারি[৫]।
ঝাপ্টাইন্যা বয়ারে[৬] গেল পালের দড়ি ছিঁড়ি॥
বেবান সাইগরে নুকা দিল ঘুরণ পাক।
ঘুরিতে ধুরিতে পাইল বালুচরের লাগ্॥[৭]
গাছ গাছালী নাই রে সেই ধু ধু বালুর চরে।
কয়েকজন জাইল্যা তথায় সাইগরে মাছ ধরে॥

১। নুকা=নৌকা। ২। ডেহেরায়=খোলের মধ্যে।
৩। বাঁন্=বাঁধ, বন্ধন। ৪। আতাইক্যা=ভয়ে হঠাৎ।
৫। ঝিঙ্কারি=ঝঙ্কার দিয়া, চিৎকার করিয়া।
৬। ঝাপটাইন্যা বয়ারে=দম্কা হাওয়ায়। ৭। লাগ্=নাগাল।

কেহ জ্বালে ভাতের আগুন কেহ কুডে মাছ।
এমন সময় তারার মাথায় পইড়্‌ল ভাঙ্গি বাজ॥

রাঙ্গা সুরুজ ডুপে[৮] তহন কালাপানির তলে।
জাইল্যার নুকায় ডাকুরা সব উডিল দলে দলে॥
বিপদ বুঝি জাইল্যার দল হাতত লইল পঁই।[৯]
কেহ কেহ উজাইল ধামাদাও লই[১০]।
ডাঙ্গার[১১] হইল রে সেই ধূ ধূ বালুর চরে।
কারও মাথা ফাডি গেলগৈ কেহ গেল মরে॥
জাইল্যার মধ্যে একজন বয়সে সে বুড়া।
তড়াতড়ি আইন্‌ল গিয়া মরিচর গুঁড়া॥
মুট করি হার্মাদ্দার চোগে উড়াই দিল।
মরিচর গুঁড়া লাইগ্যা কি কাম হইল॥
ভোম্ খাইয়া[১২] পড়ে হার্মাদ্দা সব বালুর উপর।
জাইল্যার দল কি কাম করিল তারপর॥
একে একে বাঁইন্‌ল ডাকু পালর রশি দিয়া।
কেহ মারে কিল চোয়াড় কেহ মারে ডেঁয়া[১৩]॥

হার্মাদ্দা ডাকাইত বাঁধি যত জাইল্যাগণ।
তর্‌বিজ্জ[১৪] করিতে তারা ভাবে মনে মন॥

৮। উপে=উবিয়া যায়।
৯। হাতত্ লইল পঁই=হাতে লইল হাত বৈঠা।
১০। উজাইল ধামা দাও লই=অগ্রসর হইয়া বড়ো ও লম্বা দাও লইয়া আক্রমণ করিল।
১১। ডাঙ্গার=বড়ো রকমের দাঙ্গা।
১২। ভোম খাইয়া=চোখের যন্ত্রণায় অন্ধকার দেখিয়া।
১৩। ডেঁয়া=লাথি বা ঘুঁসি। ১৪। তরবিজ=শেষ ব্যবস্থা।

জাইল্যাসগলে মিলি করে তারা শল্লা[১৫] ।
দাও দিয়া কাটি লইতে যত ডাকুর কাল্লা[১৬] ॥
কেহ বলে ডাকুর গলাত্ পাথর বাঁধিয়া ।
বেবান সাইগরের পানিত্ দেও ডুপাইয়া ॥
এই ভাবে নানান্ জনে নানান্ কথা কয় ।
ডাকুর নুকাত্ থাকি মালেক শুনে সমুদায় ॥
রাও ধরি[১৭] কাঁদে রে মালেক কাঁদে রাও ধরি ।
জাইল্যা কয়জন উজাল[১৮] লয়্যা গেল তড়াতড়ি ॥
মালেকের অবস্থা দেখি খুলি দিল বাঁন্ ।
আদিগুড়ি[১৯] যত কথার হইল সন্ধান ॥

লড়ন্-চড়ন্ নাইরে কইন্যার ঢলি পড়ে মাথা ।
খুলি দেখিল বুড়া দুই নয়ানের পাতা ॥
উলটি রইছে চৌখের তারা না পড়ে পলক ।
বুগর মাঝে পরাণ কেবল করে ধগ্ধগ্ ॥*
দুই পাও ঠাণ্ডা কইন্যার ঠাণ্ডা দুই হাত ।
পড়িয়া রইছে কন্যা ভিঁড়ি দাঁতে দাঁত ॥
সগল জাইল্যা মিলি তারা কি কাম করিল ।
জাইল্যা নুকায় নিয়া কন্যারে তুলিল ॥
কেহ দেয় মাথায় পানি কেহ বিজে গাও[২০] ।
বুড়া জাইল্যা ডাকি কয় "উড আমার মাও" ॥

১৫। শল্লা = পরামর্শ । ১৬। কাল্লা = মাথা ।
১৭। রাও ধরি = চিৎকার করিয়া । ১৮। উজাল = মশাল ।
১৯। আদিগুড়ি = আগাগোড়া ।
২০। বিজে গাও = গায়ে পাখার বাতাস করে ।

পাঠান্তর :— * বুগেতে পরাণ নাই করের ধক্ ধক্ ॥

বৈট্টা[২১] খুলি বাহির কইরল বায়ু রোগর বড়ি।
সেইনা বড়ি লইয়া বুড়া করি তড়াতড়ি॥
চৈলর[২২ক] পানির সঙ্গে মিশাই কইন্যারে খাবায়।
ঠাণ্ডা পানির ছিট্‌কা দিল চৌখের পাতায়॥

মালেক কাঁদিছে—"ভইন রে, আমার মিক্যা চাও।
কন্ কথা কইব রে আমি জিগাইলে বাপ্ মাও॥
গা তোল গা তোল ভইন রে উড একবার।
রংদিয়ার বাড়ীত্ চল যাই এইবার॥
উডরে উডরে আমার পুন্নুমাসীর চাঁন্।
কন জনা দিব রে আমার মিডা[২২খ] খিলি পান॥
হোক্কাতে সাজাই তামুক কনে[২৩] দিব আনি।
গর্‌মির কালে[২৪] কনে দিব ঠাণ্ডা সরবত্ পানি॥
গা তোল গা তোল আমার আঁধার ঘরর বাতি।
কনে মোরে দিব আর শীতলপাটি পাতি॥
রংদিয়াতে যাই রে ভইন তোরে সঙ্গে লই।
কনে বোসাইব আর খামা খামা দই[২৫]॥
কুক্‌রার ঘরত্ আণ্ডার উপর বাতায় দেয় রে উম[২৬]।
রংদিয়া বাড়ীত চলরে মুর ভাঙ্গি ফেল ঘুম॥"

এইনা মতে কাঁদে মালেক চোগে পানি ঝরে।
কইন্যা লই জাইল্যার দল পড়িগেলগৈ ফেরে॥

২১। বৈট্টা = বাঁশের চোঙ্গা। ২২ক। চৈলর = চাউলের।
২২খ। মিডা = মিঠা। ২৩। কনে = কেবা।
২৪। গরমির কালে = গ্রীষ্মকালে। ২৫। খামা খামা দই = খুব জমাট দধি।
২৬। বাতায় দেয় উম = মা মুরগী বাচ্চা তুলিতে তাপদিতেছে।

এই দিকে ডাকুর দল করে হুড়াহুড়ি।
বাঁধন ছিঁড়িল তারা দাঁতেতে কামড়ি॥
একজন বাঁধন ছিঁড়ি করে কিনা কাম।
ধীরে ধীরে খুলি দিল সগল ডাকুর বান্॥
ভুতা গোঁয়ার[২৭] হিঁদু জাইল্যান জানে হের ফের।
বাঁধন ছিঁড়ি ডাকু পলাই গেল ন পাইল টের॥

আধা রাইতে চান্নি উডিল মাথার উপর।
নুরের লাগি মালেকের পরাণ করে ধড়ফড়॥
কোলেতে লই রে মাথা করিছে বেজন[২৮]।
নাকেতে সোয়াস আসি পড়ে ঘন ঘন।
জোন পহরগ্যা [২৯] পইড়্‌ল ছুডে দহিনালী বায়।
গা মোচ্‌ড়া দিয়া কইন্যা চোগ মেলি চায়॥
উডিয়া বসিল নুর মুখে ফুডিল বাত[৩০]*।
পানি দিয়া কচলাই[৩১] তারে খাইতে দিল ভাত॥
মাও বাপর খবর কইন্যা করিল রে পুছ্।
একে একে কহি মালেক দিল তারে বুঝ॥

বেবান দরিয়ার মাঝে ধু ধু বালুর চর।
পাতার ছানি পাতার বেড়া সেইনা জাইল্যার ঘর॥
রইল তারা দোনো জনে চোগে নাই রে ঘুম।
সাইগরে খেলায় ঢেউ রাইত হইলে নিঝুম॥

২৭। ভুতা গোঁয়ার=নির্বোধ সাহসী। ২৮। বেজন=পাখার বাতাস।
২৯। জোনপহরগ্যা=চাঁদ ওঠার একপ্রহর পরে।
৩০। বাত=কথা। ৩১। কচলাই=চট্‌কাইয়া

পাঠান্তর :—* '—মাত।

মাছে যেমুন পানি পায় পানিয়ে পাইল গাঙ্ ।
লাউ ঝিঙার লতা পাইল বাঁশের মাচাং ॥
ভিখারী পাইল যেমুন সোনা ভরি ভরি ।
ইছপরে[৩২] পাইল যেমুন জোলেখা[৩৩] সোন্দরী ॥

(১০)

পরের দিন জাইল্যাগণ যুক্তি করি সার ।
সাজাইল গধু নুকা[১] সাইগর হইব পার ॥
বড়ো বড়ো গধু নুকার বড়ো বড়ো পাল ।
শুক্‌না মাছর বোঝাই লইল আর যত মালামাল ॥
নুর আর মালেক নুকায় উডিল ।+
দহিনালী বাতাস পাই নুকা ছাড়ি দিল ॥+
কেউ বাজায় বাঁশের বাঁশি কেউ ফুকে শিঙ্গা ।
নাচিতে নাচিতে চলে বোঝাই গধু ডিঙ্গা ॥
কেহ বলে 'বদর বদর' কেহ বলে হরি ।+
গধুর গায়ত্ লাইগা ঢেউ করে বাইড়া বাইড়ি ॥+
বেবান সাইগর সেই বড়ো বিষম পাড়ি ।
কেহ ধরে গানের ধোসা[২] কেহ গায় সারি ॥

৩২। ইছপ=পারশ্য সাহিত্যে বিখ্যাত নায়ক 'ইউছুফ' ।

৩৩। জোলেখা=পারশ্য সাহিত্যে বিখ্যাত নায়িকা 'জুলেখা' ।

১। গধুনুকা=সমুদ্রে চালাইবার উপযুক্ত একশ্রেণী বড়ো নৌকার নাম 'গধু' ।

২। ধোসা=ধুয়া ।

(জেলেদের সারি গান)—*

ওরে, পুষ মাইস্যা শীতর কাল,—ধুয়া
হাঁতুরি[৩] বাইলাম টেঁইয়া জাল
করণখালির দহিণ দি'[৪]
বসাই আইলাম বিয়ান দি'[৫]
জালত্ বাইজ্‌ল[৬] ইচা, বাইলা, কোড়াল বোয়াল।
পুষ মাইস্যা শীতর কাল॥

ওরে, পুষ মাইস্যা শীতর কাল,
রাইতে বসাইলাম জাল
দেরী হইল খাইতে দাইতে
জালন ন দেখি আঁধার রাইতে
কত রইল, কত ধাইল, কত মাছ দিল ফাল[৭]।
পুষ মাইস্যা শীতর কাল॥

ওরে, পুষ মাইস্যা শীতর কাল
বাইর দরিয়াত্ বাইলাম জাল
ধান্‌চিবান্যা আণ্ডার চর
সেই জাগাত্[৮] মাছের ঘর
পাল উড়াইয়া নুকা বাইয়া ফেলাই জাল।
পুষ মাইস্যা শীতর কাল॥

৩। হাঁতুরি = সাঁতার দিয়া।
৪। দহিন দি' = দক্ষিণ দিক দিয়া।
৫। বিয়ান দি' = প্রভাতের দিকে।
৬। বাইজ্‌ল = বাঁধিল, ধরা পড়িল।
৭। ফাল = লাফ্, লম্ফ।
৮। জাগাত্ = জায়গায়।

* করণ খালি, ধানচিবান্যা, আণ্ডার চর, লালদিয়া, সোনাদিয়া,—এইগুলি নোয়াখালি ও চট্টগ্রাম জেলার সমুদ্রোপকূলবর্তী ছোটো ছোটো দ্বীপের নাম। এই স্থানগুলি মাছ ধরার জন্য প্রসিদ্ধ।

ওরে, পুষ মাইস্যা শীতর কাল
দরিয়াত্ দেখ মাছর ফাল
লালদিয়ার নয়া চর
ঢেউ উডিলে বড়ো ডর
সেই চরে জাইন্য ভাই রে মাছর টালাটাল[৯]।
পুষ মাইস্যা শীতর কাল ॥

ওরে, পুষ মাইস্যা শীতর কাল
নয়া নুকাত্ নয়া জাল
উজান ভাডি নুকা বাইয়া
আইলাম রে বৈদেশী নাইয়া
কনে[১০] বাঁধি নুকা রে কনে বসাই জাল।
পুষ মাইস্যা শীতর কাল ॥

ওরে, পুষ মাইস্যা শীতর কাল
বিয়ান বেলা[১১] আশ্মান লাল
সোনাদিয়ার উত্তর[১২] বাঁকে
তাইল্যা ফাইস্যা জাগ দি' থাকে[১৩]
মাছে করি টানাটানি ফাডি[১৪] ফেলায় জাল।
পুষ মাইস্যা শীতর কাল ॥

৯। টালাটাল = চলাচল। ১০। কনে = কোথায়।
১১। বিয়ান বেলা = প্রভাতে। ১২। উত্তর = উত্তর।
১৩। জাগদি' থাকে = গাদা দিয়া থাকে। ১৪। ফাডি = কাটাইয়া।

দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় সম্পাদিত 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা' চতুর্থ খণ্ডে এই গান যেরূপে আছে তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

ওরে—পুষ মাস্যা শীতর কাল
আঁচুরি বাইলাম টেঁইয়া জাল
করণখালির দক্ষিণ দি'
বোসাই আইলাম বিহন-দি
জালত বাজিল ইচা বাইলা কোড়াল বোয়াল ॥
(ধুয়া)—পুষ মাস্যা শীতর কাল ॥

ওরে বেইন জাল বেসাইলাম রাইতে
দেরী হইল খাইতে দাইতে
ধানচিবন্যা আগুার চর
হেই জাগাত মাছর ঘর
কত রইল কত ধাইল কত দিল ফাল ॥
(ধুয়া)—পুষ মাস্যা শীতর কাল ॥

ওরে—উজান ভাডি নুকা বাইয়া
আইলুম রে বিদেশী নাইয়া
লালদিয়ার নয়া চর
ঢেউ উডিলে বড় ডর ।
হেই চরেতে জাইন্য ভাই রে মাছর টালাটাল ॥
(ধুয়া)—পুষ মাস্যা শীতর কাল ।

ওরে—সোনাদিয়ার উত্তর বাঁকে
তাইল্যা ফাইস্যা জাগদি' থাকে ।
আর থাকে বড় বড় ছুরি
ওরে ভাই মাছের ছড়াছুড়ি
মাছে করে টানাটানি ফাডি ফেলায় জাল ।
(ধুয়া)—পুষ মাস্যা শীতর কাল ॥

এইরূপে তিন দিন গোজারিয়া[১৫] যায়।
জাইল্যার যত গধ্‌নুকা আইল রংদিয়ায় ॥
কন্যারে লইয়া সঙ্গে মালেক সুজন।
আজগরের সাম্‌নে যাই দিল দরশন ॥
কাঁদি বুড়া মালেকরে ধরিল বেড়াই[১৬]।
দোনো চোগর পানি পড়ে গড়াই গড়াই ॥
নুররে লইয়া বুগে মা-জননী তার।
সোনা মুখে মুখ দিয়া চুম্বে বারে বার ॥
গাঙ্গ্‌না হাঁতুরি তারা পাইল কূলর মাডি।
আঁধায়[১৭] পাইল যেমুন হাতাইয়া লাডি[১৮] ॥

(১১)

আগুনে উনায়[১] ঘিউ যদি কাছে থাকে।
ছাড়াই দিতে ন পারে রে যদি পিরীত পাকে ॥
নুনা পানি ছাকি লইলে ন যায় রে নুন।
দিনে দিনে বাড়ে পিরীত এম্‌নি তার গুণ ॥
পাষাণের দাগ পিরীত মনে পইড়্‌লে আঁকা।
যত না গোপন হউক রে ন থাকিব ঢাকা ॥
আজগর বুঝিল কিছু মালেকের গতি।
মাও বাপে বুঝিল সে নুরুন্নেছার মতি ॥

১৫। গোজারিয়া=অতিবাহিত হইয়া।

১৬। বেড়াই=বেষ্টন করিয়া, জড়াইয়া।

১৭। আঁধায়=অন্ধে।

১৮। হাতড়াইয়া লাডি - হাত দিয়া খুঁজিয়া হারাণো লাঠি।

১। উনায়=গলে।

একদিন হাঁজর বেলা[২] সুরুজ পাটে যায়।
মালেকরে লই আজগর আইল সাইগরের পাড় ॥

আদর করি কইল বুড়া "শুন বাপজান।
তোমারে জাইনাছি আমি পুতর সমান ॥
এক কথা কই তোমারে শুন মন দিয়া।
মুরুন্নেছা কন্যারে মোর ন করিবা বিয়া ॥
তুমি ন জানো আগের কথা রইছে গোপন।
তোমার বাপ নজু মোরে ভাইব্‌ত দুশ্‌মন ॥
তোমার বাপর সাদী হইল কত না ধুমধাম।
বজ্জাতি করি ক'নে[৩] রটাইল বদনাম ॥
লাহানতি[৪] হইল তুমি আইলে মায়ের ঘরে[৫]।
তোমার মাওরে তোমার বাপ তালাক দিল পরে ॥
বহুত কাঁদিল আওরাত্‌[৬] কপাল তার ভাঙ্গা।
আমার ঘরে আইল যখন আমি কর্‌লাম হাঙ্গা[৭] ॥
দেওগাঁ মুল্লুকে তখন ন পাইলাম আসান[৮]।
সেই কথা মনত্‌ পইড়্‌লে ফাডি যায় পরাণ ॥
মাহালতের[৯] যত মানুষ হইল আমার বৈরী।
গোলাত্‌ নাই ধান আমার ঘরত্‌ নাই রে কড়ি ॥
যত দুখুঃ পাইলাম আমি কি কইব তার।
আগুনের মধ্যে পানি রে তোমার মা আমার ॥

২। হাঁজর বেলা = সন্ধ্যাকালে।
৩। ক'নে = কোনজনে।
৪। লাহানতি = লাঞ্ছনা।
৫। মায়ের ঘরে = মায়ের গর্ভে
৬। আওরত = তরুণী নারী।
৭। হাঙ্গা = সাঙ্গা, নিকা।
৮। আসান = সান্ত্বনা, রেহাই।
৯। মাহালতের = সমাজের।

এই দুনিয়া ঠগের জাগা কেবল মিছা ফাঁকি।
তোমার বাপজান চলি গেল আমি রইলাম বাঁকি॥
মাডির তলাত্ বিছান লাগি ভাবি রে দিন রাইত।
কহন খাট্ট্যাম[১০] দোনো চোগ কহন হইব কাইত্[১১]॥
এইনা নুরন্নেছা আমার পরাণের পোতলা।
তোমার ভইন হয় রে আমার বুগর নলা॥
তুমি রে পুত ন ভাবিও আমারে বেগানা[১২]॥
মায়ের পেডর[১৩] ভইনরে বিয়া সরা মতে[১৪] মানা॥"

(১২)

বসিয়া পড়িল মালেক এই কথা শুনিয়া।
আশ্মান ভাঙ্গি পইড়্ল যেন কাঁপিল দুনিয়া॥
বুড়া বলে, "চল মালেক, এহন ঘরে যাই"।
মালেক কয়, "আমি এহন খেনেকে বাদে আই[১]"॥
ঘরে গেল বুড়া ক্ষেত্যাল ন বুঝিল ফের।
ফিরি যাইতে কইল আবার "ন করিও দের[২]"॥

সেইনা হাঁজর বেলা মালেক কি কাম কারল।
ঘাটের কিনারে যাই বসিয়া পড়িল॥
দুই চোগ হইল থির কালা হইছে মুখ।
পাত্থরর চাবত[৩] যেন ভাঙ্গি যায় রে বুগ॥

১০। খাট্ট্যাম = বুঁজিব।
১১। কাইত = শুইয়া পড়া, এখানে 'মৃত্যু' অর্থে।
১২। বেগানা = অনাত্মীয়। ১৩। পেডর = পেটের।
১৪। সরা মতে = মুসলমানী ব্যবস্থাশাস্ত্র মতে।
১। আই = আসিতেছি। ২। দের = দেরি। ৩। চাবত = চাপে।

আঁধার ঘনাই আইল সাইগরে ডাক ছাড়ে।
পাল তুলি আইসে গধু দহিণালী বয়ারে ॥
ধীরে ধীরে আইল তহন গধু নুকা এক।
ভাবি চিন্তি অনেক কথা নুকায় উডিল মালেক।
মাল্লাগিরি কাম লইল সদাইগরের কইয়া।
ঘরেত কাঁদিল নুর ভাতের বাসন লইয়া ॥
সাইগরে আইল জোয়ার পানি উডিল ফুলি।
উত্তর মিক্যা ছুডিল গধু জুইতর[৪] পাল তুলি ॥

রাঁধিয়া বাড়িয়া নুর হইল অবসর।
আতাইক্যা[৫] তাহার পরাণ করে রে ধড়ফড় ॥
বাপ খাইল মাও খাইল মালেক ন আইল।
সাইগর কিনারে তারে কন্ ভূতে পাইল ॥
ঠাণ্ডা হইল হাইলার ভাত ফাণ্ডা মাছর ঝোল
ভাবিতে ভাবিতে নুরের মাথায় হইল গোল ॥
একবার উডে কইন্যা আর বার বসে।
ঝুরি[৬] ঝুরি পড়ে কইন্যা ঘুমের আলসে ॥
আধা-রাইতে চেতন পাই বুড়া আজগর।
কইন্যারে ফুইদ্[৭] করি জানিল খবর ॥
ঘরে ন আইল মালেক রাইতে গেল কোথা।
পলাইল পরের পোলা আড়াকাডা[৮] তোতা ॥

৪। জুইতর=পছন্দমত, উপযুক্ত। ৫। আতাইক্যা=আচমকা।
৬। ঝুরি =ঢুলিয়া। ৭। ফুইদ=জিজ্ঞাসা, খোঁজ, প্রকাশ
৮। আড়াকাডা=দাঁড় বা খাঁচা কাটা।

উজাল[৯] লই বুড়া আজগর পন্থের বাঁকে বাঁকে।
মালেকের নাম ধরি চিক্কির পারি[১০] ডাকে ॥
হারা রাইত ঘুরি আজগর পাড়ায় পাড়ায়।
রংদিয়ার পর্তি ঘরে তোয়াই তোয়াই চায়[১১] ॥

(১৩)

কইন্যারে সির্জিল পর্ভু ন দিল তার জোড়া।
শুক্না হইল ফুল ন মিলিল ভমরা ॥
হুনিয়া সিরজিল পরভু আঙ্খির পলকে।
এমন কইন্যার দুলা[১] ন দিল এই লোকে ॥ +
দিন কাডি যায় কইন্যার কাঁদিয়া কাঁদিয়া।+
রাইত কাডি যায় কইন্যার অঘুমে বসিয়া ॥ +
মুখে ন উডে রে দানা ন দেয় মাথাত্ পানি।+
দিনে দিনে শুকাই হইল বাঁশর কাকনি[২] ॥ +

রংদিয়ার চরে আইল দারুন গুঁডি রোগ[৩]।+
কনে কেডা[৪] মরে ন আছে শোক ভোগ ॥ +
নুরের বাপ মাও মইর্ল দুই দিন আগে পাছে।
মাইনসের কি ক্ষেমতা যদি খোদা লাগে পিছে ॥
নুরন্নেছা কইন্যা সেই পইড়াছে বিমারে[৫]।
ক'নে[৬] বুলায় মাথাত্ হাত ক'নে ডাকে তারে ॥

৯। উজাল=জলন্ত মশাল। ১০। চিক্কির পাড়ি=চিৎকার করিয়া।
১১। তোয়াই তোয়াই চায়=খুটিয়া খুটিয়া খোঁজ করে।
১। দুলা=বিবাহের পাত্র, বর।
২। বাঁশর কাকনি=শুক্না বাঁশের চটা।
৩। গুঁডি রোগ=বসন্ত রোগ। ৪। কনে কেডা=কোথায় কে।
৫। বিমার=রোগ। ৬। ক'নে=কে বা।

কইন্যারও হইল গুঁড়ি মউত্[৭] ত হাজির।
মালেকের কথা ভাবি হইল রে অথির ॥
দেখা ন হইল আর ন পুরিল আশা।
মন মন্নুরা[৮] দিল উড়া ছাড়ি আপন বাসা ॥

(১৪)

পাঁচ না বচ্ছর পরে মালেক সদাইগর।
রংদিয়া চরে ত আইল মস্ত তোয়াঙ্গর[১]।
বাহার করি[২] আইসে মিঞা লই নানান্ মাল
ষোল দাঁড়ের পনসী নুকা নয়া রঙীন পাল ॥
রংদিয়াতে আসি মালেক কি কাম করিল।
আজগরের বাড়ীত্ যাইয়া উপনীত হইল ॥
নাইরে সেই বাড়ী ঘর ন আছে বুড়া বুড়ী।
নাইরে নুরুন্নেছা তার ভিডা রইছে পড়ি ॥
পাড়াল্যারে[৩] পুছ্ করি জানি লইল সব।
গুঁড়ি উড়ি মইরল সবাই খোদার গজব ॥[৪]
আগে মইরল মা-জননী পিছে মইরল বাপ।
তারপরে মইরল কন্যা বাড়ীহুদ্ধা ছাপ ॥

৭। মউত=মৃত্যু, যম।
৮। মন মন্নুরা=মন ও প্রাণ।
১। তোয়াঙ্গর=গণ্যমান্য ধনী ব্যক্তি।
২। বাহার করি=ধুমধাম করিয়া।
৩। পাড়াল্যারে=পাড়াপড়্শীর কাছে।
৪। খোদার গজব=ঈশ্বর প্রেরিত দুর্দৈব।

মালেকের চোগের পানি ন মানিল বারণ।
বুগের মধ্যে আনছান্ পুড়িল পরাণ ॥
তদান্ত করি মালেক পাইল বহুত খবর।
সাইগরের পাড়ে রইছে তিনডা কয়ব্বর ॥
সাইগরের পাড়ে মালেক কিনা কাম করে।
শুইয়া পড়িল এক কয়ব্বরের উপরে ॥

দিন গেল রাইত আইল হোঁস নাই রে তার।
রাইতর শেষে এক কাণ্ড হইল চমৎকার ॥
কাঁপিল কয়ব্বরের মাডি করি থর থর।
নুরুন্নেছা কয় কথা কয়ব্বরের ভিতর ॥
"শুনরে পরাণের ভাই, ন করিও দুখ্।
হিতানেতে[৫] একবার আনো তোমার মুখ ॥
গায়ে নাই রে গোস্ত আমার নাইরে লউ[৬] আর শিরা
ভুলি নাই রে তোমার কথা খুলি নাইরে গিরা[৭] ॥
খুলি ত নাই গিবা রে ভাই, রইছে মনর বান্[৮]।
মউতেও[৯] হামিষ্কণ[১০] কাঁদে রে পরাণ ॥"

শুনিয়া কয়ব্বরের কথা মালেক হইল দেওয়ানা[১১]
এস্তেকালের[১২] পিরীতেও মন ন মানে মানা ॥

৫। হিতানেতে=শিথানেতে।
৬। লউ=রক্ত।
৭। গিরা=বন্ধন, গ্রন্থি।
৮। বান=বাঁধন।
৯। মউতেও=মরণেও।
১০। হামিষ্কণ=হামেশা, সব সময়।
১১। দেওয়ানা=উদাসীন।
১২। এস্তেকালের=মৃতের।

এক দুই তিন করি চাইর দিন যায়।
চোগের পানিতে মালেক কয়ব্বর ভিজায় ॥
দাঁড়ি মাঝি আসি সবে কইরল টানাটানি।
ন খাইল দানা আর ন খাইল পানি ॥
খিদা তেষ্টা কিছুরে তার ন রইল মালুম[১৩]।
অলড়[১৪] হই পড়ি রইল কণ্ডে গেল্‌গৈ[১৫] ঘুম ॥
ফিরিয়া ন চাইল রে মালেক ন চাইল রে ফিরি।
কণ্ডে রইল ধন দৌল্‌ত কণ্ডে মিঞাগিরি[১৬] ॥

পচিম সাইগরের মাঝে উজান ভাডি বাইয়া।
মাঝিমাল্লা যায় রে সদাই বাইছার[১৭] গান গাইয়া ॥
চাইয়া দেখে পাগ্‌লা মালেক চাইয়া থাকে দূরে।
আর কখ্‌খনো কয়ব্বরের চাইর দিগেতে ঘুরে ॥
কি এক ভাবনা ভাবে মুখে নাইরে বাত্‌[১৮] ॥
ছিড়া কাপড় ছিড়া কুর্তা টুপি নাই মাথাত্‌[১৯] ॥

১৩। মালুম = বোধ। ১৪। অলড় = অনড়।
১৫। কণ্ডে গেলগৈ ঘুম = ঘুম কোথায় গেল।
১৬। মিঞা গিরি = বাবু গিরি। ১৭। বাইছা = নৌকার মাঝি মাল্লা
১৮। বাত = কথা। ১৯। মাথাত্‌ = মাথায়।

সমাপ্ত

বারোতীর্থের গান

ভূমিকা

বারোতীর্থের গান প্রাগ্‌স্বাধীন যুগে মৈমনসিংহ জেলা ও ঢাকাজেলার উত্তরে সুপ্রচলিত ছিল। গানের মূল রচয়িতা কবি যে কে, তাহা জানা যায় না। গানের শেষে বাসুরগাঁও গ্রামের সজু-বয়াতীর কথা উল্লেখ আছে। সজুবয়াতী নিজেকে এই পালার রচয়িতা বলেন নাই, তিনি পূর্বপ্রচলিত কবিতাটিকে সারীলহরের উপযোগী করিয়া ধুয়া বাঁধিয়াছেন, কিন্তু 'এই কবিতার জন্ম হইল বারো'শো আশী সোনে'—এই বারো'শো আশী বঙ্গাব্দে কে এই গান রচনা করিয়াছিলেন, তাহা কেহই বলিতে পারেন না। বাসুইরগাঁয়ের সজুবয়াতী টাঙ্গাইল মহকুমার অন্তর্গত কোবডহরা গ্রামে জমিদারকাছারিতে পিয়াদা ছিলেন। আমার যতদূর জানা আছে তাহাতে ১৩৩৪ সন পর্যন্ত তিনি ঐ কাছারিতে চাকরি করিয়াছিলেন। কোবডহরার মোহনলাল পালের খাতা হইতে ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে আমি এই পালাটি লইয়াছিলাম।

মৈমনসিংহ জেলায় মধুপুরের গড় 'গুপ্তবৃন্দাবন' নামে জনসাধারণের মধ্যে পরিচিত। স্থানটি টাঙ্গাইলের উত্তর-পূর্ব কোণে ও মৈমনসিংহ সহরের প্রায় ষোল মাইল পশ্চিমে। ঢাকা হইতে 'ট্যাঙ্গোর' নামে যে গজারি কাঠের বনভূমি উত্তরাভিমুখে বিস্তৃত আছে, মধুপুরের গড় তাহারই মধ্যে অবস্থিত। প্রাচীনকালে এখানে যে একটি সমৃদ্ধ জনপদ ছিল, তাহা বড়ো বড়ো দীঘি, পুষ্করিণী ও ইতস্তত বিক্ষিপ্ত প্রাচীন ধরণের ইটের স্তূপ দেখিয়া বুঝা যায়। এই স্থানের প্রাচীন

ইতিহাস সম্পর্কে মাননীয় দীনেশচন্দ্র সেন ডিঃ লিট্‌ মহাশয় তাঁহার সম্পাদিত পালার ভূমিকায় লিখিয়াছেন,—

'* * মধুপুরের জঙ্গল এক সময়ে কামরূপের রাজগণের বিবিধ কীর্তিরাজী বহন করিত। এখনও এই বিস্তৃত অরণ্যভূমিতে সেই সকল কীতির ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। কামরূপ খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে সৌভাগ্যের চরম সীমায় উপস্থিত হইয়াছিল। এই কীর্তিসমূহ উক্তসময়ে কিংবা তাহারও পূর্বে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই গীতিকায় যে ভগদত্তের নাম উল্লিখিত আছে তৎসম্বন্ধে মধুপুর জঙ্গলের ইতিহাস কীর্তন উপলক্ষে মৈমনসিংহ গেজেটিয়ারে কিছু বিবরণ আছে। আমরা তাহা হইতে নিম্নে প্রদত্ত অংশ উদ্ধৃত করিলাম।—

"মধুপুর জঙ্গলের কঠিন রক্তবর্ণ ভূমি ঢাকা হইতে আরম্ভ করিয়া জামালপুর পর্যন্ত বিস্তৃত। এই জঙ্গল মৈমনসিংহ জেলার স্বাভাবিক একটি সীমানা। ডাক্তার টেলার লিখিয়াছেন, পূর্বকালে মধুপুর জঙ্গল এবং টাঙ্গাইল কামরূপের রাজগণের অধিকৃত ছিল। কামরূপের সর্বাপেক্ষা প্রাচীন বিবরণী আমরা সপ্তম শতাব্দীতে তিব্বত ও চীনদেশের পরিব্রাজকদিগের ভ্রমণবৃত্তান্ত হইতে পাইয়াছি। ঐ সময়ে মৈমনসিংহ সমধিক পরিমাণে বৌদ্ধ প্রভাবান্বিত ছিল। হিন্দুরা সে স্থানে কতকটা হীনবল ছিলেন। যে সব প্রাচীন কীর্তি মধুপুরের এই জঙ্গলে দৃষ্ট হয় তন্মধ্যে বড় বড় দীর্ঘিকাগুলি বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। ইহাদের অনেকগুলি ভগদত্ত নামক রাজার নামের সহিত সংশ্লিষ্ট। এই ভগদত্তকে অনেকে কামরূপের বিখ্যাত ভগদত্তের সঙ্গে গোল করিয়া ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। কামরূপ খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে সৌভাগ্যের চরম সীমায় উপস্থিত হইয়াছিল॥"

'....। এই গীতের নায়ক ভগদত্তের সঙ্গে মহাভারতের প্রসিদ্ধ

ভগদত্তের কোন কোনো সম্বন্ধ নাই। .... ইনি সম্ভবত নবম খৃষ্টাব্দে রাজত্ব করিয়াছিলেন। ....।'

মাননীয় সেন মহাশয়ের অনুমানে রাজা ভগদত্তের রাজত্ব কাল যদি খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দী হয়, তবে মৈমনসিংহ গেজেটিয়ারের মন্তব্য সপ্তম শতাব্দীতে 'মৈমনসিংহ সমধিক পরিমানে বৌদ্ধ প্রভাবান্বিত ছিল' এই তথ্যের সামঞ্জস্য করিতে হইলে স্বীকার করিতে হইবে খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দীতে ঐ অঞ্চলে হিন্দু ধর্মের পুনরভ্যুত্থান ঘটীয়াছিল। কারণ এই পালার বর্ণণায় আছে, রাজা ভগদত্ত মাতৃআজ্ঞায় ভারতের বারোটি প্রসিদ্ধ তীর্থের জল আনিয়া তাঁহার খনিত পুষ্করিণীটিকে তীর্থে পরিণত করিয়াছিলেন, এবং সেই হইতে একাল পর্যন্ত হিন্দুজনসাধারণের নিকটে উহা পবিত্র তীর্থের মর্যাদাই পাইয়া আসিতেছে। এরূপ অবস্থায় সেনমহাশয় লিখিত 'মৈমনসিংহ গীতিকা' গ্রন্থের (৩য় সং) ভূমিকা ৶০ পৃষ্ঠায় লিখিত মন্তব্য ও ৸৶০ পৃষ্ঠায় 'নব ব্রাহ্মণ্য ধর্ম সেখানে জয়ডঙ্কা বাজাইতে পারে নাই' প্রভৃতি উক্তিগুলি ব্যর্থ হইয়া যায়।

রাজা ভগদত্তের রাজত্বকাল সম্পর্কে পারিপাশিক ঐতিহাসিক তথ্যের উপরে নির্ভর করিয়া আমার মনে হয় সেনমহাশয়ের উক্তিই যথার্থ। মৈমনসিংহ গেজেটিয়ারের মতে '** সপ্তম শতাব্দীতে ** মৈমনসিংহ সমধিক পরিমাণে বৌদ্ধ প্রভাবান্বিত ছিল। হিন্দুরা সেস্থানে কতকটা হীনবল ছিলেন।' নবম শতাব্দীর প্রথম ভাগে শ্রীমৎ শঙ্করাচার্যের আবির্ভাবে হিন্দুধর্ম বেদান্ত ও ন্যায়দর্শনের তীক্ষ্ণযুক্তিবলে বলীয়ান হইয়া বৌদ্ধ মতবাদ ও কামরূপে তৎকালে প্রচলিত 'মোঙ্গলীয় তান্ত্রিক রহস্যবাদ'কে পর্যুদস্ত করিয়া তৎকালের শিক্ষিত চিন্তাশীল সমাজে তথাকথিত নব ব্রাহ্মণ্য ধর্ম সেখানে জয়ডঙ্কা' বাজাইয়াছিয়, তাহারই একটি প্রামাণ্য তথ্য এই রাজা ভগদত্ত ও তাঁহার মাতৃদেবীর কীর্তিকলাপের কাহিনী।

পূর্ববঙ্গের পল্লীকবিগণের সুপ্রাচীন ঐতিহ্যানুযায়ী আমরা ধরিয়া লইতে পারি, রাজা ভগদত্তের সমসাময়িক কালেই পল্লীকবি রাজার কীর্তিগাথা রচনা করিয়াছিলেন। সে গাথার কোনো সন্ধান নাই। আমি ঐ অঞ্চলের বৃদ্ধদের মুখে শুনিয়াছি, রাজা ভগদত্ত ও তাঁহার মাতৃদেবীর কীর্তি অবলম্বনে একটি সুবৃহৎ পালাগান ছিল। তাঁহারা বাল্যকালে মধুপুরের অশোকাষ্টমীর মেলায় গিয়া গায়েনদের আসরে সে পালাগান শুনিয়েছেন। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজ সরকার ও ঢাকার নবাব 'বন্দেমাতরমওয়ালা স্বদেশীদের শায়েস্তা করার জন্য ২১ শে ও ২২ শে এপ্রেল বেগুণবাড়ী, লাঙ্গলবাঁধ ও মধুপুরে অশোকাষ্টমীর মেলায় যে বিভৎস দাঙ্গা ঘটাইয়াছিলেন, তাহাতে মধুপুরের মেলায় অনেকগুলি গায়েন ও তাঁহাদের পাছদোহার নিহত হন। সেই হইতে 'রাজা ভগদত্তের পালা' আর কোথাও শোনা যায় না। 'বারো'শো আশী সোনে' যে পালা রচিত হইয়াছিল, তাহারও অনেকগুলি ছত্র 'সজুবয়াতীর' গানে বাদ গিয়াছে। সজুবয়াতীর পুরা নাম সাহাজুদ্দিন মিঞা।

বৃদ্ধদের এই কথায় ব্যাপারটা অনেক পরিষ্কার হইয়াছে বলিয়া মনে করি। সেন মহাশয় প্রকাশিত পালার সঙ্গে মোহনলাল পালের খাতায় লেখা পালার এত বেশী পাঠান্তর ও কয়েকটি অতিরিক্ত ছত্রের রহস্য ইহাতেই বুঝা যায়। সেন মহাশয় ভূমিকার শেষে লিখিয়াছেন, 'পালাটি ১২৮০ বাং সনে সজুবয়াতী নামক এক কৃষক কবি রচনা করিয়াছিলেন, * *।' এই সিদ্ধান্ত বোধ হয় ঠিক নহে। এই গানের রচয়িতা কবির নাম বিস্মৃতির গর্ভে বিলীন হইয়া বিদেশে বয়াতী সাহাজুদ্দিনের কবিখ্যাতি লাভের সুযোগ করিয়া দিয়াছে।

যে কয় ছত্র সেনমহাশয়ের সম্পাদনায় নাই তাহা বুঝাইতে ছত্রের শেষে '+' চিহ্ন দেওয়া হইল।

নবদ্বীপ — শ্রীক্ষিতিশচন্দ্র মৌলিক

বারো তীর্থের গান

(১)

বোঙ্গদেশের জোঙ্গল রে ভাই,
নইছরাবাজের জেলা ।
জয়ান্‌সাইয়ের গড়ে বইসাছে
ভাইরে, বারো তীথের মেলা ॥
হে-হে-হে ॥
বৈশাগ মাইস্যা আমাবইস্যা ভাই,
বোইদে চান্দি ফাটে ।
ছাতি মুরাই[১] দিয়া গেলাম
সেই বারোতীথের ঘাটে ॥
হে-হে-হে ॥
চাইর দিগে তার শাল গজারি
মধ্যে আছে পুষ্কুণী ।
ওরে সেই পুষ্কুণীর মধ্যে আছে
হিঁন্তুর বারো তীথের পানি* ॥
হে-হে-হে ॥
এই পানিতে ছেয়ান[২] কইরা
হিঁন্তুরা ভেস্তে যায় ।**
প্যাকের[৩] পানি খায়্যা তারা
দেশে ওলাউঠা[৪] নাগায় ॥
হে-হে-হে ॥

১। মুরাই=মুড়ি। ২। ছেয়ান=স্নান। ৩। প্যাকের=কাদার, কর্দমাক্ত।
৪। ওলাউটা=কলেরা।

পাঠান্তর: * '—আছে বারতীথ্যের পানি ॥
** এইখানেতে চান করিলে হিন্দু লোকেরা ভেস্তে যায়।

কাছেবিতে[৫] নাইক্কা[৬] পানি
নাই নদীর নাম গোন্দ[৭]।
পানির তিয়াস লাইগ্যা রে ভাই,*
লোকের হয় যে দোম বোন্দ[৮] ॥
হে-হে-হে ॥
বোষ্টমী আর বেওয়া-বিদ্‌বা[৯]
মাইয়ালোগে ছেয়ান করে।**
দুষ্টুলোগের হাতে পইড়া
তারা জাইত বদল করে[১০] ॥
হে-হে-হে ॥

বারোতীর্থের পুষ্কুনী রে ভাই
যে কারণে নাম হইল।
সেই কথাডা কইব আমি
আগে মুরুব্বিরা[১১] যা কইল ॥+
হে-হে-হে ॥

৫। কাছে বিতে=নিকটে কোথাও। ৬। নাইক্কা=নাইকো।
৭। গোন্দ=গন্ধ। ৮। বোন্দ=বন্ধ।
৯। বেওয়া-বিদ্‌বা=অনাথা বিধবা।
১০। জাইত বদল করে=ধর্মান্তর গ্রহণ করিয়া পূর্বজাতি ত্যাগ করে।
১১। মুরুব্বিরা যা কইল=পূজনীয় বৃদ্ধগণ যাহা কহিয়াছেন।

পাঠান্তর :—* 'পানির তিয়াস নাইগো লোকের—'
** বেষ্টমী এব্যা সেবা (?) মাইয়া লোকেরা ছেয়ান করে।
+ সেই কথাটি বৈলব আমি মুরুব্বিরা যা কৈল ॥

পুষ্ক্ণীর কাছে রে ভাই,
পাইবা ইট-পাইটক্যালের চিন্[১২] কিছু।
'সুতানড়ার দীঘি'রে ভাই,
রইছে তার না পিছু ॥
হে-হে-হে ॥
'বড়ো কুদাইল্যা[১৩] 'ছোড কুদাইল্যা'
ভাই রে, দুই পুষ্কণী তার কাছে।
আম-কাটালের বাগবাগিচার
চিন্ কিছু কিছু আছে ॥
হে-হে-হে ॥
কামারগোরের আঙ্গরা[১৪] মিলে
'কামারের বাগ' কয় তারে।
দুগ্গা-ঠাইরাণ[১৫] বুরাইত[১৬]
ভাই রে, দুগ্গাদয়ের পাড়ে ॥
হে-হে-হে ॥

* * *

বারো-তীথ বানাইছিল ভাই রে
সেইনা ভগদত্ত নাম রাজা।

১২। চিন্=চিহ্ন। ১৩। কুদাইল=মাটিকাটার কোদাল।

১৪। আঙ্গরা=লোহা পুড়াইয়া পিটাইলে যাহা ঝরিয়া পড়ে তাহাকে আঙ্গ্রা বলে।

১৫। দুগ্গা ঠাইরাণ=দুর্গা ঠাকুরাণী।

১৬। বুরাইত=ডুবাইত।

তার ছোড ভাই রামচন্দর সে
মানুষডা আছিল সোজা[১] ॥
হে-হে-হে ॥*
ভগদত্ত রাজত্বি করে ভাই রে,
পেরজা[২] লয়্যা সুখে।
ভাইয়ের রাইজ্য রামচন্দ্রর গ্যাহে[৩]
হাইত্যার[৪] বাইন্ধ্যা বুকে ॥†
হে-হে-হে ॥
ঘরে আছিল বির্দ[৫] মাতা
ও তার গাও-চাল্‌না খুন্‌খুনা[৬]।
রাজাক্[৭] কইল, 'তরাও[৮] বাবা,
আমার জন্মের যত গুনা'[৯] ॥
হে-হে-হে ॥
হস্ত জুইড়া[১০] কইল রাজা,
'মস্ত গুরু তুমি মাও।
তোমার গুনা কেম্‌নে ছাড়াই[১১]
কি-বান্ তুমি চাও' ॥
হে-হে-হে ॥

১। সোজা=সবল। ২। পের্‌জা=প্রজা।
৩। গ্যাহে=দেখে, পরিদর্শন করে। ৪। হাইত্যার অস্ত্রশস্ত্র।
৫। বির্দ=বৃদ্ধ। ৬। গাও চালনা খুন্ খুনা=দেহ অচল থুড়্‌থুড়ি
৭। রাজাক্ রাজাকে। ৮। তরাও=উদ্ধার কর।
৯। গুনা=অপরাধ। ১০। হস্ত জুইড়া=জোড় হাতে।
১১। ছাড়াই=মুক্ত করি, দূর করি।

পাঠান্তর :—* তার ছোট ভাই রামচোন্দ্র যে ও তার মোন বড় সোজা।
† রামচোন্দ্র তার রাজ্য গ্যাহে হাইতার বাইন্দা বুকে ॥

মাও কইল, 'শুন রে বাবা,
মুই বারো তীথে (ক) কইরা ছান[১২] ।†
ঘাটে বইয়া[১৩] পিণ্ডি দিমু
আর সোনা কোর্‌মু দান' ।।
হে-হে-হে ॥

মায়ের বচন শুইন্যা রাজা
আরে ভাই, রাজা চৈম্‌ক্যা উইঠ্যা কয় ।
'কন্নে[১৪] শুইন্যা তোমার কথা
মাও গো, মনত্[১৫] পাইছি ভয় ।।‡
হে-হে-হে ॥

তোমার শরীল ভাইঙ্গা গেছে
রক্ত হইচে য্যানো পানি ।
থর্‌থরায়্যা মাথা কাঁপে
আর কাঁপে পাও যে দুইখানি ॥*
হে-হে-হে ॥

১২ । ছান = স্নান । ১৩ । বইয়া = বসিয়া । ১৪ । কন্নে = কর্ণে ।
১৫ । মনত্ = মনে ।

পাঠান্তর ঃ— † মাও কৈল শোন বাবা বারতীথ্যে কৈরব চান ।
‡ (মাগো) কন্নে শুইন্যা তোমার কথা মোনে পাই ব্রেথা ॥
* থর্‌থরাইয়া মাথা কাঁপে (আর) পা-ও যে দুইখানি ॥

(ক) গঙ্গাসাগর, গয়া, কাশী, প্রয়াগ, হরিদ্বার, মথুরা, পুষ্কর, প্রভাস, পুরী, রামেশ্বর—এই দশটি, এবং কামরূপ, বৈদ্যনাথ, অযোধ্যা, ভুবনেশ্বর, বৃন্দাবন, দ্বারকা—এই ছয়টির মধ্যে শাক্ত, শৈব ও বৈষ্ণব ভেদে দুইটি গ্রহণ করিয়া দ্বাদশটি 'দ্বাদশ মহাতীর্থ' বলা হয় ।—সম্পাদক ।

চোক্কে নাই সে ছ্যাহ্[১৬] মাও গো,
আর কথা না শুন তুই কানে।
তোমাক্ লয়্যা তীথে যাওন[১৭]
মাও গো, হইব ক্যামনে ॥※
হে-হে-হে ॥

তোমার চরণ ধরি মাও জননী,
আমার কথায় দেও মা, কান[১৮]।
এই বারো তীথের পানি আইন্যা
আমি করামু তোমাক্[১৯] ছান ॥
হে-হে-হে ॥

বেবাক[২০] তীথ ঘুইরা আনমু
বারোতীথের পাক্[২১] পানি।
সেই পানি মা, ঢাইলা দিমু
তোমার লাইগ্যা বান্যয়্যা পুষ্কণী ॥
হে-হে-হে ॥

বারোতীথের সেই পানিত্ মা,
তুমি নিত্যি কইর ছান।
অন্ত্রিম[২২] কালে ভেস্তে[২৩] যাইবা
তোমার ঠাণ্ডা হইব জান[২৪] ॥
হে-হে-হে ॥

১৬। ছ্যাহ্ = দেখ। ১৭। যাওন = যাওয়া।
১৮। কথায় দেও কান = কথায় সম্মত হও। ১৯। তোমাক্ = তোমাকে
২০। বেবাক = সমস্ত। ২১। পাক = পবিত্র। ২২। অন্ত্রিম = অন্তিম
২৩। ভেস্তে = বেহেস্তে, স্বর্গে। ২৪। জান = প্রাণ।

পাঠান্তর :—※ তোমাকে নিয়া তীথ্যে যাওয়া হয় বা ক্যাম্‌নে

এই সে তীথে ছান কইরা
তইরা[২৫] যাইব দেশের লোক।
পুণ্যি কইরা ধইন্য হইব
তারা ভুইলব মনের শোক [২৬]॥
হে-হে-হে॥'

পুতের কথা শুইন্যা মাও
কইল, 'আইচ্ছা ভালোই বাপ।
তোমার কথাই বজায় থাউক্[২৭]
বাপ, ঘুচাও মনের তাপ॥'
হে-হে-হে॥
এই কথানা শুইনা রাজা
ভাই রামচন্দররে ডাক দিল।
ভাইয়ের হস্ত ধইরা রাজা
কথা বুজায়্যা কইল॥
হে-হে-হে॥
'পাঞ্জি[২৮] খুইল্যা দিন পাইছি
এইনা ছামনের বুধবারে।+

২৫। তইরা=তরিয়া, উদ্ধার হইয়া।
২৬। ভুইলব মনের শোক=অক্ষমতার জন্য মনোদুঃখ ভুলিয়া যাইবে।
২৭। থাউক=থাকুক।
২৮। পাঞ্জি=পঞ্জিকা

পাঠান্তর :—
+ পাঞ্জি খুইলা দিন পাইয়াছি সামানের যে বুধবারে।

বারোতীথের পানি আইন্‌তে যাই
ছান করামু মা'রে ॥঳
হে-হে-হে ॥
যাইতে আইতে[২৯] দেরির কায্য[৩০]
তুমি থাইক্‌বা রাইজ্যপাটে[৩১] ।
পেরজাগরে সুখে রাইখ্‌বা
যেম্‌নে কোলঙ্ক নাই সে ঘটে ॥
হে-হে-হে ॥

ভাইয়ের কথা শুইনা তহন
রামচন্দর কয় কথা ।**
'তোমাক্ ছাইড়্যা ক্যামনে চলমু
আমি ভাইব্যা বাচি না তা ॥†
হে-হে-হে ॥
ছাশ-বিছাশে ঘুইরবা তুমি
কষ্টে যাইব তোমার দিন ।

২৯। আইতে=আসিতে ।
৩০। দেরির কায্য=বিলম্বের কার্য ।
৩১। রাইজ্যপাটে=রাজ সিংহাসনে ।

পাঠান্তর :—

঳ তীথ্যে যাইয়া জল আইনবো চান করামু মারে ॥
* যাইতে যাইতে দেরীর কায্য থাইকবা তুমি রাজপাটে ॥
** ভাইয়ের কথা শুইনা তহন রামচোন্দ্র কয় কৈরব তা ।
† তোমাক ছাড়া ক্যামনে থাকমু ভাইবা বাচিনা ॥

ঘরে বইয়া[৩২] সুখে থাকমু
সেই ভাবনায় আমার পরাণ ক্ষীণ ॥ ✽
হে-হে-হে ॥

তহন ভগদত্ত কইল, 'ভাই রে,
তুমি দিলে দুক্ষু[৩৩] কইর না। *
এইনা দেহ পয়দা[৩৪] কইরাছে
আমাগর সোনার মা ॥
হে-হে-হে ॥
সেইত মায়ের মোন-বাসনা
যুদি মিটাইবার নাইসে পারি।
ধন-দৌলত বেবাক[৩৫] মিথ্যা
মিথ্যা দালান-কোটা-বাড়ী ॥
হে-হে-হে ॥
তাইত কই রামচন্দর ভাই
মিডা[৩৬] মুখে দেও বিদায়।
রাইজ্য দেইখ্য পেরজা দেইখ্য
আর দেইখ্য রে বির্দ্ধ মায় ॥
হে-হে-হে ॥

৩২। বইয়া=বসিয়া। ৩৩। দিলে দুক্ক=অন্তরে দুঃখ।
৩৪। পয়দা=সৃজন। ৩৫। বেবাক=সমস্ত।
৩৬। মিডা = মিঠা, মিষ্ট।

পাঠান্তর :—✽ ঘরে বইয়া সুকে থামু সেই দুঃখু আমার
* তহন ভগদত্ত বলছে ভাইরে দুঃখু কইর না।

আর একডা কায্য কইর রে ভাই,
তুমি মানুষ-জোন দিয়া।
এইনা বাড়ীর ছাম্‌নে তৈয়ার রাইখ্যা
একডা পুষ্কুণী কাড়িয়া[৩৭] ॥'
হে-হে-হে ॥

এইনা কথা কইয়া রাজা
তীর্থ কইরবার যায়।
বাড়ীত্‌ থাইক্যা রামচন্দর ভাই
এইনা পুষ্কুণী কাড়ায় ॥
হে-হে-হে ॥
দুষ্টু পেরজারে ক্ষেমা করে
যত আইসে রাজার কাছে।
পেরজাগরে সুখে রাইখ্যা
ভাইয়ে যে বইলা গেছে ॥
হে-হে-হে ॥
সেইনা কথা মাইন্যা চলে
রাজা রামচন্দর গুণের ভাই।
তুষ[৩৮] নিয়া লয় খাজনা সাইরা[৩৯]
গোটা ধানের ঠাঁই[৪০] (ক) ॥
হে-হে-হে ॥

৩৭। কাড়িয়া = কাটিয়া, খনন করিয়া।
৩৮। তুষ = (এখানে অর্থ হইবে—) ধানের চিটা।
৩৯। সাইরা = পরিশোধ করিয়া। ৪০। গোটা ধানের ঠাঁই = ভাল ধানের স্থলে।

ব্যাখ্যা ঃ—(ক) খাজনা বাবদ যে ধান রাজার প্রাপ্য, তাহা না দিয়া কোনো দুষ্ট প্রজা যদি ধানের চিটা দেয়, তাহাতেই তাহার খাজনা পরিশোধ করিয়া লইতেন।

পেরজাগরে তলব[৪১] দিতে
প্যায়দাগরে ডাইক্যা কয়।
'হাইট্যা আইতে কষ্ট হইব
পথে আছে কত ভয়॥ (খ)
হে-হে-হে॥
হাত্তির পিষ্টে[৪২] আইন্‌বা পেরজা
কষ্ট হয় না জানি তার।
মিডা কথায় আইন্য ডাইক্যা
ভালা-মন্দ পেরজা যে আমার॥' (গ)
হে-হে-হে॥
হাত্তি লয়্যা প্যায়দা চলে
পেরজার ঘরে ডাক দিয়া।
যত্ন কইরা তুইল্যা আনে
হাত্তির পিষ্টে বসাইয়া।
হে-হে-হে॥
মিডা কথা কইয়া বুঝায়
দুষ্ট পেরজার মন গলে।

৪১। তলব=রাজকার্যালয়ে উপস্থিত হইবার আদেশ।
৪২। হাত্তির পিষ্টে=হাতির পৃষ্ঠে।

(খ) কোনো প্রয়োজনে যদি কোনো প্রজার রাজসভায় আনিতে হইত, তবে রাজা রামচন্দ্র পেয়াদাদের নির্দেশ দিতেন, 'উহাদের হাঁটিয়া আসিতে কষ্ট হইবে, তাহার পর পথেও নানা প্রকার ভয়ের কারণ আছে; অতএব তোমরা—

(গ)—হাতির পিঠে তুলিয়া প্রজাদের আনিবে, যাহাতে তাহাদের কোনো কষ্ট না হয়। তাহাদের মিষ্ট কথায় ডাকিয়া আনিবে। দুষ্টই হউক আর শিষ্টই হউক (তোমরা মনে রাখিও) তাহারা আমার প্রজা।

এই রকমে রাচন্দর রাজা
তার ভাইয়ের কথায় চলে ॥
হে-হে-হে ॥

* * *

তীর্থ কইর‍্যা আইল রাজা ভগদত্ত
মাওরে কইল সব কুশল ।
পুষ্কুণী ভইর‍্যা ঢাইলা দিল
পাক্[১] বারো তীর্থের জল ॥
হে-হে-হে ॥
সেইনা জলে রাজার মাও সে
মনের সুখে কইর‍্যা ছ্যান ।
ঘাটে বইয়া[২] সোনা রূপা
কত গরু কৈর‍্‌ল দান ॥
হে-হে-হে ॥
বাওনরা[৩] কত খাইল লইল
কত বস্ত্র কড়ি দান পাইল ।
মনের সুখে রাজার বাড়ীত্
পেরজা লোক মজার ফলায়[৪] খাইল ॥
হে-হে-হে ॥

১। পাক=পবিত্র।
২। বইয়া=বসিয়া।
৩। বাওনরা=ব্রহ্মণগণ।
৪। ফলার=যে ভোজে লুচি বা চিড়া দৈ প্রধান খাদ্য তাহাকে 'ফলার' বলা হয়।

মায়ের যে আশা পূন্ন[৫] হইল*
তীত্থ হইল বাড়ীর ঘাটে।
রাজা আবার রাইজ্য করে
সেইনা বইসা রাইজ্য পাটে॥
হে-হে-হে॥

পেরজাগরে ডাইক্যা জিগায়[৬]
'তোমাগর মনে ত দুক্ষু নাই।†
কেমন সুখে রাইখ্যাছিল
আমার রামচন্দর ভাই॥'
হে-হে-হে॥

পেরজারা কইল, 'রাজামশায়,
আর কইমু কি সেই কথা।
দুক্ষের কথা মনে হইলে
দিলে পাই যে বেথা॥‡
হে-হে-হে॥
রাজা হয়্যা রামচন্দর যে
নিছে ধানের তুষ তরি[৭]।

৫। পূন্ন=পূর্ণ।
৬। জিগায়=জিজ্ঞাসা করে।
৭। তরি=পর্যন্ত।

পাঠান্তর :-- '—*আশা পূন্ন হইল—'।
† প্রেজাগোরে ডাইকা বোলে মোনেত কোন দুঃখ্ নাই।
‡ দুঃখের কথা মোনে হৈলে মোনে পাই ব্রেথা॥

মাইয়া লোক[৮] সব কষ্টে পইড়্যা
কুড়াইচে জোঙ্গলায় খড়ি[৯] ॥* (ঘ)
হে-হে-হে ॥
সেপাই দিয়া বাইন্ধ্যা পিষ্টে
পেরজাগো ধইরা নিছে।
আছ্‌ড়াইতে আছ্‌ড়াইতে আমাগো
হাড্ডি[১০] ভাইঙ্গ্যা দিছে ॥ (ঙ)
হে-হে-হে ॥

৮। মাইয়ালোক=স্ত্রীলোক।
৯। খড়ি=জ্বালানি কাঠ।
১০। হাড্ডি=হাড়গোড়।

পাঠান্তর :—* মাইয়াছাওয়াল কষ্টে পইরা কুড়াইছে খড়ি ॥

ব্যাখ্যা :—(ঘ) 'রামচন্দ্র রাজ্য হাতে পাইয়া (খাজনা বাবদ ধান তো নিয়াছেনই এমন কি) ধানের চিটার অংশও নিয়াছেন, (কাহাকেও কিছু রেহাই দেন নাই। এই প্রকারে রাজস্ব আদায়ের ফলে দেশের) স্ত্রীলোকেরা অভাবে পড়িয়া বনে জঙ্গলে জ্বালানি কাঠ কুড়াইয়াছে, (এবং সেই কাঠ বেচিয়া তাহাদের ভরণ পোষণ চালাইতে হইয়াছে।' নিন্দুক প্রজার এই কথায় বুঝা যাইতেছে, রাজ্যের খাস্ বনভূমিতে বিনা খাজনায় কাঠ সংগ্রহ করা যাইত না। রামচন্দ্রের আমলে এই খাজনার কড়াকড়ি না থাকায় স্ত্রীলোকেও ইচ্ছামত জ্বালানি কাঠ কুড়াইত।

(ঙ) হাতি চলিবার সময় তাহার পিঠের আরোহী অত্যন্ত দোল খায়। এই দোলনে অনভ্যস্ত আরোহী পড়িয়া যায়। সেজন্য হাতির পিঠের গদী বা হাওদার মধ্যে একপ্রকার কোমরবন্ধনী দিয়া আরোহীকে বাঁধিয়া রাখিবার ব্যবস্থা আছে। হাতির পিঠের এই দোলনে বেশীক্ষণ থাকিলে অনভ্যস্ত আরোহীর গায়ে ব্যথা হয়। ইহাই অবলম্বন করিয়া নিন্দুক প্রজা বলিতেছেন,—'সেপাই দিয়া প্রজাদের ধরিয়া পিঠমোড়া করিয়া বাঁধিয়া আছড়াইতে আছড়াইতে আমাদের হাড়গোড় ভাঙ্গিয়া দিয়াছে'।

কথা শুইন্যা রামচন্দর যে
বড়ো বেথা পাইল মনে।
নিরাবিলা[১১] দাদার কাছে
বইসা কইল কানে কানে॥
হে-হে-হে॥
'ট্যাহা-কড়ি মাফ কইরাছি
মাফ দিছি খাজনার ধান।ক
হস্তীর পিষ্টে আন্‌ছি পেরজাগোরে
কত বাড়াইছি সোর্মান[১২]॥'‡
হে-হে-হে॥
পেরজাগরে শাপ দিল যে
বড়ো দুক্ষে পইড়া রামচন্দ।
'তোমাগোর কপাল পুইড়বো
ভাইগ্য হইব মন্দ॥
হে-হে-হে॥
ভাত-বেগরে[১৩] মরবি তরা
ঘরে থাইক্‌ব না বেড়া ছোন[১৪]।*
খাওনের ওয়াস্তে[১৫] ঘুইরা মরবি
কত ভাইঙ্গ্যা কাঁটা-বন॥'‡
হে-হে-হে॥

১১। নিরাবিলা=নির্জনে, অন্যের অসাক্ষাতে।
১২। সোর্মান=সম্মান। ১৩। ভাত-বেগরে=ভাতের অভাবে।
১৪। ছোন=ঘর ছাইবার খড়। ১৫। খাওনের ওয়াস্তে=খাদ্যের জন্য

পাঠান্তর : –ক টাহা কড়ি মাপ কইরাছি ক্ষ্যামা দিছি ক্ষ্যাতের ধান।
‡ হস্তীর পিষ্টে আনচি প্রেজা বাড়াইচ যে মান॥
* ভাত বেগারে মরবি তরা ঘরে থাইক পোনা বেড়া ছোন॥
‡ খাওয়ার দোস্তে ঘুইরা মরবি ভাইঙ্গ্যা কাটাবোন॥

ওরে—সেই দিন-থাইক্যা প্রেজার ঘরে
দুক্ষু নাইগ্‌ল[১৬] ভাই।
রাজার শাপে পেরজাগো মুখে
পইড়া গেল রে ছাই ॥
হে-হে-হে ॥
ক্ষেতে হইল না শস্যি ফসল
গাছে হইল না ফল। +
কেরমে কেরমে[১৭] বাইড়া গেল
দেশে আঘাতে জোঙ্গল[১৮] ॥ +
হে-হে-হে ॥

তার পরে ভাই, মনে হইল
কাইনী[১] শুন সব্বজন। *
সুতানাড়ার দীঘির কথাডা
অ্যাহন[২] কইমু বিবোরণ ॥ ৵
হে-হে-হে ॥
ভগদত্ত রাজার মাও যে
দুই পুত্‌রে ডাইক্যা কয়।

১৬। নাইগ্‌ল=লাগিল, আরম্ভ হইল। ১৭। কেরমে কেরমে=ক্রমে ক্রমে
১৮। আঘাতে জোঙ্গল=যে আগাছার জঙ্গল কাটিয়া শেষ করা যায় না।
১। কাইনী=কাহিনী। ২। অ্যাহন=এখন।

পাঠান্তর :— * তার পোরে ভাই মোনে হইল শুন শুন সর্বজন।
৵ সুতানাড়ার দীঘির কথা বৈলব বিবোরণ ॥
+ – + এই দুই ছত্র সেনমহাশয়ের সম্পাদনায় নাই।=সম্পাদক

'এই মরণকালে আমার মনে
আর একডা বাঞ্ছা হয়॥
হে-হে-হে॥
পুন্ন্[৩] যুদি কর রে বাবা
পেরকাশ[৪] কইরা কমু[৫]।*
আর ট্যাহার[৬] যুদি মোমতা কর
তা-অইলে আশা ছাইড়া দিমু॥'†
হে-হে-হে॥

রাজা কইল, 'কেন গো মাতা,
ট্যাহা-কড়ির নাইক্কা[৭] ভয়।
তোমার নিগা[৮] কইরতে পারি
আমার রাজ-রাজত্বি ক্ষয়॥'‡
হে-হে-হে॥
মাও কইল, 'বুইজ্জা দেইখ্যা
শ্যাসে[৯] দিও না মোরে ভোগা[১০]।
কথা কইয়া না কইরলে বাপ,
তোমাগো[১১] দোজকে[১২] হইব জাগা[১৩]॥'
হে-হে-হে॥

৩। পুন্ন্ = পূর্ণ। ৪। পেরকাশ = প্রকাশ। ৫। কমু = কহিব।
৬। ট্যাহা = টাকা। ৭। নাইক্কা = নাইক, নাই।
৮। নিগা = লাগিয়া, জন্য। ১০। ভোগা - ধাপ্পা, ফাঁকি।
৯। শ্যাসে = শেষে। ১১। তোমাগো = তোমাদের।
১২। দোজকে = নরকে। ১৩। জাগা = স্থান, জায়গা।

পাঠান্তর :— * পুণ্যি যদি কর বাবা প্রেয়াশ কইবা বলমু তা
† টাহার যদি মোমতা কর তা অইলে কমু না॥
‡ '...পারি রাজত্বি খয়।

রাজা ভগদত্ত কইল, 'মাও গো,
পিরতিজ্ঞা[১৪] কইরা কই।
তোমার কথা না রাইখ্যা যে
আমার অন্য কায্য নাই॥'
হে-হে-হে॥

তহন মাও কইল, 'শুন রে বাবা,
সূতা কাইট্যাছি এক নাড়া[১৫]।
চরকার-থনে[১৬] তুইলা আইন্যা
কাডিত্[১৭] থুইছি ভইরা॥ণ
হে-হে-হে॥
সেই যে সূতার সোমান সোমান
দীঘি কাইডা[১৮] দিবা রে বাপ।ঞ্চ
তেই[১৯] সে বুঝি রাজার বেটা
ঘুচাইলি মনের তাপ॥'
হে-হে-হে॥
এইনা কথা শুইন্যা রাজা
সূতা লইল নিজের হাতে।*
মুন্সিগরে[২০] হুকুম দিল,
'নেও চল আমার সাগে॥'
হে-হে-হে॥

১৪। পিরতিজ্ঞা=প্রতিজ্ঞা। ১৫। নাড়া=নড়া, নাছি, লাছি, গোছা। ১৬। থনে=হইতে। ১৭। কাডিত্=কাঠিতে। ১৮। কাইডা=কাটিয়া। ১৯। তেই=তবে। ২০। মুন্সি=বিদ্বান কর্মচারী।

পাঠান্তর ঃ—ণ চরকা **গোণে** তুইলা আইনা কাটিতে থুইচি ভইরা॥ (এই চরকা, গোণে' শব্দের অর্থে সেন মহাশয় করেন নাই।—সম্পাদক)।
ঞ্চ সেই যে সূতার সোমান সোমান **দেখি** কাইটা দিবারে বাপ।
* এই কথা **শুনিয়া** রাজা **শুনিয়া** লইল নিজের হাতে।

কুণায়[২১] গাইড়্‌ল[২২] একডা খোটা
দীঘির জাগা ঠিক কইরা।
তারই মধ্যে বাইন্ধ্‌ল রাজা
সুতার মাথা ধইরা॥
হে-হে-হে॥
ধীরে ধীরে ছাইড়্যা সূতা
রাজা ভগদত্ত যায় চইলা।
সুতা ছাইড়্‌তেই নাইগ্‌ল[২৩] রাজার
ভাই রে,—দোণ্ড চাইরেক বেলা॥
হে-হে-হে॥

মুন্‌সিরা কয়, 'রাজা মশয়,
কথা কইতে নাগে ভয়।*
এইনা দীঘি খুইদ্‌তে[২৪] হইলে
রাইজ্য হইব ক্ষয়॥'†
হে-হে-হে॥
রাজা কইল, 'মায়ের হুকুম,
আমি পিরতিজ্ঞা কইরাছি যা।
রাজত্বি আর পরাণ গেলেও
করমু আমি তা॥'
হে-হে-হে॥

২১। কুণায়=কোণে। ২২। গাইড়্‌ল=পুতিল।
২৩। নাইগ্‌ল=লাগিল। ২৪। খুইদ্‌তে=খনন করিতে।

পাঠান্তর:—* মুন্সীরা কয় রাজামশয় কথা কইলতে হয় যে ভয়।
† এই দীঘি কাটিতে হৈলে রাজ্য হবো ক্ষয়॥

জাঙ্গালে জাঙ্গালে[২৫] আইল লোক
লয়্যা কুদাল টুপ্‌রি[২৬] যত ।॥
মাড়ি[২৭] চইল্ল মাথায় চইড়া
টুপ্‌রি শত শত ॥
হে-হে-হে ॥
জুয়ানে মারে মস্ত কুদাল
কুঁইথ্যা[২৮] কাড়ে মাড়ি ।
নিম্পি[২৯] মারে ছোট্ট কুদাল
তাগোর মুখেই মালশাটি[৩০] ॥
হে-হে-হে ॥
দীঘির কাছে আর এক জাগাত্[৩১]
আছিল বাইজা[৩২] ফুটিক্[৩৩]পানি* ।
সেই পানিত্ কুদাল ধোয় যে
জোনের[৩৪] নাইগ্‌লে জিরানি[৩৫] ॥
হে-হে-হে ॥
পির্‌তি[৩৬] জোনে এক কোপ মাড়ি
তুইলা ফ্যালায় পির্‌তি দিন ।

২৫। জাঙ্গালে = সারিবদ্ধ দলে। ২৬। টুপরি = ঝুড়ি।
২৭। মাড়ি = মাটি। ২৮। কুইথ্যা = বিক্রম প্রকাশ করিয়া।
২৯। নিম্পি = দুর্বল, হীন। ৩০। মালশাটি — বাহাদুরী
৩১। জাগাত্ = জায়গায়। ৩২। বাইজা = বাধিয়া।
৩৩। ফুটিক = কিছু, অল্প কিছু। ৩৪। জোনের = শ্রমিকদের।
৩৫। নাইগ্‌লে জিরানি = বিশ্রামের সময় হইলে, ছুটি হইলে।
৩৬। পিরতি = প্রত্যেক।

পাঠান্তর :—॥ জাঙ্গালে জাঙ্গালে আইল কোদাল লইয়া লোক যত
* দীঘির কাছে আর এক জাগায় বাইজা **আছাল পুটি** পানি।

কুদাল ধুইতে হয়্যাগেল ভাই,
এই রহম[৩৭] আর দুই চিন্[৩৮] ॥*
হে-হে-হে ॥
বড়ো কুদাইলা ছোড়ো কুদাইলা
নাম হইল সেই কারণ।
পয়সা ছাড়া দুই পুষ্কণী
রাজার হইল যে তহন[৩৯] ॥
হে-হে-হে ॥

সুতানাড়ার দীঘি রে ভাই,
দেখ্‌তে নাগে[৪০] চোমৎকার।
এপাড়থনে[৪১] নজর চলে না
কি আছে ওপাড় ॥†
হে-হে-হে ॥
ফটিকের[৪২] মত পানি ফুটি[৪৩]
তার মধ্যে গম্ভীরা[৪৪]।

৩৭। রহম=রকম। ৩৮। চিন্=চিহ্ন।
৩৯। তহন=তখন।
৪০। নাগে=লাগে।
৪১। এপাড়থনে=এই পাড়ি হইতে।
৪২। ফটিকের=স্ফটিকের।
৪৩। পানি ফুটি=জলটি।
৪৪। গম্ভীরা=গভীর নির্মল।

পাঠান্তর :— * কোদাল ধুইতে হৈয়া গেল এই রহমের চিন ॥
† এ্যাপার **গোনে** নজর চলে না **কচ্ছে** যে ওপার

মানুষ গরু পোখ্‌-পাখালি*
পানি খাইয়্যা যায় ফিরা্যা ॥
হে-হে-হে ॥
কীর্তি থুয়্যা মইর‍্যা গেছে
রাজা ভগদত্তের মাও।
পরে দিনে দিনে জোঙ্গলা হইল
এখন পায় না বাতাস বাও ॥
হে-হে-হে ॥
রাজা গেছে পেরজা গেছে
গেছে রে ভাই, ঠাট্‌-ঠমক্‌।
উজাড় ভিড়া[৪৫] পইড়া রইছে
এ্যাহন[৪৬] শিয়ালের বৈঠক ॥
হে-হে হে ॥
গাড়া[৪৭] রইছে দালান-কোটা
মাল-বেসাতি[৪৮] কত যে ভাই।
লোকে কয় বহুৎ মাল সে
মাল বেসাতির লেহা-জোহা[৪৯] নাই ॥
হে-হে-হে ॥

৪৫। উজাড় ভিড়া=জনশূন্য বাস্তুভিটা।

৪৬। এ্যাহন =এখন। ৪৭। গাড়া=মাটিতে পোঁতা।

৪৮। মাল বেসাতি=ধনসম্পদ।

৪৯। লেহা জোহা=লেখা জোখা।

পাঠান্তর :—

* '—পোক পাকালী—' ॥ (ইহার অর্থ সেন মহাশয় দেন নাই। পোক-পাকালি শব্দের পশ্চিমবঙ্গীয় প্রতিশব্দ—'পোকা-মাকড়'।—সম্পাদক)।

কতজোনে দেইখ্যাছে রে ভাই,
কতজোনে মাল নিছে।
কতজোনে আবার মাডি খুইষ্যা[৫০]
কেবল জিহ্বা চট্‌কাইছে[৫১] ॥
হে-হে-হে ॥

বারো তীত্থের কবিতা রে ভাই
সাঙ্গ হইল এইখানে।
এই কবিতার জন্ম হইল
বারো'শো আশী সোনে ॥
হে-হে-হে ॥
বাসুইর্‌গার[৫২] সজুবয়াতী ধুয়া বাইন্ধ্যা গান করে।
রহম কর দুনিয়ার মালিক আল্লা আল্লা বল রে ॥
আল্লা আল্লা আল্লা ॥

৫০। খুইষ্যা=খনন করিয়া।
৫১। জিহ্বা চট্‌কাইছে=হতাশায় জিহ্বা দ্বারা চক্‌ চুক্‌ শব্দ করিয়াছে।
৫২। বাসুইর্‌গা=গ্রামের নাম।

পালা সমাপ্ত

প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা পঞ্চম খণ্ড সমাপ্ত।